

মিলিন্দ-পত্রোহো (মিলিন্দ-প্রশ্ন)

মূল পালি ও সংস্কৃত ভাষায়

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

দ্বারা

অনূদিত

প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে

প্রকাশিত

বুক্রাণী ১৪৫১, সন ১৩১৫।

କଳିକାତା

୧୧ନଂ ଅପାର ଚିଂପୁର ରୋଡ୍

ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଘରେ

ଶ୍ରୀରାମଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ଵାରା

ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ

ବିଜ୍ଞାନ ୨୦୧୧, ସମ୍ଭା ୧୦୧୧

তস্‌স

বিষয় সূচী

আত্মতত্ত্ব:—

আত্মার প্রকাশ জীব নহে, শরীরে ধর্ম, ৫৭. ১৫

বেত্তা (বা আত্মার) উপলব্ধি হয় কি না ? ১১২. ১৪ ; ১৫০. ২৬

জীবের উপলব্ধি হয় না, ১৮৮. ২০

পুণ্যল বা ব্যক্তি কি ? ৪৫. ১৪

আত্মপালের বিচার ও পরামর্শ, ৩৫. ৬

ঐক্যতাব প্রাপ্ত ধর্মসমূহকে পৃথক করা যায় কি না ? ১৩০. ১৭

কর্ম:—

কর্মকল, ৯. ৬

ভূতাত্ত্বিক কর্ম কোথায় থাকে ? ১৫২. ২৩

কাল:—

কাল, ১০০. ২২

কালত্রয়ের মূল, ১০২. ১৪

কালের পূর্বকোটি জানা যায় না ১০৫, ১৫

কুশল ধর্ম সমূহ, ৬৩. ২৪

কেশ ধারণের ঘোড়শবিধ পীড়া ২০. ৫

জন্ম:—

কে জন্ম গ্রহণ করে, এবং কে না করে ? ৬২. ১৫

যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই, অথবা অন্য ? ৭৮. ১৫

লোক নিজের পুনর্জন্ম জানিতে পারে কি না ? ৮১. ১৮

জন্মগ্রহণ করে কে ? ৯২. ১৩

পুনর্জন্ম অগ্রহণ-কারীর হৃৎবেদনা আছে কি না ? ৮৮. ১৭

নিজের ভবিষ্যৎ উৎপত্তি জানিতে পারা যায় কি না ? ১৫৩. ১৫

সংক্রমণ না করিলেও পুনর্জন্ম হয় কি না ? ১৪৯. ১৮

জীব শরীরান্তরে সংক্রমণ করে কি না ? ১৫১. ১৫

দশবিধ উপাসকের গুণ, ২০৩. ১৮

দীর্ঘ অস্থি, ১৮৪. ২.

হৃৎকেন্দ্রের উদ্ভব, ১৭৩. ১৬

ধর্মকে দর্শন করিয়াছেন কি না ? ১৪৯. ১৩

হুতাজ (ভিক্ষুগণের আচার বিশেষ) ৩৬. ৬

নাগসেন :—(মিলিন্দ-শব্দ দৃষ্টব্য)

মহাসেন নামক দেবপুত্রের নাগসেনরূপে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষা ১৭. ১০ ; বেদাধ্যয়নের পর অহুতাপ, ১৯. ৫ ; প্রতজ্ঞা বা সন্ন্যাস গ্রহণ, ২২. ৯ ; রোহণের নিকট শিক্ষা, ২৩. ১ ; উপসম্পদা গ্রহণ, ২৪. ৭ ; গুরুর নিকটে অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ১০. ১২ ; মিলিন্দ-দমনে প্রতিজ্ঞা, ২৫. ২২ ; অশ্বগুপ্তের নিকট শিক্ষার জন্ত গমন, ২৬. ১৩ ; বিশেষ জ্ঞান (বিপদসূচী) লাভ, ২৯. ৯ ; পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠীর সহিত সাক্ষাৎ, ৩১. ৯ ; ঐ শ্রেষ্ঠীর তাঁহাকে কদল দান, ৩২. ৭ ; আর্হিবলাভ, ৩৩. ৫ ; গুণবর্ণনা, ৩৮. ২ ; সাগল নগরে শিষ্যবর্গের সহিত জাঁকজমকে যাত্রা, ৩৯. ৯ ; নাগসেন আবার জন্ম গ্রহণ করিবেন কি না ? ৯৮. ২০

নান্দা ধর্মের এক প্রয়োজন, ৭৭. ১৩

নির্কীর্ণ :—

নিরোধই নির্কীর্ণ, ১৪৩. ১০

সকলেই কি নির্কীর্ণ লাভ করিতে পারে ? ১৪৪. ১৯

যে নির্কীর্ণ লাভ করে না, সে কি জানে যে নির্কীর্ণ কথ ? ১৪৫. ১৫

তৎখ-বেদনা অমুখ্য কাবীর পনির্কীর্ণ হইয়া কি বলা যায় ? ৮৯. ১৭

নিবাস প্রস্থানের নিরোধ, ১৮৫. ১৮

নৈরয়িক অগ্নির প্রভাব, ১৩৯. ১৩

এক ইন্দ্রিয় এক বা অনেক কথ্যে উৎপন্ন ? ১৩৪. ১৭

পাণ্ডিত্যের বিচার ও রাজার বিচার, ৫৩. ১৪

পাপ-পুণ্য :—

পুণ্য ও অপুণ্যের কোন্টি বেশী ? ১৮১. ১৯

জ্ঞানরূপ ও অজ্ঞানরূপ পাপের ন্যূনাবিকা, ১৮২. ২০

বুদ্ধ :—

বুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ, ১৪৭. ১৫

বুদ্ধ যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা জানা যায় কি না ? ১৪৮. ১৩

বুদ্ধ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী কি না ? ১৫৭. ২৩

বুদ্ধ কি আছেন ? ১৫৪. ১৯

বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি না ? ১৪৬. ১৫

বুদ্ধের লক্ষণবৃত্ত আকার, ১৫৯. ১৩

বিষয় সূচী

১৮৭

বুদ্ধ কি ব্রহ্মচারী ?	১৬০. ১৪
বুদ্ধের উপসম্পদা,	১৬১. ২৪
বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন কি না ?	২০৪. ১৫
বুদ্ধের শরণে পাপীরও দেবদোষনিতে জন্ম হয়,	১৭২. ১৫
বুদ্ধের ছকর সাধন,	১৮৯. ১৭
বেদ সমূহ তুঘের ন্যায় অসার,	১৯. ৫
বোধিজ্ঞ (বোপি-জ্ঞানের সামগ্রী)	১৮০. ১৮
বৌদ্ধ সাহিত্যে হু প্রসিদ্ধ ধ্যানশাসকগণঃ—	
অজিত কেশকম্বলী	৮. ১১
কক্কদ কাত্যায়ন,	৮. ২১
নির্গাণ্ড নাগপুত্র,	৮. ১০
পূরণ কাশ্যপ,	৮. ১০
মঙ্গরী গোশাল,	৮. ১০
মহাভোকেয় দুর্যো	১৭৭. ১৩
মহাভোকেয় সম্মান সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া	১৮৮. ১৩
একাত্মবাদেব্রহ্মসমীপ গমন	১৮৩. ১৯
ভেদাভেদ প্রত্যয়ে	১৮৩. ১৯
বিভিন্ন ধর্মঃ—	
চৈতন্যবোধিচর্য্যসম্বিত মনোবোধিচর্য্যনির্মিত সমস্তকর্তৃবিবর্তিত	১৮৮. ১৩
ভেদাভেদ লক্ষণ,	১২৮. ১৪
জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কি এক ?	১৮৮. ১৩
জ্ঞানানুসংঘোহ প্রাপ্তি হয় কি না ?	১৮৮. ১৩
প্রজ্ঞার লক্ষণ	১২৮. ১৪
প্রজ্ঞা : নিরোধ,	৮৪. ২০
প্রজ্ঞা কোথায় বাস করে ?	১৮৮. ১৩
বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীব এক বা নানা ?	১৮৮. ১৩
বিচারের লক্ষণ	১২৮. ১৪
বিজ্ঞানের লক্ষণ,	১২৮. ১৪
বিতর্কের লক্ষণ,	১২৮. ১৪
বুদ্ধি পদার্থের কারণ,	২০০. ১৫
দেহনের লক্ষণ,	১২৮. ১৪

মিলিন্দ প্রশ্ন

মনসিকারের লক্ষণ, ৬২. ২৪

মনোবিজ্ঞান ও বেদনা ১২৩. ১১

সংস্কার লক্ষণ, ৬৬. ২৪

সংস্কার লক্ষণ, ১২৬. ৪২

সমাধির লক্ষণ, ৭৪. ১৮

স্পর্শের লক্ষণ ; ১২৩ ১৮

স্মৃতি (স্মৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য)

মহুগার স্থান, ১২৭. ১৭

মহুগার অনুপযুক্ত ব্যক্তি, ১২৮. ২৩

মিলিন্দ :—(নাগসেন-শব্দ দ্রষ্টব্য)

মিলিন্দ ও নাগসেনের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত, ৪. ১২ ; মিলিন্দের জন্মকাল ৬. ১৬ ;
জন্মভূমি ও জন্মনগর, ১৭৭. ২৭ , ১৭৮, ২৪ ; অধীত শাস্ত্রসমুদয়, ৭. ৩ ; ত্রিপিটক-
অধ্যয়ন ১২৪. ১২ ; পূরণ কাশ্যপের সহিত বিচার, ৮. ৯ ; গোশাল মঙ্গবার সহিত
বিচার, ৯. ৬ ; আয়ুষ্মালের সহিত বিচার, ৩৫. ৬ ; মিলিন্দের প্রশ্নভবে সাগল-
নগর ছাড়িয়া রাক্ষণ ও প্রহলনগরের পলায়ন, ১০. ১৪ ; নিম্নে প্রশ্ন কথিবীর ইচ্ছা,
১২৬. ২৪ ; নাগসেনের দর্শন, ৪১. ১৪ ; নাগসেনকে দেখিয়া ভয়, ৪৩ ১০ ;
নাগসেনের সহিত বিচার আরম্ভ, ৪৪ ১৪

ব্রহ্মা রক্ষার অনুপযুক্ত ব্যক্তি ১২৯. ২২

লবণ চক্ষু বা জিহবার দ্বারা বিজ্ঞেয় ? ১৩২. ১৪

লোকে পালন করে কে ? ৮. ৯ ; ৩৭. ৪

শিবোর প্রতি আচাৰ্য্যের কর্তব্য, ২০১. ২৩

সকল লোক সমান হয় না কেন ? ১৩৫. ১০

সংস্কার, ১০৩. ১৯

সংস্কার অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না, ১০৭. ২২

সংসার কি ? ১৩৪. ১৯

সন্ন্যাস :—

সন্ন্যাস ও শিরোমুণ্ডনের প্রয়োজন, ২০. ৫

কাষার বসনের প্রয়োজন, ২০. ১৫

সন্ন্যাসের প্রয়োজন ও পরামর্শ ৩৫. ১০ ; ৫২. ১৩

সন্ন্যাসিগণের শরীর প্রিয় কি না ? ১৫৬. ১৫

সত্ত্ব কে লোক না সংখ্যা, ৫২. ১৫

টীকাধ্বত সাক্ষেতিক অক্ষর

সমুদ্র কেবল লবণরস বৃত্ত কেন ? ১৮১. ১২

জলকে কি জল সমুদ্র বলা হয় ? ১৮৬. ২০

লরাগ ও বীতরাগে ভেদ, ১৬৩. ১২

লক্ষ্যবৃত্তকে ভেদ করা যায় কি না ? ১৮৭. ১৭

সাগল নগরের বর্ণনা, ২, ৮

সুখামুভব কুশল অকুশল বা অবাক্ত, ২০. ১৪

স্বতি:—

স্বতি, ১৬৬. ১৮

স্বতির অক্ষণ, ৭১. ১৬

কত প্রকারে স্বতি উৎপন্ন হয়, ১৬৮. ১৬

কিসের দ্বারা স্রবণ করা যায়, ১৬৫. ২৪

টীকাধ্বত সাক্ষেতিক অক্ষর ।

অ. ধ. স.	অক্ষরসম্বন্ধ সংগ্রহ (সিংহল)
অ. নি. বা	A. N.	...	অনুভূতিবিচার (P. T. S.)
অ. প.	অভিধানপত্রীপিকা (সিংহল)
অ. স.	অথর্কসংগ্রহ
অ. সা.	অথর্কসংগ্রহ (P. T. S.)
Alw.	An Introduction to Kaccayana's Grammar of Pali Language by James D'Alwis.
A. S. B.	Asiatic Society of Bengal.
উ. দ.	উদাসকন্দনা (A. S. B.)
অ. স.	অথর্কসংগ্রহ
ক. ব., বা	K. V.	...	কণাবথ (P. T. S.)
ক. বি.	কণাবিভরণী (সিংহল)
ক. ব.	কচ্চরন বৃত্তি (ঐ)
ক. প.	কৃষ্ণপুরণ (A. S. B.)
জা., বা	J.	...	জাতক (Fausboll)
জ. প. হ.	জগদ্বিগমহৃত্ত (A. S. B.)

দী. নি., বা	D. N.	...	দীঘনিকায় (P. T. S.)
ধা. ম.	ধাতুমজ্জা (সিংহল)
নে. প., বা	N. P.	...	নেতিপুংকরণ (P. T. S.)
জা. ক.	জায়কন্দলী (কান্দী)
জা. দ.	জায়দর্শন (ঐ)
জা. বা.	জায়বার্তিক (A. S. B.)
প. দী.	পরমথদীপনী (বিমানবথুটীকা, P. T. S.)
প. ম. ম., বা	P. S. M.	...	পটিদত্তিদামগগ (P. T. S.)
পা. গৃ. ২.	পারস্পরগৃহ্যসূত্র (হাতোয়া রাজার সংস্করণ)
পা. দ.	পাতঞ্জলদর্শন
পা. প্র.	পানিপ্রকাশ (যজ্ঞস্থ)
পা. মো.	পাটিনোক্ত (J. Minayeff.)
	P. T. S.	...	Pali Text Society, London.
বৃ. জা. উ.	বৃন্দারগাক উপনিষৎ
বো. ৫.	বোবিচধ্যাবতার (A. S. B.)
বো. ৮. প.	বোবিচধ্যাবতার পঞ্জিকা (ঐ)
	B. M. S.	...	Buddhist Mahāyāna Suttas (S. P. E.)
ম. পু.	শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ
ম. নি., বা	M. N.	...	মজ্জিমনিকায় (P. T. S.)
ম. ভা.	মহাভারত
ম. ব্যা.	মহাব্যাপ্তি (Menae.)
ম. ম.	মহুসংহিতা
মহা.	মহাবগ্গ
মা. ব.	মহাযমিকরত্তি (Buddhist Text Society.)
	M. Bud.	...	A Manual of Buddhism by Spence Hardy.
রামা.	রামায়ণ
ল. বি.	ললিতবিস্তর
ব. কা.	বজ্রচ্ছেদিকা (S. E. E.)
বি. ম.	বিহুজিমগগ (Buddhist Text Society.)
বি., বা	Vi	...	বিভঙ্গ (P. T. S.)

নিবেদন

মিলিন্দপ্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গ্রন্থ শেষ হইলে ভূমিকার আলোচনা করা যাইবে ; সম্প্রতি তাহার সামান্য পরিচয় মাত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

গাণ্ডিবে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, মিলিন্দপ্রশ্ন সর্ব প্রথমে উত্তর ভারতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভ সময়ে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পরে সংস্কৃত বা অপর কোন উদ্ভীচা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া থাকিবে ; এবং তদনন্তর ইহা পালিতে অনূদিত হইয়া দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত হয়।

শ্রীবৃদ্ধ কাণ্ডার্মিটি নামক এক জন জাপানীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক আজ কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি নেপাল ও তিব্বতে ভ্রমণ করিয়া সেখানকার প্রচলিত পুস্তকাবলীর এক স্থলীপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার সেই স্থলীপত্রের মধ্যে “মিলিন্দ-পরিপূজা”-নামে একখানি পুস্তকের উল্লেখ দেখিয়াছি। এই পুস্তক খানির নাম ভিন্ন অপর কিছুই জানিতে পারি নাই। সম্ভবত ইহা সংস্কৃত বা গাণ্ধী-সংস্কৃত লিখিত। যদি তাহাই হয়, এবং কোন দিন কেহ ইহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সেই উক্তির সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে, এবং আমরাও মিলিন্দপ্রশ্নের মূল আকার দেখিতে পাইব। শ্রীবৃদ্ধ কাণ্ডার্মিটি নেপাল ও তিব্বতে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ; সে সব এখন জাপানে চলিল।

মিলিন্দপ্রশ্ন পালি-আকারে ক্রমশঃ সিংহলে উপাসিত হয়। তত্রত্য বৌদ্ধগণের নিকট ইহা অতিপ্রিয় ও আদরের সামগ্রী ; তাহারা ত্রিপিটক বা বিস্বন্ধিমগ্গের পরেই ইহার স্থান নির্দেশ করেন। সেখানে ইহা সিংহলীভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

সিংহল হইতে ইহা শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশে প্রবেশ লাভ করে, এবং সেখানেও ইহার এতদূর আদর হইয়াছিল যে, উত্তর স্থানেই এক এক খানি টীকা রচিত হয়।

উদ্ভীচা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এই মিলিন্দপ্রশ্নই একমাত্র পুস্তক, লুপ্ত অবাচ্য বৌদ্ধগণ প্রজ্ঞা ও আচারের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

ত্রিপিটক-টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ হুবির বুদ্ধযোষ (৪৩০ খ্রীঃ) নিজ গ্রন্থে চারি স্থানে মিলিন্দপ্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহার এক স্থানে তিনি একরূপ ভাবে ইহার নাম করিয়াছেন যে, ইহার প্রতি তাহার গভীর প্রজ্ঞার ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই গ্রন্থের প্রজ্ঞা মিলিন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং ইনিই সেই ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা Menander। মূলগ্রন্থে মিলিন্দের যে কয়েক জন অমাত্যের নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দেবমন্ত্রি ও অনন্তকার (৫৭ পৃঃ, ১ পং) তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে Demetrious ও Antiochos. মিলিন্দের রাজধানী সাগল- (সংস্কৃত শাকল) নগর গ্রীকগণের Euthydemia হইতে মন্ত্রি ; তাহার জন্মভূমি অলসন্দ-গ্রীপ (১৭৭ পৃঃ

২৪ পং) তাঁহাদের মতে ব্যাক্টিয়ার সিদ্ধনদীর বীপস্থিত Alexandria, এবং তাঁহার জন্মনগর কলসী-গ্রাম (১৭৮ পৃ: ২৪ পং) সম্ভবত Karisi. * মিলিন্দ নুরপত্তি (Menander) খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ হইতে ১১৫ বা ১১০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। V. Smith এর Early History of India নামক গ্রন্থে মিলিন্দের একটি মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার একদিকে তাঁহার গ্রীবা-পর্য্যন্ত মূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থবর্ণিত মহাস্থবির নাগসেন মহাবান-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাপয়িতা নাগার্জুন হইতে ভিন্ন। মূল মিলিন্দপ্রশ্ন কাহার দ্বারা রচিত, তাহা এ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে নির্ণীত হয় নাই।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে Dr. V. Trenckner (Copenhagen) রোমান্স অক্ষরে মিলিন্দ-প্রশ্নের এক উত্তম সংস্করণ বাহির করেন। তাহার পর সিংহলেও তাহার কিয়দংশ স্থানীয় অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। T. W. Rhys Davids ১৮৯০, ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে Trenckner-এর প্রকাশিত মূল অবলম্বনে Sacred Books of the East নামক গ্রন্থাবলীতে দুই খণ্ডে তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি মূল ও বঙ্গানুবাদ উভয়ই একত্র বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত হইতেছে। সমগ্র গ্রন্থ দুই ভাগে, ও চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে; বর্তমান অংশ প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড।

R. Spence Hardy-কৃত A manual of Buddhism নামক পুস্তকে মিলিন্দপ্রশ্ন হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া মিলিন্দ প্রশ্নের প্রতি আমার প্রথম অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহার পর Rhys Davids এর ইংরাজী অনুবাদ পড়ায় তাহা আরও বদ্ধিত হইয়া উঠে, ও মূল পুস্তক পড়িবার জন্ত নিরতিশয় স্পৃহা হয়। আমার প্রার্থনা অনুসারে সিংহলের বিদ্যোদয় কলেজ (পরিবেশ) হইতে প্রদ্বৈত সন্ন্যাস পিয়রতন ভিক্ষু মহাশয় + অনুগ্রহ করিয়া সিংহলী অক্ষরে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র আমাকে পাঠাইয়া দেন, এবং তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করি। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পূর্ব হইতেই নামাবিধ আলোচনাদির দ্বারা বৌদ্ধসাহিত্য অনুশীলনে আমাকে উৎসাহিত করিয়া তোলে; এবং তাঁহারই আদেশ ও পরামর্শে আমি বৌদ্ধসাহিত্য অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—যদিও বস্তুত আমার তাদৃশ শক্তি নাই। তাঁহার উৎসাহ ও মিলিন্দপ্রশ্নের রমণীয়তা এতদূর আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থের অভাব হইলেও, এবং অনুবাদে যথোচিত শক্তি না থাকিলেও, আমি তাহার অনুবাদ আরম্ভ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। পালিবিৎ বলিয়া বিবৎসমাজে পরিচিত হইবার কোনো গুণই আমাতে নাই, এবং সেরূপ গর্ব্বও আমি হৃদয়ে পোষণ করি না। অনুপযুক্ত হস্তের অনুবাদে যে সকল

* In the coin of Ekurattides, 180 B. C.

+ এখানে অতি দ্রুতের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমার সেই সহদয় উদার বন্ধু ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

ক্ৰটি হইবার সম্ভাবনা, এ অমুবাদে তাহার কিছুই অভাব বোধ হইবে না। পাঠকবৰ্গ অমুগ্রহ পূৰ্বক সেগুলি সংশোধন করিয়া জানাইলে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিয়া লইবে। বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এ কথা স্বীকার করিতে আমার কোন লজ্জা নাই; অতএব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অংশের অমুবাদে বিশেষ ক্ৰটি হইবার সম্ভাবনা আছে।

যতদূর পারিয়াছি আক্ষরিক অমুবাদ করিতেই চেষ্টা করিয়াছি, এজন্য আমার সহজ কর্কশ ভাষা স্থানে স্থানে হয়ত আরও কর্কশ হইয়া থাকিবে। পারিভাষিক শব্দ গুলির অমুবাদ না করিয়া সেইরূপই রাখিয়াছি, বা কোন স্থানে অমুবাদ করিলেও বন্ধনীর মধ্যে সেই মূল শব্দটি সন্নিবেশিত করিয়াছি। মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত কোন কথা যোগ করিবার প্রয়োজন বোধ স্থলে তাহাও বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি। মূলের পদ্যাংশ গুলি পদ্যেই অমুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে হয়ত কোন কোন স্থানে ভাবামুবাদ করিতে হইয়াছে, এবং পদ্যের আকারও জঘন্য হইয়াছে। পাঠকগণ কৃপা করিয়া ইহা ক্ষমা করিবেন।

প্রকাশিত অংশ পাঠোপযোগী করিবার জন্ত শেষে 'ছক্কহ' স্থলের বিবৃতি করিয়া একটি টীকা সন্নিবেশিত করিয়াছি। অমুবাদে অশ্লীল স্থলের তাৎপর্য টীকা দেখিয়া বুঝা যাইতে পারে।

প্রথমত পূৰ্বোক্ত সিংহলের প্রকাশিত পুস্তকের আদর্শেই মূল ভাগ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা হয়, তাহার পর Trenckner এর সংস্করণ হস্তগত হওয়ায় ইহারই অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছে ও হইবে। Trenckner যে সব পাঠ ধরিয়াছেন সিংহলের মুদ্রিত পুস্তকে স্থানে স্থানে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। যেমন, করণীয়াং (১০ পৃ: ২পং), অহাসী (ঐ ৫পং), হীঘ্যো (১৬ পৃ: ১১ পং), খাদনীয়াং ভোজনীয়াং (১৭ পৃ: ৩ পং) ইত্যাদি সিংহলীয় পাঠে Trenckner এর সংস্করণে ত্রুষ্ ইকার দেখা যায়। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বর পালিতে সাধারণত ত্রুষ্ দেখা গেলেও কখন কখন দীর্ঘও দেখা যায়। এই জন্ত পূর্ব পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি তাহাই প্রতিলিপি করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। গ্রন্থ শেষে 'পাঠাদি বিবেক' নামে অপর একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত করিবার ইচ্ছা থাকিল।

১৬ পৃ: ৭-৮ পংক্তিতে 'রাজভীতিতো' ও 'চোরভীতিতো' পাঠ আমিই কল্পিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। সিংহলীয় পুস্তকে 'রাজভীতিতা' ও 'চোরভীতিতা' ছিল (অণুজ্ঞ-শোধন দ্রষ্টব্য)।

অমুবাদ অংশে পরিচ্ছেদাদি বিভাগ সম্বন্ধে Rh. D এর অমুবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখা করিবার জন্য, এবং তাহা অযৌক্তিক বোধ না হওয়ায়, তাঁহাকেই অমুসরণ করিয়াছি।

পালিব্যাকরণের সন্ধির নিয়মানুসারে যেখানে কোন স্বর লুপ্ত হইয়াছে, সেখানে তাহা 'সহজে' বুঝিবার জন্ত মূল অংশে লোপস্থচক এক একটি (') চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সিংহলীয় ও পাশ্চাত্য গ্রন্থ-সংস্কর্তৃগণও এরূপ চিহ্ন স্থানে স্থানে ব্যবহৃত করিয়াছেন। পাঠকগণের সুবিধা

হইবে মনে করিয়া আমি সর্বত্রই তাহা ব্যবহার করিয়াছি; যথা—বচনমতম্’পি, এখানে বচনমতম্ + অপি এই দুই পদের মধ্যে ‘অপি’র অকার লোপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; এই-রূপ—অথে’তং, এখানে অথ + এতং এই দুই পদের মধ্যে ‘অথ’ পদের পরস্থিত অকারের লোপ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অন্যত্রও এইরূপ।

পরস্পরের প্রস্নোত্তর স্বরূপ বাক্য গুলিকে বর্তমান রীতি অনুসারে (‘ ’) এইরূপ চিহ্নের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছি, বিরামচিহ্নগুলিও আমারই কৃত।

প্রেসে টাইপের অভাবে কথল ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দে বর্গীয় বকার দিতে পারা যায় নাই, কতকগুলি সংযুক্ত অক্ষর স্থলে হসন্ত চিহ্ন দিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে, এবং এই ঠ দেবনাগর অক্ষর-স্থলে ল-এর নীচে একটু বিন্দু (ল) দিয়া লকার হইতে তাহাকে পৃথক করা হইয়াছে।

মূলগ্রন্থে উদ্ধৃত বাক্য সমূহের আকার-স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে Trenckner ও Rhys Davids উভয়েরই যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাঁহাদের নিকটে কৃতস্ত হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিতেছি। কোন কোন স্থানে আমিও কিঞ্চিৎ করিয়াছি, তাহার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় একটি বলিতে পারা যায়; যথা—১৩৫ পৃষ্ঠায় যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহা মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে (১৪৪. ৪১-৪৭) ঠিক একই বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায় (টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভাল করিয়া প্রফ দেখিতে না পারায় স্থানে স্থানে কিছু কিছু অশুদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও বা ভ্রম-প্রমাদও রহিয়াছে; যাহা চোখে পড়িয়াছে, শুদ্ধিপত্রে শোধন করিয়া দেওয়া গেল। অনুবাদ অংশে যে ভ্রমগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থের এক চতুর্থাংশ মাত্র এই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এই মাত্র দেখিয়া যেন কেহ মূল গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয় না করেন। মেওকপগ্রন্থ বা উভয়কোটিক প্রশ্ন সমূহ (Dilemmas) ইহার অত্যন্ত উপাদেয় ও বহুবিধ মনোরঞ্জনোচিত বিষয়ে পরিপূর্ণ। বর্তমান খণ্ডে একটি মাত্র উভয়কোটিক প্রশ্নের কেবল প্রস্তাবনা করা হইয়াছে। নির্দোষাদি-বিষয়ক বহুবিধ তত্ত্ব পরবর্তী অংশে রহিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ এই গ্রন্থখানিকে তাঁহাদের গ্রন্থপ্রকাশ-মালার মধ্যে গ্রহণ করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের এবং অনুবাদকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুস্তকালয়ের নিকটও আমি অল্প ঋণী নহি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম-শাস্তিনিকেতন,
বোলপুর।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৫

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

মিলিন্দ-পত্রোহো ।

মমো তস্ম ভগবতো অরহতো

সম্মাসম্বুদ্ধস্ম ।

১। মিলিন্দো নাম সো রাজা সাংগলায়ম্ পুণ্ড্রোত্তমো ।

উপগচ্ছি নাগসেনং গঙ্গা'ব যথসাংগরং ॥ ১ ॥

আসজ্জ রাজা চিত্রকথিং উক্কাধারং তমোহুদং ।

অপুচ্ছি নিপুণে পত্রোহে ঠানাঠানগতে পুথু ॥ ২ ॥

মিলিন্দ-প্রশ্ন ।

সেই ভগবান্ অহং সম্যক্-সম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বাহকথা ।

প্রস্তাবনা ।

- ১। সাংগল-নগরবরে মিলিন্দ-নামক
প্রসিদ্ধ নৃপতি, গঙ্গা সাংগরেতে যথা,
তমোহর, প্রকাশক, বিচিত্রকথক,
(মহাভিক্ষু) নাগসেন-সমীপে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলা স্থানাস্থানে নিপুণ গম্ভীর
বহু প্রশ্ন ; উত্তরিলা নাগসেন তাহা ।

পুচ্ছা বিস্ময়জনা চেব গভীরতমপনিস্ফিতা ।

হৃদয়ঙ্গমা কল্পস্থখা অব্ভূতা লোমহংসনা ॥ ৩ ॥

অভিধ্ব-বিনয়ো'গাল্হা স্তম্ভজালসমস্ফিতা । T সমস্ফিতা

নাগসেনকথা চিত্রা ওপশ্মেহি নযেহি চ ॥ ৪ ॥

তথ এতং পণিধায় হাসয়িত্বান মানসং ।

সুগোথ নিপুণে পঞ্জহে কচ্ছাঠানবিদালনে'তি ॥ ৫ ॥

২। তং যথা বৃত্ততে—অস্তি যোনকানং নানাপুটভেদনং সাগলনাম নগরং, নদীপৰ্বত-
সোভিতং, রমণীয়ভূমিপ্ৰদেশভাগং, আরাম্যু'য্যানোপবনতলাক পোক্খরণীসম্পন্নং, নদীপৰ্বতবন-
রামণেয়্যকং, স্তবস্তনিস্থিতং, নিহতপচ্চাখিকপচ্চামিতং, অল্পপপীলিতং, বিবিধবিচিত্র-
দল্হমট্টালকাট্টকং, বরপবরগোপুৰতোরণং, গভীরপরিখাওরপাকারপৰিকৃথিত'স্তেপুং,

গভীরার্থ-পূর্ণ সেই প্রশ্ন ও উত্তর

অদ্ভুত, হৃদয়ঙ্গম, শ্রবণ-সুখদ,

রোমাঞ্চ-জনক ; শ্রায়-উপমায় চিত্র,

ত্রিপিটক-অর্থযুক্ত নাগসেন-কথা ।

প্রফুল্লমানসে, করি চিত্ত-প্রণিধান,

শুন সে নিপুণ প্রশ্ন, সন্দেহভঞ্জন ।

সাগল-নগর ।

২। তাহা যেমন পূৰ্ণ পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়—যবনগণের সাগল-নামে এক
বিবিধ-অধীনস্থপুৰ-যুক্ত নগর আছে । ইহা রমণীয় ভূপ্ৰদেশভাগে অবস্থিত, নদী ও পৰ্বতে
১০ শোভিত, এবং আরাম-উদ্যান-উপবন-তড়াগ ও পুষ্করিণীর দ্বারা সমন্বিত; ইহা নদী-পৰ্বত
ও বনে রমণীয়, বিজ্ঞ শিল্পী দ্বারা নিৰ্ম্মিত, ও প্রতিবন্দী শত্রুগণ নিহত হওয়ায় অল্প-
পীড়িত । ইহার উপরিতন গৃহ ও অন্তর্গৃহ-সমূহ বিবিধ, বিচিত্র ও দৃঢ়; গোপুৰ ও
তোরণ উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর; অন্তঃপুৰ অর্থাৎ নগরভাস্কর্য গভীর পরিখা ও

সুবিভক্ত-বীথি-চত্বর-চতুষ্ক-সিঁজাটকং, সুপ্রসারিতানেকবিধবরভণ্ডপরিপূরিত'স্ত্রাপণং, বিবিধ-
দানগগসতসমুপসোভিতং, হিমগিরিসিখরসঙ্কাসবরভবনসতসহস্রপতিমণ্ডিতং, গজহয়রথপত্তি-
সমাকুলং, 'অভিরূপনরনারীগণামুচরিতং, আকিঙ্কজনমহুসং, পুথুখত্তিরব্রাহ্মণবেদসমুদং,
বিবিধসমগব্রাহ্মণসভাজনসজ্জাতিতং, বহুবিধবিজ্ঞাবস্তনরবীরনিসেকিতং, কাসিককৌটুম্বরকাদি-
নানাবিবখাপাণসম্পন্নং, সুপ্পারিতকৃষ্ণচিরবহুবিধপুংফগন্ধাপগন্ধগন্ধিতং, আশিঙ্গীয়াবহরতন-
পরিপূরিতং, দিসামুখসুপ্রসারিতাপাণিসিঁজারবাণিজগণামুচরিতং, কহাপণরজতসুবর্ণকংসপথর-
পরিপূরং, পজ্জোতমাননিধিনিকেতং, পহুতধনধণ্ডাবিত্তু'পকরণং, পরিপূরকোসকোট্টাগারং,
বহুপাণং, বহুবিধজ্জভোজ্যলোপেযাসায়নীয়ং, উত্তরকুরুসঙ্কাসং সম্পন্নসং, অলকমন্দা-
বিয় দেবপুরং ।

৩। এখ ঠাঙ্গ তেসং পূর্বকক্ষং কথতব্ং । কথন্তেন ছা বিভজিয়া কথতব্ং ।
সেযাখীদং—

পাণ্ডুর প্রাকারে পরিবেষ্টিত ; বীথি-চত্বর-চতুষ্ক ও চতুষ্পথ-সমূহ সুবিভক্ত ; এবং
বিবিধোত্তমপণ্য-পূরিত নগরাভ্যন্তরস্থ আপাণিকর সুপ্রসারিত । ইহা বহুবিধ শত-
শত শ্রেষ্ঠ দান ক্রিয়ায় সমুপসোভিত, ও হিমগিরিসিখরসঙ্কাস শত-সহস্র উত্তম ভবন
দ্বারা প্রতিমণ্ডিত ; গজ-হয়-রথ ও পদাতি দ্বারা সমাকুল, ও অভিরূপ নর-নারী-
৫ যুক্ত ; জন-মহুয্যাকীর্ণ ও মহান্ কল্লিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য ও শূদ্র-সম্মিত । ইহা বিবিধ
শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের অভিনন্দন শব্দে সম্মিলিত, বহুবিধ বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন নরনারী-
গণের দ্বারা নিষেকিত, কাশীজাত ও 'কৌটুম্বরক'-প্রভৃতি নানাবিধ-বস্ত্রের আপাণ-
নিকর দ্বারা সম্পন্ন, সুপ্রসারিত বহুবিধ কৃষ্ণচির পুষ্প-গন্ধের আপাণ-সমূহের সৌরভে
আমোদিত, আশংসনীয় বহুবিধ রত্ন-নিকরে পরিপূরিত, দিমুখে প্রসারিত-পণ্য
১০ শৃঙ্গারবণিক্-সমূহ দ্বারা অরুণত, এবং কাষাপণ-রজত-সুবর্ণ-কাংস্ত্র ও প্রস্তরে
পরিপূর্ণ । ইহার নিধিনিকেতন সমূহ প্রদ্যোতমান, ধন-ধাত্ত ও বিবিধ উপকরণ-
দ্রব্য প্রভূত, কোষ ও অন্তর্গৃহ পরিপূর্ণ, অন্ন ও পান প্রচুর, খাদ্য-ভোজ্য-লেহু-পেয়
ও স্বাদনীয় বস্তু বহুবিধ, এবং ইহা উত্তর কুরুর তায় সম্পন্ন-শস্ত্র, ও অলক মন্দার
তায় দেবপুর ।

১৫ ৩। এই স্থানে থামিয়া তাঁহাদের (মিলিন্দ ও নাগসেনের) পূর্ব কক্ষ বলিতে
হইবে ; এবং কথককে তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিতে হইবে ; যথা—

- ১ পূর্বযোগো,
- ২ মিলিন্দপঞ্জোহং,
- ৩ লক্ষণপঞ্জোহং,
- ৪ মেণ্ডকপঞ্জোহং,
- ৫ অনুমানপঞ্জোহং,
- ৬ উপম্যকথাপঞ্জোহং ।

তথ মিলিন্দপঞ্জোহো লক্ষণপঞ্জোহো, বিমতিচ্ছেদনপঞ্জোহো'তি ছবিধো । মেণ্ডক-
পঞ্জোহো'পি মহাবগ্গো, যোগিকথাপঞ্জোহো'তি ছবিধো । পূর্বযোগো'তি ত্তেসং
পূর্বকস্ম ।

পূর্বযোগো ।

৪ । অতীতে কির কস্পস্প ভগবতো সাসনে বত্তমানে গঙ্গায় সমীপে একস্মিং আবাসে

- ১ পূর্বযোগ,
- ২ মিলিন্দ-প্রশ্ন,
- ৩ লক্ষণপ্রশ্ন,
- ৪ উভয়কোটিক-(মেণ্ডক) প্রশ্ন,
- ৫ অনুমানপ্রশ্ন, ও
- ৬ উপম্যকথাপ্রশ্ন ।

ইহার মধ্যে মিলিন্দপ্রশ্ন দুই ভাগে বিভক্ত :—১ লক্ষণপ্রশ্ন, ও ২ বিমতিচ্ছেদন-
প্রশ্ন । উভয়কোটিক-(মেণ্ডক) প্রশ্নও বিবিধ :—১ মহাবর্গ, ও ২ যোগিকথা-
প্রশ্ন । পূর্বযোগের অর্থ তাহাদের পূর্ব কস্ম ।

পূর্বযোগ ।

মিলিন্দ ও নাগসেনের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত ।

- ১২ ৪ । পুরাকালে কণ্ডপ-বৃক্ষের শাসন ময়ে গঙ্গাসমীপে এক আবাসস্থানে মহান্
ভিক্ষুসংঘ বাস করিতেন । সে স্থানে বৃদ্ধশীল সম্পন্ন ভিক্ষুগণ প্রাতঃকালেই উখিত

মহাভিক্খুসংঘো পটিবসতি । তথ বত্তসীলসম্পন্না ভিক্খু পাতো'ব উট্ঠায় যট্ঠিসমুজ্জনিয়েঃ আদায় বুদ্ধগুণে আবজ্জন্তা অঙ্গনং সম্মজ্জিত্বা কচবরং ব্যাহং করোন্তি ॥

৫। 'অথেকো ভিক্খু একং সামণেরং "এহি সামণের, ইমং কচবরং ছড্ডেহীতি" আহ ।' সো অনুগন্তো বিয় গচ্ছতি । সো হুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি আমত্তিয়মানো অমুগন্তো বিয় গচ্ছতে'ব । ততো সো ভিক্খু 'হুব্বচো অয়ং সামণেরো'তি' কুদ্ধো সমুজ্জনিন্দণেন পহারং অদাসি । ততো সো রোদন্তো ভয়েন কচবরং ছড্ডেন্তো 'ইমিনাহং কচবরছড্ডনপুঞ্‌ঞকস্মেন যাবাহং নিব্বাণং পাপুণামি, এথ'ন্তরে নিব্বত্তনিব্বত্তট্ঠানে মম্মান্তিকহুরিয়ো বিয় মহেসক্কো মহাতেজো ভবেয়্য'ন্তি' পঠমপথনং পট্ঠপেসি ।

৬। কচবরং ছড্ডেয়া নহান'থায় গম্মাতিথং গতো, গম্মায় উমিবেগং পসুসারায়মানং দিস্বা, 'যাবাহং নিব্বাণং পাপুণামি, এথ'ন্তরে নিব্বত্তনিব্বত্তট্ঠানে অয়ং উমিবেগো বিয় ঠাহুপ্পত্তিকপটিভানো ভবেয়্য, অক্কয়পটিভানো'তি' হুতিয়ম্পি পথনং পট্ঠপেসি ।

হইয়া যট্ঠিসংলগ্ন সম্মার্জ্জনী গ্রহণপূর্বক বুদ্ধগুণ চিন্তন করিতে করিতে অঙ্গন-মার্জ্জন ও আবর্জনা-সংগ্রহ করিতেন ।

৫। এক দিন কোন ভিক্খু একটি 'সামণের' বা নবশিষ্যকে বলিলেন—'সামণের, আগমন কর, এই আবর্জনা ফেলিয়া দাও ।' নে যেন তাহা না গুনিয়াই গমন করিল । ভিক্খু দুইবার—তিনবারও আহ্বান করিলে, সে যেন তাহা না গুনিয়াই গমন করিল । অমন্তর সেই ভিক্খু ঐ সামণেরকে অবাধ্য (হুব্বচো = হুব্বচঃ) দেখিয়া ক্রোধে তাহাকে সম্মার্জ্জনী দণ্ডে প্রহার করিলেন । সে রোদন করিতে করিতে ভয়ে আবর্জনা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর (মনে মনে) এই প্রথম প্রার্থনার স্থাপন অর্থাৎ প্রার্থনা করিল :—'যাবৎ আমি নির্বাণ-লাভ করিতে না পারি, ইহার মধ্যে প্রত্যেক উৎপত্তি স্থলে, আমি যেন এই আবর্জনার নিক্ষেপজনিত পুণ্য-কর্ম্মে মাধ্যাত্মিকহুর্য্যের দ্বারা মহৈশ্বর্য্যশালী ও মহাতেজাঃ হইতে পারি ।'

৬। সামণের আবর্জনা নিক্ষেপ করিয়া স্নানার্থ গম্মাতীর্থে উপস্থিত হইয়া গর্গরায়-মাণ উমিবেগ-দর্শনে এই দ্বিতীয় প্রার্থনা করিয়াছিল :—'যাবৎ আমি নির্বাণ লাভ করিতে না পারি, ইহার মধ্যে প্রত্যেক উৎপত্তিস্থানে, আমার প্রতিভা যেন এই উমিবেগের দ্বারা যথাস্থানে উৎপন্ন ও অক্ষয় হয় ।'

৭। সো'পি ভিক্তু সম্মুখনিদালায় সম্মুখনিং ঠপেহা নহান'থায় গঙ্গাতিথং গচ্ছন্তো। সামণেরসস পথনং সুজা 'এস ময়া পযোজিতো'পি তাব এবং পথেতি, ময্হং কিং ন সমিদ্ধাস্তসীতি' চিস্তেহা 'যাবাহং নিৰ্'বাণং পাপুণামি, এথ'ন্তরে নিৰ্'বৃত্ত নিৰ্'বৃত্তটানে অয়ং গঙ্গাউমিবেগো বিয় অকথংপটিতানো ভবেযাং, ইমিনা পুচ্ছিতপুচ্ছিতং সৰ্বং পঞ্ছপটিতানং বিজটেতুং নিৰ্'বেঠেতুং সমথো ভবেযা'ন্তি' পট্টপেসি ।

৮। তে উত্তো'পি দেবেসু চ মনুসেসু চ সংসরন্তা একং বুদ্ধ'ন্তরং থেপেহুং। অম্ম অম্মহাকং ভগবতা'পি যথা মোগ্গলিপুত্ততিসুথেয়ো দিসসতি, এবমেতে'পি দিসসন্তি, মম পরিনিৰ্'বাণতো পঞ্চবসসতে অতিকন্তে এতে উপপজ্জিসসন্তীতি। যং ময়া সুখমং কহা দেসিতং ধম্মবিনয়ং, তং এতে পঞ্ছপুচ্ছনওপম্মযুক্তিবসেন নিজ্জটং নিগ্গুথং কহা বিভজ্জিসসন্তীতি' নিদ্দিট্টা।

৯। তেহু সামণেয়ো জম্বুদীপে সাগলনগরে মিলিন্দো নাম রাজা অহোসি, পণ্ডিতো,

৭। সেই ভিকুও সম্মার্কনীশালায় সম্মার্কনী স্থাপন করিয়া মানার্থ গঙ্গাतीर्थে গমন করিতে করিতে সামণেরের সেই প্রার্থনা শুনিয়া চিন্তা করিল :—‘যদি এ (তাদৃশ সংকর্মে) আমার দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া একরূপ প্রার্থনা করিতে পারে, তবে আমার কি না সমৃদ্ধ হইবে ?’ চিন্তা করিয়া সে এইরূপ প্রার্থনা করিল :—‘যাবং আমি
৮। নির্বাণ প্রাপ্ত না হই, ইহার মধ্যে প্রত্যেক উৎপত্তিস্থানে, এই গঙ্গার উন্নিবেগের ন্যায়, আমি যেন অক্ষরপ্রতিভাশালী হই; এবং ইহার পৃষ্ট সমস্ত প্রশ্ন-প্রতিভানের জটিলতা অপনয়ন করিতে, ও তাহাদিগকে অনাবৃত করিতে—অর্থাৎ পরিষ্কৃতভাবে উত্তর প্রদান করিতে—সমর্থ হই।’

৮। তাহারা উভয়েই দেব ও মনুষ্য মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে এক
১০। বুদ্ধশাসন-কাল ক্ষেপণ করিল। অনন্তর আমাদের ভগবান্ নির্দেশ করিলেন—
‘ইহাদিগকে মোদগলী-পুত্র তিষ্য-স্থবিরের দ্বারা দেখা যাইতেছে। আমার পরিনির্বাণের পঞ্চশত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, ইহারা (পুনর্বার) উৎপন্ন হইবে। আমি যে ধর্ম ও বিনয় স্বস্ব করিয়া উপদেশ দিয়াছি, ইহারা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, উপমা, যুক্তি ও আয়ের দ্বারা তাহাকে জটিলতা ও গ্রন্থি-হীন করিয়া বিভক্ত করিবে—অর্থাৎ নিরতিশয়
১৫। পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করিবে।’

৯। তাহাদের মধ্যে সামণের জম্বুদীপে সাগলনগরে মিলিন্দ নামে রাজা হইলেন।

যাত্ৰো, মেধাবী, পাটিলো ; অতীতানাগতপক্ষপন্নানং সমস্তযোগবিধানিকিরিয়ানং করণ-
কালে নিস্মকারী হোতি । বহুনি চ'স্ স স্থানি উগ্গহিতানি হোন্তি ; সেযাখীদং—সুতি,
সম্মতি, সঙ্খ্যা, যোগা, নীতি, বিসেসিকা, গণিতা, গন্ধৰ্বা, তিকিচ্ছা, চাতুৰ্বেদা, পুরাণা,
ইতিহাসা, জোতিসা, মায়া, হেতু, মন্তনা, যুদ্ধা, ছন্দা, সামুদ্রা,—বচনেন একুনবীসতি ; বাদী,
ছরাসদো, ছপ্সহো, পুথুতিথকরণং অগ্গমকথায়তি । সকল জম্বুদীপে মিলিন্দেন পঞ্জ্ঞায়
সমো কোচি নাহোসি, যদিদং ঠামেন, জবেন, স্থরিয়েন, পঞ্জ্ঞায় অড্ভো, মহদ্ধনো
মহাভোগো, অনন্তবলবাহনো ।

১০। অথেকদিবসং মিলিন্দো রাজা অনন্তবলবাহনং চতুরঙ্গিনীবলগ্গসেনাবূহং দস্মন-
কম্যতায় নগরা নিক্খমিহা বহিনগরে সেনাগণনং কারেহা মো রাজা ভস্মপবাদকো
লোকায়তবিত্তওজনসম্পাপপবত্তকোতুহলো স্থরিয়ং ওলোকেহা অমচ্ছে আমন্তেসি—‘বহ
তাব দিবসাবসেসো, কিং করিস্‌দাম ইদানে’ব নগরং পবিসিহা ? অথি কোচি পণ্ডিতো,

তিনি পণ্ডিত, বিচক্ষণ, মেধাবী ও সমর্থ । তিনি অতীত, অনাগত ও বর্তমান
কালের কার্য্যসমূহকে, চতুর্দিকে যোগরক্ষা করিয়া, বিশেষ বিবেচনা পূর্বক সম্পন্ন
করিতেন ; এবং বহু শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—শ্রুতি, সম্মতি, সাংখ্য,
যোগ, নীতি, বৈশাখিক, গণিত, গান্ধর্ব্ব, চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস,
জ্যোতিষ, মায়া, হেতু, মন্তনা, যুদ্ধ, ছন্দঃ, ও সামুদ্র,—এক কথায় একোনবিংশতি ।
তিনি বাদ বা বিচার-শীল (বাদী) ছিলেন, বিচারে তাঁহার নিকটে কষ্টেই উপস্থিত
হওয়া যাইত (ছরাসদ), এবং প্রতিবাদিগণ কষ্টেই তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিতেন
(ছপ্সহ) । তিনি মহাতীর্থকরণের অগ্রে আখ্যাত হইতেন । তিনি বল,
বেগ, শৌর্য্য ও প্রজ্ঞায় বৈরূপ সমৃদ্ধ, এবং মহাদান, মহাভোগ ও অনন্ত-বলবাহন
১০ ইয়াছিলেন, সমস্ত জম্বুদীপে তৎসমান কেহই হয় নাই ।

১০। অনন্তর একদিন রাজা মিলিন্দ চতুরঙ্গবলান্বিত, অগ্রসৈন্তে বিহস্ত স্বকীয়
অনন্ত বলবাহনের দর্শনেচ্ছায় নগর হইতে নিজ্জাস্ত হইয়া নগর-বহির্দেশে সৈন্ত গণনা
করাইলেন । পরে সেই বাচিকতর্ক-শীল রাজা লোকায়তিক ও বৈতণ্ডিক জনের
সহিত আলাপ করিবার জন্ত জাতকুতুহল হইয়া, সূর্য্যাবলোকন পূর্বক অমাত্যগণকে
১৫ বলিলেন—‘এখনও দিবসের বহু অবশেষ আছে, এখনই নগরে প্রবেশ করিয়া কি
করিব ? এমন কি কোন পণ্ডিত আছেন—শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণ, বা সংঘাধিপতি, বা

সমগ্ৰে বা ব্রাহ্মণে বা, সজ্জী, গণী, গণাচরিয়ে অপি, অরহন্তঃ সন্ধ্যাসমুদ্রঃ পটিজানমানো, যো ময়া সন্ধিং সল্পপিতুং সঙ্কোতি, কঙ্খং পটিবিনেতু'স্তি ?'

১১। এবং বৃত্তে, পঞ্চসভা যোনকা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচুঃ—‘অখি মহারাজ, ছ সখারো, পুরণো কসমপো, মক্খলি গোসালো, নিগঠো নাথপুত্তো, সঞ্জয়ো বেত্তট্ঠিপুত্তো, অজিতো কেসকম্বলী, ককুধো * কচ্চায়নো। তে সজ্জিনো, গণিনো, গণাচরিয়কা, ঐতাতা, যসসসিনো, তিথকরা, সাধু সন্ধ্যতা বহুজনসস। গচ্ছ স্বং মহারাজ, তে পঞ্ছং পুচ্ছসন্ত, কঙ্খং পটিবিনয়সন্ত'তি।'

১২। অথ খো মিলিন্দো রাজা পঞ্চহি যোনকসতেহি পরিবৃত্তো ভদ্রবাহণং রথবর-মাক্খহ, যেন পুরণো কসমপো তেহু'পসংকমি। উপসংকমিত্বা পুরণেন কসমপেন সন্ধিং সম্মোদি; সম্মোদনীয়ং কথং সারাগীয্যং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো মিলিন্দো রাজা পুরণং কসমপং এতদবোচ—‘কো ভন্তে কসমপ, লোকং পালেতীতি ?'

‘পৃথিবী মহারাজ, লোকং পালেতীতি।'

গণাধিপতি, বা গণাচার্য্য, যিনি সম্যকসমুদ্র অর্হৎকে জানেন,—যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে ও সংশয় অপনয়ন করিতে পারেন ?'

১১। এইরূপ উক্ত হইলে পঞ্চ শত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, ১০। কাশ্যপ পুরণ, গোশাল মক্করী, নাথপুত্র নিগ্রহ, বেত্তট্ঠিপুত্র সঞ্জয়, কেসকম্বলী অজিত, ও কাতায়ন ককুদ—এই ছয়জন শাস্ত্রা আছেন; ইহারা সকলেই সংঘাতিপতি, গণাধিপতি, গণাচার্য্য, প্রসিদ্ধ, যশস্বী, তীর্থকর, ও বহুজনের সুসম্মত। মহারাজ, আপনি তাঁহাদের নিকটে গমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, এবং আপনার সংশয় অপনয়ন করুন।'

১২। অনন্তর রাজা মিলিন্দ পঞ্চশত যবন দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া উত্তমবাহন-যুক্ত রথবরে আরোহণ পূর্বক কাশ্যপ পুরণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দিত হইলেন; এবং পরস্পরে সম্মোদনীয় উচ্চাৰ্য্য অর্থাৎ সম্ভাষণোচিত কথা উচ্চারণ করিবার পর, তিনি এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তিনি কাশ্যপ পুরণকে বলিলেন—‘ভদ্রস্ত কাশ্যপ, লোককে পালন করে কে ?'

‘মহারাজ, পৃথিবী লোককে পালন করে।'

‘যদি ভস্তুে কস্মপ, পঠবী লোকং পালেতি, অথ কস্মা অবীচিনিয়য়ং গচ্ছন্তা সত্তা পঠবিং অতিক্কমিয়া গচ্ছন্তীতি ?’

এবং বৃত্তে, পুরণো কস্মপো নে’ব সন্ধি ওগিলিতুং, নে’ব সন্ধি উগ্মিলিতুং, পত্তক্খন্ধো তুগ্গীতুতো পজ্জায়ন্তো নিসীদি ।

১৩। অথ থো মিলিন্দো রাজা মক্খলি-গোসালং এতদ্ব্রোচ—‘অথি ভস্তুে গোসালং, কুসলাকুসলানি কস্মানি ? অথি স্ককটট্কটানং কস্মানং ফলং বিপাকো’তি ?’

‘ন’থি মহারাজ, কুসলাকুসলানি কস্মানি, ন’থি স্ককটট্কটানং কস্মানং ফলং বিপাকো ।
যে তে মহারাজ, ইধ লোকে খত্তিয়া, তে পরলোকং গম্মাপি পুন খত্তিয়া’ব ভবিস্সন্তি ;
যে তে ব্রাহ্মণা, বেস্সা, সূদা, চণ্ডালা, পুকুসা, তে পরলোকং গম্মাপি পুন ব্রাহ্মণা,
বেস্সা, সূদা, চণ্ডালা, পুকুসা’ব ভবিস্সন্তি । কিং কুসলাকুসলেহি কস্মেহীতি ?’

‘যদি ভস্তুে গোসাল, ইধ লোকে খত্তিয়া, বেস্সা, সূদা, চণ্ডালা, পুকুসা, তে পরলোকং

‘ভদন্ত কাশ্যপ, যদি পৃথিবী লোককে পালন করে, তবে যে সকল জীব অবীচি-
নামক নিরয়ে গমন করে, তাহারা কি জন্ত পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া যায় ?’

এইরূপ উক্ত হইলে, কাশ্যপ পূরণ তাহা নীচে গিলিতে, বা উগ্লাইতে—অর্থাৎ
প্রশ্ন বৃদ্ধিতে, বা তাহার মীমাংসা করিতে, অশক্ত হইয়া হতাশ ও বিষমহৃদয়ে মৌনা-
ৎ বলঘন-পূর্বক বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন ।

কৰ্ম্মফল ।

১৩। পরে মিলিন্দ রাজা গোশাল মঞ্চরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভদন্ত গোশাল,
কুশল ও অকুশল কৰ্ম্ম সকল আছে কি ? স্ককৃত ও হুকৃত কৰ্ম্ম-সমূহের ফল—বিপাক
কি আছে ?’

‘না মহারাজ, কুশল-অকুশল কৰ্ম্ম সকল নাই, এবং স্ককৃত-হুকৃত কৰ্ম্মসমূহের ফল—
১০ বিপাক নাই । মহারাজ, যে সকল লোক এই সংসারে ক্ষত্রিয়, পরলোকে গমন করিয়াও
তাহারা পুনর্বার ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে । এখানে যাহারা ব্রাহ্মণ, বা বৈশ্য, বা
শূদ্র, বা চণ্ডাল, অথবা পুকুশ, তাহারা পরলোকে গমন করিয়াও পুনর্বার (যথাক্রমে)
ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ও পুকুশ হইবে । কুশল-অকুশল কৰ্ম্মসমূহের প্রয়োজন
কি ?’

১৫ ‘ভদন্ত গোশাল, যদি এই লোকে, যাহারা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল বা

গম্বাপি পুনঃ পুনঃ ক্রিয়য়া, ব্রাহ্মণা, বেসা, জুদা, চণ্ডালা, পুষ্কাস'ব ভবিস্‌সত্তি,—ন'খি কুসলা-
কুসলেহি কস্মেহি করণীয়াং, তেন হি ভন্তে গোসাল, যে তে ইধ লোকে হথচ্ছিন্না, তে
পরলোকং গম্বাপি পুনঃ হথচ্ছিন্না'ব ভবিস্‌সত্তি ! যে পাদচ্ছিন্না, তে পাদচ্ছিন্না'ব ভবিস্‌সত্তি !
যে কন্নচ্ছিন্না, তে কন্নচ্ছিন্না'ব ভবিস্‌সত্তি !

এবং বুত্তে, গোসালো তুণ্হীঅহোসী ।

১৪। অথ খো মিলিন্দস্‌স রঞ্ঞো এভদহোসি—‘তুচ্ছো বত ভো জঘুদীপো ! পলাপো
বত ভো জঘুদীপো ! ন'খি কোচি সমণো বা, ব্রাহ্মণো বা, যো ময়া সন্ধিঃ সন্নপিতুং সঙ্কোতি
কচ্ছং পটিবিনেতু'স্তি ।’ অথ খো মিলিন্দো রাজা অমচে আমন্তেসি—‘রমণীয়া বত ভো
দোসিনা রত্তি ! কিম্মু থু'জ্জ সমণং বা ব্রাহ্মণং বা উপসংকমেয্যাম পঞ্ছং পুচ্ছিতুং ? কো
ময়া সন্ধিঃ সন্নপিতুং সঙ্কোতি কচ্ছং পটিবিনেতু'স্তি ?’ এবং বুত্তে, অমচ্চা তুণ্হীতুতা রঞ্ঞো
মুথং ওলোকয়মানা অট্টঠংসু ।

১৫। তেন খো পুনঃ সময়েন সাগলনগরং দ্বাদস বস্সানি সূঞ্ঞং অহোসি সমন-ব্রাহ্মণ-
গৃহপতি-পণ্ডিতেহি । যথঃ সমণ-ব্রাহ্মণ-গৃহপতি-পণ্ডিতা পটিবসত্তীতি সূণাতি, তথঃ গম্বা

পুষ্কশ, তাহারা পরলোকে গমন করিয়াও আবার ক্রিয়য়া, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল
ও পুষ্কশ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে,—কুশল-অকুশল কর্মসমূহের কোন করণীয় নাই,—
তাহা হইলে, ভদন্ত গোশাল, যাহারা এই লোকে ছিন্নহস্ত, তাহারা পরলোকে গিয়া
ছিন্নহস্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিবে ; যাহারা ছিন্নপাদ, তাহারা ছিন্নপাদ হইয়াই
জন্ম গ্রহণ করিবে ; যাহারা ছিন্নকর্ণ, তাহারা ছিন্নকর্ণ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিবে !’

ইহা উক্ত হইলে, গোশাল মৌনী হইয়া রহিলেন ।

১৪। অনন্তর রাজা মিলিন্দ ভাবিলেন :—‘অহো জঘুদীপ তুচ্ছ ! জঘুদীপ
তুষের ছায় অসার ! এক জনও ব্রাহ্মণ, বা শ্রমণ নাই, যিনি আমার সহিত আলাপ
করিতে, ও আমার সন্দেহ অপনয়ন করিতে পারেন !’ তিনি অমাত্যগণকে বলিলেন
১০ —‘এই জ্যোৎস্নাপূর্ণ রাত্রি কি রমণীয় ! এখন কি কোন শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণের নিকট
উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ? কে আমার সহিত আলাপ করিতে, ও আমার
শঙ্কা অপনয়ন করিতে সমর্থ ?’ ইহা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণ রাজার মুখাবলোকন
করিতে লাগিলেন ।

১৫। সে সময়ে সাগলনগর দ্বাদশবর্ষ যাবৎ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও পণ্ডিতগণের
১৫ দ্বারা শূন্য হইয়া ছিল । যে স্থানে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও পণ্ডিতগণ বাস করিতেছেন,

রাজা তে পঞ্ছং পুচ্ছতি । তে সর্ববেপি পঞ্ছবিম্বসঙ্কনে রাজানং আরাধেতুং অসঙ্কোস্তা যেন বা তেন বা পক্কমস্তু । যে অঞ্ছঞ্ছং দিসং ন পক্কমস্তু, তে সর্ববে তুণ্হীভূতা অচ্ছন্তি ; ভিক্খু পুনং য়েভুযোন হিমবন্তমেব গচ্ছন্তি ।

১৬। তেন খো পুন সময়েন কোটিসতা অরহন্তো হিমবন্তে পব্রতে রক্ষিততলে পটিবসন্তি । অথ খো আয়স্মা অসঙ্গত্তো দ্বিব্বায় সোতথাতুয়া মিলিন্দসু রঞ্ঞা বচনং সূহা, যুগন্ধরমথকে ভিক্খুসজ্জং সন্নিপাতেহা, ভিক্খু পুচ্ছি—অথা'বুসো কোচি ভিক্খু পটিবলো মিলিন্দে রঞ্ঞা সদ্ধিং সন্নপিতুং কচ্ছং পটিবিনেতু'ন্তি ?' এবং বুত্তে, কোটিসতা অরহন্তো তুণ্হী অহেস্তং । ত্তিয়ম'পি খো, ত্তিয়ম'পি খো পুট্টা তুণ্হী অহেস্তং । অথ খো আয়স্মা অসঙ্গত্তো ভিক্খুসজ্জং এতদবোচ—‘অথা'বুসো তাবতিংসভবনে বৈজয়ন্তসু পাতীনতো কেতুমতী নাম বিমানং । তথ মহাসেনো নাম দেবপুত্তো পটিবসতি, স পটিবলো তেন মিলিন্দে রঞ্ঞা সদ্ধিং সন্নপিতুং কচ্ছং পটিবিনেতু'ন্তি ।’ অথ খো কোটিসতা অরহন্তো যুগন্ধরমথকে অন্তরহিতা তাবতিংসভবনে পাতুরহেস্তং ।

—গুণিতে পান, রাজা মিলিন্দ সেই স্থানেই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । তাঁহারা সকলেই প্রশ্নোত্তরে রাজার আরাধনা করিতে অশক্ত হইয়া যেখানে-সেখানে প্রস্থান করেন । যাহারা অল্পদিকে গমন না করিতেন, তাঁহারা তৃক্ষীভূত হইয়া অবস্থান করিতেন । কিন্তু ভিক্ষুরা অধিকাংশ হিমালয়-পর্বতেই গমন করিয়াছিলেন ।

১৬। সেই সময়ে হিমালয় পর্বতের ‘রক্ষিততল’-নামক প্রদেশে কোটিশত অর্হং বাস করিতেন । সে স্থানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত দিব্য শ্রবণশক্তিতে রাজা মিলিন্দের (ঐ সর্কল) বচন শ্রবণ করিয়া, যুগন্ধর-পর্বত) মন্তকে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ওহে রাজা মিলিন্দের সহিত আলাপ করিতে, ও তাঁহার শঙ্কা-
১০ অপনয়ন করিতে পারে, এরূপ কোন সমর্থ ভিক্ষু আছে কি ?’ ইহা উক্ত হইলে কোটিশত ভিক্ষু চূপ করিয়া রহিলেন । ছইবার, তিনবারও পৃষ্ট হইলে, তাঁহারা চূপ করিয়া থাকিলেন । অনন্তর আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত ভিক্ষুসংঘকে এই বলিলেন—‘ওহে, ত্রয়সিংগদেব-ভবনে ‘বৈজয়ন্ত’-প্রাসাদের পূর্বভাগে ‘কেতুমতী’-নামে এক দেবগৃহ (বিমান) আছে । সেখানে মহাসেন-নামে দেবপুত্র বাস করেন ।
১৫ তিনি রাজা মিলিন্দের সহিত আলাপ করিতে, ও তাঁহার সংশয় অপনয়ন করিতে সমর্থ ।’ ইহা শুনিয়া কোটিশত অর্হং যুগন্ধর-পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া ত্রয়সিংগদেব-ভবনে প্রাণভূত হইলেন ।

১৭। অদস্য খো সঙ্কো দেবানমিন্দো তে ভিক্খু দুরতো'ব আগচ্ছন্তে । দিব্যান্ন যেনায়স্মা অস্সগুত্তো, তেহু'পসঙ্কমি । উপসঙ্কমিত্তা আয়স্সন্তং অস্সগুত্তং অভিবাদেহা এক-মন্তং অই'গাবি । একমন্তং ঠিতো খো সঙ্কো দেবানমিন্দো আয়স্সন্তং অস্সগুত্তং এতদবোচ—
'মহা খো ভন্তে, ভিক্খু সঙ্কো অহুপ্পত্তো, অহং সস্সস্ আরামিকো, কেন'খো, কিং ময়া করণী'য়'ত্তি ?' অথ খো আয়স্মা অস্সগুত্তো সঙ্কং দেবানামিন্দং এতদবোচ—'অয়ং খো মহারাজ, জম্বুদ্বীপে সাগলনগরে মিলিন্দো নাম রাজা বাদী, ছরাসদো, ছপ্পসহো, পুথুতিথকরানং অগ্গম-ক্খায়তি । সো ভিক্খুসজ্জং উপসঙ্কমিত্তা দিট্ঠিবাদেন পঞ'হং পুচ্ছিত্তা ভিক্খুসজ্জং বিহেঠেতীতি ।'

অথ খো সঙ্কো দেবানমিন্দো আয়স্সন্তং অস্সগুত্তং এতদবোচ—'অয়ং খো ভন্তে, মিলিন্দো রাজা ইতো চূতো মহুস্সেস্স উপ্পন্নো । এসো খো ভন্তে, কেতুমতীবিমানে মহাসেনো নাম দেবপুত্তো পটিবসতি ; সো তেন মিলিন্দেন রঞ'ঞা সদ্ধিং পটিবলো সল্লপিতুং কজ্জং পটিবি-নেতুং । তং দেবপুত্তং যাচিস্সাম মহুস্সলোকু'প্পত্তিয়া'তি ।'

১৮। অথ খো সঙ্কো দেবানমিন্দো ভিক্খুসজ্জং পুরক'থিত্তা কেতুমতীবিমানং পবিসিত্তা,

১৭। দেবেশ্বর শত্রু দূর হইতেই সেই সকল ভিক্ষুকে আসিতে দেখিয়া, যে স্থানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ; এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান-পূর্বক এই বলিলেন—'ভদন্ত, মহান্ ভিক্ষুসজ্জ উপস্থিত হইরাছেন ; আমি ভিক্ষুসজ্জের পরিচারক (আরামিকো) ; আপনাদের প্রয়োজন কি ?

৫ আমাকে কি করিতে হইবে ?'

আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত দেবেশ্বর শত্রুকে বলিলেন—'মহারাজ, জম্বুদ্বীপে সাগলনগরে এই মিলিন্দনামক রাজা বাদ বা বিচার-শীল, বিচারে ইহার নিকটে কষ্টেই উপস্থিত হওয়া যায়, এবং প্রতিবাদিগণ কষ্টেই ইহাকে সহ্য করিতে পারে ; ইনি মহাতীর্থকর-গণের অগ্রে আখ্যাত হইয়া থাকেন । ইনি ভিক্ষুসজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া দর্শনবাদে

১০ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহাদিগকে বিশেষ পীড়া প্রদান করিতেছেন ।'

দেবেশ্বর শত্রু আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্তকে বলিলেন—'ভদন্ত, এই মিলিন্দ রাজা এস্থান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হইয়াছে । ভদন্ত, কেতুমতী-বিমানে এই মহাসেন-নামে দেবপুত্র বাস করিতেছেন ; তিনিই মিলিন্দ রাজার সহিত আলাপ করিতে ও তাঁহার সংশয় অপনয়ন করিতে অধুরূপ । সেই দেবপুত্রকে মনুষ্যালোকে

১০ উৎপন্ন হইবার জন্ত যাজ্ঞা করিব ।'

১৮। পরে দেবেশ্বর শত্রু ভিক্ষুসজ্জকে পুরোভাগে করিয়া কেতুমতী-বিমানে প্রবেশ-

মহাসেনঃ দেবপুত্রং আলিঙ্গিষ্য এতদবোচ—‘যাচতি তং মারিস, ভিক্ষুসজ্জো মহুস্সলোকু-
প্তত্তিয়া’তি ।’

‘ন মে ভন্তে, মহুস্সলোকেন’খো কন্মবহলেন, তিব্বো মহুস্সলোকো । ইধে’বাহং ভন্তে,
দেবলোকে উপরু’পরু’প্ততিকো হুত্বা পরিনিব্বায়িস্সামীতি ।’

ছতিয়ম্’পি খো, তত্তিয়ম্’পি খো সাক্কে দেবানমিন্দে যাচন্তে মহাসেনো দেবপুত্রো এবমাহ—
‘ন মে ভন্তে, মহুস্সলোকেন’খো কন্মবহলেন, তিব্বো মহুস্সলোকো ; ইধে’বাহং ভন্তে, দেব-
লোকে উপরু’পরু’প্ততিকো হুত্বা পরিনিব্বায়িস্সামীতি ।’ অথ খো আয়স্মা অস্সগুত্তো মহাসেনং
দেবপুত্রং এতদবোচ—‘ইধ ময়ং মারিস, স দেবকং লোকং অনুবিলোকয়মানো অঞে’ঞে তয়্য
মিল্লিন্দুস্স রঞে’ঞো বাদং তিন্দিহা সাসনং পগ্গহেতুং সমথং অঞে’ঞে কিক্কি ন পস্সাম ।
যাচতি তং মারিস, ভিক্ষুসজ্জো—‘সাধু, সপ্পুরিস, মহুস্সলোকে নিব্বত্তিয়া দস্সলসুস সাসনং
পগ্গহিষ্য দেহীতি ।’

‘এবং বুত্তে, মহাসেনো দেবপুত্রো ‘অহং কিয় মিলিন্দস্স রঞে’ঞো বাদং তিন্দিহা সাসনং
পগ্গহেতুং সমথো ভবিস্সামীতি’ ইট্টতুট্টো উদগুত্ত’দগ্গে হুত্বা ‘সাধু, ভন্তে, মহুস্সলোকে
উপঞ্জিস্সামীতি’ পটিঞে’ঞে অদাসি ।’

পূর্বক দেবপুত্র মহাসেনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—‘মারিস, ভিক্ষুসজ্জ আপনাকে
মহুস্যলোকে উৎপন্ন হইবার জন্ত যাচ্চা করিতেছেন ।’

‘ভন্ত, কর্মবহল মহুস্যলোকের দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ; মহুস্যলোক তীত্র ।
ভন্ত, আমি এই দেবলোকেই উপযু্যপরি উৎপন্ন হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিব ।’

- ৫ দেবেগ্র শত্রু দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও যাচ্চা করিলে দেবপুত্র মহাসেন ইহাই
বলিলেন—‘ভন্ত, মহুস্যলোকের দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ; মহুস্যলোক তীত্র ।
ভন্ত, আমি এই দেবলোকেই উপযু্যপরি উৎপন্ন হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করিব ।’
অনন্তর আয়ুয়ান্ অশ্বগুপ্ত দেবপুত্র মহাসেনকে এই বলিলেন—‘মারিস, এখানে
আমরা এই সন্দেহ-মহুস্যলোক অবলোকন করিয়া আপনি-ভিন্ন এরূপ কাহাকেও দেখি-
১০ তেছি না, যিনি মিলিন্দ রাজার বাদ অর্থাৎ তর্ক ভেদ করিয়া বুদ্ধ-শাসনকে উদ্ধার
করিতে সমর্থ হন । মারিস, ভিক্ষুসজ্জ আপনাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—
‘সাধু, সৎপুরুষ, আপনি মহুস্যলোকে জন্মধারণ করিয়া দশবলের শাসনকে উদ্ধার
করিয়া দিন ।’

- এই প্রকার উক্ত হইলে, দেবপুত্র মহাসেন ‘আমি মিলিন্দ রাজার বাদ খণ্ডন করিয়া
১৫ বুদ্ধশাসন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব’—এই ভাবিয়া হট্ট-তুট্ট ও (মনে মনে) ক্ষীত-ক্ষীত
হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—‘ভাল, ভন্ত, আমি মহুস্যলোকে উৎপন্ন হইব ।’

১১। অথ খো ত্তে ভিক্ষু দেবলোকে তং করণীয়াং তীয়েত্বা, দেবেহু ভাবতিংসেহু অন্তর-
হিতা হিমবন্তে পৰ্বতে রক্ষিততলে পাতুরহেহুং । অথ খো আয়স্মা অস্‌সুত্তো ভিক্ষুসজ্জং
এতদবোচ—‘অথা’বুসো ইমস্মি ভিক্ষুসজ্জে কোচি ভিক্ষু সন্নিপাতং অনাগতো’তি ?’

এবং বুত্তে, অঞ্ঞতরো ভিক্ষু আয়স্মন্তং অস্‌সুত্তং এতদবোচ—‘অথি ভত্তে, আয়স্মা
রোহণো ইতো সত্তমে দিবসে হিমবন্তং পৰ্বতং পবিসিত্বা নিরোধং সমাপন্নো; তস্‌স সত্তিকে
দুত্তং পাহেথা’তি ।’ আয়স্মাপি রোহণো তং খণঞ্ঞেব নিরোধা বৃট্ঠায় ‘সজ্জো মং
পটিমানেতীতি’ হিমবন্তে পৰ্বতে অন্তরহিতো রক্ষিততলে কোটিসতানং অরহস্তানং পুরতো
পাতুরহোসি ।

অথ খো আয়স্মা অস্‌সুত্তো আয়স্মন্তং রোহণমেতদবোচ—‘কিন্নু খো আবুসো, রোহণ,
বুদ্ধসাসনে পল্লুজ্জন্তে ন পদসি সজ্জস্‌স করণীয়ানীতি ?’

‘অমনসিকারো মে ভত্তে, অহোসীতি ।’

‘তেন হা’বুসো রোহণ, দণ্ডকস্ম করোহীতি ।’

‘কিং ভত্তে, করোমীতি ?’

১২। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ দেবলোকে ঐ কার্য সম্পন্ন করিয়া ত্রয়স্বিংশং-দেব-
লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া হিমালয় পর্বতের রক্ষিততলে প্রাভূত হইলেন । আয়ু-
স্মান্ অঞ্চগুপ্ত ভিক্ষুসজ্জকে বলিলেন—‘ওহে, এই ভিক্ষুসংজ্ঞের অন্তর্গত এমন কি কোন
ভিক্ষু আছেন, যিনি এখানে সমুপস্থিত হন নাই ?’

এইরূপ উক্ত হইলে, অপর ভিক্ষু আয়ুস্মান্ অঞ্চগুপ্তকে বলিলেন—‘ভদন্ত, আয়ুস্মান্
রোহণ অদ্য সপ্তম দিবস হইল, হিমালয়-পর্বতে প্রবেশ করিয়া ‘নিরোধ’-ধ্যানসম্পন্ন
হইয়াছেন ; তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করুন ।’ আয়ুস্মান্ রোহণও ভিক্ষুসজ্জ তাঁহার
অপেক্ষা করিতেছেন, জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ‘নিরোধ’-ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া
হিমালয় পর্বত হইতে অন্তর্হিত হইলেন ও রক্ষিততলে কোটিশত অর্হতের পুরোভাগে

১০ প্রাভূত হইলেন ।

আয়ুস্মান্ অঞ্চগুপ্ত আয়ুস্মান্ রোহণকে বলিলেন—‘ওহে রোহণ, বুদ্ধসাসন নিতান্ত রুগ্ন
হইয়া পড়িতেছে, আপনি এখনও সংঘের কর্তব্য-সমূহ দর্শন করিতেছেন না কেন ?’

‘ভদন্ত, আমার অমনোযোগিতায় (এরূপ) হইয়াছে ।’

‘তবে রোহণ, আপনি দণ্ডকস্ম করুন ।’

১৫ ‘ভদন্ত, কি করিব ?’

‘অখা’বুসো রোহণ, হিমবন্তপর্বতপস্বে ‘কজ্জলং’ নাম ব্রাহ্মণগামো । তথ সোহু’ত্তরো নাম ব্রাহ্মণো পটিবসতি । তস্ পুত্তো উল্লজ্জিস্‌সতি নাগসেনো নাম দারকো । তেন হি স্বং আবুসো রোহণ, দশমাসাধিকানি সত্ত বস্‌সানি তং কুলং পিণ্ডায় পবিস । পিণ্ডায় পবিসিহা নাগসেনং দারকং নীহরিহা পব্‌বাজেহি । পব্‌বজিতে চ তস্মিৎ দণ্ডকস্মতো মুচ্চিস্‌সতীতি’ —আহ ।

আয়স্মাপি খো রোহণো ‘সাধু’তি সম্পটি’ছি ।

২০ । মহাসেনো’পি খো দেবপুত্তো দেবলোকা চষিহা সোহু’ত্তরব্রাহ্মণস্‌স তস্মিয়ায় কুচ্চিস্মিৎ পটিসন্ধিং অগ্গংহেসি । সহ পটিসন্ধিগহণা তয়ো অচ্ছরিয়া অব্‌ভূতা ধম্মা পাতুরহেস্‌সং—আযুধ-ভণ্ডানি পজ্জলি’স্‌স, অগ্গংসস্‌সং অভিনিপ্‌ফল্লং, মহামেঘো অভিপ্পবস্‌সি । আয়স্মাপি খো রোহণো তস্‌স পটিসন্ধিগহণতো পট্টায়া দশমাসাধিকানি সত্ত বস্‌সানি তং কুলং পিণ্ডায় প-বিসন্তো একদিবসম্‌পি কটচ্ছুমত্তং ভত্তং বা, উল্লুমত্তং যাণ্ডং বা, অভিবাদনং বা, অজ্জলিকস্মং বা, সামীচিকস্মং বা নালথ্‌; অথ খো অক্কোসঞ্ঞেব, পরিহাসঞ্ঞেব পটিলভতি । ‘অতি’চ্ছথ ‘ভন্তে’তি’ বচনমত্তম্‌পি বত্তা নাম নাহোসি ।

‘রোহণ, হিমালয়পর্বত-পার্শ্বে ‘কজ্জল’-নামে এক ব্রাহ্মণ-গ্রাম আছে । সেখানে শোণোত্তর (সোহু’ত্তরো) নামে এক ব্রাহ্মণ বসতি করেন । তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইবে । বালকের নাম হইবে ‘নাগসেন’ । অতএব রোহণ আপনি সাতবৎসর দশমাস তাঁহার গৃহে খাণ্ড-ভিক্ষার জন্ত প্রবেশ করুন । প্রবেশ করিয়া বালক ৫ নাগসেনকে (গৃহ হইতে) অপনীত করিয়া প্রব্রজিত করুন । সে প্রব্রজিত হইলে, আপনি দণ্ডকস্ম হইতে মুক্ত হইবেন ।’

আয়স্মান্ রোহণও ‘সাধু’ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন ।

২০ । দেবপুত্র মহাসেনও দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া শোণোত্তর-ব্রাহ্মণের ভাষ্যায় কুক্ষিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন । তাঁহার জন্মগ্রহণ-ক্ষণের সঙ্গেই তিনটি আশ্চর্য্য-অদ্ভুত ১০ কৰ্ম্ম (ধম্ম) প্রাপ্তভূত হইয়া ছিল :—আযুধ-ভাণ্ড সকল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, নবীন শস্যসমূহ অভিনিপ্পন্ন অর্থাৎ পরিপক্ব হইয়াছিল, ও মহামেষ্য বর্ষণ করিয়াছিল । আয়স্মান্ রোহণও তাঁহার জন্মলাভ-কাল হইতে সপ্তবর্ষ দশমাস যাবৎ পিণ্ড-প্রার্থনায় সেই ভবনে প্রবেশ করিয়া, একদিনও দৰ্‌ব্বীমাত্র অন্ন, কি উদক পরিমিত যবাণু, কি অভিবাদন, কি অজ্জলিবন্ধন, অথবা অপর কোন সমীচীন কৰ্ম্ম লাভ করেন নাই ; বরং আক্ৰোশ ও পরিহাসই পাইয়া ছিলেন । সেখানে এমন কোন লোক ছিল না, যে তাঁহাকে এইটুকু বলিত ‘ভেদন্ত, আপনি অগ্রত্ৰ গমন করুন ।’

দসমাসাধিকানং পুন সত্তমং বদমানং অচয়েন একদিবসং ‘অতি’চ্ছা ভক্তে’তি’ বচনমত্তং
অলখ। তং দিবসমেব ব্রাহ্মণো’পি বহিকগ্নভে আগচ্ছন্তো পটিপথে থেরং দিস্বা ‘কিং ভো
পব্জিত, অম্বাহকং গেহমগমথা’তি’ আহ।

‘আম ব্রাহ্মণ, অগমম্বাহ’তি।’

‘অপি কিঞ্চি লভিথা’তি?’

‘আম ব্রাহ্মণ, লভিম্বাহ’তি।’

সো অন্তমনো গেহং গত্বা পুচ্ছি ‘তস্ম পব্জিতস্ম কিঞ্চি অদথা’তি?’

‘ন কিঞ্চি অদম্বাহ’তি।’

২১। ব্রাহ্মণো হুতিয়দিবসে ঘরদ্বারে যেব নিসীদি—‘অজ্জ পব্জিতং মুসাবাদেন
নিষ্পগহেসামীতি।’ থেরো হুতিয়দিবসে ব্রাহ্মণস্ ঘরদ্বারং সম্পত্তো। ব্রাহ্মণো থেরং দিস্বা’ব
এবমাহ—‘তুম্হে হীয্যো অম্বাহকং গেহে কিঞ্চি অলভিস্বা যেব লভিম্বাহ’তি অবোচুথ, বট্ঠতি হু
‘ত্থা তুম্বাহকং মুসাবাদো’তি?’

থেরো আহ ‘ময়ং ব্রাহ্মণ, তুম্বাহকং গেহে দসমাসাধিকানি সত্ত বদমানি ‘অতি’চ্ছা’তি’
বচনমত্তম্’পি অলভিস্বা, হীয্যো ‘অতি’চ্ছা’তি’ বচনমত্তং লভিম্ব, অথে’তং বচনপটিনদ্বারমত্তং

সাত বৎসর দশমাস অতীত হইলে, একদিন ঐ কথাটুকু লাভ করিলেন ‘ভদন্ত,
আপনি অত্র গমন করুন।’ সেই দিনই ব্রাহ্মণ (শোনোস্তর) (গ্রামের) বহিঃ-সম্পাত্ত
৫ কর্ণ হইতে আগমন করিতে করিতে পথে স্থবিরকে ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন—‘কি
হে প্রব্রজিত, আপনি কি আমাদের গৃহে গমন করিয়াছিলেন?’

‘হাঁ ব্রাহ্মণ, গিয়াছিলাম।’

‘আপনি সেখানে কিছু পাইয়াছেন?’

‘হাঁ ব্রাহ্মণ, পাইয়াছি।’

তিনি আনন্দিতমনে গৃহে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা সেই ভিক্ষুকে
১০ কিছু দিয়াছ কি?’

‘না, আমরা কিছুই দিই নাই।’

২১। দ্বিতীয় দিবসে ব্রাহ্মণ গৃহদ্বারেই নিষ্প হইয়া মনে করিলেন—‘আজ মুসাবাদের
অত্র ভিক্ষুকে নিগৃহীত করিব।’ স্থবির দ্বিতীয় দিবসে ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত
হইলেন। ব্রাহ্মণ স্থবিরকে দেখিয়াই বলিলেন—‘আপনি কাল আমাদের গৃহে
১৫ কিছু না পাইয়াই ‘পাইয়াছি’ বলিয়াছেন, আপনাদের কি মুসাবাদ উচিত?’

স্থবির বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ, আমি সাত বৎসর দশমাস যাবৎ আপনাদের গৃহে ‘অন্যত্র
গমন কর’—এই কথামাত্রও না পাইয়া, কলা ঐ কথাটি লাভ করিয়াছিলাম। এই
বচনসংকার-মাত্র লাভ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলাম।’

উপাদায় এবমবোচুম্হা'তি ।'

ব্রাহ্মণে চিত্তেসি—‘ইমে বাচাশটিসংস্কারমত্তম্’শি লভিত্বা জনমজ্জো লভিম্হা’তি পসংসত্তি, অঞ্জ্ঞঃ ক্লিষ্টি খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা লভিত্বা কস্মা নগ্নসংসজ্জীতি’ পসীদিত্বা অন্তনো অথায় পটিয়াদিতভত্ততো কটচ্ছুভিক্খং তহুপিং চ ব্যঞ্জনং দাপেত্বা, ‘ইমং ভিক্খং সর্বকালং তুম্হে লভিস্থা’তি’ আহ । সো পুনদিবসতোপ্পভূতি উপসক্কমত্তস থেরস উপসমং দিত্বা ভীয্যো সোমভায় পসীদিত্বা থেরং নিচকালং অন্তনো ঘরে ভত্তবিস্পগকরণ’থায় যাচি । থেরো তুণ্হীভাবেন অধিবাসেত্বা দিবসে দিবসে ভত্তকিচ্চং কত্বা গচ্ছন্তো থোকং থোকং বুদ্ধবচনং কথেত্বা গচ্ছতি ।

২২। সাপি থো ব্রাহ্মণী দশমাস’চ্চরেন পুত্রং বিজায়ি । নাগসেনো নামা অহোসি । সো অহুকমেন বহুচেত্তো সত্তবস্সিকো জাতো । অথ থো নাগসেনস দারকস্ পিতা নাগসেনং দারকং এতদবোচ—‘ইমস্মিং থো তাত নাগসেন, ব্রাহ্মণকুলে সিক্খানি সিক্খেষ্যাসীতি ।’

‘কতমানি তাত, ইমস্মিং ব্রাহ্মণকুলে সিক্খানি নামা’তি ?’

‘তয়ো থো তাত নাগসেন, বেদা সিক্খানি নাম, অবসেসানি সিগ্গানি সিগ্গং নামা’তি ।’

ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—‘ইহীয়া বচনসংকার-মাত্র লাভ করিয়া জনমধ্যে ‘পাইয়াছ’ বলিয়া প্রশংসা করেন, অন্য যদি ক্লিষ্টিং খাদ্য বা ভোজ্য লাভ করেন, তবে কেননা প্রশংসা করিবেন !’ তিনি প্রসন্ন হইয়া নিজার্থ প্রস্তুত অন্ন হইতে দর্বা—(‘কটচ্ছু’) পরিমিত ভিক্ষা ও তদনুরূপ ব্যঞ্জন প্রদান করাইয়া বলিলেন—‘আপনি সর্বকালেই এইরূপ ভিক্ষা লাভ করিবেন ।’ তিনি পরদিবস হইতে আগমনকারী স্ববিরের উপশাস্ততা দর্শনে আরও প্রসন্ন হইয়া, স্বগৃহে নিত্য অন্ন বিতরণ করিবার জন্ত তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন । স্ববিরও তুষ্টীস্তাব-দ্বারা আনন্দসম্মতি প্রকাশ করিয়া, (সেখানে) দিনে দিনে অন্নগ্রহণ-কৃত্য করিতেন, ও অন্ন অন্ন করিয়া বুদ্ধবচন कहিয়া যাইতেন ।

১০ ২২। (এদিকে) সেই ব্রাহ্মণপত্নীও দশমাস অতীত হইলে, এক পুত্র প্রসব করিলেন । তাহার নাম হইল ‘নাগসেন ।’ বালক অনুরূপে বর্দ্ধিত হইয়া সপ্তবর্ষ হইলে, তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন—‘তাত নাগসেন, তোমাকে এই ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষাসমূহ শিখিতে হইবে ।’

‘তাত, এই ব্রাহ্মণকুলের শিক্ষাসমূহ কি কি ?’

১৫ ‘তাত নাগসেন, বেদত্রয়ের নাম শিক্ষা, অবশিষ্ট বিদ্যা-সমূহের (সিগ্গানি) নাম শিল্প ।’

‘তেন হি তাত, সিক্খিস্সানীতি ।’

অথ খো সোহুত্তরো ব্রাহ্মণো আচরিয়স্স ব্রাহ্মণস্স আচরিয়ভাগং সহস্সং দত্তা, অন্তোপাসাদে একস্মিং গবত্তে একতো মঞ্চকং পঞ্জাপেহা আচরিয়ব্রাহ্মণং এতদ্বোচ—
‘সজ্জায়্যাপেহি খো ভ্গ ব্রাহ্মণ, ইহং দারকং বন্তানীতি ।’

‘তেন হি তাত দারক, উদ্গব্বাহি মন্তানীতি’—আচরিয়ো ব্রাহ্মণো সজ্জায়তি । নাগসেন-
দারকস্স একেনে’ষ উক্কেসেন তয়ো বেদা হদয়ঙ্গতা, বাহু’গ্গতা, স্থপথারিতা, স্থববখাপিতা,
স্থমনসিকতা অহেস্সং ; সন্নিমেষ চক্খং উদপাদি তীহ ব্বেদেস্স, সনিষণ্ণকেটুভেস্স,
সাক্খরপ্পভেস্স, ইতিহাসপঞ্চমেস্স ; পদকো, বেয়াকরণো, লোকায়তমহাপুরিসলক্খণেস্স
অনবয়ো অহোসি ।

২৩। অথ খো নাগসেনো দারকো পিতরং এতদ্বোচ—‘অথি হু খো তাত, ইমস্মিং
ব্রাহ্মণকুলে ইতো উত্তরিম্পি সিক্খিতব্বানি, উদাহ এত্তকানে’বা’তি ?’

‘ন’থি তাত নাগসেন, ইমস্মিং ব্রাহ্মণকুলে ইতো উত্তরিং সিক্খিতব্বানীতি ;
এত্তকানে’ব সিক্খিতব্বানীতি ।’

‘তাত, তবে আমি তাহা শিক্ষা করিব ।’

অনন্তর ব্রাহ্মণ শোণোত্তর আচার্য্যকে দেয়-স্বরূপ সহস্র মুদ্রা আচার্য্য-ব্রাহ্মণকে প্রদান
করিলেন ; এবং প্রাসাদান্তর্ভাগে এক গর্ভগৃহের একদিকে মঞ্চক নির্দিষ্ট করাইয়া,
আচার্য্য-ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ, আপনি এই বালককে মন্ত্রসমূহের স্বাধ্যায়
করাউন ।’

- ৫ ‘তাহা হইলে, তাত নাগসেন, তুমি মন্ত্র সকল গ্রহণ কর’—এই বলিয়া আচার্য্য-
ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায় করিতে লাগিলেন । একোচ্চারণেই নাগসেনের বেদজয় হৃদয়ত
হইল । তিনি তাহা (স্বর সংযোগে) উচ্চারণ করিতে পারিতেন, সবিশেষ ধারণ করিতে
পারিয়াছিলেন, অর্থাবধারণ পূর্বক তাহা ব্যবস্থাপিত বা কশ্মে বিনিযুক্ত করিতে
পারিতেন, এবং তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন । নিষণ্টু বা নিরুক্ত, কল্প, ছন্দ
১০ ও পঞ্চমবেদ-সদৃশ ইতিহাসের সহিত বেদজয়ে সহসা তাঁহার চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল ।
তিনি পদজ্ঞ ও বৈয়াকরণ, এবং লোকায়ত (নাস্তিকদর্শন) ও মহাপুরুষ-লক্ষণজ্ঞানে
নিপুণ হইয়াছিলেন ।

২৩। অনন্তর বালক নাগসেন পিতাকে বলিলেন—‘তাত, ব্রাহ্মণকুলে ইহার
পরেও কি কিছু শিক্ষা আছে, অথবা এই পর্য্যন্তই (আর কিছু নাই) ?’

১৫ ‘তাত নাগসেন, ব্রাহ্মণকুলে ইহার পর আর কিছু শিক্ষা নাই, এই পর্য্যন্তই ।’

অথ খো নাগসেনো দারকো অচরিয়স্ অসুযোগং দহ্মা, পাসাদা ওল্লহ পুৰ্ব্ববাসনাং চোদিতুইদয়ো রহোগতো পতিসল্লীনো অন্তনো সিগ্গস্ আদিমজ্জাপরিয়োসানং ওলোকেন্তে আদিম্হি বা, মস্সে বা, পরিয়োসানে বা অগ্গমত্তকম্'পি সারং অদিম্মা 'তুচ্ছা বত্ত ভো ইমে বেদা! পল্লাপা বত্ত ভো ইমে বেদা অসার নিস্সার'তি!'—বিগ্গটিসারী অরত্তমনো অহোসি।

তেন খো পম সময়েন আয়স্মা রোহণে বত্তনিয়্যে সেনাসনে নিসিয়ো নাগসেনস্ দারকস্ চেতসা চেতোপরিবিতকম্ ওল্লহ, নিবাসেহা পত্ততীবরমাদায়, বত্তনিয়্যে সেনাসনে অন্তরহিতো কজ্জল-ব্রাহ্মণগামস্ পুরতো পাভুরহোণি। অদসা খো নাগসেনো দারকো অন্তনো দারকেট্টকে ঠিতো আয়স্মত্তং রোহণং ছরতো'ব; আগচ্ছত্তং দিস্বান অত্তমনো উদগগো পমুদিতো পীতিসোমনসসজাতো 'অপ্পেব নামায়ং পব্বজিতো কঞ্চি সারং জানেযা'তি' যেনাযস্মা রোহণে, তেহু'পসক্কমি। উপসক্কমিহা আয়স্মত্তং রোহণং এতদবোচ— 'কো হু খো স্বং মারিস, এদিসো ভজ্জু-কাসাবরসনো'তি?'

অতঃপর বালক নাগসেন আচার্য্যকে (তাঁহার শেষ) প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন ; এবং পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-দ্বারা প্রণোদিত-চিত্ত হইয়া নির্জনে চিন্তা-নিমগ্ন হইয়া স্বোপার্জিত বিদ্যার আদি, মধ্য ও অবসান পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ পর্যালোচনা করিতে করিতে আদি, মধ্য ও অব-
৫ সান, কোনও স্থানে অল্পমাত্রাও সার দেখিতে না পাইয়া বলিয়া উঠিলেন 'অহো বেদ সকল তুচ্ছ ! অহো বেদী সকল তুষের-ন্যায়, অসার—নিঃসার !' এই বলিয়া তিনি অহুতপ্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন।

- সেই সময়ে আয়ুস্মান্ রোহণ 'বত্তনিয়'-আশ্রমে নিবন্ধ হইয়া ছিলেন। তিনি স্বহৃদয়ে বালক নাগসেনের চিন্তোদিত সেই বিতর্ক জানিতে পারিয়া বসন পরিধান করিয়া (ভিক্ষা-) পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্ব্বক, 'বত্তনিয়'-আশ্রম হইতে অন্তহিত হইয়া:
- ১০ 'কজ্জল'-গ্রামের পুরোভাগে প্রাজ্জ্বলিত হইলেন। নাগসেন স্বকীয় দ্বারদ্বী অন্তর্গত উপবিষ্ট ছিলেন, আয়ুস্মান্ রোহণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দূর হইতেই তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রমুদিত, আনন্দিত, ও মনে মনে কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইলেন ; তাঁহার:
- : প্রীতি ও সোমনস্ত্র উৎপন্ন হইল। হয় ত এই প্রব্রজিত কিছু সার জানেন—এই মনে করিয়া তিনি আয়ুস্মান্ রোহণের নিকট উপস্থিত হইলেন, ও বলিলেন—'মারিয়,
- ১৫ স্বেদ গুণ্ডিত ও কাষায়বসনধারী আপনি কে ?'

‘পৰ্বজিতো নামাহং দারক্য’তি।’

‘কেন স্বং মারিস, পৰ্বজিতো নামাসীতি?’

‘পাপকানং মলানং পৰ্বজিতুং পৰ্বজিতো, তস্মাহং দারক্য, পৰ্বজিতো নামা’তি।’

‘কিং কারণা মারিস, কেনা তে ন, যথা অঞ্ঞেস’স্তি?’

‘সোলসি’মে দারক্য, পলিৰোধে দিস্বা কেসমসুহুং ওহারেত্তা পৰ্বজিতো। কতমে সোলস? অলঙ্কারপলিৰোধো, মণ্ডপলিৰোধো, তেলমণ্ডপলিৰোধো, ধোবনপলিৰোধো, মালাপলি-
বোধো, গন্ধপলিৰোধো, বাদনপলিৰোধো, হরীটকপলিৰোধো, আমলকপলিৰোধো, রংগপলি-
বোধো, বন্ধনপলিৰোধো, কোচ্ছপলিৰোধো, কপ্লকপলিৰোধো, বিজটনপলিৰোধো, উকাপলি-
বোধো, কেসেসু বিলুনেসু সোচস্তি, কিলমস্তি, পরিদেবস্তি, উরত্তালিং কন্দস্তি, সম্মোহং আ-
পজ্জস্তি;—ইমেসু থো দারক্য, সোলসসু পলিৰোধেসু পলিগুহিতা মনুস্সা সৰ্ব্বানি অত্তি-
সুখুমানি সিদ্ধানি নাসেস্খীতি।’

‘কিং কারণা মারিস, বথানি’পি তে ন, যথা অঞ্ঞেস’স্তি?’

‘বংস, আমি প্রব্রজিত।’

‘কিজন্ত মারিস, আপনি প্রব্রজিত হইয়াছেন?’

‘বংস, পাপ-মল-সমূহ অতিবাহিত করিবার জন্ত প্রব্রজিত বা সন্ন্যাসী হয়। সেই
জন্ত বংস, আমি প্রব্রজিত।’

৫

শিরোমুণ্ডনের প্রয়োজন।

‘মারিস, কি কারণে অন্ত-লোকের ত্রায় আপনার কেশ নাই?’

‘বংস, এই ঘোড়শ প্রকার অত্যন্ত-পীড়া দর্শন করিয়া লোক কেশ ও শ্রক্ষ বপন
করিয়া প্রব্রজিত হয়। এই ঘোড়শ প্রকার অত্যন্ত-পীড়া কি? কেশ অলঙ্কৃত করা,
সজ্জিত করা (মণ্ডন), তেল মাখান, ধোত করা, মালাধারণ, গন্ধ-সম্পাদন, (ধূপাদি
১০ দ্বারা) সুবাসিত করা, হরীতকী ও আমলকী দ্বারা পরিষ্কার করা, চাক্রতর-বর্ণ-সম্পাদন,
বপন নাপিত, গ্রহিষোচন, উকুন, এবং কেশ ছিন্ন হইলে তাহার জন্ত
উরঃস্থল আহত
করিয়া ক্রন্দন করে, ও মোহ প্রাপ্ত হয়। বংস, এই ঘোড়শ প্রকার অত্যন্ত-পীড়ায়
আবদ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ অতিশূন্য বিদ্যা- (‘শিল্প’) সমূহ নষ্ট করে।’

১৫

কাষায়-বসনের প্রয়োজন।

‘মারিস, অন্ত লোকের ত্রায় আপনার বস্ত্রও নাই কেন?’

‘কামনিস্‌সিতানি খো দারক, বথানি কম্নীয়ানি গিহিকাঙ্কনানি, যানি কানিচি খো তয়ানি
কথতো উল্লজ্জন্তি, তানি কাসাববসনস্‌স ন হোন্তি, তস্মা বথানি’পি মে ন, বথা অঞ্ঞেস’স্তি ।’

‘জানাসি খো ঞ্চ মারিস, সিগ্গানি নামা’তি ?’

‘আম দারক ; জানাম’হং সিগ্গানি । যং লোকে উত্তমং মত্তং, তন্ম’পি জানাবীতি ।’

‘ময়’হম’পি তং মারিস, দাতুং সঙ্কা’তি ?’

‘আম দারক ; সঙ্কা’তি ।’

‘তেন হি মে দেহীতি ?’

‘অকালো খো দারক ; অন্তরথরং পিণ্ডার পবিট্ঠ’ম্হা’তি ।’

২৪। অথ খো নাগসেনো দারকো আয়স্মতো রোহণস্‌স হথতো পত্তং গহেত্বা, ঘরং প-
বেসত্বা, পণীতেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহথা সন্তপ্পেত্বা, সম্পবারেত্বা, আয়স্মন্তং রোহণং
ভূত্তাব্বিং ওণীতপত্তপাবিং এতদবোচ — ‘দেহি মে’দানি মারিস, মত্ত’স্তি ।’

‘বৎস, যে সকল কম্নীর বস্ত্র গৃহিগণের চিরস্বরূপ,—অর্থাৎ গৃহিগণ ব্যবহার
করিয়া থাকেন, ঐ সমুদয় বস্ত্র কাম বা লালসাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ;—তাহার
দ্বারা যে-কোন ভয়ের উৎপত্তি হয় । কাষায়বসন ধারণ করিলে ঐ সব ভয় হয় না ।
সেই-জন্ত অত্ৰ লোকেই তায় আমার বস্ত্রও নহে ।’

৫ ‘মারিষ, আপনি বিদ্যা-(শিল্প) সমূহ জানেন ?’

‘হাঁ বৎস ; আমি বিদ্যাসমূহ জানি । লোকে যাহাকে উত্তম মত্ত বলে, আমি
তাহাও জানি ।’

‘মারিষ, আমাকেও তাহা প্রদান করিতে পারা যায় ?’

‘হাঁ বৎস ; পারা যায় ।’

১০ ‘তবে আমাকে প্রদান করুন ।’

‘বৎস, এখন অসময় ; খাদ্য ভিক্ষা করিবার জন্ত এখন অন্তর্গৃহে প্রবেশ
করিয়াছি ।’

২৪। অনন্তর বালক নাগসেন, আয়ুস্মান্ রোহণের হস্ত হইতে (ভিক্ষা-) পাত্র
গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন ; এবং স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
‘১৫ দ্বারা তাঁহাকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়া ভোজন করাইলেন, যাহাতে ‘আর দিও না’
বলিয়া তিনি নিবেদন করিলেন । আয়ুস্মান্ রোহণ ভোজন শেষ করিয়া পাত্র হইতে হস্ত
অপনীত করিলে, নাগসেন বলিলেন—‘মারিষ, এখন আমাকে মত্ত প্রদান করুন ।’

‘বদা খো স্বং দারক, নিগলি:বোখো হুয়া। মজ্জা পিতরো অহুজানাপেয়া, ময়া গহিতং প-
ব্রজিতবেসং গণুহিস্গদি, তদা দস্‌সামীতি’—আহ।

২৫। অথ খো নাগসেনো দারকো। মাতাপিতরো উপসক্কমিত্তা আহ—‘অস্ম, তাত, অস্মং
পাব্রজিতো “যং লোকে উত্তমং মন্তং, তং জানামীতি” বদতি; ন চ অস্তনো সন্তিকে অপ-
ব্রজিতস্ দেতি। অস্মং এতস্ সন্তিকে পাব্রজিতা তং মন্তং উগ্গণ্‌হাস্‌সামীতি।’

অথ’স্ মাতা-পিতরো ‘পাব্রজিতাপি নো পুত্তো মন্তং উগ্গণ্‌হাস্‌সামীতি’
মঞ্‌ঞমানা ‘গণ্‌হ পুত্তা’তি’ অহুজানিঃসু।

অথ খো আয়স্মা রোহণো নাগসেনং দারকং আদায়, যেন বত্তনিয়ং সেনাসনং,—যেন।
‘বিজ্জম্‌বখু,” তেহু’পসক্কমি। উপসক্কমিত্তা বিজ্জম্‌বখুস্মিং সেনাসনে একরত্তিং বসিষা,
যেন রকখিততলং, তেহু’পসক্কমি। উপসক্কমিত্তা কোটিসতানং অরহন্তানং মজ্জো নাগসেনং
দারকং পাব্রজেসি।

২৬। পাব্রজিতো চ পনায়স্মা নাগসেনো আয়স্মন্তং রোহণং এতদবোচ :—‘গহিতো মে
জন্তে, তব বেসো, দেথ মে’দানি মন্ত’স্টি।’

‘বৎস, যখন তুমি বাধাশূন্য হইয়া পিতা ও মাতার অহুজায় আমা-দ্বারা গৃহীত এই
প্রব্রজিত-বেশ গ্রহণ করিবে, তখন প্রদান করিব।’

২৫। বালক-নাগসেন পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘মাত, তাত,
লোকে যাহা উত্তম মন্ত, এই প্রব্রজিত তাহা জানেন; কিন্তু তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা;
৫ গ্রহণ না করিলে, তিনি তাহা প্রদান করিবেন না। আমি তাঁহার নিকট প্রব্রজিত,
হইয়া সেই মন্ত গ্রহণ করিব।’

তাঁহার পিতা ও মাতা মনে ভাবিলেন—‘প্রব্রজিত হইয়াও আমাদের পুত্র মন্ত গ্রহণ
করুক, পরে আবার আসিবে।’ এইরূপে তাঁহারা পুত্রকে অহুজা প্রদান করিলেন।

আয়ুস্মান্ রোহণ বালক-নাগসেনকে গ্রহণ করিয়া বত্তনিয়-আশ্রমে, ও তথা হইতে,
২০ ‘বিজ্জম্‌বখু’-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; এবং এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া রক্ষিত-
তল-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোটিশত অর্হতের মধ্যে বালক নাগসেনকে
প্রব্রজিত করিলেন।

২৬। আয়ুস্মান্ নাগসেন প্রব্রজিত হইয়া আয়ুস্মান্ রোহণকে বলিলেন ‘ভজন্ত, আমি।
আপনার বেশ ধারণ করিয়াছি, আমাকে এখন মন্ত দান করুন।’

২৫ আয়ুস্মান্ রোহণ চিন্তা করিলেন—‘কোন বিরয়ে প্রথমে ইহাকে বিনীত অর্থাৎ

অথ খো আয়স্মা রোহণো 'কিম্‌হি নু খো'হং নাগসেনং পঠমং বিনেয্য,—ইত্তং বা, অভিধম্মে বা'তি' চিত্তেহা, 'পণ্ডিতো খো অয়ং নাগসেনো, সন্ধোতি সূত্থেনে'ব অভিধম্মং পরিয়াপুণিবু'ত্তি' পঠমং অভিধম্মে বিনেসি ।

আয়স্মা চ নাগসেনো 'কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা, অব্যাকৃত ধম্মা'তি—ত্বিক্‌ত্বপতি-মণ্ডিতং "ধর্মসঙ্গীং," 'স্কন্ধবিভঙ্গাদি'-অট্টাশ-বিভঙ্গ-পতিমণ্ডিতং "বিভঙ্গপ্রকরণং," 'সঙ্গহো, অঙ্গহো'তি-আদিনা চুদশবিধেন বিভক্তং "ধাতুকথাপ্রকরণং," 'স্কন্ধপঞ্জ্ঞপ্তি, আয়তনপঞ্জ্ঞপ্তি'তি-আদিনা ছব্বিধেন বিভক্তং "পুঙ্গল-পঞ্জ্ঞপ্তিং," 'সকবাদে পঞ্চসুত্তসতানি, পরবাদে পঞ্চসুত্তসতানীতি'—সুত্তসহস্রং সমোধানেহা বিভক্ত—"কথা-বহুপ্রকরণং," 'মূলযমকং, স্কন্ধযমক'ত্তি'-আদিনা দশবিধেন বিভক্তং "যমকং," 'হেতুপচয়ো, আয়স্মাপচয়ো'তি-আদিনা চতুর্বাশতি-বিধেন বিভক্তং "পট্টানপ্রকরণ'ত্তি"—সর্বস্বং অভি-ধম্মপিটকং একেনে'ব সম্বায়েন পণ্ডণং কহা 'তিট্ঠত ভত্তে, ন পুন ওসারেথ, এত্তকেনে'বাহং লস্সায়াংসামীতি' আহ । ।

২৭। অথায়স্মা নাগসেনো যেন কোটিসতা অরহন্তো, তেহু'পসঙ্কমি ; উপসঙ্কমিত্বা কোটি-সতানং অরহন্তানং এতদবোচ—'অহং খো ভত্তে, কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা, অব্যাকৃত

শিক্ষিত করিব—হৃত্তে অথবা অভিধর্ম ? নাগসেন পণ্ডিত, এ সূত্রেই অভিধর্মে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ।' এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে প্রথমে অভি-ধর্মেই শিক্ষিত করিলেন ।

আয়স্মান্ নাগসেনও এক স্বাধ্যায়েই নিম্নলিখিত সমস্ত অভিধর্ম পিটক অভ্যাস
৫ করিয়া ফেলিলেন ; যৎ—কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম ও অব্যাকৃতধর্ম—এই অবান্তর দ্বি-ত্রি-ভেদমণ্ডিত 'ধর্মসঙ্গী' ; স্কন্ধবিভঙ্গাদি-অষ্টাদশ-বিভঙ্গ-মণ্ডিত 'বিভঙ্গ-প্রকরণ' ; সংগ্রহ ও অসংগ্রহ-প্রভৃতি চতুর্দশভাগ-বিভক্ত 'ধাতুকথা-প্রকরণ' ; স্কন্ধ-প্রজ্ঞপ্তি, আয়তনপ্রজ্ঞপ্তি-প্রভৃতি ষড়্‌ভাগ-বিভক্ত 'পুঙ্গলপ্রজ্ঞপ্তি' ; স্বকীয়-বাদে পঞ্চশত হৃত্ত, পরবাদে পঞ্চশত হৃত্ত—এই সহস্র হৃত্তযোগে বিভক্ত 'কথাবহুপ্রকরণ' ;
১০ মূলযমক, স্কন্ধযমক—ইত্যাদি দশবিধ 'যমক' ; এবং হেতু-প্রত্যয় ও আয়তন-প্রত্যয়—ইত্যাদি চতুর্বিংশতিবিধভাগ-বিভক্ত 'প্রস্থানপ্রকরণ' । নাগসেন বলিলেন—'ভদন্ত, আর আপনাকে ঐ সকল বিবৃত করিতে হইবে না, ইহা দ্বারাই আমি স্বাধ্যায় : করিতে পারিব ।'

২৭। অনন্তর আয়স্মান্ নাগসেন, যে স্থানে কোটিশত অর্হৎ ছিলেন, সে-স্থানে
১৫ উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভদন্তগণ, কুশলধর্ম, অকুশলধর্ম, ও

‘যথা’তি ইমেহু তীহু পদেহু পক্খিপিহা সৰ্বত্তং অভিধম্মপিটকং বিখারেণ ওসারেদসাবীতি ।’

‘সাধু নাগসেন, ওসারেহীতি ।’

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো সত্তমাসানি সত্তমকরণে বিখারেণ ওসারেসি । পঠবী উন্নদী, দেবতা সাধুকারমদঃসু, ব্রহ্মাণে অশ্লোঠেসুং, দিব্বানি চন্দনচূষানি, দিব্বানি চ মন্দারব-পুপ্ফানি অভিগ্গবদসিংসু । অথ খো কোটিসতা অরহন্তো আয়স্মত্তং নাগসেনং পরিপুগ্গবীসতি-ষ স্ং ব্রক্খিততলে উপসম্পাদেসুং ।

২৮ । উপসম্পন্নো চ পনায়স্মা নাগসেনো তস্মা রত্তিন্না অচয়েন পূৰ্ণবৎসরং নিবাসেত্বা, পত্ততীবরমাদায়, উপস্মায়েন সন্ধিং গামং পিণ্ডায় পবিসন্তো এবরুপং পরিবিতক্কং উপ্পাদেসি—তুহো বত মে উপস্মায়ে ! বালো বত মে উপস্মায়ে ! ঠপেহা অবসেসং বুদ্ধবচনং, পঠসং মং অভিধম্মে বিনেসীতি !’

অথ খো আয়স্মা রোহণো আয়স্মতো নাগসেনস্ চেষতসা চেতোপরিবিতক্কমণ্ণেয়ায় আয়স্মত্তং নাগসেনং এতববোচ—অনহুহুবিং খো নাগসেন, পরিবিতক্কং বিতকেসি ;

অব্যাকৃতধৰ্ম্ম—এই বিষয়-ত্রিতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত অভিধম্মপিটক আমি বিস্তার-পূৰ্ণক বিবৃত করিব ।’

‘সাধু নাগসেন ! বিবৃত করুন’—এই বলিয়া তাঁহা অনুরোধ করিলেন ।

আয়ুস্মান্ নাগসেন সপ্তমাসে সপ্ত প্রকরণ বিস্তারপূৰ্ণক বিবৃত করিলেন । পৃথিবী উচনাদ করিল, দেবতার সাধুবাদ প্রদান করিলেন, ব্রহ্মদেবগণ (ব্রহ্মাণো) করতাসিকা প্রদান করিলেন, এবং দিবা চন্দনচূর্ণ সকল নিক্ষিপ্ত হইতে ও মন্দার-কুহুমসমূহ অভিবৃষ্ট হইতে লাগিল । এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পূর্ণ বিংশতি বৎসর হইয়াছিল । তখন রক্ষিততলে সেই কোটিশত অর্হৎ তাঁহাকে ‘উপসম্পদা’-নামক দাক্ষা প্রদান করিলেন ।

২৮ । আয়ুস্মান্ নাগসেন উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া, সেই রাত্রি অতীত হইলে, পূর্বাহ্নে ১০ সময়ে বসন পরিধান করিয়া, পাত্র ও চীবর গ্রহণপূৰ্ণক উপাধ্যায়ের সহিত পিণ্ড ভিক্ষা করিবার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে করিতে মনে মনে এইরূপ বিতর্ক উৎপাদন করিতে লাগিলেন—‘অহো আমার উপাধ্যায় তুচ্ছ ! আমার উপাধ্যায় বালক ! তিনি সমস্ত বুদ্ধবচন পরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রথমে অভিধম্মপিটকে বিনীত অর্থাৎ শিক্ষিত করিলেন !’

১৫ অনন্তর আয়ুস্মান্ রোহণ স্বহৃদয়ে আয়ুস্মান্ নাগসেনের চিন্তের বিতর্ক জানিতে পারিয়া এই বলিলেন—‘নাগসেন তুমি অননুরূপ বিতর্ক করিতেছ, ইহা তোমার অনুরূপ নহে ।’

ন খো পনে'তং নাগসেন, তবামুচ্ছবিষ'ন্তি।'

অথ খো আয়স্বতো নাগসেনস এতদহোসি—‘অচ্ছরিয়ং বত ভো! অব্ভুতং বত ভো! যত্র হি নাম মে উপজ্জায়ো চেতসা চেতোপরিবিতকং জানিসসতি! পণ্ডিতো বত মে উপজ্জায়ো! যন্নুনাহং উপজ্জায়ং থমাপেব্য'ন্তি।' অথ খো আয়স্মা নাগসেনো আয়স্বত্তং রোহণং এতদবোচ—‘থমথ মে ভন্তে, ন পুন এবরুপং বিতকেস্সামীতি।'

অথ খো আয়স্মা রোহণো আয়স্বত্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘ন খো ত্যাহং নাগসেন, এক্সবতা থমামি। অথি খো নাগসেন, সাগলং নাম নগরং। তথ মিলিন্দো নাম রাজা যজ্জং কারেতি। সো দিট্ঠিবাদেন পঞ্ছং পুচ্ছিয়া ভিকুসুসজ্জং বিহেটেতি। সচে ত্বং ত্বথ গন্তা তং রাজানং দমেজ্জা পদাদেস্সসি, এবাহন্তং থমিস্সামীতি।'

‘তিট্ঠতু ভন্তে, একো মিসিন্দো রাজা, সচে সকলজঘুদাপে সৰ্ব্বে রাজানো আগস্তা মং পঞ্ছং পুচ্ছিয়া, সৰ্ব্বন্তং বিন্দসজ্জেক্সা সম্পদালেস্সামি। থমথ মে ভন্তে'তি' বহা, ‘ন থমামীতি' বুত্তে, ‘তেন হি ভন্তে, ইমং তেমাংসং কস্স সন্তিকে বিন্দসামীতি’—আহ।

পরে আয়স্মান্ নাগসেন ভাবিলেন—‘অহো আশ্চর্য্য! অহো অদ্ভুত! বেহেতু আমার উপাধ্যায় স্বচিন্তে (অন্তরে) চিত্তগত বিতর্ক জানিবেন! অহো আমার উপাধ্যায় পণ্ডিত! আমি নিশ্চয় তাঁহাকে ক্ষমা করাইব।’ এই ভাবিয়া আয়স্মান্ নাগসেন আয়স্মান্ রোহণকে বলিলেন—‘ভদন্ত, আমাকে ক্ষমা করুন, আর কখন এরূপ বিতর্ক করিব না।’

আয়স্মান্ রোহণ আয়স্মান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘নাগসেন, কেবল ইহাতেই আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। নাগসেন, সাগল-নামে এক নগর আছে। সেখানে মিলিন্দ-নামক রাজা দর্শনবাদ (বা নাস্তিকবাদ) গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণ জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুসজ্জকে বাধা প্রদান করিতেছেন। অতএব, তুমি যদি সেই রাজাকে দমন করিয়া প্রসন্ন করিতে পার, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।’

‘ভদন্ত, এক মিলিন্দ রাজা থাকুক, যদি এই সমগ্র জম্বুদ্বীপের নিখিল রাজা আগমন করিয়া আমাকে প্রাণ জিজ্ঞাসা করেন, ভদন্ত, আমি উত্তর প্রদান করিয়া তৎসমুদয়কে খণ্ডিত করিব। ভদন্ত, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।’

‘(এখন) ক্ষমা করিতেছি না।’

১৫ ‘তাহা হট্টাল ভদন্ত, এই তিন মাস (বর্ষ) কাহার নিকটে বাস করিব?’

২১। ‘অয়ং খো নাগসেন, আয়স্মা অস্শুত্তো বত্নিয়ে সেনাসেনে বিহরতি । গচ্ছ ত্বং নাগসেন, যেনায়া অস্শুত্তো, তেহু’পসঙ্কম । উপসঙ্কমিত্তা মম বচনেন আয়স্মতো অস্শুত্তস্শু পাদে সিরসা বন্দ ; এবঞ্চ নং বদেহি—‘উপস্খায়ো মে ভন্তে, তুম্হাকং পাদে সিরসস বন্দতি ; অপ্পাৰাধং, অপ্পাতঙ্কং, লহ’ট্টানং, বলং, ফাসুবিহারং পুচ্ছতি ; ইমং তেমাংসং তুম্হাকং সন্তিকে বসিতুং মং পহিণীতি ।’ “কো নামো তে উপস্খায়ো’তি” চ বৃত্তে, “রোহণথেরো নাম ভন্তে’তি” বদেয্যাসি । “অহং কো নামো’তি” বৃত্তে এবং বদেয্যাসি—“মম উপস্খায়ো ভন্তে, তুম্হাকং নামং জানাতীতি ।”

‘এবং ভন্তেতি’—খো আয়স্মা নাগসেনো আয়স্মন্তং রোহণং অভিবাদেহা, পদক্খিণং কত্তা, পত্তচীবরমাদায় অহুপুৰ্বেন চারিকং চরমাণো যেন বত্নিয়ে সেনাসেনং,—যেনায়া অস্শুত্তো, তেহু’পসঙ্কমি ; উপসঙ্কমিত্তা আয়স্মন্তং অস্শুত্তং অভিবাদেহা একমন্তং অট্টাসি ; একমন্তং ঠিতো খো আয়স্মা নাগসেনো আয়স্মন্তং অস্শুত্তং এতদবোচ—‘উপস্খায়ো মে ভন্তে, তুম্হাকং পাদে সিরসা বন্দতি ; এবঞ্চ বদেতি ; অপ্পাৰাধং, অপ্পাতঙ্কং, লহ’ট্টানং, বলং, ফাসুবিহারং পুচ্ছতি । উপস্খায়ো মং ভন্তে, ইমং তেমাংসং তুম্হাকং সন্তিকে বসিতুং পহিণীতি ।’

২২। ‘নাগসেন, এই আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত বত্নিয়-আশ্রমে বিহার করিতেছেন । যাও নাগসেন, যেখানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত আছেন, সেখানে উপস্থিত হও । উপস্থিত হইয়া আমার কথায় মন্তক-দ্বারা তাঁহার পাদবন্দনা কর ; এবং তাঁহাকে এইরূপ বল—“ভদন্ত, আমার উপাধ্যায় মন্তক-দ্বারা আপনার পাদবন্দনা করিয়া, আপনাদের অনাময়, অনাতঙ্ক, ক্ষিপ্ৰ-উত্তোগ, বল ও মঙ্গল-বিহরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; এবং আমাকে এই তিন মাস আপনার নিকটে বাস করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন ।” যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন “তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?” তবে তুমি বলিবে—“ভদন্ত তাঁহার নাম রোহণ-স্থবির ।” আর যদি তিনি নিজেরই নাম বা পরিচয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তুমি এই বলিবে—“ভদন্ত, আমার উপাধ্যায় আপনার নাম জানেন ।”

- ১০ ‘ভদন্ত, ইহাই হউক’—এই বলিয়া আয়ুস্মান্ নাগসেন অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্র ও চীবর-গ্রহণপূর্বক অনুক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে, যে স্থানে বত্নিয় আশ্রম,—যে স্থানে আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত ছিলেন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্তকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ও বলিলেন—‘ভদন্ত আমার উপাধ্যায় মন্তক-দ্বারা আপনার পাদবন্দনা করিয়া, আপনাদের অনাময়, অনাতঙ্ক, ক্ষিপ্ৰ-উত্তোগ, বল ও মঙ্গল-বিহরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । ভদন্ত, তিনি আমাকে এই তিন মাস আপনার নিকটে বাস করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন ।’

অথ খো আয়ুস্মা অস্‌সগুত্তো আয়ুস্মন্তং নাগসেনং এতদ্বোচ—‘ত্বং কিংনামো’সীতি ?’

‘অহং ভস্তু, নাগসেনো নামা’তি ।’

‘কো নামো তে উপস্খায়ো’তি ?’

‘উপস্খায়ো মে ভস্তু, রোহণথেরো নামা’তি ।’

‘অহং কো নামো’তি ?’

‘উপস্খায়ো মে ভস্তু, তুম্‌হাকং নামং জানাতীতি ।’

‘সাদু, নাগসেন, পত্তচীবরং পটিসামেহীতি ।’

‘সাদু ভস্তু’তি—পত্তচীবরং পটিসামেহা। পুনর্দিবসে পরিবেগং সম্মজ্জিত্বা, মুখোদকং দত্তপোণং উপট্ঠাপেসি। থেরো সম্মট্ঠ-ট্ঠানং পটিসম্মজ্জি, তং উদকং ছড্‌ডেহা অঞ্ঞং উদকং আহরি, তঞ্চ দন্তকট্ঠং অপনেহা অঞ্ঞং দন্তকট্ঠং গণ্‌হি ; ন অল্লাপসল্লাপং অকাসি। এবং সত্ত দিবসানি কহা, সত্তমে দিবসে পুন পুচ্ছিত্বা, পুন তেন তথে’ব বুত্তে, বস্‌সাবাসং অনুজানি।

৩০। তেন খো পন সময়ে একা মহা-উপাসিকা আয়ুস্মন্তং অস্‌সগুত্তং তিসমত্তানি

আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত আয়ুস্মান্ নাগসেনকে এই বলিলেন—‘তোমার নাম কি ?’

‘ভদন্ত, আমার নাম নাগসেন ।’

‘তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?’

‘ভদন্ত, আমার উপাধ্যায়ের নাম রোহণ-হবির ।’

২. ‘আমার নাম কি ?’

‘ভদন্ত, আপনার নাম আমার উপাধ্যায় জানেন ।’

‘সাদু, নাগসেন, তোমার পাত্র ও চীবর স্থাপন কর ।’

‘সাদু ভদন্ত,’—এই বলিয়া নাগসেন পাত্র ও চীবর স্থাপন করিলেন। এবং পরদিবসে আশ্রম সম্মার্জন করিয়া, হবির অশ্বগুপ্তের মুখ ধুইবার জন্ত জল ও দন্তকাষ্ঠ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু হবির (অশ্বগুপ্ত) প্রমুট্‌ স্থান পুনর্বার মার্জনা করিলেন, সেই জল পরিত্যাগ করিয়া অগ্ন জল আহরণ করিলেন, এবং সেই দন্তকাষ্ঠ অপনীত করিয়া অপর দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিলেন। তিনি নাগসেনের সহিত কোন আলাপ-সালাপ করিলেন না। তিনি এইরূপই সপ্ত দিবস করিয়া, সপ্তম দিবসে পুনর্বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং নাগসেন তদ্রূপই উত্তর প্রদান করিলে, তাঁহাকে বর্ষা-বাস করিবার অনুজ্ঞা দান করিলেন।

৩০। সেই সময়ে কোন এক মহোপাসিকা আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্তের ত্রিশংবর্ষ কাল

বাসনি উপট্ঠাসি। অথ খো সা মহা-উপাসিকা তেমা'চ্চয়েন যেনায়্যা অন্সগুত্তো, তেহু'পসঙ্কমি। উপসঙ্কমিহা আয়স্মত্তং অন্সগুত্তং এতদবোচ—‘অথি হু খো তাত, তুম্হাকং সত্তিকে অঞ্ঞা ভিকখু'তি ?’

‘অথি মহা-উপাসিকে, অম্হাকং সত্তিকে নাগসেনো নাম ভিকখু'তি।’

‘তেন হি তাত অন্সগুত্ত, অধিবাসেহি নাগসেনেন সন্ধিং স্বাতনায় ভত্ত'তি।’

অধিবাসেসি খো আয়স্মা অন্সগুত্তো তুণ্হীভাবেন। অথ খো আয়স্মা অন্সগুত্তো তস্মা রত্তিয়া অচ্চয়েন পুৰ্ণগ্হসময়ং নিবাসেহা, পত্তচীবরমাদায় আয়স্মতা নাগসেনেন সন্ধিং ঞ্চচ্চা-সমনেন, যেন মহা-উপাসিকায় নিবেসনং, তেহু'পসঙ্কমি; উপসঙ্কমিহা পঞ্ঞত্তে আসনে, নিসীদী। অথ খো সা মহা-উপাসিকা আয়স্মত্তং অন্সগুত্তং আয়স্মত্তঞ্চ নাগসেনং পণীতেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহথা সন্তপ্পেসি, সম্পবারেসি। অথ খে আয়স্মা অন্সগুত্তো ভুত্তাবিৎ ওণীতপত্তপাণিং আয়স্মত্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘স্বং নাগসেন, মহা-উপাসিকায় অনুমোদনং কৰোহীতি।’ ইদং বহা উট্ঠায়াসনা পক্কমি।

উপস্থান (সেবা-বন্দনাদি) করিতেছিলেন। বর্ষার তিন মাস অতীত হইলে, তিনি যেখানে আয়ুস্থান অধগুপ্ত ছিলেন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘তাত, আপনার নিকট কি অন্ম কোন ভিক্ষু আছেন?’

‘মহোপাসিকে, আমার নিকট নাগসেন-নামে এক ভিক্ষু আছেন।’

৫ ‘তাহা হইলে, তাত অধগুপ্ত, নাগসেনের সহিত (আগামী কল্য আমার গৃহে) ভোজন স্বাকার করুন।’

আয়ুস্থান অধগুপ্ত মৌন-দ্বারা তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সেই রাত্রি শেষ হইলে আয়ুস্থান অধগুপ্ত পূর্বাহ্ন সময়ে বসন পরিধানপূর্বক পাত্র ও চীবর গ্রহণ করিয়া, ও অচ্চদ-শ্রমরূপে আয়ুস্থান নাগসেনকে সঙ্গে লইয়া মহোপাসিকার নিকতনে উপস্থিত হইলেন ও নিদিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মহোপাসিকা স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য তাহাদিগকে এতদূর সন্তুষ্ট করিলেন, যাহাতে তাহারা ‘আর চাই না’ বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন। পাত্র হইতে হস্ত অপনীত করিয়া ভোজন শেষ করিলে, আয়ুস্থান অধগুপ্ত আয়ুস্থান নাগসেনকে এই বলিলেন—‘নাগসেন’ তুমি (ধর্মোপদেশাদি শুনাইয়া) মহোপাসিকার আনন্দ-উৎপাদন কর।’ তিনি এই ১০ বলিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিলেন।

৩১। অথ খো সা মহা-উপাসিকা আয়স্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘মহল্লিকা খো’হং তাত নাগসেন, গন্তীরা ধর্মকথায় ময়ংহং অনুমোদনং কয়োহীতি ।’ অথ খো আয়স্মা নাগসেনো • তস্মা মহা-উপাসিকায় গন্তীরায় অভিধর্মকথায় লোকু’ত্তরায় স্নেহ-এতা-পটিসংযুক্তায় অনুমোদনং অকাসি । অথ খো তস্মা মহা-উপাসিকায় তস্মিৎস্নেহ-এব আসনে বিরজং বীতমলং ধর্মচক্খুং উদপাদি—‘যং কিঞ্চি সমুদয়ধর্ম’, সর্বস্তুং নিরোধ-ধর্ম’স্তি ।’ আয়স্মাপি খো নাগসেনো তস্মা মহা-উপাসিকায় অনুমোদনং কহ্মা, অন্তনা দেসিতং ধর্মং পুরুবেক্খন্তো বিপস্সনং পট্টাপেহ্মা, তস্মিৎ য়েব আসনে নিসিল্লো সোতাপত্তি-ফলে পত্তিট্ঠাসি ।।

• ৩২। অথ খো আয়স্মা অস্সগুত্তো মণ্ডলমাণে নিসিল্লো দ্বিমম্পি ধর্মচক্খু-পট্টাভং এহ্মা সাধুকার’ গব’ত্তসি—‘সাধু সাধু নাগসেন ! একেন কণ্ডপ্পহারেন দে মহাকায়্য প-দালিতা’তি ।’ অনেকানি চ দেবতা-সহস্সানি সাধুকারং পবত্তেহ্মং ।

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো উট্ঠায়াসনা, যেনায়স্মা অস্সগুত্তো, তেনু’পসঙ্কমি ; উপ-সঙ্কমিত্বা আয়স্মন্তং অস্সগুত্তং অভিবাদেহ্মা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিন্নং খো আয়স্মন্তং

৩১। মহোপাসিকা আয়স্মান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘তাত নাগসেন আমি বুদ্ধা হইয়াছি, অতএব গন্তীর ধর্মকথা-দ্বারা আমার আনন্দ-উৎপাদন করুন ।’ আয়স্মান্ নাগসেন লোকোত্তর শূত্রতাবাদসংযুক্ত গন্তীর অভিধর্মকথা-দ্বারা সেই মহোপাসিকার আনন্দ-উৎপাদন করিলেন ।

অনন্তর সেই মহোপাসিকার সেই আসনেই বিরজ বীতমল ধর্মচক্খু উৎপন্ন হইল—‘যে কোন কোন পদার্থের উদয় (উৎপত্তি) আছে, তাহার নিরোধ (বিনাশ) আছে ।’ আয়স্মান্ নাগসেনও মহোপাসিকার আনন্দ উৎপাদন করিয়া, স্বয়ং উপদ্বিষ্ট ধর্মকে পর্যালোচনা করিতে করিতে বিশেষজ্ঞান (বিপস্সনা) লাভ করিয়া, সেই আসনেই শ্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

৩২। আয়স্মান্ অগুপ্প মণ্ডলাকার একশৃঙ্গ গৃহে নিবস্তু হইয়া ছিলেন, তিনি তাঁহাদের উভয়েরই ধর্মচক্খু-লাভ জানিতে পারিয়া সাধুকার উচ্চারণ করিলেন—‘সাধু সাধু নাগসেন ! তুমি এক বাণ-প্রহারে হুই মহাকায় বস্তকে বিনীর্ণ করিয়াছ !’ বহুসহস্র দেবতারাও তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন ।

অনন্তর আয়স্মান্ নাগসেন আসন হইতে উত্থিত হইয়া, যে স্থানে আয়স্মান্ অগুপ্প ছিলেন, সে স্থানে উপহিত হইলেন । উপহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া

নাগসেনং আয়স্মা অস্‌সত্ত্বো এতবোচ—‘গচ্ছ স্বং নাগসেন, পাটলিপুত্রং । পাটলিপুত্রনগরে অশোকারামে আয়স্মা ধর্ম্মরক্ষিতো পটিবসতি ; তস্‌স সত্ত্বকে বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণাহীতি ।’

‘কীব দূরে ভস্তে, ইতো পাটলিপুত্রনগর’স্তি ?’

‘যোজনসতানি থো নাগসেনা’তি ।’

‘দুরো থো ভস্তে মগ্‌গো, অন্তরামগ্‌গে ভিক্ষা ছল্লভা ; কখাহং গমিস্সামীতি ?’

‘গচ্ছ স্বং নাগসেন, অন্তরামগ্‌গে পিণ্ডপাতং লভিস্সনি সালীনং ওদনং বিচিত্তকালকং অনেকহপং অনেকব্যঞ্জন’স্তি ।’

‘এবস্ত্বো’তি—থো আয়স্মা নাগসেনো অয়স্মন্তং অস্‌সত্ত্বং অভিবাদেহা, পদক্‌খিণং কহা, পত্ততীবরমাদায়, যেন পাটলিপুত্রকং, তেন চারিকং পকমি ।

৩৩। তেন থো পন সময়েন পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী পক্‌কহি সকটসতেহি পাটলিপুত্রগামি-মগ্‌গং পটিপন্নো হোতি । অদসা থো পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী আয়স্মন্তং নাগসেনং দূরতো’ব আ-গচ্ছন্তং ; দিস্সান পক্‌ক সকটসতানি পটিপাণমেহা, যেনায়া নাগসেনো, তেহু’পসক্‌কমি । উপসক্‌কমিত্তা আয়স্মন্তং নাগসেনং অভিবাদেহা ‘কুহিং গচ্ছসি তাতা’তি—আহ ।

একপাশ্বে উপবিষ্ট হইলেন । উপবিষ্ট হইলে, আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্ত তাঁহাকে বলিলেন—
‘নাগসেন, তুমি পাটলিপুত্র নগরে গমন কর । পাটলিপুত্রনগরে ‘অশোকারামে’ আয়ু-স্মান্ ধর্ম্মরক্ষিত বাস করিতেছেন । তুমি তাঁহার নিকটে বিশেষরূপে বুদ্ধবচনসমূহ প্রাপ্ত হও ।’

৫ ‘ভদন্ত, এখান হইতে পাটলিপুত্র নগর কতদূর?’

‘বহু শত যোজন, নাগসেন ।’

‘ভদন্ত, পথ দূর, পথি-মধ্যে ভিক্ষা ছল্লভ ; কি প্রকারে গমন করিব?’

‘নাগসেন গমন কর । তুমি পথি-মধ্যে বহু হপ ও ব্যঞ্জন-যুক্ত পরিষ্কৃত শালি-তণ্ডুলেরা ওদন পাইবে ।’

২০ ‘ভদন্ত এইরূপই হউক’—এই বলিয়া আয়ুস্মান্ নাগসেন আয়ুস্মান্ অশ্বগুপ্তকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক পাটলিপুত্রাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩৩। সেই সময়ে পাটলিপুত্রের কোন একজন শ্রেষ্ঠী পক্‌কশত শকট সহ পাটলিপুত্র-গামী মার্গ অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছিলেন । শ্রেষ্ঠী দূর হইতেই আয়ুস্মান্ নাগ-

২০ সেনকে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া সেই শকটসমূহ থামাইলেন, ও সমীপে উপ-স্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাত আপনি কোথায় যাইতেছেন?’

‘পাটলিপুত্রঃ গৃহপতিতি ।’

‘সাদু তাত, ময়ম্’পি পাটলিপুত্রং গচ্ছাম, অম্‌হেহি সন্ধিং স্থং গচ্ছথা’তি ।’

অথ খো পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী আরম্ভতো নাগসেনস্ ইরিয়াপথে পসীদিহা, আরম্ভন্তঃ নাগসেনং পগীতেম খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহথা সন্তপ্পেহা সম্পদায়েহা, আরম্ভন্তঃ নাগসেনং ভুত্তাবিং ওণীতপত্তপাথিং, অগ্রতরং নীচং আসনং গহেহা একমত্তং নিসীদি । একমত্তং নিসিন্নো খো পাটলিপুত্রকো সেট্ঠী আরম্ভন্তঃ নাগসেনং এতদবোচ—‘কিং‌নামো’সি স্থং তাতা’তি ?’

‘অহং গৃহপতি, নাগসেনো নামা’তি ।’

‘জানামি স্থং খো তাত, বুদ্ধবচনং নামা’তি ?’

‘জানামি খো’হং গৃহপতি, অভিধম্মপদানীতি ।’

‘লাভা নো তাত ! স্তল্লকং নো তাত ! অহম্’পি খো তাত, অভিধম্মিকো, ভম্’পি অভিধম্মিকো । ভগথ তাত, অভিধম্মপদানীতি ।’

অথ খো আরম্ভা নাগসেনো পাটলিপুত্রকস্ সেট্ঠিস্ অভিধম্মং দেদিসি । দেসেত্তে

‘গৃহপতি, আমি পাটলিপুত্রে যাইতেছি ।’

‘উত্তম ; তাত, আমরাও পাটলিপুত্রে যাইতেছি, আমাদের সহিত আপনি স্তথে যাইতে পারিবেন ।’

পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠী আয়ুয়ান্ নাগসেনের আচার-পদ্ধতিতে (ইরিয়াপথে) প্রসন্ন হইয়া স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা তাঁহাকে এতদূর সন্তপ্ত করিয়া ভোজন করাইলেন, যাহাতে তিনি ‘আর আবশ্যক নাই’—বলিয়া নিবেদন করিলেন । তিনি পাত্র হইতে হস্ত অপনীত করিয়া ভোজন শেষ করিলে, শ্রেষ্ঠী একখানি নিয় আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার একপার্শ্বে উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাত আপনার নাম কি ?’

১০ ‘গৃহপতি, আমার নাম নাগসেন ।’

‘তাত, আপনি কি বুদ্ধবচন জানেন ?’

‘গৃহপতি, আমি ‘অভিধম্মপদ’-সমূহ জানি ।’

‘তাত ইহা আমাদের লাভ ! আমরা উত্তম লাভ করিয়াছি ! আমিও অভিধম্মজ্ঞ, আপনিও অভিধম্মজ্ঞ । তাত, অভিধম্মপদ-সমূহ বলুন না ?’

১০ আয়ুয়ান্ নাগসেন পাটলীপুত্রীয় শ্রেষ্ঠীকে অভিধম্ম উপদেশ করিলেন । তিনি উপ-

দেশেষু যেষাং পাটলিপুত্রকন্দস সৌষ্ঠিস্য বিরজং বীতমলং ধর্মচক্খং উদপাদি—‘যং কিঞ্চিৎ সমুদয়ধর্ম’, সর্বস্তং নিরোধধর্ম’স্তি ।’

৩৪। অথ খো পাটলিপুত্রকো সৌষ্ঠী পঞ্চমভানি সকটসতানি পুরতো উযোজ্জহা, সয়ং পুরুতো পুরুস্তো, পাটলিপুত্রকন্দ অবিন্দ্রে বোধ-পথে ঠাঙ্গা আয়স্মন্তং নাগসেনং একুদবোচ—‘অয়ং খো তাত নাগসেন, অসোকারামন্দস মগ্গো। ইদং খো তাত মযহং কঞ্চলরতনং সোলস-হংখং আয়ামেন, অট্টহংখং বিখায়েণ। পতিগহাহি খো তাত, ইমং কঞ্চলরতনং অমুকপ্পং উপাদায়া’তি ।’ পটিগ্গহেসি খো আয়স্মা নাগসেনো তং কঞ্চলরতনং অমুকপ্পং উপাদায়। অথ খো পাটলিপুত্রকো সৌষ্ঠী অন্তমনো উদগ্গো পমুদিতহদয়ো পীতিসোমনন্দজাতো আয়স্মন্তং নাগসেনং অভিবাদেত্তা, পদকথিং কত্তা পক্কমি।

৩৫। অথ খো আয়স্মা নাগসেনো যেন অসোকারামো,—যেনায়স্মা ধর্মরক্ষিতো, তেহু’প-সত্তমি। উপসক্কমিত্তা আয়স্মন্তং ধর্মরক্ষিতং অভিবাদেত্তা, অত্তনো আগতকারং কথেষা আয়স্মতো ধর্মরক্ষিতন্দস সন্তিকে তেপিটকং বুদ্ধবচনং একে’নেব উদ্দেশম তীহি মাসেহি বাজ্জনতো পরিয়াপুগিত্তা, পুন তীহি মাসেহি অথতো মনসাকাদি।

দেশ করিতে করিতেই সেই পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠীর বিরজ-বিমল ধর্মচক্খ উৎপন্ন হইল—
‘যে-কোন পদার্থের উদয় আছে, তাহার নিরোধ আছে।’

৩৪। অনন্তর পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠী পঞ্চশত শকট অগ্রে যোজিত করিয়া স্বয়ং পশ্চা-
ভাগে যাইতে যাইতে পাটলিপুত্রের অবিন্দ্রে এক দ্বিধা-বিভক্ত মার্গে উপস্থিত হইলেন,
এবং আয়ুস্মান্ নাগসেনকে বলিলেন:—‘তাত নাগসেন, এই অশোকারামের মার্গ ;
আর এই আমার একখানি কঞ্চলরত্ন আছে, ইহা দৈর্ঘ্যে ষোড়শ হস্ত, ও বিস্তারে অষ্ট
হস্ত। তাত, অমুকপ্পা করিয়া এই কঞ্চলরত্নখানি আপনি গ্রহণ করুন।’ আয়ুস্মান্
নাগসেন অমুকপ্পা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। পাটলিপুত্রীয় শ্রেষ্ঠী (তাহাতে) সন্তুষ্ট,
(মনে মনে কিঞ্চিৎ) স্মীত, প্রমুদিত-হৃদয়, প্রীত, ও জাতসোমনস্ত হইলেন ; এবং
১০ আয়ুস্মান্ নাগসেনকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন।

৩৫। পরে, যে-স্থানে অশোকারাম,—যে-স্থানে আয়ুস্মান্ ধর্মরক্ষিত ছিলেন, আয়ু-
স্মান্ নাগসেন সে-স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক নিজের আগমন-
প্রয়োজন বলিলেন ; এবং তাঁহার নিকটে তিন মাসের মধ্যে একই পাঠে ত্রিপিটক-
নিহিত বুদ্ধবচন শব্দতঃ আয়ত্ত করিয়া, পূজ্যকার মাসত্রেয় অর্থোপলব্ধি-দ্বারা মনোপত
১৫ করিলেন।

অথ খো আয়স্মা ধর্মরক্ষিতো আয়স্মন্তঃ নাগসেনং এতদবোচ—‘সেব্যথাপি নাগসেন, গোপালকো গাবো রক্ষতি, অঙ্কঃ গোরসং পরিভ্রুজ্জতি, এবমেব খো ত্বং নাগসেন, তেপিটকং বুদ্ধবচনং গারেস্তো’পি ন ভাগী সামঙ্কস্মা’তি ।’

‘হোতু ভস্তে, অলং এন্তকেনা’তি ।’

তেনে’ব দিবসভাগেন, তেন রত্তিভাগেন, সহ পটিসত্তিনাহি অরহত্তং পাপুণী । সহ সচ্চপটিবেধেন আয়স্মতো নাগসেনস্ সৰ্ব্বে দেবা সাধুকারমদংসু, পঠবা উন্নদী, ব্রহ্মাণো অশ্লোঠেজ্জং, দিব্বানি চন্দনচূনানি চে’ব দিব্বানি চ মন্দারবপুপ্পানি অভিন্নবদসিংসু ।

৩৬। তেন খো পন সময়েন কোটিসতা অরহন্তো হিমবন্তে পর্বতে রক্ষিততলে সন্ন-পতিস্তা, আয়স্মতো নাগসেনস্ সন্তিকে দূতং পাহেজ্জং—‘আগচ্ছতু নাগসেনো, দস্ সনকামা ময়ং নাগসেন’স্তি ।’ অথ খো আয়স্মা নাগসেনো দূতস্ বচনং সুহা, অসোকারামে অন্তরহিতো হিমবন্তে পর্বতে রক্ষিততলে কোটিসতানং অরহন্তানং পুরতো পাতুরহোসি । অথ খো কোটিসতা অরহন্তো আয়স্মন্তঃ নাগসেনং এতদবোচুং—‘এসো খো নাগসেন, মিলিন্দো রাজা ভিক্ষুসজ্জং বিহেঠেতি বাদ-পটিবাদেন পঙ্কং পুচ্ছায় । সাধু, নাগসেন, গচ্ছ ত্বং, মিলিন্দং রাজানং দমেহীতি ।’

অতঃপর আয়ুস্মান্ ধর্মরক্ষিত তাঁহাকে এই বলিলেন—‘নাগসেন, যেমন গো-পালক গো-সমূহ রক্ষা করে, আর অণু ব্যক্তি গোরস অর্থাৎ দুহাদি পান করিয়া থাকে, নাগসেন, তুমি এইরূপই ত্রিপিটক-নিহিত বুদ্ধবচন ধারণ করিয়া ও শ্রামাণ্যফলভাগী হইতেছ না ।’

‘হউক ভদন্ত ; এত বলিবার প্রয়োজন নাই ।’

৫ সেই দিবসেই, সেই রাত্রিভাগেই নাগসেন সমস্ত বিবেক-বিজ্ঞানের সহিত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার সেই সত্যে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই দেবগণ তাঁহার সাধুবাদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, পৃথিবী উচ্চনাদ করিয়া উঠিলেন, ব্রহ্ম-দেবগণ করতালিকা প্রদান করিলেন, এবং (আকাশ হইতে) দিব্য চন্দনচূর্ণ ও দিব্য মন্দারপুষ্প সকল অভিরূপ হইতে লাগিল ।

১০ ৩৬। সেই সময়ে কোটিশত অর্হং হিমালয় পর্বতের রক্ষিততলে সমবেত হইয়া আয়ু-স্মান্ নাগসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন—‘নাগসেন আগমন করুন, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।’ আয়ুস্মান্ নাগসেন দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশোকারাম হইতে অন্তর্দ্বানপূর্বক হিমবৎ-পর্বতের রক্ষিততলে সমবেত কোটিশত অর্হতের পুরোভাগে প্রোভূত হইলেন । কোটিশত অর্হং তাঁহাকে বলিলেন—
: ১৫ ‘নাগসেন, রাজা মিলিন্দ বাদ-প্রতিবাদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভিক্ষুসজ্জকে বাবা প্রদান কবিতেছে । ভাল, নাগসেন, গমন কর, রাজা মিলিন্দকে দমন কর ।’

‘তিট্টু ভন্তে, একো মিলিন্দো রাজা, সচে ভন্তে, সকল-জঘুদীপে রাজানো আগত্ভা মং পঞ্হং পুচ্ছবুং, সব্বং তং বিন্ণজ্জেনা সম্পদালেন্দামি । গচ্ছথ বো ভন্তে, অনন্তীতা সাগল-নগর’ত্তি ।’

অথ খো থেরা তিক্খু সাগলনগরং কাধাবপজ্জাতং ইসিবাভ-পটিবাভং অকংসু ।

৩৭ । তেন খো পন সময়েন আয়স্মা আয়ুপালো সঙ্ঘেয্য-পরিবেণে পটিবসতি । অথ খো মিলিন্দো রাজা অমচে এতদবোচ—‘রমণীয়া বত ভো দোসিনা রত্তি ! কল্পু থু’জ্জ সমণং বা, ব্রাহ্মণং বা উপনক্কমেয্যাম সাকচ্ছায়, পঞ্হং পুচ্ছনায় ? কো ময়া সন্ধিং সন্নপিতুং উস্‌সহত্তি, কচ্ছং পটিবিনেতু’ত্তি ?’

এবং বুভে, পঞ্চশতা যোনকা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচুং—‘অথি মহারাজ, আয়ুপালো নাম থেরো তেপিতকো, বহুসুত্তো, আগতাগমো । সো এতরহি সঙ্ঘেয্য-পরিবেণে পটিবসতি । গচ্ছ ত্বং মহারাজ, আয়স্মন্তং আয়ুপালং পঞ্হং পুচ্ছসু’তি ।’

‘তেন হি ভণে, ভদন্তস্স আরোচেথা’তি ।’

‘ভদন্তগণ, থাকুক এক মিলিন্দ রাজা, যদি সমগ্র-জঘুদীপের রাজগণ আগমন করিয়া আমাকে প্রশ্ন করেন, ভদন্তগণ, আমি উত্তর প্রদান করিয়া সেই সমস্ত প্রশ্নকে সম্যক-রূপে খণ্ডিত করিব । আপনারা শঙ্কিত না হইয়া সাগল-নগরে গমন করুন ।’

অনন্তর স্থবির ভিক্ষুগণ সাগল-নগরে আগমন করিলেন । তাঁহাদের কাষায়-বস্ত্রে
৫ সাগল-নগর প্রদ্যোতিত হইয়া উঠিল, এবং সেই ঋষিগণের অঙ্গসংলগ্ন পবন সে-স্থানে ইতস্ততঃ বহিতে লাগিল ।

৩৭ । সেই সময়ে আয়ুত্থান্ আয়ুপাল সংখোয়-আশ্রমে (পরিবেণে) বাস করিতে-
ছেন । রাজা মিলিন্দ অমাত্যগণকে বলিলেন—‘ওহে, এই জ্যোৎস্না রাত্রি কি
রমণীয় ! আজ আমরা কোন্‌ শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণের নিকটে কথাবার্তা করিতে ও প্রশ্ন
১০ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে পারি ? কে আমার সহিত আলাপ করিতে ও আমার সন্দেহ
অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হয় ?’

এই প্রকার উক্ত হইলে, পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, আয়ু-
পাল নামে এক বহুশ্রুত, ত্রিপিটকজ্ঞ ও সম্প্রদায়াগতশিক্ষা-প্রাপ্ত স্থবির আছেন । ইনি
এক্ষণে সংখোয়-আশ্রমে বাস করিতেছেন । মহারাজ, আপনি গমন করুন, তাঁহাকে
১৫ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ।’

‘তবে, আমি বলিতেছি, আপনারা সেই ভদন্তকে তাহা বলুন ।’

অথ খো নৈমিত্তিকো আয়স্মতো আয়ুষ্পালস্ সত্ত্বিকো দূতং পাহেসি—‘রাজা ভন্তে, মিলিন্দো আয়স্মন্তং আয়ুষ্পালং দস্মনকামো’তি ।’ আয়স্মাপি খো আয়ুষ্পালো এবমাহ—‘তেন হি আগচ্ছতু’তি ।’

অথ খো মিলিন্দো রাজা পঞ্চমন্তেহি যোনকসতেহি পরিবৃত্তো নথবরমারুহ, যেন সন্ধ্যো-পরিবেগং,—যেনারস্মা আয়ুষ্পালো, তেন্ন’পসঙ্কমি । উপসঙ্কমিত্তা আয়স্মতো আয়ুষ্পালেন সন্ধিং সন্ধ্যোদি, সন্ধ্যোদনীয়ং কথং সারাণীয়ং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিম্মো খো মিলিন্দো রাজা আয়স্মন্তং আয়ুষ্পালং এতদবোচ :—

৩৮। ‘কিমখিয়া ভন্তে আয়ুষ্পাল, তুমহাকং পব্ৰজ্জা ? কো চ তুমহাকং পরম’খো’তি ?’

• থেরো আহ—‘ধম্মচরিয়-সমচরিয়’খা খো মহারাজ পব্ৰজ্জা’তি ।’

‘অখি পন ভন্তে, কোচি গিহী’পি ধম্মচারী সমচারীতি ?’

‘আম মহারাজ ; অখি গিহী’পি ধম্মচারী সমচারী । ভগবন্তো খো মহারাজ, বারাণসিয়ং ইসিপতনে, মিগদায়ে, ধম্মচক্রং পবন্তেত্তো অট্টারসমং ব্রহ্মকোটীনং ধম্মাভিসময়ো অহোসি, দেবতানাং পন ধম্মাভিসময়ো গণনপথং বীতিবন্তো ; সব্বে তে গিহীভূতা, ন পব্ৰজিতা ।

অনন্তর নৈমিত্তিক আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পালের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন—‘ভদ্রস্ত, রাজা মিলিন্দ আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পালকে (আপনাকে) দেখিতে কামনা করেন ।’ তিনিও বলিলেন—‘তবে তিনি আসিতে পারেন ।’

রাজা মিলিন্দ পঞ্চশত যবনে পরিবৃত্ত হইয়া, যে-স্থানে সংখ্যেয়-আশ্রম,—যে-স্থানে ৫ আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পাল ছিলেন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দিত হইলেন, এবং পরস্পরে প্রীতিপদ স্মরণার্থ কথা উচ্চারণ করিবার পর, তিনি এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ও আয়ুষ্মান্ আয়ুষ্পালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রব্রজ্যার প্রয়োজন ও পরমার্থ ।।

৩৮। ‘ভদ্রস্ত, আয়ুষ্পাল আপনাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন কি ? আপনাদের ২০ পরমার্থই বা কি ?’

স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, ধর্মচর্য্যা ও শমচর্য্যা প্রব্রজ্যার প্রয়োজন ।’

‘ভদ্রস্ত, কোন গৃহীও কি ধর্ম-ও শম-চর্য্যাকারী নাই ?’

• ‘হী মহারাজ ; গৃহীও ধর্ম-ও শম-চর্য্যাকারী আছে । মহারাজ, বারাণসীর সন্নিহিত ‘ঋষিপতন’-নামক স্থানে, ‘মৃগদাব’-আরামে ভগবান যখন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তখন

১৫ অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মদেববৃন্দ ও গণনপথাতিত অপরাপর দেবগণ ধর্ম লাভ করিয়া-



পুনঃ পরঃ মহারাজ ভগবতা “মহাসময়সুত’স্তে” দেসিয়মানে, “মহামঙ্গলসুত’স্তে” দেসিয়মানে, “সমচিত্তপরিয়ায়সুত’স্তে” দেসিয়মানে, “রাহুলো’বাদসুত’স্তে” দেসিয়মানে, “পরাতবসুত’স্তে” দেসিয়মানে, গণনপথমতীতানং দেবতানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি ; সৰ্বে তে গিহীভূতা, ন পৰ্ব্বজিতা’তি ।’

‘তেন হি ভন্তে আয়ুপাল, নিরথিকা তুমহাকং পৰ্ব্বজ্জা । পূৰ্বে কতন্স পাপকন্মন্স নিস্শন্দেন সমগা সকাপুত্তিরা পৰ্ব্বজন্তি, ধূত’দ্বানি চ পরিহরন্তি । যে থো তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “একাসনিকা,” নুন তে পূৰ্বে পরেসং ভোগহারকা চোরা ; তে পরেসং ভোগে অচ্ছিন্দিত্বা, তন্স কন্মন্স নিস্শন্দেন এতরহি “একাসনিকা” ভবন্তি ; ন লভন্তি কালেন কালং মেদাসনানি পরিভুঞ্জিতুং । ন’থি তেসং সীলং, ন’থি তপো, ন’থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে থো পন তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “অব্ভোকাসিকা,” নুন তে পূৰ্বে গামঘাতকা চোরা ; তে পরেসং গেহানি বিনাসেত্বা, তন্স কন্মন্স নিস্শন্দেন এতরহি “অব্ভোকাসিকা” ভবন্তি ;

ছিলেন ; তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন । আরও, মহারাজ, যখন ভগবান্ “মহাসময়সুত্রান্ত,” “মহামঙ্গলসুত্রান্ত,” “সমচিত্তপর্যায়সুত্রান্ত,” “রাহুলাবকাশদসুত্রান্ত,” ও “পরাতবসুত্রান্ত” উপদেশ করেন, তখন অগণ্য দেবতা ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন ।’

- ৫ ‘তাহা হইলে ভদন্ত আয়ুপাল, আপনাদের প্রব্রজ্যা নিরর্থক । পূর্বকৃত কোন পাপকর্মের পরিপাকে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, ও ‘ধূতান্’ সকল সর্বতোভাবে বহন করেন । ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘একাসনিক,’—অর্থাৎ একাসনেই ভোজন করেন, তাঁহারা পূর্বে নিশ্চয় অন্যের ভোগ-হরণকারী চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের ভোগ-সমূহ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, তাহার পরিপাকে
- ১০ এখন ‘একাসনিক’ হইয়াছেন । তাঁহারা উপভোগের জন্য কালে কালে শয়নাসন-স্থান লাভ করিতে পারেন না । তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই ! ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘অভাবকাশিক’ (অব্ভোকাসিকো) অর্থাৎ অবকাশ-অনাবৃত স্থানে বাস করেন, তাঁহারা পূর্বে গ্রামঘাতক চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের গৃহ বিনাশ করিয়া, সেই কর্মের পরিপাকে এখন ‘অভাবকাশিক’ হইয়াছেন, এবং
- ১৫ উপভোগের জন্য শয়নাসন-স্থান লাভ করিতেছেন না । তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই । ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘নৈষাদিক’ (নৈষজ্জিকো)

লভন্তি সেনাসনানি পরিভূজিতুং । ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে
থো তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু "নেসজ্জিকা", নুন তে পুর্বে পহুদুসকা চোরা ; তে পহিকে
জনে গহেতা, বন্ধেতা, নিসীদাপেতা তস্ কস্সস্ নিস্সন্দেন এতরহি "নেসজ্জিকা" ভবন্তি ;
ন লভন্তি সেয্যং কপ্পেতুং । ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়'ন্তি'—আহ ।

৩৯। এবং বৃত্তে, আয়স্মা আয়ুপালো তুগ্হী অহো সি, ন কিঞ্চি পটিভাসি । অথ থো
পঞ্চসতা যোনকা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচুং :—‘পণ্ডিতো মহারাজ, থেরো, অপিচ থো
অবিসারদো ন কিঞ্চি পটিভাসতীতি ।’ অথ থো মিলিন্দো রাজা আয়স্সন্তং আয়ুপালং তুগ্হী-
ভূতং দিস্সা অপ্রোঠেতা, উক্কটটিং কতা যোনকে এতদবোচ :—‘ভূচ্ছা বত ভো জম্বুদীপো !
পালাপো কত ভো জম্বুদীপো ! ন'থি কোচি সমণো বা, ব্রাহ্মণো বা, যো ময়া সন্ধিং
সল্পপিতুং সন্ধোতি, কস্সং পটিবিনেতু'ন্তি ।’

অথ থো মিলিন্দস্স রঞ্জেঞা সব্বস্সন্তং পরিসং অনুবিলোকেকস্সস্সা অভীতে অমঙ্কভূতে
যোনকে দিস্সা এতদহোসি—‘নিদসংসয়ং অথি মঞ্জেঞা, অঞ্জেঞা কোচি সমণো ভিক্ষু,
যো ময়া সন্ধিং সল্পপিতুং উদস্সহতি, যেনি'মে যোনকা ন মঙ্কভূতা'তি ।’ অথ থো মিলিন্দো

অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপবেশন করেন না, তাঁহারা পূর্বে পাশ্চ-দ্যক চোর
ছিলেন ; তাঁহারা পথিক-জনকে গ্রহণ করিয়া, বন্ধন করিয়া, বসাইয়া রাখিয়াছিলেন,
সেই কর্মের পরিপাকে সম্প্রতি ‘নৈমদ্যিক’ হইয়াছেন ; তাঁহারা শয্যা রচনা করিতে
পান না । তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই !’

- ৩৯। এই প্রকার উক্ত হইলে, আয়ুত্থান্ আয়ুপ্পাল নীরব হইয়া রহিলেন, কিছুই
প্রতিবাদ করিলেন না । অনন্তর পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহা-
রাজ, হুবির পণ্ডিত, কিন্তু অপ্রতিভাবিত হইয়া কিছু প্রতিবাদ করিতেছেন না ।’
রাজা মিলিন্দ আয়ুত্থান্ আয়ুপ্পালকে তৃক্ষীভূত দেখিয়া, করতালিকা প্রদান-পূর্ব্বক
চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—‘অহো জম্বুদীপ তুচ্ছ ! জম্বুদীপ তুয়েয়
১০ ন্যায় অসার ! কোন শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণ নাই, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে,
ও আমার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হন !’

- অনন্তর রাজা মিলিন্দ সেই সমগ্র পরিষৎকে চতুর্দিকে অবলোকন করিতে
করিতে যবনগণকে অভীত ও অহুদ্বিগ্ন দেখিয়া ভাবিলেন—‘নিঃসংশয়, মনে করি,
অপর কোন শ্রমণ ভিক্ষু আছেন, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত
১১ হইতে পারেন ; কেননা, এই যবনগণ উদ্বিগ্ন হন নাই । অনন্তর তিনি যবনগণকে



পুনঃ পরঃ মহারাজ ভগবতা “মহাসময়স্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “মহামঙ্গলস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “সমচিত্তপরিয়াস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “রাহলো’বাদস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, “পর্যভবস্বত্ত্ব” দেসিয়মানে, গগনপথমতীতানং দেবতানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি ; সৰ্বে তে গিহীভূতা, ন পৰ্বজিতা’তি ।’

‘তেন হি ভন্তে আয়ুপাল, নিরথিকা তুম্হাকং পৰ্বজ্জা। পূৰ্বে কতস্ পাপকম্মস্ নিসন্দেন সমা সাক্যপুত্তিয়া পৰ্বজন্তি, ধূত’ঙ্গানি চ পরিহরন্তি। যে থো তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “একাসনিকা,” নুন তে পূৰ্বে পরেসং ভোগহারকা চোরা ; তে পরেসং ভোগে অচ্ছিন্দিয়া, তস্ কম্মস্ নিসন্দেন এতরহি “একাসনিকা” ভবন্তি ; ন লভন্তি কালেন কালং সেনাসানানি পরিভুঞ্জিতুং। ন’থি তেসং সীলং, ন’থি তপো, ন’থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে থো পন তে ভন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “অব্ভোকাসিকা,” নুন তে পূৰ্বে গামঘাতকা চোরা ; তে পরেসং গেহানি বিনাসেয়া, তস্ কম্মস্ নিসন্দেন এতরহি “অব্ভোকাসিকা” ভবন্তি ;

ছিলেন ; তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন। আরও, মহারাজ, যখন ভগবান্ “মহাসময়স্বত্ত্ব,” “মহামঙ্গলস্বত্ত্ব,” “সমচিত্তপরিয়াস্বত্ত্ব,” “রাহলাববাদস্বত্ত্ব,” ও “পর্যভবস্বত্ত্ব” উপদেশ করেন, তখন অগণ্য দেবতা ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন।’

- ৫ ‘তাহা হইলে ভদন্ত আয়ুপাল, আপনাদের প্রব্রজ্যা নিরর্থক। পূর্বকৃত কোন পাপকর্মের পরিপাকে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, ও ‘ধূতঙ্গ’ সকল সর্বতোভাবে বহন করেন। ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘একাসনিক,’—অর্থাৎ একাসনেই ভোজন করেন, তাঁহারা পূর্বে নিশ্চয় অন্যের ভোগ-হারণকারী চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের ভোগ-সমূহ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, তাহার পরিপাকে
- ১০ এখন ‘একাসনিক’ হইয়াছেন। তাঁহারা উপভোগের জন্য কালে কালে শয়নাসন-স্থান লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই ! ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘অভ্যবকাশিক’ (অব্ভোকাসিকো) অর্থাৎ অবকাশ-অনাবৃত স্থানে বাস করেন, তাঁহারা পূর্বে গ্রামঘাতক চোর ছিলেন ; তাঁহারা পরের গৃহ বিনাশ করিয়া, সেই কর্মের পরিপাকে এখন ‘অভ্যবকাশিক’ হইয়াছেন, এবং
- ১৫ উপভোগের জন্য শয়নাসন-স্থান লাভ করিতেছেন না। তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই ! ভদন্ত আয়ুপাল, যে সকল ভিক্ষু ‘নৈবদিক’ (নেসজ্জিকো)

ন লভন্তি সেনাসনানি পরিভূঞ্জিতুং । ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়ং ! যে
থো তে তন্তে আয়ুপাল, ভিক্ষু “নেসজ্জিকা”, নুন তে পুর্বে পহুদুসকা চোরা ; তে পহ্বিকে
জনে গহেহা, বন্ধেহা, নিসীদাপেহা তস্ কস্মস্ নিস্ সন্দেন এতরহি “নেসজ্জিকা” ভবন্তি ;
ন লভন্তি মেঘাং কপ্পেতুং । ন'থি তেসং সীলং, ন'থি তপো, ন'থি ব্রহ্মচরিয়'ন্তি'—আহ ।

৩৯। এবং বুত্তে, আয়স্মা আয়ুপালো তুণ্হী অহো সি, ন কিঞ্চি পটিভাসি । অথ থো
পঞ্চসতা যোনকা রাজানং মিলিনং এতদবোচুং :—‘পণ্ডিতো মহারাজ, থেরো, অপিচ থো
অবিদারদো ন কিঞ্চি পটিভাসতীতি ।’ অথ থো মিলিন্দো রাজা আয়স্মন্তং আয়ুপালং তুণ্হী-
ভূতং দিস্বা অপ্পোঠেহা, উক্কট্ঠিং কহ্বা যোনকে এতদবোচ :—‘তুচ্ছো বত ভো জম্বুদীপো !
পলাপো বত ভো জম্বুদীপো ! ন'থি কোচি সমণো বা, ব্রাহ্মণো বা, যো ময়া সন্ধিং
সল্লপিতুং সঙ্কোতি, কস্মাং পটিবিনেতু'ন্তি !’

অথ থো মিলিন্দস্ রহুংঞা সঘরন্তং পরিসং অনুবিলোকেত্তস্ : অভীতে অমঙ্কভূতে
যোনকে দিস্বা এতদহোদি—‘নিদসংসয়ং অথি মএংঞে, অএংঞা কোচি সমণো ভিক্ষু,
যো ময়া সন্ধিং সল্লপিতুং উদসহতি, যেনি'মে যোনকা ন মঙ্কভূতা'তি ।’ অথ থো মিলিন্দো

অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপবেশন করেন না, তাঁহারা পূর্বে পাশ্চ-দৃশক চোর
ছিলেন ; তাঁহারা পথিক-জনকে গ্রহণ করিয়া, বন্ধন করিয়া, বসাইয়া রাখিয়াছিলেন,
সেই কর্মের পরিপাকে সম্প্রতি ‘নৈবদ্যিক’ হইয়াছেন ; তাঁহারা শব্দ্য রচনা করিতে
পান না । তাঁহাদের শীল নাই, তপ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই !’

- ৫ ৩৯। এই প্রকার উক্ক হইলে, আয়ুস্মান্ আয়ুপ্পাল নীরব হইয়া রহিলেন, কিছুই
প্রতিবাদ করিলেন না । অনন্তর পঞ্চশত যবন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহা-
রাজ, হুবির পণ্ডিত, কিন্তু অপ্রতিভান্নিত হইয়া কিছু প্রতিবাদ করিতেছেন না ।’
রাজা মিলিন্দ আয়ুস্মান্ আয়ুপ্পালকে তুষীভূত দেখিয়া, করতালিকা প্রদান-পূর্ব্বক
চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—‘অহো জম্বুদীপ তুচ্ছ ! জম্বুদীপ তুঘের
১০ নায় অসার ! কোন শ্রমণ, বা ব্রাহ্মণ নাই, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে,
ও আমার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হন !’

- অনন্তর রাজা মিলিন্দ সেই সমগ্র পরিষৎকে চতুর্দিকে অবলোকন করিতে
করিতে যবনগণকে অভীত ও অনুদ্বিগ্ন দেখিয়া ভাবিলেন—‘নিঃসংশয়, মনে করি,
অপর কোন শ্রমণ ভিক্ষু আছেন, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত
১৫ হইতে পারেন ; কেননা, এই যবনগণ উদ্বিগ্ন হন নাই । অনন্তর তিনি যবনগণকে

রাজা যোনকে এতদবোচ :—‘অথি তনে, অঞ্ঞা কোচি পণ্ডিতো ভিক্ষু, যো ময়া সন্ধিৎ সল্লপিতুং উসসহতি কংখং পটিবিনেতু’স্তি ?’

৪০ । তেন খো পন সময়েন আয়স্মা নাগসেনো সমণগণপরিষুতো, সত্ত্বী, গণী, গণা-চরিয়ো, ঞ্জাতো, যসদসী, সাধু সম্মতো বহজনসস, পণ্ডিতো, ব্যাত্তো, মেধাবী, নিপুণো, বিঞ্ঞ, বিভাবী, বিনীত্তো, বিসারদো, বহুসুত্তো, তেপটিকো, বেদগু, পভিন্নবুদ্ধিমা, আগতগমো, পভিন্নপটিসত্তিদো, নব’ঙ্গসখুসাসনপরিয়ত্তিধরো, পারম্মিগ্গতো জিনবচনে, ধম্ম’খদেসন্নপটিবেধকুসলো, অক্খয়বিচিত্রপটিভানো, চিত্তকথী, কল্ল্যাণবাক্করণো, ছরা-সদো, ছপ্পসহো, ছরুত্তরো, ছরাবরণো, ছন্নিবারয়ো, সাগরো বিয় অক্খোত্তো, গিরিরাজা বিয় নিচ্চলো, রণংজহো, তমোহুদো, পভক্করো, মহাকথী, পরগণিগণমথনো, পরতিথিম্প্পমদনো, ভিক্ষুনাং-ভিক্ষুণীনাং উপাসকানাং-উপাসিকানাং রাজুনাং-রাজমহামত্তানাং সত্ততো গরুকতো, মানিতো পুজিতো অপচিতো, লাভী চীবর-পিণ্ডপাত-সেনাসন-গিলানপচ্চয়ভেসজ্জ-পরিচ্ছারাণং,

বলিলেন—‘আমি বলি, অপর কি কোন শ্রমণ ভিক্ষু আছেন, যিনি আমার সহিত আলাপ করিতে, ও আমার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহিত হন ?’

৪০ । সেই সময়ে আয়ুয়ান্ নাগসেন শ্রমণগণে পরিবৃত্ত হইয়া গ্রাম, নিগম ও রাজ-ধানী-সমূহে ভিক্ষার্চ্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে সাগল-নগরে উপস্থিত হইলেন । তিনি,

- ৫ সত্ত্ব ও গণের অধিপতি ও গণাচার্য্য ; সর্বত্র বিদিত, যশস্বী, ও বহুলোকের সন্মত ; পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ; মেধাবী ও নিপুণ ; বিজ্ঞ ও ভাবুক ; বিনীত ও বিশারদ ; বহু-শ্রুত, ত্রিপিটকজ্ঞ ও বেদজ্ঞ ; বিবেক-বুদ্ধিশালী, আগমবেত্তা ও অল্পশীলিত-প্রতি-সম্বিদ ; তিনি নবঙ্গ বুদ্ধশাসনে পরম ব্যুৎপন্ন, ও বুদ্ধবচনের পরমজ্ঞান-লাভী ; ধর্ম্মার্থের উপদেশ ও নিগূঢ়ার্থ-বোধে কুশল, এবং অক্ষয় ও বিচিত্র প্রতিভা-
- ১০ যুক্ত ; বিচিত্রবিচারকারী ও কল্যাণবাদী ; (প্রতিপক্ষগণের) ছরাসদ, ছরভিভবনীয়, ছরুত্তর, ছরাবরণ ও ছন্নিবার ; সাগরের ন্যায় ক্ষোভরহিত, ও গিরিরাজের ন্যায় নিচ্চল ; (পাপ-)রণজয়ী ও (অজ্ঞান-)তিমিরের নাশক ; (জ্ঞান-)প্রভার উৎপাদক, ও মহাবিচারক ; তিনি প্রতিপক্ষভূত গণ ও গণাচার্য্য-সমূহের মননকারী, ও প্রতি-দ্বন্দ্বী তীর্থিকগণের মর্দনকর্তা ; ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা ও রাজা-রাজ-
- ১৫ মহামাতাগণের দ্বারা সংকৃত, গুরুরূপে গৃহীত, সম্মানিত, স্তুপূজিত ও সেবিত ; তিনি চীবর, পিণ্ড (খাদ্য), শয়নাসনস্থান, রোগাবস্থায় অপেক্ষিত ঔষধ, ও আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ লাভ করিতেন, এবং সকল লাভের অগ্রস্বরূপ পরমকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন । আয়ুয়ান্ নাগসেন সাগল-নগরে আগমন সময়ে (স্থানে স্থানে) সমবেত বুদ্ধিমান, ও

লাভ'গুং-যস'গুং-প্ৰভো, বুদ্ধান্নং বিঞ্জনং সোতাবধানেন সমাগতানং সন্দস্বেস্তো।
নব'জং জিনসানরতনং উপদিমস্তো ধম্মমগুং, ধারেস্তো ধম্মপজ্জাতং, উস্সাপেস্তো ধম্মযুপং,
যজ্ঞস্তো ধম্মযাগং, পগুগুহস্তো ধম্মক্কজং, উস্সাপেস্তো ধম্মকেতুং, উপ্পাপেস্তো ধম্মসম্মং,
আহনস্তো ধম্মভেরিং, নদস্তো সীহনাদং, গজ্জস্তো ইন্দগ্গিজ্জিতং, মধুরগিরগ্গিজ্জিতেন
ঞাণবরবিজ্জুজালপরিবেষ্টিতেন ককুগাক্কপভরিতেন মহতা ধম্মামতমেঘেন সকলং লোক-
মভিতপ্পয়স্তো, গ্রামনিগমরাজধানীসু চারিকং চরমাণো অহুপুং বন সাগল-নগরং অহুপ্পত্তো
হোতি ।

৪১। তত্র স্তবঃ আয়ত্না নাগসেনো অশীতিয়া ভিক্ষুসহস্বেহি সন্ধিং সংখ্যেয়-পরিবেণে
পাৰ্টিবসতি । * তেনাহ :—

“বহুসুত্তো চিত্রকথী নিপুণো চ বিশারদো ।

সামাযিকো ঠ কুসলো পট্টিভানো চ কোবিদো ॥

তে ঠ তেপিটকা ভিক্ষু, পঞ্চনেকাযিকা'পি চ ।

চতুর্নেকাযিকা চে'ব নাগসেনং পুরক্খরুং ॥

গন্তীরপঞে মেধাবী মগ্গামগ্গস কোবিদো ।

উত্তম'থং অহুপ্পত্তো নাগসেনো বিশারদো ॥

বিজ্ঞ শ্রবণাবহিত ব্যক্তিবর্গকে নবাজ বুদ্ধশাসন-রত্ন সন্দর্শন করাইয়া, ধর্মমার্গের উপ-
দেশ করিয়া, ধর্মপ্রদীপ ধারণ করিয়া, ধর্মযুগ উত্থাপিত করিয়া, ধর্মযাগের অনুষ্ঠান
করিয়া, ধর্মধ্বজ গ্রহণ করিয়া, ধর্মকেতু উড্ডীন করিয়া, ধর্মশম্ম ধ্বনিত করিয়া, ধর্ম-
ভেরী আহত করিয়া, সিংহনাদ ও ইন্দ্রের (বজ্রের) ত্রায় গর্জন করিতে করিতে,
• মধুরবচনরূপ-গর্জনযুক্ত, উত্তমজ্ঞানরূপ-বিহ্যং-জাল-পরিবেষ্টিত ও ককুগারূপ-সলিলপূর্ণ
মহান্ ধর্মামৃতরূপ-মেঘের দ্বারা চতুর্দিকে লোকসমূহকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে গমন
করিতেছিলেন ।

৪১। সেখানে আয়ুত্নান্ নাগসেন অশীতিসহস্র ভিক্ষুর সহিত সংখ্যেয়-আশ্রমে
বাস করিতে লাগিলেন । সেইজন্ত উক্ত হইয়াছে :—

১০

“বহুশ্রুত, বিশারদ, চিত্রকথালী,

নিপুণ, প্রতিভাবিত, কুশল, কোবিদ,

ধর্মের নিয়ম-জ্ঞাতা, নিখিল-নিকায়-

বিজ্ঞ, ত্রৈপিটক, ভিক্ষুসম্ম অগ্রে যাকৈ

করে'ছিল, সেই নাগসেন বিশারদ,

তেহি ভিক্খুহি পরিবৃত্তো নিপুণেহি সচ্চবাদিহি ।

চরন্তো গামনিগমং সাগলং উপসঙ্কমি ॥

সঙ্খ্যা-পরিবেগশ্চি নাগসেনো তদা বসী ।

কথেতি সো মনুসসেহি পব্বতে কেসরী যথা'তি ।”

৪২। অথ খো দেবমন্ত্রিয়ো রাজানং মিলিন্দং এতদবোচ :—‘আগমেহি স্বং মহারাজ ! আগমেহি স্বং মহারাজ ! অথি মহারাজ, নাগসেনো নাম থেরো পণ্ডিতো, ব্যাত্তো, মেধাবী, বিনীতো, বিসারদো, বহুদন্ততো, চিত্রকথী, কল্যাণপট্টিতানো, অখণ্ডনিরুত্তিপট্টিতানপট্ট-সম্ভিদাহু পারমিগন্তো। সো এতরহি সঙ্খ্যা-পরিবেগে পট্টিবসতি। গচ্ছ স্বং মহারাজ, আরম্ভন্তং নাগসেনং পঞ্চং পুচ্ছন্থ। উদ্‌সহতি সো তয়া সন্ধিং সল্লপিহুং, কঙ্খং পট্ট-বিনেতু'স্তি ।’

অথ খো মিলিন্দসু রঞ্জে সহসা ‘নাগসেনো’তি সন্ধং স্থহা’ব অহুদেব ভয়ং, অহুদেব ছন্তিতত্তং, অহুদেব লোমহংসো। অথ খো মিলিন্দো রাজা দেবমন্ত্রিয়ং এতদবোচ—
‘উদ্‌সহতি ভো, নাগসেনো ভিক্খু ময়া সন্ধিং সল্লপিহু'স্তি ?’

মেধাবী, গন্তীরপ্রজ্ঞ, যুক্তাবুদ্ধ পথ-

বিবেচক, পরমার্থ-অনুগত। তিনি

সেই সত্যবাদী পট্ট ভিক্ষুসঙ্ঘে বৃত্ত

হইয়া, নিগম-গ্রাম ভ্রমিতে ভ্রমিতে

হইলেন উপস্থিত সাগল-নগরে।

৫

জনগণ সহ সেথা সঙ্খ্য-আশ্রমে

করিলেন বাস, যথা কেশরী পর্বতে।”

৪২। অনন্তর দেবমন্ত্রিয় (দেবমন্ত্রিয়) রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘আম্বন মহারাজ, আম্বন! মহারাজ, নাগসেন নামে এক স্থবির আছেন। ইনি পণ্ডিত, বিচক্ষণ,
১০ মেধাবী, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, বিচিত্রবিচারক ও কল্যাণপ্রতিভাযুক্ত। ইনি অর্থ, ধর্ম, নিরুত্তি ও প্রতিভান—এই চতুর্বিধ প্রতিসংভিদায় পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি এখন সংখ্য-আশ্রমে বাস করিতেছেন। গমন করুন মহারাজ, আয়ুস্মান্ নাগসেনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আপনার সহিত আলাপ করিতে ও আপনার শঙ্কা অপনয়ন করিতে উৎসাহী ।’

১৫ সহসা ‘নাগসেন’—এই শব্দ শুনিয়াই রাজা মিলিন্দের ভয়, স্তম্ভিততা ও লোমহর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি দেবমন্ত্রিয়কে বলিলেন—‘ভিক্ষু নাগসেন কি আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহী হইতেছেন ?’

‘ঊস্‌সহতি মহাৰাজ, অপি ইন্দ-যম-বৰুণ-কুবেৰ-প্ৰজাপতি-স্ব্যাম-সন্তসিত-লোকপালেহি, পিতৃপিতামহে মহাত্ৰক্ষণাপি সন্ধিং সন্নপিতুং, কিমঙ্গ, পন মমুস্‌সভুতেনা’তি ।’

অথ থো মিলিন্দো ৰাজা দেবমন্ত্ৰিয়ং এতদবোচ—‘তেন হি স্বং দেবমন্ত্ৰিয়, ভদন্তস্‌ সন্তিকে দূতং পেসেহীতি ।’

‘এবং দেবা’তি—‘থো দেবমন্ত্ৰিয়ো আয়স্মতো নাগসেনস্‌ সন্তিকে দূতং পাহেসি—‘ৰাজা ভট্টে, মিলিন্দো আয়স্মন্তং দর্শনকামো’তি ।’ আয়স্মাপি থো নাগসেনো এবমাহ—‘তেন হি আগচ্ছতু’তি ।’

অথ থো মিলিন্দো ৰাজা পঞ্চমন্তেহি যোনকসতেহি পৰিবৃত্তো রথবরমাক্ষুহ মহতা বলকায়েন সন্ধিং, যেন সঙ্খ্যেযাণরিবেণং,—যেনাংস্মা নাগসেনো, তেহু’পসঙ্কমি ।

৪৩। তেন থো পন সময়েন আয়স্মা নাগসেনো অসীতিয়া ভিক্ষুসহস্‌সেহি সন্ধিং মণ্ডল-মালে নিসিন্নো হোতি । অদ্দসা থো মিলিন্দো ৰাজা আয়স্মতো নাগসেনস্‌ পৰিসং দূৰতো’ব ; দিস্বান দেবমন্ত্ৰিয়ং এতদবোচ—‘কন্‌সে’সা দেবমন্ত্ৰিয়, মহতী পৰিসা’তি ?’

‘আয়স্মতো থো মহাৰাজ, নাগসেনস্‌ পৰিসা’তি ।’

‘মহাৰাজ, উংসাহী হইতেছেন । তিনি ইন্দ্র, যম, বৰুণ, কুবেৰ, প্ৰজাপতি, স্ব্যাম ও সন্তসিত—এই সকল লোকপালের সহিত, পিতৃপিতামহ মহাত্ৰক্ষণ ও সহিত আলাপ করিতে উংসাহী, মমুস্যলোকের সহিত আর কথা কি ।’

অনন্তর ৰাজা মিলিন্দ দেবমন্ত্ৰ্যকে বলিলেন—‘তবে দেবমন্ত্ৰ্য, তুমি ভদন্তের (নাগ-সেনের) নিকটে দূত প্ৰেৰণ কর ।’

‘দেব, এইৰূপ কৰিতেছি’—এই বলিয়া দেবমন্ত্ৰ্য আয়ুস্মান্ নাগসেনের নিকট (এই সংবাদে) দূত প্ৰেৰণ করিলেন—‘ভদন্ত, ৰাজা মিলিন্দ আয়ুস্মান্কে (আপনাকে) দৰ্শন কৰিতে কামনা করেন ।’ আয়ুস্মান্ নাগসেনও বলিলেন—‘তবে তিনি আগমন করুন ।’ অনন্তর নরপতি মিলিন্দ পঞ্চশত যবনে পৰিবৃত্ত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ-পূৰ্ব্বক, যে-স্থানে সংখ্যেয় আশ্রম,—যে-স্থানে আয়ুস্মান্ নাগসেন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন ।

৪৩। সেই সময়ে আয়ুস্মান্ নাগসেন অশীতিসহস্ৰ ভিক্ষুর সহিত মণ্ডলাকার এক-শৃঙ্গ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া ছিলেন । ৰাজা মিলিন্দ দূর হইতেই নাগসেনের সেই পৰিষৎকে দেখিয়া দেবমন্ত্ৰ্যকে বলিলেন—‘দেবমন্ত্ৰ্য, এই মহতী পৰিষৎ কাহার ?’

১৫ ‘মহাৰাজ, আয়ুস্মান্ নাগসেনের ।’

অথ খো মিলিন্দস্য রঞ্জে আয়স্মতো নাগসেনস্য পরিসং দূরতো'ব দিস্থা অহুদেব ভয়ং, অহুদেব ছন্তিতন্তং, অহুদেব লোমহংসো । অথ খো মিলিনো রাজা খগ্গপরিবারিতো বিয় গজো, গরুল-পরিবারিতো বিয় নাগো, অজগর-পরিবারিতো বিয় কোট্টীকো, মহিস-পরিবারিতো বিয় অচ্ছো, নাগাল্লবন্ধো বিয় মণ্ডুকো, সন্দূলাল্লবন্ধো বিয় মিগো, অহিগুণ্ঠিক-সমাগতো বিয় পন্নগো, মজ্জারেসমাগতো বিয় উন্দুরো, ভূতবেজ্জসমাগতো বিয় পিসাচো, রাহুমুখগতো বিয় চন্দো, পন্নগো বিয় পেল'স্তরগতো, সকুনো বিয় পঞ্জর'স্তরগতো, মচ্ছো বিয় জাল'স্তরগতো, বালবনমল্পপ্ণবিট্টো বিয় পুরিসো, বেদসবণাপরাধিকো বিয় যক্খো, পরিক্ষীণায়ুকো বিয় দেবপুত্তো, ভীতো, উব্বিগগো, উব্বস্তো, সংবিগগো, লোমহট্টজাতো, বিমনো, ছন্নো, ভন্তিত্তো, বিপরিগতমানসো, 'মা মং অয়ং জনো পরাভবীতি' ধিত্তি' উপট্টপেত্তা দেবমন্তিয়ং এতদবোচ—'মা খো ত্বং দেবমন্তিয়, আয়স্মন্তং নাগসেনং ময়ং' আচিক্খেমাসি, অনক্খাতঞ্জেবাহং নাগসেনং জানিস্সামীতি ।'

'সাধু, মহারাজ, ত্বঞ্জেব জানাহীতি ।'

৪৪ । তেন খো পন সময়েন আয়স্মা নাগসেনো তদসং ভিক্খুপরিসায়ং পুরতো চত্বালীসায় ভিক্খুসহস্মানং নবকতরো হোতি, পচ্ছতো চত্বালীসায় ভিক্খুসহস্মানং বুদ্ধতরো । অথ

দূর হইতেই আয়স্মান্ নাগসেনের পরিষংকে দেখিয়া রাজা মিলিন্দের ভয়, স্তম্ভিততা ও লোমহর্ষ উপস্থিত হইল । তিনি তখন গণ্ডার-পরিবেষ্টিত গজের ভ্রায়, গরুড়-পরিবেষ্টিত নাগের ভ্রায়, অজাগর-পরিবেষ্টিত শৃগালের ভ্রায়, মহিষ-পরিবেষ্টিত ভল্লকের ভ্রায়, ভুজঙ্গাল্লব্ধ ভেকের ভ্রায়, শার্দূলাল্লব্ধ মৃগের ভ্রায়, অহিতুণ্ডিক-সমাগত ৫ পন্নগের ভ্রায়, মজ্জার-সমাগত ইন্দুরের ভ্রায়, ভূতবৈদ্য-সমাগত পিশাচের ভ্রায়, রাহু-মুখগত চন্দ্রের ভ্রায়, পেটিকান্তর্গত ভুজঙ্গের ভ্রায়, পঞ্জরান্তর্গত বিহঙ্গের ভ্রায়, জালাস্ত-গত মংস্তের ভ্রায়, গহনবন-প্রবিষ্ট মনুষ্যের ভ্রায়, বৈশবণ-(কুবের) সমীপে কৃতাপরাধ যক্ষের ভ্রায়, ও পরিক্ষীণায়ু দেবপুত্রের ভ্রায়, ভীত, উব্বিগ, উব্বস্ত, সংবিগ, রোমাঞ্চিত, বিমনাঃ, ছন্ননাঃ, ভ্রান্তচিত্ত ও বিপর্যাস্ত-মানস হইলেও, 'এ আমাকে পরাভব করিতে ১০ পারিবে না'—এই আশ্বাসে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দেবমন্ত্যকে বলিলেন— 'দেবমন্ত্য, (এই পরিষদের মধ্যে) আয়স্মান্ নাগসেন কে, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দিবে না, বলিয়া না দিলেও আমি তাঁহাকে জানিয়া লইব ।'

'ভাল, মহারাজ, আপনিই তাঁহাকে জানিয়া লউন ।'

৪৪ । সেই সময়ে সেই ভিক্খু-পরিষদের পুরোভাগে উপবিষ্ট চত্বারিংশং সহস্র ভিক্খু ১৫ অপক্ষা । আয়স্মান্ নাগসেন নবীনতর, —অর্থাৎ ছোট, এবং পশ্চাভাগে উপবিষ্ট

খো মিলিন্দে রাজা সৰ্বস্বত্ব ভিক্ষুসঙ্ঘং পুরতো চ, পচ্ছতো চ, মঝ্জতো চ অলুবিগোকেন্তো
অদসা খো আয়স্বত্ত্বং নাগসেনং দূরতো'ব ভিক্ষুসঙ্ঘং মত্তো নিসিগ্গং কেসরসীহং বিয় বিগত-
তয়-ভেরবং, বিগতলোমহংসং, বিগতভয়সারজ্জং । দিহ্মান আকারেনে'ব অঞ্ঞাসি—
'এসো খো এথ নাগসেনো'তি ।' অথ খো মিলিন্দে রাজা দেবমস্তিগ্গং এতদবোচ—'এসো
খো দেবমস্তিগ্গং, আয়স্বা নাগসেনো'তি ?'

‘আম মহারাজ ; এসো খো নাগসেনো । সূট্টু খো ত্বং মহারাজ, নাগসেনং অঞ্ঞাসীতি ।’

ততো রাজা তুট্টো অহেসি—‘অনক্খাতো’ব ময়া নাগসেনো অঞ্ঞাতো'তি ।’ অথ
খো মিলিন্দস রঞ্ঞো আয়স্বত্ত্বং নাগসেনং দিহ্মা'ব অহুদেব ভয়ং, অহুদেব ছন্তিতত্তং অহু-
দেব লোমহংসো'তি । তেনাহ—

‘চরণেন চে'ব সম্প্পগ্গং সুদত্তং উত্তমে দমে ।

দিহ্মা রাজা নাগসেনং ইদং বচনমব্রবী ॥

কথিকা ময়া বহু দিট্টা, সাকচ্ছা ওসটা বহু ।

চত্বারিংশং সহস্র ভিক্ষু অপেক্ষায় বৃদ্ধতর,—অর্থাৎ বড় ছিলেন । রাজা মিলিন্দ আগমন-
পূর্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের পুরোভাগ, পশ্চাভাগ ও মধ্যভাগ অল্পক্ৰমে অবলোকন করিয়া দূর-
হইতেই মধ্যস্থলে উপবিষ্ট আয়ুস্মান্ নাগসেনকে দেখিলেন যে, তিনি কেশর-সিংহের
তায় নির্ভয় ও ভৈরব ; তাঁহার লোমহর্ষ বা ভয়জনিত সঙ্কোচভাব উৎপন্ন হয় নাই ।

৫ তিনি দেখিয়া আকারেই তাঁহাকে ‘এই এখানে নাগসেন’—বলিয়া জানিলেন, এবং
দেবমন্ত্রকে দেখাইয়া বলিলেন—‘দেবমন্ত্রা, এই আয়ুস্মান্ নাগসেন ।’

দেবমন্ত্রা বলিলেন—‘হাঁ মহারাজ ; ইনিই নাগসেন । মহারাজ, আপনি সুন্দররূপে
নাগসেনকে চিনিয়াছেন ।’

কেহ বলিয়া না দিলেও আমি নাগসেনকে চিনিয়া লইয়াছি,—এই মনে করিয়া রাজা
১০ আনন্দিত হইলেন । কিন্তু আয়ুস্মান্ নাগসেনকে দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিলই,
স্তম্ভিততা হইয়াছিলই ও লোমহর্ষ হইয়াছিলই । তজ্জন্ত উক্ত হইয়াছে :—

‘উত্তম দমের গুণে অতিজিতেন্দ্রিয়

সদাচারী নাগসেনে দর্শন করিয়া

বলিলা নুপতি—‘দেখিয়াছি বহু বাদী,

করিয়াছি বহু কণা; কিন্তু কভু তেনা

ন তাদিসং ভয়ং আসী, অজ্ঞ তাসৌ যথা মম ॥
 নিসংসয়ং পরাজয়ো মম অজ্ঞ ভবিসসতি ।
 জয়ো'ব নাগসেনস্, যথা চিত্তং ন সঙ্কিত'স্তি ॥”

বাহিরকথা নিষ্ঠিতি ।

হয় নাই ভয় মম, আজি যথা ত্রাস ;
 হৃদয় চঞ্চল যথা হইয়াছে মম,
 তাহে বৃদ্ধি নিঃসংশয় মম পরাজয়,
 জয়ী হবে নাগসেন আজিকার দিনে ।”

বাহ্যকথা সম্পূর্ণ ।

১। অথ খো মিলিনো রাজা যেনায়ুয়া নাগসেনো, তেহু'পসকমি ; উপসকমিহা
আয়ুয়াতা নাগসেনেন সন্ধিং সম্মোদি, সম্মোদনীয়ং কথং সারাণীয়ং বীতিসারেণ।
একমন্তং নিসীদি। অয়ুয়াপি খো নাগসেনো পটিসম্মোদি, তেনে'ব রঞ্জ্বেণ মিলিন্দস্য
চিত্তং আরাধেসি।

৫ অথ খো মিলিনো রাজা আয়ুয়ায়ু নাগসেনং এতদবোচ—‘কথং ভদন্তো ঞ্জায়তি ?
—কিন্নামো'সি ভন্তে'তি ?’

‘নাগসেনো’তি খো অহং মহারাজ, ঞ্জায়ামি ; নাগসেনো’ন্তি মং মহারাজ, সত্রঙ্গ-
চক্ষী সন্মুদাচরন্তি। অপিচ, মাতাপিতরেণ নামং করোন্তি নাগসেনো’তি বা, শূর-
সেনো’তি বা, বীরসেনো’তি বা, দীহসেনো’তি বা। অপিচ খো মহারাজ সন্তা,

১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সংক্ষেপ প্রশ্ন ।

প্রথম বর্গ ।

পুঙ্খগল বা ব্যক্তি কি ।

১। অনন্তর রাজা মিলিন্দ যে-স্থানে আয়ুয়ান্ নাগসেন ছিলেন, সেই-স্থানে উপস্থিত
১৫ হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দিত হইলেন ; এবং পরস্পরে স্বরণীয় ক্রীতিপ্রদ সম্ভাষণ
করিলে, এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আয়ুয়ান্ নাগসেনও আনন্দিত হইয়া,
তাহা দ্বারা রাজা মিলিন্দের চিত্তরঞ্জন করিলেন।

রাজা মিলিন্দ আয়ুয়ান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘ভদন্ত কিরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন ?
—ভদন্ত, আপনার নাম কি ?’

২০ ‘মহারাজ, ‘নাগসেন’ বলিয়া আমি জ্ঞাত হইয়া থাকি ; আমার সত্রঙ্গচারিগণ
আমাকে ‘নাগসেন’ বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। পিতা-মাতা নাম করিয়া
থাকেন—নাগসেন, বা শূরসেন, বা বীরসেন, বা দীহসেন ; কিন্তু মহারাজ, ‘নাগসেন’

সমগ্রা, পঞ্জোহী, বোহারা, নামমন্তং যদিদং নাগসেনো'তি । নহে'থ পুগ্গলো উপলব্ধতীতি ।'

‘অথ খো মিলিন্দো রাজা এবমাহ—‘সুগন্ত মে ভোন্তো পঞ্চসতা যোনকা, অদীজি-সহস্ৰা চ তিক্খু, অং নাগসেনো এবমাহ—“ন হে'থ পুগ্গলো উপলব্ধতীতি ।”

- ৬ কল্পমুখো তদভিনন্দিতু'ত্তি ?' অথ খো মিলিন্দো রাজা আরম্ভং নাগসেনং এতদবোচ - ‘সচে ভন্তে নাগসেন, পুগ্গলো নু'পলব্ধতি, কো-এ'ত্তরিহ তুম্বাহকং চীবর-পিণ্ডপাত-সেনাসন-গিলানপচ্ছভেসজ্জ-পরিচ্ছারং দেতি ? কো তং পরিভুঞ্জতি ? কো সীলং রক্ষতি ? কো ভাবনমহুযুঞ্জতি ? কো মগ্গ-ফল-নির্বাণানি সচ্ছিকরোতি ? কো পাণং হন্তি ? কো অদিয়ং আদিয়তি ? কো
- ১০ কামেসু মিচ্ছা চরতি ? কো মুসা ভগতি ? কো মজ্জং পিবতি ? কো পঞ্চানন্তরিয়ং কল্পং করোতি ? তস্মা ন'থি কুশলং, ন'থি অকুশলং, ন'থি কুশলাকুশলানং কস্মানং কত্তা বা, কারেতা বা ; ন'থি স্কৃত-দুষ্কটানং কস্মানং ফলং বিপাকো । সচে ভন্তে নাগসেন, বো তুম্হে মারেতি, ন'থি তস্মাপি পাণাতিপাতো । তুম্বাহকম'পি

—ইহা একটা বুদ্ধি, সংজ্ঞা, প্রকাশ, ব্যবহার, নামমাত্র ; কেননা, এখানে পুদ্গলের—

- ১৫ (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, বা অবয়ব-স্বরূপ লোকের) উপলব্ধি হয় না ।'

অনন্তর রাজা মিলিন্দ বলিলেন—‘আপনারা এই পঞ্চ-শত যবন, ও অদীজি-সহস্রা তিক্খু, শ্রবণ করুন—এই নাগসেন বলিতেছেন, “পুদ্গলের (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, বা অবয়ব-স্বরূপ লোকের) উপলব্ধি হয় না ।” ইহা কি অভিনন্দনের উপযুক্ত ?’ অনন্তর তিনি আয়ুস্মান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘যদি ভদন্ত নাগসেন, পুদ্গল না থাকে, তবে

- ২০ কে আপনাদিগকে চীবর, পিণ্ডপাত (পাত্রে খাত প্রদান), শয়নাসন-স্থান, বাধি-সময়ে অপেক্ষিত ঔষধ, ও আবশ্যিক দ্রব্যসমূহ প্রদান করে ? কে তাহা উপভোগ করে ? কে শীল রক্ষা করে ? কে ভাবনা অভ্যাস করে ? কে (প্রোতাপত্তি-প্রভৃতি) মার্গ, তৎফল-সমূহ ও নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করে ? কে প্রাণিহত্যা করে ? কে অদন্ত বস্ত্র গ্রহণ করে ? কে বাভিচার করে ? কে মিথ্যা বলে ? কে মদ-পান করে ? কে ইহজন্মেই বিরস-
- ২৫ ফলোৎপাদক পঞ্চবিধ কর্ম করিয়া থাকে ? অতএব কুশল নাই, অকুশল নাই ; কুশল ও অকুশল কর্মের কর্তাও কেহ নাই, তাহার কারয়িতাও কেহ নাই ; স্কৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল—বিপাকও কিছু নাই । ভদন্ত নাগসেন, যদি আপনাদিগকে কেহ বধ করে, তাহারও প্রাণাতিপাত করা হইবে না । ভদন্ত নাগসেন, আপনাদের তবে

ভস্তে নাগসেন, ন'খি আচরিয়ে, ন'খি উপজ্ঞায়ো, ন'খি উপসম্পন্ন! "নাগ-সেনো"তি মং মহারাজ, সত্ত্বকচারী সমুদাচরতীতি" যং বদেসি, কতমো এখ

• নাগসেনো ? কিরু খো ভস্তে কেসা নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজ'তি ।

• 'লোমা নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজ'তি ।

'নখ—পে—দস্তা, তচো, মংসং, নহাকু, অট্ঠি, অট্ঠিমিজা, বকুং, হৃদয়ং, যকুং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং, অন্তং, অন্তগুণং, উদরিয়ং, করীসং, পিত্তং, সেম্হং,

পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্ফ, বসা, খেলো, সিংঘাণিকা, লসিকা, মুত্তং,

• ১০ মথকে মথবুজং নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজ'তি ।

'কিরু খো ভস্তে রূপং নাগসেনো'তি ?

'নহি মহারাজ'তি ।

'বেদনা নাগসেনো'তি ?

১৫ কেহ আচার্য্য নাই, উপাধ্যায় নাই, উপসম্পত্তি নাই । আপনি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "মহারাজ, আমার সত্ত্বকচারিগণ আমাকে 'নাগসেন' বলিয়া আহ্বান করেন," এখানে নাগসেন কে ? ভদন্ত, কেশ-গুলি কি নাগসেন ?

'না মহারাজ ।'

'লোমসমূহ নাগসেন ?'

২০ 'না মহারাজ ।'

'তবে কি নখ, দস্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রাশয়, হৃদয়, যকুং, ক্রোমা, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, শ্লেষ্মা, পুষ, শোণিত, ব্বেদ, মেদ, অণু, বসা, কফ, সিংঘাণ, লাল, মূত্র, অথবা মস্তিষ্ক নাগসেন ?'

'না মহারাজ ।'

২৫ 'রূপ নাগসেন ?'

'না মহারাজ ।'

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বা বিজ্ঞান নাগসেন ?'

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘সঞ্ঞা নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘সঙ্খারা নাগসেনো’তি ?’

৫ ‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘বিঞ্ঞাণং নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘কিম্পন ভন্তে, রূপ-বেদনা-সঞ্ঞা-সঙ্খার-বিঞ্ঞাণং নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

১০ ‘কিম্পন ভন্তে, অঞ্ঞত্র রূপ-বেদনা-সঞ্ঞা-সঙ্খার-বিঞ্ঞাণং নাগসেনো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘তমহং ভন্তে, পুচ্ছন্তো পুচ্ছন্তো ন পস্সামি নাগসেনং ! সন্ধো য়েব হু থো ভন্তে নাগসেনো ? কো পনে’থ নাগসেনো ? অলিকং ত্বং ভন্তে, ভাসসি মুসাবাদং—
“ন’থ নাগসেনো’তি ।”’

১৫ অথ থো আগম্মা নাগসেনো মিলিন্দং রাজানং এতদ্বোচ—‘ত্বং থো’সি মহারাজ, খণ্ডিয়স্কুমালো অচ্চন্তস্কুমালো । তস্স তে মহারাজ, মম্মান্তিকসময়ং তত্তায়

নাগসেন সৰ্ব্বত্রই ‘না’ উত্তর করিলেন ।

‘তবে কি ভদন্ত, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ (সমষ্টিরূপে)
নাগসেন ?’

২০ ‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত, তবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান হইতে অত্র কিছ
নাগসেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া নাগসেনকে ত দেখিতে পাইতেছি না !

২৫ ভদন্ত, ‘নাগসেন’—ইহা কি কেবল শব্দই ? তবে এখানে বিদ্যমান নাগসেন কে ?
ভদন্ত, বার্থ আপনি মিথ্যা বলিতেছেন “নাগসেন নাই” !’

আগম্মান্ নাগসেন রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, আপনি ঋত্নিয়ের মধ্যে
স্কুমার, অত্যন্ত স্কুমার । মধ্যাহ্ন সময় হইয়াছে, ইহাতে তপ্তভূমি ও উষ্ণবালুকায়

ভূমিয়া, উণ্হায় বালিকায় খরা স্খর-কঠল-বালিকা মদিত্তা পাদেনাগচ্ছন্তম্
পাদা রুজন্তি, কায়ো কিলমতি, চিত্তং উপহৃৎপ্রতি, হৃৎসহগতং কায়বিপ্রুৎপ্রাণং
উপ্লজ্জতি । কিম্ম থো স্বং পাদেনাগতোসি, উদাহ বাহেননা'তি ?'

‘নাহং ভন্তে পাদেনাগচ্ছামি, রথেনাহং আগতো'স্মীতি ।’

৫ ‘সচে স্বং মহারাজ, রথেনাগতো'সি, রথং মে আরোচেহি ; কিম্ম থো মহারাজ, ঈসা
রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

‘অকথো রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

১০ ‘চক্কানি রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

‘রথপঞ্জরং রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ।’

‘বগদপ্তকো রথো'তি ?’

‘নহি ভন্তে'তি ?’

‘যগং রথো'তি ?’

১৫ উপর তীক্ষ্ণ শর্করা (বাকর), ভগ্ন মৃৎপাত্র গুণ্ড, ও বালিকা সকল মর্দন করিয়া পদব্রজে
আগমন করায় (সম্ভবতঃ) আপনার চরণ উপহৃত হইতেছে, এবং শরীর-বুদ্ধি হৃৎসহগত
বোধ হইতেছে। মহারাজ, আপনি কি পদব্রজে, অথবা কোন বাহনে অগমন করিয়াছেন ?

‘ভদন্ত, আমি পদব্রজে আসি না, রথে আসিয়াছি ।’

‘আপনি যদি মহারাজ, রথে আগমন করিয়া থাকেন, তবে রথ কি আমাকে বগুন ।

২০ ঈষা (রথের অক্ষ ও যুগ সংযোজক দণ্ড) কি রথ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘অক্ষ রথ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘তবে কি চক্র, না রথপঞ্জর, না রথদণ্ড, না যুগ, না রজ্জু, না রথচালন-যষ্টি রথ ?

২৫ ‘রাজা সর্বত্রই অস্বীকার করিলেন ।

‘মহারাজ, তবে কি ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, বগদপ্ত, যুগরজ্জু ও রথচালন-যষ্টি

(সমষ্টি করিয়া রথ)

- ‘নহি ভন্তে’তি ।
 ‘রথরশ্মিরো রথো’তি ?’
 ৫ ‘নহি ভন্তে’তি ।
 ‘পতোদ-লট্ঠি রথো’তি ?’
 ‘নহি ভন্তে’তি ।
 ‘কিন্মু খো মহাবাজ, ঈদা-অক্খ-চক্ক-রথপঞ্জর-রথদণ্ড-যুগ-রশ্মি-পতোদলট্ঠি
 রথো’তি ?’
 ১০ ‘নহি ভন্তে’তি ।
 ‘কিম্পন মহারাজ, অএংএত্র ঈদা-অক্খ-চক্ক-রথপঞ্জর-রথদণ্ড-যুগ-রশ্মি-পতোদঃ
 রথো’তি ?’
 ‘নহি ভন্তে’তি ।
 ‘তমহং মহারাজ, পুচ্ছন্তো পুচ্ছন্তো ন পস্সামি রথং ! সদো য়েব হু খো মহারাজ,
 ১৫ রথো ? কো পনে’থ রথো ? অসিকং স্বং মহারাজ, ভাসসি মুদাবাদং—“ন’থি
 বথো ।” স্বং’সি মহারাজ, সকলজন্মদীপে অগ্গরাজা, কস্স পন ত্বং ভাষিত্বা মুসা
 ভাসসি ? স্বগন্ত মে ভোন্তো পক্কসতা যোনকা, অসীতিসহস্সা চ ভিক্খু, অয়ং মিলিন্দো
 রাজা এবমাহ—“রথেনাহং আগতো’স্মীতি” । “সচে স্বং মহারাজ, রথেনাগতো’সি,
 রথং মে আরোচেহীতি”—বুত্তো সমানো রথং ন সম্পাদেতি । কল্লম্মু খো
 ২০ তদভিনন্দিতু’স্তি ?’

- ‘না ভদন্ত ।’
 ‘তবে কি মহারাজ, ঈদা, অক্ক প্রভৃতি হইতে অন্যত্র কোন বস্তু রথ ?’
 ‘না ভদন্ত ।’
 ‘আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজ, রথ দেখিতে পাইতেছি না ।
 ২৫ মহারাজ, ‘রথ’—ইহা কি কেবল শব্দই ? তবে এখানে বিদ্যমান রথ কি ? বার্থ আপনি
 মহারাজ, বলিতেছেন “রথ নাই” । মহারাজ, আপনি জন্মদীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূপতি,
 কাহাকে ভয় করিয়া আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন ? পঞ্চ-শত যবন ও অশীতি-সহস্র
 ভিক্ষু, আপনারা শ্রবণ করুন, এই মিলিন্দ নরপতি বলিতেছেন—“আমি রথে আগমন
 করিয়াছি,” কিন্তু যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল—“মহারাজ আপনি যদি রথে আসিয়া
 ৩০ থাকেন, তবে রথ কি আমাকে বলুন,” তখন তিনি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারিতে-
 ছেন না । ইহা কি অভিনন্দনের যোগ্য ?’

এবং বুঝে পক্ষসত্তা বোনকা আরম্ভতো নাগসেনসু সাধুকারং দত্তা মিলিন্দ রাজানং
এতদবোচুং—“ইদানি খো স্বং মহারাজ, সন্ধস্তো ভাসসু’তি ।”

১ অথ খো মিলিন্দো রাজা আরম্ভন্তঃ নাগসেনং এতদবোচ—‘নাহং ভন্তে নাগসেন,
মুসা ভণামি । ঈসঞ্চ পটিচ্চ, অকথঞ্চ পটিচ্চ, চক্কানি চ পটিচ্চ, রথপঞ্জরঞ্চ পটিচ্চ,
২ রণদণ্ডকঞ্চ পটিচ্চ, রথো’তি সজ্জা, সমঞ্ঞা, পঞ্ঞত্তি, বোহারো, নামং পবত্তীতি ।”

‘সাধু খো স্বং মহারাজ, রথং জানানি । এবমেব খো মহারাজ, ময়’হম্’পি কেসে চ
পটিচ্চ, লোমে চ পটিচ্চ—পে—মথনুসঞ্চ পটিচ্চ, রূপঞ্চ পটিচ্চ, বেদনঞ্চ পটিচ্চ,
সঞ্ঞঞ্চ পটিচ্চ, সজ্জারে চ পটিচ্চ, বিঞ্ঞাণঞ্চ পটিচ্চ, নাগসেনো’তি সজ্জা, সমঞ্ঞা,
পঞ্ঞত্তি, বোহারো, নামমত্তং পবত্তি । পরম’থতো পনে’থ পুণ্ণলো নু’পলব্ভতি ।
৩ ভাসিতম্’পে’ত্তং মহারাজ, বজিরায় ভিক্ষুনিয়া ভগবতো সম্মুখা —

“যথা হি অঙ্গসম্ভারা হোতি সন্দো রণো ইতি ।

এবং থক্কেন্ন সন্তেহু হোতি সন্তো’তি সম্মুত্তীতি ॥”

‘অচ্ছরিয়ং ভন্তে নাগসেন ! অব্ভুতং ভন্তে নাগসেন ! অতিচিহ্নানি পঞ্হপটি-

এই গুনিয়া পক্ষ-শত যবন আশুস্থান্ নাগসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া রাজা
১১ মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, এখন যদি আপনি সমর্থ হন, আলাপ করুন ।

অনন্তর রাজা মিলিন্দ আশুস্থান্ নাগসেনকে বলিলেন—‘ভদ্রস্ত, আমি মিথ্যা বলি-
তেছি না । ঈশ্বা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর ও রথদণ্ড-হেতুই “ব” —এই বুদ্ধি, সংজ্ঞা,
প্রকাশ, ব্যবহার ও নাম প্রবৃত্ত হয় ।’

সাধু, মহারাজ ; রথ কি, আপনি তাহা জানেন । আমাদেরও মহারাজ, এইরূপ
২০ কেশ-লোমাদি ও রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ-হেতুই “নাগসেন” —এই বুদ্ধি, সংজ্ঞা, প্রকাশ,
ব্যবহার ও নামমাত্র প্রবৃত্ত হইতেছে । পরমার্থতঃ এখানে পুদগলের (অর্থাৎ পৃথক কোন
ব্যক্তি, বা অব্যবহিক-স্বরূপ লোকের) উপদ্রুতি হয় না । মহারাজ, ‘বজ্রা’-(বজ্রা)
নামক ভিক্ষুগী ভগবানের (বুদ্ধের) সম্মুখে ইহা বলিয়াছেনও—

“অঙ্গ সমুচ্চের যোগে ‘রথ’-সংজ্ঞা যথা ।

২৫

স্কন্ধচয়-হেতু ‘লোক’-ব্যবহার তথা ॥”

‘অশ্রুত্যা ভদ্রস্ত নাগসেন ! অদ্বুত ভদ্রস্ত নাগসেন ! অতি বিচিত্র রূপে প্রকাশিত

ভানানি বিস্মজ্জিতানি ! যদি বুদ্ধো তিট্ঠেযা, সাধুকারং দদেযা । সাধু সাধু নাগসেন,
অতিচিহ্নাণি পঞ্জোহপটিভানানি বিস্মজ্জিতানি !’

২। ‘কতিবস্মো’সি স্বং ভন্তে, নাগসেনো’তি ?’

‘সত্তবস্মো’হং মহারাজা’তি ।’

৫ ‘কে তে ভন্তে, সত্ত,—স্বং বা সত্ত, গণনা বা সত্তা’তি ?’

তেন খো পন সময়েন মিলিন্দস্স রঞ্জোঞা সত্ত্বাভরণপতিমণ্ডিতস্স অলঙ্কতপটি-
যত্তস্স পঠবিয়ং ছায়া দিস্সতি, উদকমণিকে’পি ছায়া দিস্সতি । অথ খো আরম্মা
নাগসেনো মিলিন্দং রাজানং এতদবোচ—‘অয়ং তে মহারাজ, ছায়া পঠবিয়ং উদকমণিকে
চ দিস্সতি । কিম্পন মহারাজ, স্বং বা রাজা, ছায়া বা রাজা’তি ?’

১০ ‘অহং ভন্তে নাগসেন, রাজা, নারং ছায়া রাজা ; মং পন নিস্সায় ছায়া পবত্ততীতি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, বস্সানং গণনা সত্তা’তি, ন পনা’হং সত্ত ; মং পন নিস্সায়
সত্ত পবত্ততি, ছায়া’পমং মহারাজা’তি ।’

উত্তর করা হইয়াছে । যদি বুদ্ধ উপস্থিত থাকিতেন, তিনি আপনাকে সাধুবাদ প্রদান
করিতেন । সাধু সাধু নাগসেন ! অতি বিচিত্ররূপে প্রশ্নের উত্তর করা হইয়াছে ।

১৫ সপ্ত কে,—লোক না সংখ্যা ?

২। ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনার (প্রব্রজ্যা গ্রহণের) কত বর্ষ হইয়াছে ?’

‘সপ্ত বর্ষ মহারাজ ।’

‘ভদন্ত, সপ্ত কে,—আপনি সপ্ত, না সংখ্যা সপ্ত ?’

১০ সেই সময়ে সত্ত্বাভরণ-প্রতিমণ্ডিত, অলঙ্কৃত-ভূষিত রাজা মিলিন্দের ছায়া পৃথিবীতে
উদকপাত্রে দেখা যাইতেছিল । আরম্মান্ নাগসেন, তাঁহাকে বলিলেন—মহারাজ,
আপনার ছায়া পৃথিবীতে ও উদকপাত্রে দেখা যাইতেছে । আপনি রাজা, না এই
ছায়া রাজা মহারাজ ?’

‘আমিই রাজা ভদন্ত নাগসেন, ছায়া রাজা নহে । তবে আমাকে আশ্রয় করিয়া
ছায়া প্রবৃত্ত হইতেছে ।’

২৫ ‘এই প্রকারই মহারাজ, বর্ষের সংখ্যা সপ্ত, আমি সপ্ত নহি । তবে আমাকে আশ্রয়
করিয়া এইরূপ প্রবৃত্ত হইতেছে,—ঠিক ছায়ার স্থান মহারাজ ।’

‘অচ্ছরিয়ং ভস্তে নাগসেন ! অব্ভুতং ভস্তে নাগসেন ! অতিচিত্রাণি পঞ্চ-
পটিনানি বিস্সজ্জিতানি !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, সল্লপিস্সসি ময়া সন্ধিস্তি ?’

‘সচে ত্বং মহারাজ, পণ্ডিতবাদী সল্লপিস্সসি, সল্লপিস্সামি ; সচে পন রাজবাদী
সল্লপিস্সসি, ন সল্লপিস্সামীতি ।’

৪ ‘কথং ভস্তে নাগসেন, পণ্ডিতা সল্লপস্তুীতি ?’

‘পণ্ডিতানং থো মহারাজ, সল্লাপে আব্বেঠনম্’পি কয়িরতি, নিব্বেঠনম্’পি কয়িরতি ;
নিগ্গহো’পি কয়িরতি, পটিকম্ম’পি কয়িরতি ; বিসেসো’পি কয়িরতি, পটি-
বিসেসো’পি কয়িরতি ; ন চ তেন পণ্ডিতা কুপ্পন্তি । এবং থো মহারাজ, পণ্ডিতা
সল্লপস্তুীতি ।’

৫ ‘কথম্পন ভস্তে, রাজানো সল্লপস্তুীতি ?’

‘রাজানো থো মহারাজ, সল্লাপে একং বথুং পটিজানন্তি, যো তং বথুং বিলোমেতি,

‘আশ্চর্য্য-অদ্ভুত ভদন্ত নাগসেন ! অতি বিচিত্র রূপে প্রশ্নের উত্তর করা হইয়াছে ?

পণ্ডিতের বিচার ও রাজার বিচার ।

৩। রাজা বলিলেন ‘ভদন্ত নাগসেন, আমার সহিত আপনি আলাপ করিবেন কি ?’

১৫ ‘মহারাজ, আপনি যদি পণ্ডিতগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, আমি
আলাপ করিব ; আর যদি রাজগণের বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করেন, মহারাজ,
তবে আমি আলাপ করিব না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, পণ্ডিতগণ কি-প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?’

২০ ‘মহারাজ, পণ্ডিতগণের বিচারে (বাদী ও প্রতিবাদীর ছরবগাহ প্রশ্ন-রূপ) আ-
বেষ্টনও করা হয়, এবং (তাহার যথোচিত উত্তর-রূপ) নিরাবরণও করা হয় ; নিগ্রহও
(পরাজয়) করা হয় ; এবং তাহার প্রতীকারও করা হয় ; কোন বৈলক্ষণ্যও প্রদর্শিত
হয়, এবং তদ্বিরুদ্ধ বৈলক্ষণ্যও প্রদর্শিত হয় । তজ্জন্ত পণ্ডিতেরা কোপ করেন না ।
মহারাজ, পণ্ডিতেরা এই প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ।’

‘আর রাজারা কি-প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন ?’

২৫ ‘মহারাজ, রাজারা আলাপে কোন কেটী বস্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া লন । যদি কেহ ঐ

তস্ দণ্ডং আণাপেত্তি—“ইমস্ দণ্ডং পণ্থাতি।” এবং খো মহারাজ, রাজানো সন্নপত্তীতি।’

‘পণ্ডিতবাদাহং ভন্তে সন্নপিস্সামি, নো রাজবাদ। বিস্সথো ভদন্তো সন্নপতুঃ
৫ যথা ভিক্ষুনা বা সামণেয়েন বা, উপাসকেন বা, অন্নামিকেন বা সঙ্ঘিঃ সন্নপতি, এবং
বিস্সথো ভদন্তো সন্নপতু, মা ভায়তু’তি।’

‘সুট্টু মহারাজা’তি’ থেরো অবভুমোদি।

রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন পুচ্ছিস্সামীতি?’

‘পুচ্ছ মহারাজা’তি।’

‘পুচ্ছিতো’সি মে ভন্তে’তি।’

১০ ‘বিস্সজ্জিতং মহারাজা’তি।’

‘কিম্পন ভন্তে তয়া বিস্সজ্জিত’স্তি?’

‘কিম্পন মহারাজ, তয়া পুচ্ছিত’স্তি?’

অথ খো মিলিন্দস্ রঞ্জে এতদহোসি—পণ্ডিতো খো অয়ং ভিক্ষু, পটিলো

বস্তুকে প্রতিকূল-ভাবে প্রতিপাদন করে, তবে তাঁহার “ইহাকে দণ্ড দাও” বলিয়া।

১৫ তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। মহারাজ, রাজারা এই প্রকারে আলাপ করিয়া থাকেন।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আমি পণ্ডিত-বিচার অবলম্বন করিয়া আলাপ করিব, রাজ-বিচার অবলম্বন করিব না। ভদন্ত, আপনি বিধস্ত হইয়া আমার সহিত আলাপ করুন।

আপনি যেমন ভিক্ষু, সামণের (নব শিষ্য), উপাসক (গৃহস্থ বোধ) বা পরিচারকের

২০ সহিত আলাপ করেন, সেইরূপ বিধস্ত হইয়া আলাপ করুন, আপনি ভয় করিবেন না।’

স্থবির “ভাগ, মহারাজ” বলিয়া তাহা অনুবাদন করিলে, রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।’

‘করুন মহারাজ।’

‘ভদন্ত, আপনাকে (পূর্বে) জিজ্ঞাসা করিয়াছি।’

২৫ ‘তাহার উত্তর ত মহারাজ, প্রদান করিয়াছি।’

‘ভদন্ত, আপনি কি উত্তর করিয়াছেন?’

‘আপনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন মহারাজ?’

রাজা মিলিন্দ মনে মনে ভাবিলেন—‘এই ভিক্ষু পণ্ডিত, এবং আমার সহিত আলাপ

ময়া সন্ধিং সল্লপিতুং । বহুকানি চ মে ঠানানি পুচ্ছিতবানি ভবিস্‌সন্তি । যাষ
 অপুচ্ছিতানি যেষ তানি ঠানানি ভবিস্‌সন্তি, অথ সুরিয়ো অখং গমিস্‌সতি । যন্নুনাহং
 'স্বে অন্তেপুৱে সল্লপেয়্য'ন্তি । অথ খো রাজা দেবমন্তিয়ং এতদবোচ—‘তেন হি ত্বং
 দেবমন্তিয়, ভদন্তস্‌স আরোচেয্যাসি—“স্বে অন্তেপুৱে রঞ্ঞা সন্ধিং সল্লাপো
 ৫ ভবিস্‌সতীতি ।” ইদং বজ্জ মিলিন্দো রাজা উট্ঠায়্যাসনা থেৱং নাগসেনং আপুচ্ছিত্বা,
 অসংসং অভিৱহিত্বা “নাগসেনো নাগসেনো’তি”—সজ্জাংসং কৰোন্তো পক্কমি ।

অথ খো দেবমন্তিয়ো আয়স্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘রাজা ভন্তে, মিলিন্দো
 এবমাহ—“স্বে অন্তেপুৱে সল্লপো ভবিস্‌সতীতি ।” ’

‘স্বে’তি’ থেরো অব্‌ভুৱমোদি ।

১০ অথ খো তস্মা রত্তিয়া অচ্চয়েন দেবমন্তিয়ো চ, অনন্তকাযো চ, মক্কুরো চ, সৰ্ব্বদিয়ো
 চ যেন মিলিন্দো রাজা, তেহু’পসক্কমিংসু । উপসক্কমিত্বা রাজানং মিলিন্দং এতদবোচং
 —‘আগচ্ছতি মহারাজ, ভদন্তো নাগসেনো’তি ?’

করিতে সমর্থ । আমাকে বহু বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । কিন্তু মে সমুদয়
 জিজ্ঞাসা করা না হইতেই সূর্য্য অন্তগমন করিবেন । অতএব আগামী কল্য অন্তঃপুরে
 ১৫ অর্থাৎ প্রাসাদেই ইহাঁর সহিত আলাপ করিব ।’ অনন্তর তিনি দেবমন্ত্যাকে বলিলেন—
 ‘তবে দেবমন্ত্য আপনি ভদন্তকে (নাগসেনকে) নিবেদন করিবেন, আগামী কল্য
 অন্তঃপুরে রাজার সহিত (আপনার) আলাপ হইবে ।’ এই বলিয়া রাজা মিলিন্দ
 আসন হইতে উত্থান করিলেন, এবং স্থবির নাগসেনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া,
 অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ‘নাগসেন ! নাগসেন !’—উচ্চারণ করিতে করিতে গমন
 ২০ করিলেন ।

অনন্তর দেবমন্ত্য ভদন্ত নাগসেনকে বলিলেন, ‘ভদন্ত, রাজা মিলিন্দ বলিতেছেন—
 “আগামী কল্য অন্তঃপুরে আলাপ হইবে ।”

স্থবির ‘ভাল’ বলিয়া তাহা অহুমোদন করিলেন ।

মিলিন্দ ও সৰ্বদত্ত ।

২৫ অনন্তর সেই রাত্রি অতীত হইলে দেবমন্ত্য, অনন্তকায, মক্কুর ও সৰ্বদত্ত রাজা
 মিলিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘মহারাজ, ভদন্ত নাগসেন (অদ্য) আগমন
 করিতেছেন ?’

‘আব, আগচ্ছতু’তি’

‘কিত্তকেহি ভিক্খুহি সন্ধি আগচ্ছতু’তি’

‘যত্বে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্তকেহি ভিক্খুহি সন্ধি আগচ্ছতু’তি’

অথ খো সৰ্ব্বদিম্মো আহ—‘আগচ্ছতু মহারাজ, দসহি ভিক্খুহি সন্ধি’ত্তি।’

- ৫ হুতিয়ম্’পি খো রাজা আহ—‘যত্বে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্তকেহি ভিক্খুহি সন্ধি আগচ্ছতু’তি।’

হুতিয়ম্’পি খো সৰ্ব্বদিম্মো আহ—‘আগচ্ছতু মহারাজ, দসহি ভিক্খুহি সন্ধি’ত্তি।’

ততিয়ম্’পি খো রাজা আহ—‘যত্বে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্তকেহি ভিক্খুহি সন্ধি আগচ্ছতু’তি।’

- ১০ ততিয়ম্’পি খো সৰ্ব্বদিম্মো আহ—‘আগচ্ছতু মহারাজ, দসহি ভিক্খুহি সন্ধি’ত্তি।’

‘সৰ্ব্বো পন অয়ং সন্ধারো পট্টাদিতো। অহং ভণামি যত্বে ভিক্খু ইচ্ছতি, তত্তকেহি ভিক্খুহি সন্ধি আগচ্ছতু’তি। অয়ং ভণে, সৰ্ব্বদিম্মো অণ্ডাথো ভণতি, কিম্ম ময়ং ন পট্টবলা ভিক্খুনং ভোজনং দা’তুত্তি।’

- ১৫ ঙ্খএবং বুজ্জৈ সৰ্ব্বদিম্মো মক্কু অহোদি।

‘হাঁ; আসুন।’

‘তিনি কত জন ভিক্ষুর সহিত আগমন করিতেছেন?’

‘তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন।’

সৰ্ব্বদত্ত বলিলেন—‘মহারাজ, তিনি দশ জন ভিক্ষুর সহিত আসুন।’

- ২০ রাজা দ্বিতীয়বারও বলিলেন—‘তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন।’

সৰ্ব্বদত্ত দ্বিতীয়বারও বলিলেন—‘মহারাজ, দশ জন ভিক্ষুর সহিত আসুন।’

রাজা তৃতীয়বারও বলিলেন—‘তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন।’

- ২৫ সৰ্ব্বদত্ত তৃতীয়বারও বলিলেন—‘মহারাজ, দশজন ভিক্ষুর সহিত আসুন।’

‘এই সমস্ত সংকার পরিকল্পিত হইয়াছে। আমি বলিতেছি, তিনি যত জন ভিক্ষু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আসুন। আমি বলি, এই সৰ্ব্বদত্ত অত্র প্রকার বলিতেছেন, আমরা কি ভিক্ষুগণকে ভোজন দিতে সমর্থ নহি?’

এইরূপ উক্ত হইলে সৰ্ব্বদত্ত লজ্জিত (‘মক্কু’) হইলেন।

৪। অথ খো দেবমস্ত্রো চ, অনন্তকায়ো চ, অমুরো চ কোদায়ান্ নাগসেনো, তেনু'প
সকমিংহু; উপসকমিষা আরম্ভন্তঃ নাগসেনং এতদবোচ—‘ভদ্র, রাজা মিলিন্দ
এবমাহ—‘মন্তকে তিক্খু ইচ্ছতি, ততকেহি তিক্খুহি সন্ধিং আগমহু'তি ।’

অথ খো আয়ুস্মা নাগসেনো পূর্ববৃহসময়ং নিবাসেত্বা, পজ্জটীবরমাণীম্ অশীতিরা
৫ তিক্খুসহস্বেহি সন্ধিং সাগলং পাষিদি।

অথ খো অনন্তকায়ো আয়ুস্মন্তঃ নাগসেনং নিস্কার্য গচ্ছন্তো আয়ুস্মন্তঃ নাগসেনং
এতদবোচ—‘ভদ্রে নাগসেন, যম্পনে'তং ক্রমি “নাগসেনো'তি” কতমে'থ
“নাগসেনো'তি” ।’

ধৈর্যো অহ—‘কো পনে'থ “নাগসেনো'তি” মঞ'গ্রামীতি ?’

১০ ‘যো সো ভদ্রে, অ'ভন্তরে বায়ো জীবো পবিসতি, নিক্খমতি চ, সো “নাগসেনো'তি”
মঞ'গ্রামীতি ।’

‘যদি পনে'সো বাতো নিক্খমিষা ন পবিসেযা, পবিসিষা বা ন নিক্খমেযা, জীবেযা
হু খো সো পুরিসো'তি ?’

‘নহি ভদ্রে'তি ।’

আত্মস-প্রশাস জীব নহে, শরীরের ধর্ম ।

১৫ ৪। অনন্তর দেবমস্ত্রা, অনন্তকায় ও মমুর যে-স্থানে আয়ুস্মান্ নাগসেন ছিলেন,
সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভদ্র, রাজা মিলিন্দ
বলিতেছেন, আপনি যত জুন তিক্খু ইচ্ছা করেন, তত জনের সহিত আগমম করুন ।’

আয়ুস্মান্ নাগসেন পূর্বরাত্রে সময়ে বসন পরিধান করিয়া, (ভিক্ষা-) পাত্র ও চীবর
গ্রহণ-পূর্বক অশীতি-সহস্র তিক্কুর সহিত সাগল-মগরে প্রবেশ করিলেন ।

২০ অনন্তকায় আয়ুস্মান্ নাগসেনের অনুগমন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন—
‘ভদ্র নাগসেন, এই ধাঁহাকে আমি “নাগসেন” বলিতেছি, সেই “নাগসেন” এখানে
কে ?’

হৃষির কহিলেন—‘আপনি কাহাকে “নাগসেন” মনে করেন ?’

‘আমি মনে করি, যে-সেই অভ্যন্তরে বায়ু-জীব প্রবেশ করিতেছে ও নিজ্রাস্ত

২৫ হইতেছে, সেই “নাগসেন” ।’

‘যদি এই বায়ু নিজ্রাস্ত হইয়া আর প্রবেশ না করে, অথবা প্রকিষ্ট হইয়া আর
নিজ্রাস্ত না হয়, তবে কি সেই পুরুষ জীবিত থাকিবে ?’

‘না ভদ্র ।’

‘যে পনি’মে সঙ্ঘ-ধমকা সঙ্ঘং ধমেন্তি, তেসং বাতো পুন পবিসতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘যে পনি’মে রংস-ধমকা বংসং ধমেন্তি, তেসং বাতো পুন পবিসতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

২৪ ‘যে পনি’মে সিন্ধ-ধমকা সিন্ধং ধমেন্তি, তেসং বাতো পুন পবিসতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘অথ কিস্স পন তে ন মরন্তি ?’

‘নাহং পট্টিবলো তয়া বাদিনা সঙ্ঘিঃ সল্লপিতুং, সাধু ভন্তে, অথং জপ্পেহীতি ।’

‘নে’সো জীবো, অস্সাস-পস্সাসা নামে’তে কায়সজ্জারা’তি’—থেরোঃ অভিধম্মকথং

১০ অকাসি ।

অথ অনন্তকারো উপাসকত্তং পট্টিবেদেসি ।

‘এই যে শঙ্খ-বাদকেরা (যখন) শঙ্খ বাদন করে, (তখন) বায়ু কি তাহাদের মধ্যে পুনর্বার প্রবেশ করে ?’

‘না ভদন্ত ।’

১৫ ‘এই যে বেণু-বাদকেরা (যখন) বেণু বাদন করে, (তখন) বায়ু কি তাহাদের মধ্যে পুনর্বার প্রবেশ করে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই যে শৃঙ্গ-(শিঙা) বাদকেরা (যখন) শৃঙ্গ বাদন করে, (তখন) বায়ু কি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে ?’

২০ ‘না ভদন্ত ।’

‘তবে কি জন্য তাহারা মরে না ?’

‘আপনি বাদী অর্থাৎ বিচারশীল, আপনার সহিত আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি । ভাল, ভদন্ত, তব্ব (“অর্থ”) কি আমাকে বলুন ।’

‘এই (বায়ু) জীব নহে, ইহার নাম আশ্বাস-প্রশ্বাস ; ইহার শরীরের ধর্ম ।’

২৫ এই বলিয়া স্থবির অভিধর্ম কথা কহিলেন, এবং অনন্তকার নিজে উপাসক হইলেন বলিয়া নিবেদন করিলেন ।

৫। অথ খো আয়ত্মান নাগসেনো বেন মিলিন্দসু ব্রহ্মকো নিকেসসু, তেহু'প-সকসি; উপসকসিহা পঞ্জেতে আসনে নিসীদি ।

অথ খো মিলিন্দো রাজা আয়ত্মন্তং নাগসেনং সপরিসং পবীভেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েম সহসা সন্তপ্তো সম্পবাবেহা, একমেকং ভিক্ষুং একমেকেন চুসলবুগেন
৫ অচ্ছাদেহা, আয়ত্মন্তং নাগসেনং তিচীবরেণ অচ্ছাদেহা, আয়ত্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘ভন্তে নাগসেন, দসহি ভিক্ষুহি সঙ্ঘি ইধ নিসীদথ, অবসেসা গচ্ছন্তু’তি ।’

অথ খো মিলিন্দো রাজা আয়ত্মন্তং নাগসেনং ভুত্তাবিং ওণীতপত্তপাশিং বিমিত্তা অঞ্জেতয়ং নীচং আসনং গহেহা একমন্তং নিসীদি ।

একমন্তং নিসিল্লো খো মিলিন্দো রাজা আয়ত্মন্তং নাগসেনং এতদবোচ—‘ভন্তে নাগ-
১০ সেন, কিম্‌হি হোতি কথাসম্মাপো’তি ?’

‘অথেন ময়ং মহারাজ, অথিকা; অথেন তাব হোতু কথাসম্মাপো’তি ।’

সন্ন্যাসের প্রয়োজন, এবং পরমার্থ ।

৫। অনন্তর আয়ত্মান নাগসেন যে-স্থানে রাজা মিলিন্দের নিকেতন, সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ।

১৫ রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু-পরিষদের সহিত আয়ত্মান নাগসেনকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য-দ্বারা এতদূর সন্তপ্ত করিয়া ভোজন করাইলেন যে, ‘আর আবশ্যক নাই’ বলিয়া তাঁহার নিবারণ করিলেন । পরে তিনি এক-এক ভিক্ষুকে এক-এক বসন-বুগল, ও আয়ত্মান নাগসেনকে ত্রি-চীবর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, ইহাকে বলিলেন—
‘আয়ত্মান নাগসেন, আপনি দশ জন ভিক্ষুর সহিত এখানে উপবেশন করুন, এবং
২০ অবশিষ্ট অপর ভিক্ষুগণ গমন করুন ।’

পরে রাজা মিলিন্দ আয়ত্মান নাগসেন ভোজন সম্পন্ন করিয়া তিষ্কাপাত্র হইতে হস্ত অগনীত করিয়াছেন জানিয়া, অপর একখানি (নাগসেনের আসন অপেক্ষায়) নীচ আসন গ্রহণ করিয়া এক-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ।

সেইরূপে উপবেশন করিয়া তিনি আয়ত্মান নাগসেনকে বলিলেন,—‘ভদ্রস্ত নাগসেন,
২৫ কোন্‌ বিষয়ে আমাদের কথালাপ হইবে ?’

‘মহারাজ, আমরা অর্থের (তত্ত্ব বা প্রয়োজনের) প্রার্থী, অতএব তদ্বিষয়েই কথালাপ হউক ।’

রাজা আহ—‘কিসখিয়া ভস্তে নাগসেন, তুম্বাকং পব্জজা ?’ কো হ তুম্বাকং পরম’খোতি ?’

খোমো আহ—‘কিস্তি মহারাজ ? ইহং হৃৎখং নিরুজ্জোধ্যা, অহং হৃৎখং ন উন্নজ্জোধ্যা’তি—এতদখা মহারাজ, অম্বাকং পব্জজা । অম্বাপাদা পরিনির্বাণং খো

৫ পন অম্বাকং পরমখো’তি ।’

‘কিস্পন ভস্তে নাগসেন, সৰ্বে এতদখায় পব্জজীতি ?’

‘মহি মহারাজ ; কেচি এতদখায় পব্জজস্তি, কেচি রাজভীতিতো পব্জজস্তি, কেচি চোরভীতিতো পব্জজস্তি, কেচি ইগট্টা পব্জজস্তি, কেচি আঙ্গীৰিকট্টায় পব্জজস্তি । যে পন সম্মা পব্জজস্তি, তে এতদখায় পব্জজীতি ।’

১০ ‘ত্বং পন ভস্তে, এতদখায় পব্জজিতো’সীতি ?’

‘অহং খো মহারাজ, দহরকো সন্তো পব্জজিতো ; ন জানামি—ইমং নাম’খায় পব্জজামীতি । অপিচ খো মে এবং অহোসি—পণ্ডিতা ইমে সমণা সকাপুত্তিয়া,

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন কি ? এবং আপনাদের পরমার্থই বা কি ?

১৫ স্ববির কহিলেন—‘কেন মহারাজ ? এই (অহভূয়মান) হৃৎখ নিরুদ্ধ হইবে, এবং অন্য হৃৎখ উৎপন্ন হইবে না,—ইহাই আমাদের প্রব্রজ্যার প্রয়োজন ; এবং সংসার-অনাসক্তিতে পরিনির্বাণই আমাদের পরমার্থ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, সকলেই কি এই প্রয়োজনে প্রব্রজিত হয় ?’

২০ ‘না মহারাজ, কেহ-কেহ এই প্রয়োজনে প্রব্রজিত হয়, কেহ-কেহ রাজ-ভয়ে, কেহ-কেহ চোর-ভয়ে, কেহ-কেহ ঋণের জন্য, কেহ-কেহ বা জীবিকার জন্য প্রব্রজিত হয় । কিন্তু বাহারা সমাগ্-ভাবে প্রব্রজিত হয়, তাহারা এই (পুরুষোক্ত) প্রয়োজনের জন্য হয় ।

‘আপনি তবে ভদন্ত, এই প্রয়োজনের জন্য প্রব্রজিত হইয়াছেন ?’

২৫ ‘মহারাজ, আমি যখন বালক (‘দহর’), তখন প্রব্রজিত হইয়াছি । আমি তখন জানিতাম না যে, এই-জন্য প্রব্রজিত হইতেছি । আমি চিন্তা করিয়াছিলাম—‘এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পণ্ডিত, তাঁহারা আমাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন-। সেই-

কে না সিদ্ধাপনসমীতি। আর তেহি সিদ্ধাপনসমীতি জনাখি তপস্বী চ—ইমন্স
নাম'খার পব্বজা'তি ?

‘কল্লো’সি ভত্তে, নাগসেনা'তি !’

৬। রাজা আহ—‘তত্তে নাগসেন, অখি কোটি মতো ন পটিসন্দহীতি ?’

৫ খেরো আহ—‘কোটি পটিসন্দহতি, কোটি ন পটিসন্দহীতি ।’

‘কো পটিসন্দহতি, কো ন পটিসন্দহীতি ?’

‘সকিলেসো মহারাজ, পটিসন্দহতি ; নিকিলেসো ন পটিসন্দহীতি ।’

‘ত্বং পন ভত্তে, পটিসন্দহিসসমীতি ?’

‘স চে মহারাজ, স-উপাদানো ভবিস্সামি, পটিসন্দহিস্সামি ; স চে অনুপাদানো

১০ ভবিস্সামি, ন পটিসন্দহিস্সামীতি ।’

‘কল্লো’সি ভত্তে, নাগসেনা'তি !’

আমি তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া জানিতেছি ও দেখিতেছি যে, প্রত্ৰজ্যার
প্রয়োজন এই ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫ কে জন্ম গ্রহণ করে, এবং কে না করে ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এমন কি কোন মৃত-ব্যক্তি আছে, যে আর
জন্ম গ্রহণ করে না ?’

হবির কহিলেন—‘কেহ জন্ম গ্রহণ করে, কেহ করে না ।’

‘কে জন্ম গ্রহণ করে, এবং কে না করে ?’

২০ ‘যাহার ক্লেণ (অর্থাৎ তৃষ্ণা, বা কামাদি) থাকে, সে জন্ম গ্রহণ করে, এবং যাহার না
থাকে মহারাজ, সে জন্ম গ্রহণ করে না ।’

‘আপনি কি আবার জন্ম গ্রহণ করিবেন ?’

‘মহারাজ, আমি যদি আসক্তি যুক্ত (‘স-উপাদান’) হই, জন্ম গ্রহণ করিব ; আর
যদি আসক্তি-শূন্য হই, জন্ম গ্রহণ করিব না ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৭। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যোন পটিসন্দহতি, নহ্ন সো যোনিসো-মনসিকারেন
ন পটিসন্দহতীতি ?’

‘যোনিসো চ মহারাজ, মনসিকারেন; পঞ্জো চ, অঞ্জোই চ কুসলেহি
ধম্মেহীতি।’

৮. ‘নহ্ন ভস্তু, যোনিসো-মনসিকারো য়েব পঞ্জো’তি ?’

‘নহি মহারাজ; অঞ্জো মনসিকারো, অঞ্জো পঞ্জো’তি। ইমেসং যো
মহারাজ, অজ্জলক-গো-মহিস-ওইট-গদ্তানম্’পি মনসিকারো অখি, পঞ্জো পন তেসং
ন’খীতি।’

‘কল্লো’সি ভস্তু, নাগসেনা’তি।’

১০. ৮। রাজা আহ—‘কিংলক্খণো ভস্তু, মনসিকারো ? কিংলক্খণা পঞ্জো’তি ?’

‘উহনলক্খণো যো মহারাজ, মনসিকারো ; ছেদনলক্খণা পঞ্জো’তি।’

‘কথং উহনলক্খণো মনসিকারো ? কথং ছেদনলক্খণা পঞ্জো ? ওপম্ম
করোহীতি।’

জন্মগ্রহণ না করিবার হেতু।

১৫. ৭। রাজা বসিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে জন্মগ্রহণ করে না, সে কি “যোনিসো-
মনসিকার”-(তর্ক) হেতু তাহা করে না ?’

‘মহারাজ “যোনিসো-মনসিকার” (তর্ক), প্রজ্ঞা, ও অত্ৰ কতকগুলি কুশলার্থ
হেতু (তাহা করে না)।’

‘ভদন্ত “যোনিসো-মনসিকার”ই ত প্রজ্ঞা ?’

২০. ‘না মহারাজ; “মনসিকার” অত্ৰ, এবং প্রজ্ঞা অত্ৰ। মহারাজ, এই অজ্জ-মেঘ-
গো-মহিস-উট্ঠ ও গদ্তভেরও “মনসিকার” আছে, কিন্তু তাহাদের প্রজ্ঞা নাই।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

মনসিকার ও প্রজ্ঞার লক্ষণ।

৮। রাজা কহিলেন—‘ভদন্ত, মনসিকার ও প্রজ্ঞার লক্ষণ কি ?’

২৫. ‘মহারাজ, মনসিকারের লক্ষণ “উহন” (তর্ক), এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ “ছেদন”।’

‘কি প্রকারে মনসিকারের লক্ষণ “উহন”, এবং কি প্রকারে প্রজ্ঞার লক্ষণ “ছেদন” ?’

‘মহারাজ, আপনি যবছেদনক্মরি-গণকে জানেন ?’

‘জাননি স্বং মহারাজ, যবলাবকে’তি ?’

‘আমি ভক্তে ; জানাশীতি ।’

‘কক্ষ মহারাজ, যবলাবকা যব লুনতীতি ?’

‘বামেন ভক্তে, হখেন যবকলাপং গহেদা, দক্ষিণেন হখেন দাতং গহেদা,
৫ দাতেন ছিন্তীতি ।’

‘যথা মহারাজ, যবলাবকো বামেন হখেন যবকলাপং গহেদা, দক্ষিণেন হখেন দাতং গহেদা, দাতেন ছিন্তি, এবমেব খো মহারাজ, যোগাবচরো মনসিকারেন মানসং গহেদা, পঞ্ঞায় কিলেসে ছিন্তি । এবং খো মহারাজ উহনলক্খণো মনসিকারো, এবং উহনলক্খণা পঞ্ঞা’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভক্তে, নাগসেনা’তি ।’

৯ । রাজা আহ—‘ভক্তে নাগসেন, য্পানে’তং ক্রসি—‘অঞ্ঞেহি চ কুসলেহি ধম্মেহীতি,’ কতমে তে কুসলা ধম্মা’তি ।’

‘শীলং মহারাজ, সদ্ধা, বিরিয়ং, সতি, সমাধি,—ইমে তে কুসলা ধম্মা’তি ।’

‘হী ভদন্ত ; জানি ।’

১৫ ‘মহারাজ, যবচ্ছেদনকারীরা কিরূপে যব ছেদন করে ?’

‘ভদন্ত, তাহারা বামহস্তে যবকলাপ ও দক্ষিণ-হস্তে দাত্র গ্রহণ করিয়া, দাত্র-দ্বারা তাহা ছেদন করে ।’

‘যেমন যবচ্ছেদনকারি-গণ মহারাজ, বামহস্তে যবকলাপ ও দক্ষিণহস্তে দাত্র ধারণ করিয়া, দাত্র-দ্বারা তাহা ছেদন করে, এই-প্রকারেই মহারাজ, যোগী মনসিকারের

২০ দ্বারা মন গ্রহণ করিয়া, প্রজ্ঞা-দ্বারা ক্লেশসমূহ ছেদন করে । মহারাজ, এইরূপে মনসিকারের লক্ষণ “উহন,” এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ “ছেদন” ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

কুশলধর্ম-সমূহ ।

৯ । রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি বলিতেছেন (২.১.৫৭)—

২৫ “এবং অন্ত কতকগুলি কুশলধর্ম হেতু,” সেই কুশলধর্ম-সমূহ কি ?’

‘মহারাজ, শীল, শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি ও সমাধি,—ইহাৱাই সেই কুশল ধর্ম ।’

‘কিংলক্ষণং ভবে, শীল’স্তি।’

‘পতিষ্ঠালক্ষণং মহারাজ, শীলং। সর্ববৎস কুলশাস্ত্রং স্বাক্ষরং ইন্দ্রিয়-বল-বোধ-জ-মগ্গ-সতিপট্টান-সম্মদধান-ইন্দিপাদ-সম্মদ-সমাধি-সমাপত্তি-সীলং পতিষ্ঠা। শীলে পতিষ্ঠিতস্। ধো মহারাজ, সর্ববৎস কুলশাস্ত্রং স্বাক্ষরং পরিহার্যতীতি।’

৫ ‘ওপন্নং করোহীতি।’

‘যথা, মহারাজ, যে-কেচিৎ বীজগাম-ভূতগামা বুদ্ধিঃ বিরুদ্ধাঃ বেগুনাঃ আপজ্জতি, সর্ববৎস তে পঠবিৎ নিদস্য, পঠবিৎ পতিষ্ঠায়; এবমেতে বীজগাম-ভূতগামা বুদ্ধিঃ বিরুদ্ধাঃ বেগুনাঃ আপজ্জতি। এবমেব, ধো মহারাজ, যোগাষট্ঠো সীলং নিদস্য, শীলে পতিষ্ঠায়, পক্ষি’জ্জিহ্বা ভাবেতি—সক্তি’জ্জিহ্বা, বিরহি’জ্জিহ্বা, সক্তি’জ্জিহ্বা’,

১০ সমাধি’জ্জিহ্বা, পঞ্জি’জ্জিহ্বা’স্তি।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং করোহীতি।’

‘যথা, মহারাজ, যে-কেচিৎ বলকরণীয়া কথন্তা করীয়ন্তি, সর্ববৎস তে পঠবিৎ নিদস্য, পঠবিৎ পতিষ্ঠায়; এবমেতে বলকরণীয়া কথন্তা করীয়ন্তি। এবমেব

শীলের লক্ষণ।

১৫ ‘ভদন্ত, শীলের লক্ষণ কি?’

‘মহারাজ, শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কুলশাস্ত্র, (পঞ্চবিধ) ইন্দ্রিয়-বল, (সপ্তবিধ) বোধি-অর্থাৎ জ্ঞানের অঙ্গ, চতুর্বিধ (নির্মাণ-)-মার্গ, (চতুর্বিধ) স্বভূতাপহান, (চতুর্বিধ) সম্যক প্রদান (চেষ্টা), (চতুর্বিধ) ঋদ্ধিপাদ, (চতুর্বিধ) ধ্যান, (অষ্টবিধ) বিমোক্ষ, (চতুর্বিধ) সমাধি, ও (অষ্টবিধ) সমাপত্তি—এই সকলের প্রতিষ্ঠা শীল। মহারাজ, নিখিল কুলশ-

২০ শাস্ত্র শীলকে অবলম্বন করিয়া পরিক্ষণ হয় না।’

‘উপমা (প্রদান) করুন।’

‘যেমন, মহারাজ, যে-কোন বীজ ও জীব-সমূহ বৃদ্ধি, বিরুদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে, তৎ-সমুদয় পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত; এবং এই প্রকারে বীজ ও জীব-সমূহ বৃদ্ধি, বিরুদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে। এইরূপ মহারাজ, যোগী ২৫ শীল আশ্রয় করিয়া, শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বলের ভাবনা করিয়া থাকেন।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

যেমন, মহারাজ, যে-কোন বলসাধ্য কর্মসমূহ অহুষ্ঠিত হয়, তৎ-সমুদয়কে পৃথিবী আশ্রয় করিয়া,—পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া করিতে হয়; এবং এই প্রকারে এই বল-সাধ্য ৩০ কর্মসমূহ করা হইয়া থাকে। এইরূপ মহারাজ, যোগী শীল আশ্রয় করিয়া,—শীলে

খো মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিদস্য, সীলে পতিট্টায় পক্ষি'জিয়ানি ভাবেতি—
সন্ধি'জিয়ং, বিরিশি'জিয়ং, সতি'জিয়ং, সমাধি'জিয়ং, পঞ্ছ'জিয়'স্তি।'

'ভিষ্যো ওপস্মং করোহীতি।'

৫ 'যথা, মহারাজ, নগরং ডঢ়কি নগরং মাপেতুকামো পঠমং নগরট্টানং সোধাপেত্বা,
খাপুকটকং অপকডঢ়াপেত্বা, সমং কারাপেত্বা, ততো অপরভাগে বীথি-চতুষ্ক-
সিংঘাটকাদি-পরিচ্ছেদেন বিভজিত্বা নগরং মাপেতি; এবমেব খো মহারাজ, যোগাবচরো
সীলং নিদস্য, সীলে পতিট্টায় পক্ষি'জিয়ানি ভাবেতি—সন্ধি'জিয়ং, বিরিশি'জিয়ং,
সতি'জিয়ং, সমাধি'জিয়ং, পঞ্ছ'জিয়'স্তি।'

'ভিষ্যো ওপস্মং করোহীতি।'

১০ 'যথা, মহারাজ, লজ্বকো সিগ্গং দস্‌সেতুকামো পঠবিং খণাপেত্বা, সন্ধুথর-কঠলকং
অপকডঢ়াপেত্বা, ভূমিং সমং কারাপেত্বা, মুহুং ভূমিয়া সিগ্গং দস্‌সেতি; এবমেব খো
মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিদস্য, সীলে পতিট্টায়, পক্ষি'জিয়ানি ভাবেতি—

প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ-ইন্দ্రిয়ের অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়-
বলের ভাবনা করিয়া থাকেন।'

১৫ আরও উপমা (প্রদান) করুন।'

'মহারাজ, যেমন কোন নগর-নির্মাণেছু নগর-বর্দ্ধকি (ছুতার) প্রথমে নগর-স্থানকে
শোধন করাইয়া, স্থাপু ও কণ্টক অপনীত করাইয়া তাহা সমান করায়, এবং পরে
অপর-ভাগে বীথি, চতুষ্ক ও শৃঙ্গাটক-প্রভৃতি সীমানির্ধারণপূর্বক বিভক্ত করিয়া
নগর নির্মাণ করে, এইরূপই মহারাজ, যোগী শীল আশ্রয় করিয়া,—শীলে প্রতিষ্ঠিত
২০ হইয়া, শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ ইন্দ্రిয়ের অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়-বলের
ভাবনা (উৎপাদন) করে।'

'আরও উপমা (প্রদান) করুন।'

'মহারাজ, যেমন কোন লজ্বক (বাজিকর) (স্বকীয়) শিল্প দেখাইবার জন্ত
প্রথমে পৃথিবী খনন করাইয়া, ও তাহা হইতে ছোট ছোট পাথর ও খোলাকুটি
২৫ সকল অপনীত করাইয়া ভূমিকে সমান করায়, এবং মুহু ভূমির উপর শিল্প দেখায়,
এইরূপ মহারাজ, যোগী শীল আশ্রয় করিয়া,—শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা-

সন্ধি'দ্রিয়ং, বিরিসি'দ্রিয়ং, সতি'দ্রিয়ং, সমাধি'দ্রিয়ং, পঞ্ছ'দ্রিয়ং । তাসিতমু'পেতং
মহারাজ, ভগবতা—

“সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ছা চিত্তং পঞ্ছাঞ্চ ভাবয়ং ।

আতাপী নিপকো ভিক্ষু সো ইমং বিজটয়ে জট'ন্তি ।”

“অয়ং পতিট্ঠা ধরনীব পাণিনং,

ইদঞ্চ মূলং কুসলাভিবুদ্ধিয়া ।

মুখঞ্চিদং সর্বজিনামুসাসনে,

যো সীলকথকো বরপাতিমোক্খিয়ো 'তি ।”

‘কল্লো'সি ভন্তে, নাগসেনা'তি ।’

১০। ১০। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণা সদ্ধা'তি ।’

‘সম্পাদন-লক্খণা চ মহারাজ, সদ্ধা সম্পক্খন্ন-লক্খণা চা'তি ।’

বীৰ্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বলের ভাবনা করে।
মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেনও—

“সেই বিজ্ঞ ভিক্ষু জীব শীল-প্রতিষ্ঠায়

১৫ সমাধি ও ‘বিপস্সনা’ করিয়া ভাবনা,

হ'য়ে বীৰ্য্যযুক্ত, আর প্রজ্ঞা লাভ করি,

করে এই (তৃষ্ণা-জাল-) জটীর ছেদন ।”

“এই শীল ভূমি-সম জীবের প্রতিষ্ঠা,

কুশল বুদ্ধির মূল—কারণ ইহাই,

২০ সর্ব জিন-উপদেশে ইহাই প্রধান,

‘প্রাতিমোক্খ’-নিয়মেতে ইহা শ্রেষ্ঠ হয় ।”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

শ্রদ্ধার লক্ষণ ।

১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, শ্রদ্ধার লক্ষণ কি ।’

২৫ ‘শ্রদ্ধার লক্ষণ মহারাজ, “সম্প্রদান” (প্রসন্নতা-উৎপাদন), ও “সম্প্রদান” (উৎ-
পন্ন—উৎসর্গ—একবারে মহাকাঙ্ক্ষা) ।

‘কথং ভক্তে, সম্প্রসাদন-লক্ষণা সদ্ধা’তি ?’

‘সদ্ধা খো মহারাজ উৎসাহমানা নীবরণে বিক্খভেতি, বিনীবরণং চিত্তং হোতি অচ্ছং,
বিপ্লবসন্নং, অনাবিলং । এবং খো মহারাজ, সম্প্রসাদন-লক্ষণা সদ্ধা’তি ।’

‘উপম্ব করোহীতি ।’ /

- ৫ ‘যথা মহারাজ, রাজা চক্রবর্তী চতুরঙ্গিনীয়া সেনায় সহিং অজ্ঞানমগ্গপটিপন্নো
পরিভ্রং উদকং তরেষ্য ; তং উদকং হত্থীহি চ, অস্বেহি চ, পত্থীহি চ খুত্তিতং ভবেষ্য
আবিলং, নুলিতং, কলনীভূতং ; উত্তিপ্পো চ রাজা চক্রবর্তী মম্বসুসে আগাপেষ্য—“পানীয়ং
ভনে, অহিরথ পিবিদসামীতি ;” রঞ্ঞো চ উদকপ্রসাদকো মণি ভবেষ্য ; “এবং
দেবু’তি—খো তে মম্বসুসে রঞ্ঞো চক্রবর্তিসু পটিসম্বুত্যা তং উদকপ্রসাদকং মণিং
১০ উদকে পক্খিপেষুয়ং ; তস্মিণ্ণ উদকে পক্খিত্তমত্তে সম্ব-সেবাল-পণকং বিগচ্ছেষ্য, কদম্মো
চ সরিসীদেষ্য, অচ্ছং ভবেষ্য উদকং বিপ্লবসন্নং অনাবিলং । ততো রঞ্ঞো চক্রবর্তিসু
পানীয় উপনামেষুয়ং—“পিবতু দেবো পানীয়’ত্তি ।” যথা মহারাজ উদকং, এবং চিত্তং
দট্টব্বং ; যথা তে মম্বসুসে, এবং যোগাবচরো দট্টব্বো ; যথা সম্ব-সেবাল-পনকং,

‘কি প্রকারে ভদন্ত, শ্রদ্ধার লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ?’

- ১৫ ‘মহারাজ, উৎপত্তমান শ্রদ্ধা (কাম, ধেষ, তদ্ধা, গর্ব ও মোহ এই পঞ্চবিধ মানসিক)
প্রতিবন্ধককে প্রতিবন্ধ করে। অতএব চিত্ত প্রতিবন্ধকহীন হইয়া নির্মল, সুপ্রসন্ন ও
অনাবিল হয়। মহারাজ, এইরূপেই শ্রদ্ধার লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন চক্রবর্তী রাজা চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত পথের অগ্রে
২০ গমন করিতে করিতে কোন অন্ন জল পার হন, আর সেই জল হত্থী, অশ্ব, রথ ও
পদাতি-সমূহের দ্বারা ক্ষুত্তিত হইয়া আবিল আন্দোলিত ও পত্থীভূত হয়, এবং সেই
সময়ে সেই জলোত্তীর্ণ চক্রবর্তী রাজা তাঁহার মম্বগগণকে আজ্ঞা করেন—“বলি, তোমরা
জল আহরণ কর, আমি পান করিব”, আর সেই রাজার যদি উদক-প্রসাদক অর্থাৎ
জলপরিষ্কারক মণি থাকে, তবে মম্বগগণ “জাঁ দেব”—বলিয়া আদেশ স্বীকারপূর্বক
২৫ সেই মণি জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিবে, এবং তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেই শম্ব, শৈবাল ও
পনক (পানা) বিগত হইবে, কদম্ম নীচে পড়িবে, এবং উদক নির্মল
সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হইবে। অনন্তর মম্বগগণ “দেব, জল পান করুন”—
এই বলিয়া চক্রবর্তী রাজার নিকট জল উপস্থিত করিবে। মহারাজ, যেমন এই
জল, চিত্তও এইরূপ দ্রষ্টব্য। যোগীকে ঐ জলপরিষ্কার-কারী মম্বগগণের
৩০ ত্রায় দেখিতে হইবে। যেমন, শম্ব, শৈবাল, পনক (পানা) ও কদম্ম

এবং কিলেসা দট্টব্বা; যথা উদকপ্পসাদকো মণি, এবং সদ্ধা দট্টব্বা; যথা উদকপ্পসদকে মণিমুহি উদকে পক্খিত্তমত্তে সদ্ধা-সেবাল-পণকং বিগচ্ছব্য, কদ্ধমো চ সরিসীদেব্যা, অচ্ছং ভবেব্যা উদকং বিপস্সনং অনাবিলং, এবমেব থো মহারাজ, সদ্ধা উপ্পজ্জমানা নীবরণে বিক্খন্তেতি, বিনীবরণং চিত্তং হোতি অচ্ছং বিপস্সন্নং অনাবিলং । এবং থো

৫ মহারাজ, সম্প্রসাদন-লক্ষণা সদ্ধা'তি ।'

‘কথং তত্তে, সম্পক্খন্ধন-লক্ষণা সদ্ধা'তি ?’

‘যথা, মহারাজ, যোগাবচরো অঞ্ঞেসং চিত্তং বিমুক্তং পস্সিদ্ধা সোতাপত্তিকলে বা, সন্ধদাগামিকলে বা, অনাগামিকলে বা, অরহন্তে বা সম্পক্খদ্ধতি, যোগং করোতি — অপ্রসন্নং পত্তিয়া, অনধিগতং অধিগমায়, অসচ্ছিকতন্ত সচ্ছিকিরিয়য়; এবং থো

১০ মহারাজ, সম্পক্খন্ধন-লক্ষণা সদ্ধা'তি ।'

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, উপরিপৰ্বতে মহামেষো অভিপ্রবস্সেয্য; তং উদকং যথানিয়ং পবত্তমানং পৰ্বতকন্দরপদরসাথা পরিপূরেজ্জা নদিং পপূরেয্য; সা উত্ততো কুলানি

(জলের মালিগ্ন-হেতু), ক্রেশকে এইরূপ (চিত্তমালিগ্ন-হেতু) দেখিতে হইবে। যেমন

১৫ উদক-প্রসাদক মণি, এইরূপ শ্রদ্ধাকে দেখিতে হইবে। যেমন উদক-প্রসাদক মণি উদকে প্রক্ষিপ্ত হইলে শব্দ, শৈবাল, ও পনক (পানা) বিগত হয়, কদ্ধম নীচে পড়িয়া যায়, এবং উদক নির্মল সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হয়, এই প্রকারই মহারাজ, উৎপাদ্যমান শ্রদ্ধা (পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ) প্রতিবন্ধকে প্রতিবন্ধ করে। অতএব প্রতিবন্ধকহীন চিত্ত নির্মল সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হয়। মহারাজ, এইরূপে শ্রদ্ধার

২০ লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ।’

‘ভদন্ত, “সম্প্রসাদন” কি প্রকারে শ্রদ্ধার লক্ষণ ?’

‘যেমন, মহারাজ যোগী অথ লোকের চিত্তকে (তৃষ্ণা-) বিমুক্ত দেখিয়া শ্রোতা-পত্তি-ফলে, বা সন্ধদাগামি-ফলে, বা অনাগামি-ফলে, বা অর্হত্তে “সম্প্রসাদন” (উৎপন্ন — উল্লসন — একবারে মহাকাঙ্ক্ষা) করে, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্ত, অজ্ঞাত

২৫ বস্তুর জ্ঞানের জন্ত, ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত উপায় করে। এইরূপ মহারাজ, শ্রদ্ধার লক্ষণ “সম্প্রসাদন” ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি পর্বতের উপর মহামেষ বর্ষণ করে, তবে সেই জল নিম্নভাগ-স্থানে প্রবর্তমান হইয়া পর্বতের কন্দর ও প্রদর- (গভীর বিবর) সাধা-সমূহ পরিপূর্ণ

সংবিন্দনস্তী গচ্ছেব্য ; অথ মহাজনকারো আগস্থা তস্মা নদিয়া উত্তানতং বা, গভীরতং
 বা অজানন্তো ভীতো বিখতো ভীরে: তিট্ঠেয্য ; অথ অঞ্ঞতরো পুরিসো আগস্থা
 অন্তনো ঠামঞ্চ বলঞ্চ সম্পসুস্তো গালুহং কচ্ছং বন্ধিত্বা, পক্খন্দিয়া তরেষ্য ; তং তিগ্গং
 পসুসিদ্ধা মহাজনকারো'পি তরেষ্য । এবমেব থো মহারাজ, যোগাবচরো অঞ্ঞেসং
 ৫ চিত্তং বিমুত্তং পসুসিদ্ধা সোতাপত্তিকলে বা, সন্ধাগামিকলে বা, অনাগামিকলে বা,
 অরহত্তে বা সম্পক্খদ্ধতি, যোগং কারাতি—অপ্পত্তস্স পত্তিয়া, অনবিগতস্স অবিগমায়,
 অসচ্ছিকতস্স সচ্ছিকিরিয়ায় । এবমেব থো মহারাজ, সম্পক্খদ্ধন-লক্খণা সদ্ধা'তি ।
 ভাসিতম'প'তং মহারাজ, ভগবতা "সংযুক্তনিকায়বরে"—

"সদ্ধায় তরতী ওঘং, অগ্গমাদেন অবং ।

১০ বিরিয়েন দুক্খং অচেতি, পঞ্ঞায় পরিসুস্বতীতি ॥"

'কল্লো'সি ভন্তে, নাগসেনা'তি ।'

করিয়া, (অবশেষে) নদীকে পরিপূর্ণ করে ; এবং সেই নদী উভয় কূলে প্রবাহিত হইয়া
 গমন করে । (মনে করুন এই সময়ে) বহু লোক আগমন করিয়া সেই নদীর
 ক্ষীততা ও গভীরতা না জানিয়া ভীত ও বিস্তৃত হইয়া ভীরে অবস্থান করিতেছে ।
 ১৫ এখন যদি অপর কোন পুরুষ নিজের সামর্থ্য ও বল বিচারপূর্বক দৃঢ়ভাবে কাছা বাধিয়া
 'সম্প্রস্কন্দন'—উল্লংঘন করিয়া তাহা উত্তীর্ণ হয়, তবে তাহাকে উত্তীর্ণ দেখিয়া সেই
 লোকসমূহও উত্তীর্ণ হয় । এইরূপ মহারাজ, অস্ত্রের চিত্তকে (তৃষ্ণা-) বিমুক্ত দেখিয়া
 যোগী শ্রোতাপত্তি-ফলে, বা সন্ধাগামি-ফলে, বা অনাগামি-ফলে, বা অর্হন্তে 'সম্প্রস্কন্দন'
 করে, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্ম, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞানের জন্ম, ও অপ্রত্যক্ষীকৃত
 ২০ বস্তুর প্রত্যক্ষ করার জন্ম উপায় করে । মহারাজ, এই প্রকারে শ্রদ্ধার লক্ষণ
 "সম্প্রস্কন্দন" । মহারাজ ভগবান্ শ্রেষ্ঠ "সংযুক্তনিকারে" ইহা বলিয়াছেনও—

"শ্রদ্ধা-বলে তরে লোক (কামাদি-) প্রবাহ,

অপ্রমাদে তরে এই (জীবন-) অর্ণব,

হুঃখের অত্যয় বীৰ্য্যে করিবারে পারে,

২৫ করে পরিশুদ্ধি লাভ প্রজ্ঞার প্রভাবে ।"

'ভস্তু নাগসেন, আগনি দক্ষ ।'

୧୧ । ରାଜା ଆହ—‘ଭକ୍ତ ନାମାଗନ, କିଂଲକ୍ଷଣ ବିରିବ’ତି ।’

‘ଉପସ୍ଥାନ-ଲକ୍ଷଣ ମହାରାଜ, ବିରିବ ; ବିରିବୁ’ପଥସ୍ଥିତା ସବ୍ବେ କୁସଳା ଧନ୍ୟା ନ ପରିହାରଣୀତି ।’

‘ଓପନ୍ନ କରୋହୀତି ।’

୧୨ । ‘ବଧା, ମହାରାଜ, ପୁରୀସୋ ଗେହେ ପତନ୍ତେ ଅଞ୍ଜଞ୍ଜନ ନାକ୍ଷଣ ଉପସ୍ଥାପ୍ୟା, ଉପସ୍ଥାପିତଃ
ସନ୍ତଃ ଏବଂ ତଃ ଗେହେ ନ ପତନ୍ତ୍ୟା । ଏବମେବ ଥୋ ମହାରାଜ, ଉପସ୍ଥାନ-ଲକ୍ଷଣ ବିରିବଃ,
ବିରିବୁ’ପଥସ୍ଥିତା ସବ୍ବେ କୁସଳା ଧନ୍ୟା ନ ପରିହାରଣୀତି ।’

‘ତିସ୍ୟୋ ଓପନ୍ନ କରୋହୀତି ।’

୧୩ । ‘ବଧା ମହାରାଜ, ପରିତକଂ ସେନଃ ମହତୀ ସେନା ଭଞ୍ଜ୍ୟା ; ତତୋ ରାଜା ଅଞ୍ଜଞ୍ଜମଞ୍ଜଞ୍ଜଃ
୧୪ । ଅଗ୍ନାରେବ, ଅଗ୍ନେସେବ ; ତଥା ସଞ୍ଜିଃ ପରିତକା ସେନା ମହତିଃ ସେନଃ ଭଞ୍ଜ୍ୟା । ଏବମେବ
ଥୋ ମହାରାଜ, ଉପସ୍ଥାନ-ଲକ୍ଷଣ ବିରିବଃ ; ବିରିବୁ’ପଥସ୍ଥିତା ସବ୍ବେ କୁସଳା ଧନ୍ୟା ନ ପରି-
ହାରଣୀତି ।’ ଭାସିତସ୍ତ୍ୱେ’ତଂ ମହାରାଜ, ତଦ୍ୱତା—‘ବିରିବବା ଥୋ ଡିକ୍ଷବେ, ଅରିୟସାବକୋ

ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ ।

୧୫ । ରାଜା ବଲିଲେନ—‘ଭଦ୍ର ନାମାଗନେ, ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ କି ?’

୧୬ । ‘ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ ମହାରାଜ, ‘ଉପସ୍ଥାନ’ (ନିରୋଧ, ଧାରଣ) ; ସମସ୍ତ କୁଶଳ-ଧର୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟେର
ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ (ନିରୁଦ୍ଧ, ଧୃତ) ହେବା ପରିହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ।

‘ଉପମା (ପ୍ରଦାନ) କରନ ।’

୧୭ । ‘ସେନ, ଗୃହ ପତନୋନ୍ମୁଖ ହେଲେ, ମହାରାଜ, ଲୋକେ ଅନ୍ତ କାର୍ତ୍ତି-ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉପସ୍ଥାନ
(ନିରୋଧ, ଧାରଣ) କରେ, ଏବଂ ଏହିରୂପେ ଉପସ୍ଥାନ (ନିରୁଦ୍ଧ, ଧୃତ) ହେବା ସେହି ଗୃହ ଆର
୧୮ । ପତିତ ହୁଏ ନା । ମହାରାଜ, ଏହିରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ ‘ଉପସ୍ଥାନ’ (ନିରୋଧ, ଧାରଣ) ; ଇହାର
ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ (ନିରୁଦ୍ଧ, ଧୃତ) ହେବା କୁଶଳଧର୍ମ-ସମୂହ ପରିହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ।’

‘ଆରଓ ଉପମା (ପ୍ରଦାନ) କରନ ।’

୧୯ । ‘ସେନ, ମହାରାଜ, କେନ ମହତୀ ସେନା ଯଦି ଏକ ଅଗ୍ନ ସେନାକେ ଭଞ୍ଜ କରେ ତାହା
ହେଲେ (ସେହି ଅଗ୍ନସେନାଧିକାରୀ) ରାଜା ଅନ୍ତ-ଅନ୍ତ ସେନାକେ ଅହସରଣ କରନ,—ପଞ୍ଚାତେ
୨୦ । ପ୍ରେରଣ କରେନ, ଏବଂ ସେହି (ନବ ପ୍ରେରିତ) ସେନାର ସହିତ (ପୂର୍ବୋକ୍ତ) ଅଗ୍ନ ସେନା
(ମିଳିତ ହେବା) ମହତୀ ସେନାକେ ଭଞ୍ଜ କରେ । ମହାରାଜ, ଏହିରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଲକ୍ଷଣ
‘ଉପସ୍ଥାନ’ (ନିରୋଧ, ଧାରଣ), ବୀର୍ଯ୍ୟେର ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ ହେବା କୁଶଳଧର୍ମ-ସମୂହ ବିନଷ୍ଟ
ହୁଏ ନା । ମହାରାଜ ଭଗବାନ୍ ଇହା ବଲିୟାଛେମଓ—

‘ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରାବକ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍, ସେ ଅକୁଶଳ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଓ କୁଶଳକେ ଭାବନା

অকুশল পজহতি, কুশল ভাবেতি ;—সাবজ্ঞ পজহতি, অনবজ্ঞ ভাবেতি ;—সুচ-
মতানং পরিহরতীতি ।”

‘কল্লো’সি ভন্তে, নাগসেনা’তি ।’

১২। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণা সতীতি ।’

‘অপিলাপন-লক্খণা মহারাজ, সতি উপগব্ধনলক্খণা চা’তি ।’

‘কথং ভুত, অভিলাপন-লক্খণা সতীতি ।’

সতি মহারাজ, উপজ্জমানা কুশলাকুশল-সাবজ্ঞানবজ্ঞ-হীনগীত-কণ্ঠহৃৎ-সঙ্গীতাগ-
ধ্মে অপিলাপেতি—ইমে চত্তারো সতিপট্টানা, ইমে চত্তারো সম্মগ্গানা, ইমে চত্তারো
ইন্ধিপানা, ইমানি পক্কি’স্সিগ্গানি, ইমানি পঞ্চবলানি, ইমে সত্ত বোদ্ধা, অয়ং অয়িহো

১০. অট্টমিকো মগ্গো, অয়ং সমথো, অয়ং বিপস্সনা, অয়ং বিজ্জা, ইয়ং বিষুত্তীতি । ততো ১৮
যোগাষচরো সেবিতব্বে ধ্মে সেবতি, অসেবিতব্বে ধ্মে ন সেবতি ; ভজিতব্বে ধ্মে

করে ; বাহা সপাপ (‘সাবদ্য’), তাহা ত্যাগ করে, ও বাহা নিম্পাপ (নির-
বদ্য’) তাহাকে ভাবনা করে ; এবং আত্মাকে (নিজেকে) গুহ্য রাখে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

১৫

স্বতির লক্ষণ ।

১২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, স্বতির লক্ষণ কি ।’

‘মহারাজ, স্বতির লক্ষণ ‘অপিলাপন’ (অভিলাপন, চিন্তিত বিষয়কে বলান, পর্যালোচনা
করান) ও ‘উপগ্রহণ’ (ধারণ) ।

‘ভদন্ত, কি প্রকারে স্বতির লক্ষণ ‘অপিলাপন’ ।’

২০. ‘মহারাজ, উপগ্রহণ স্বতি (ইহা বাহার অন্তঃকরণে উপগ্রহ হয় তাহাকে)
কুশল-অকুশল, সপাপ-নিম্পাপ (সাবদ্য-নিরবদ্য), হীন-উত্তম, বিশ্বদ-অবিশদ
ও এতাদৃশ অপর ধর্ম সকলকে (এইরূপে) বলায় অর্থাৎ পর্যালোচনা করায়
(‘অভিলাপেতি’)—“এই চারি স্বত্বাপস্থান, এই চারি সম্যক্ প্রজ্ঞান (চেষ্টা), এই
পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই পঞ্চ বল, এই সপ্ত বোধি-অঙ্গ, এই আট্টাষ্টমিক মার্গ, এই
শান্তি, এই বিদর্শন (‘বিপস্সনা’), এই বিদ্যা, এবং এই বিষুত্তি । অনন্তর যোগী
সেবনীয় ধর্ম সেবন করে, এবং অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না ; অসাব্য ধর্ম সকলের

ভজতি, অভজিতব্বে ধম্মে ন ভজতি । এবং খো মহারাজ, অপিলাপন-লক্ষণা সতীতি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

- ‘যুধা, মহারাজ, রঞ্জে চক্রবত্তিন্স ভাণ্ডাগারিকো রাজানং চক্রবত্তিং সাযং পাতং
৫ যসং সরাপেতি—“এতকা দেব, তে হত্থী, এতকা অন্সা, এতকা রথা, এতকা পত্তী, এতকং হিরঞ্জেং, এতকং সুবর্ণং, এতকং সাপতেয্যং,—তং দেবো সরহু’তি” রঞ্জে সাপতেয্যং অপিলাপেতি ; এবমেব খো মহারাজ, সতি উপপ্জ্জমানা কুসলাকুসল-সাবজ্জা-বজ্জা-হীনপ্পগীত-কহ্মস্ক-সম্পট্টিভাগ-ধম্মে অপিলাপেতি—ইমে চত্তারো ইন্ধিপাদা, ইমানি পঙ্ক’জ্জিয়ানি, ইমানি পঞ্চ বলানি, ইমে সত্ত বোজ্জাঙ্গা, অয়ং অরিয়ো অট্টঙ্গিকো মগ্গো,
১০ অয়ং সমথো, অয়ং বিপন্সনা, অয়ং বিজ্জা, অয়ং বিমুক্তীতি । ততো যোগাবচরো দেবিতব্বে ধম্মে সেবতি, অসোবিতব্বে ধম্মে ন সেবতি ; ভজিতব্বে ধম্মে ভজতি, ন-ভজিতব্বে ধম্মে ন ভজতি । এবং খো মহারাজ, অপিলাপন-লক্ষণা সতীতি ।’

‘কথং ভন্তে উপগম্হনলক্ষণা সতীতি ।’

- আরাধনা করে, এবং অনারাধ্য ধর্মসকলের আরাধনা করে না । মহারাজ, এইরূপে
১৫ স্থতির লক্ষণ ‘অপিলাপন’ ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ‘যেমন, মহারাজ, কোন চক্রবর্তী রাজার ভাণ্ডাগারিক সাযং ও প্রাতঃ-সময়ে তাঁহাকে
তাঁহার (সমৃদ্ধিরূপ) যশ স্মরণ করাইয়া দেয়—“দেব, আপনার এতগুলি হস্তী, এত-
গুলি অশ্ব, এতগুলি রথ, এতগুলি পদাতি, এত হিরণ্য, এত সুবর্ণ, ও এত ধন
২০ আছে ; দেব, ইহা আপনি স্মরণ করুন ।” এবং এইরূপে সে রাজাকে তাঁহার ধন
বলায় অর্থাৎ পর্যালোচনা করাইয়া দেয় (‘অভিলাপেতি’) । এইরূপই মহারাজ,
উপদ্যমান স্থতি কুশল-অকুশল, সপাপ-নিপ্পাপ, হীন-উত্তন, কৃষ্ণ-শুক্র ও এতাদৃশ
ধর্ম সকলকে বলায়, অর্থাৎ পর্যালোচনা করাইয়া দেয় (‘অভিলাপেতি’)—এই
চারি স্মৃত্যুপস্থান, এই চারি সম্যক্ প্রধান (চেষ্টা), এই চারি ঋদ্ধিপাদ, এই পঞ্চ
২৫ ইন্দ্রিয়, এই পঞ্চ বল, এই সপ্ত বোধি-অঙ্গ, এই আৰ্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই শান্তি, এই
বিদর্শন (‘বিপন্সনা’), এই বিদ্যা, এবং এই বিমুক্তি ।” অনন্তর যোগী সেবনীয় ধর্ম
সেবন করে, এবং অসেবনীয় ধর্ম সেবন করে না ; আরাধ্য ধর্ম সকলের আরাধনা
করে, এবং অনারাধ্য ধর্ম সকলের আরাধনা করে না । মহারাজ, এইরূপে স্থতির
লক্ষণ ‘অভিলাপন’ ।’

- ৩০ ‘ভদন্ত, কি প্রকারে স্থতির লক্ষণ ‘উপগ্রহণ’ (ধারণ) ?’

‘স্বতি মহারাজ, উন্নতমান হিতাহিতানং ধর্মানং গতিরো সময়েসতি—ইমে ধর্ম্মা হিতা, ইমে ধর্ম্মা অহিতা ; ইমে ধর্ম্মা উপকারা, ইমে ধর্ম্মা অনুপকারা’তি । ততো যোগাবচরো অহিতে ধর্ম্মে অপমুদেতি, হিতে ধর্ম্মে উপগম্হাতি ; অনুপকারে ধর্ম্মে অপমুদেতি, উপকারে ধর্ম্মে উপগম্হাতি । এবং ধো মহারাজ, উপগম্হন-লক্ষণা

৫ সত্যীতি ।’

‘উপদ্যং করোহীতি ।’

‘ধর্ম্মা, মহারাজ, রঞ্জে চক্রবর্ত্তিস্থ পরিণায়করতনং রঞ্জে হিতাহিতে জানাতি—ইমে রঞ্জে হিতা, ইমে অহিতা ; ইমে উপকারা, ইমে অনুপকারা’তি ।

- ততো অহিতে অপমুদেতি, হিতে উপগম্হাতি ; অনুপকারে অপমুদেতি, উপকারে
- ১০ উপগম্হাতি । এবং ধো মহারাজ, সতি উন্নতমান হিতাহিতানং ধর্মানং গতিরো সময়েসতি—ইমে ধর্ম্মা হিতা, ইমে ধর্ম্মা অহিতা ; ইমে ধর্ম্মা উপকারা, ইমে ধর্ম্মা অনুপকারা’তি । ততো যোগাবচরো অহিতে ধর্ম্মে অপমুদেতি, হিতে ধর্ম্মে

- ‘উৎপাদ্যমান স্বতি মহারাজ, হিতাহিত ধর্ম্মের গতি অবেষণ করে—“এই সকল ধর্ম্ম হিতকর, এই সকল ধর্ম্ম অহিতকর ; এবং এই সকল ধর্ম্ম উপকারক,
- ১৫ এই সকল ধর্ম্ম অনুপকারক ।” অনন্তর যোগী অহিতকর ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও হিতকর ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে (‘উপগম্হাতি’) ; এবং অনুপকারক ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও উপকারক ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে । এইরূপে মহারাজ, স্বতির লক্ষণ ‘উপগ্রহণ’ (ধারণ) ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ২০ ‘মহারাজ, যেমন কোন চক্রবর্ত্তী রাজার শ্রেষ্ঠ-অধিনায়ক (‘পরিণায়করতনং’) রাজার হিতকর ও অহিতকর লোকগণকে জানেন—“ইহারা হিতকর, ও ইহারা অহিতকর ; এবং ইহারা উপকারক, ও ইহারা অনুপকারক ।” এইরূপ জানিয়া তিনি অহিতকরগণকে পরিত্যাগ করেন, ও হিতকরগণকে গ্রহণ করেন ; এবং অনুপকারকগণকে পরিত্যাগ করেন, ও উপকারকগণকে গ্রহণ করেন । এইরূপই
- ২৫ মহারাজ, উৎপাদ্যমান স্বতি হিতাহিত ধর্ম্মের গতি অবেষণ করে—“এই সকল ধর্ম্ম হিতকর, ও এইসকল ধর্ম্ম অহিতকর ; এবং এই সকল ধর্ম্ম উপকারক, ও এই সকল ধর্ম্ম অনুপকারক ।” অনন্তর যোগী অহিতকর ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও হিতকর

উপগৃহীতি ; অনুপকারে - ধন্যে অপদ্রুতি, উপকারে ধন্যে উপগৃহীতি । এবং
খো মহারাজ, উপগৃহনলক্খণা সতি । ভাসিতম্'পে'তং মহারাজ, ভগবতা—“সতিং
চ খুহং ভিক্খবে, সৰ্ব'থিকং বদামীতি ।”

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৫ ১৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণো সমাধীতি ?’

‘গমুখলক্খণো মহারাজ, সমাধি ; যেকেচি কুসলা ধম্মা, সৰ্বে তে সমাধিপমুখা
হোন্তি, সমাধিনিম্না, সমাধিপোণা, সমাধিপভ্ভারা’তি ।’

‘ওপম্মং কন্নোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কুটাগারস্ যা কাচি গোপানসিয়ো, সৰ্বা তা কুটজমা হোন্তি,
১০ কুটনিম্না, কুটসমোসরণা ; কুটং তাসং অগ্গমক্খায়তি । এবমেব খো মহারাজ,
যে কেচি কুসলা ধম্মা, সৰ্বে তে সমাধিপমুখা হোন্তি, সমাধিনিম্না, সমাধিপোণা,
সমাধিপভ্ভারা’তি ।’

ধৰ্ম্ম সকল গ্রহণ করে ; এবং অনুপকারক ধৰ্ম্ম সকল পরিত্যাগ করে, ও উপকারক
ধৰ্ম্ম সকল গ্রহণ করে । মহারাজ, এই প্রকারে স্মৃতির লক্ষণ ‘উপগ্রহণ’ । ভগবান্

১৫ ইহা বলিয়াছেন ও মহারাজ,—“ভিক্ষুগণ, স্মৃতিকে আমি সৰ্বার্থ-সাধন বলি ।”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সমাধির লক্ষণ ।

১৩। ‘ভদন্ত নাগসেন, সমাধির লক্ষণ কি ?’

‘মহারাজ, সমাধির লক্ষণ এই যে ইহা (সকলের) ‘প্রমুখ’ (শ্রেষ্ঠ) ; কেননা, যে-
২০ কোন কুশল ধৰ্ম্ম আছে, তৎসমুদয় সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন (অর্থাৎ সমাধির দিকে
নত), সমাধি-প্রবণ, এবং সমাধিতে তাহাদের প্রধান ভার অবস্থিত (সমাধি-
প্রাগ্ভার) ।

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, কুটাগারের যে-সকল ছাদের নিম্নস্থ কাঠ (‘গোপানসী’) থাকে,
২৫ তৎ-সমুদয় কুট বা শৃঙ্গে গমন করে, এবং তাহাতে নিম্ন ও সজ্জত হইয়া থাকে ;
এবং সেই কুট তাহাদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় । এইরূপই মহারাজ, যে-কোন
কুশল ধৰ্ম্ম আছে, তাহার সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন (অর্থাৎ সমাধির দিকে নত),
সমাধি-প্রবণ, এবং সমাধিতে তাহাদের প্রধান ভার অবস্থিত ।’

‘তিমো ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচি রাজা চতুরঙ্গিনিয়া সেনার সন্ধিঃ সন্ধাঃ ওতরেয়া ; সৰ্ব্বা চ সেনা—হস্তী চ, অন্ধা চ, রথ চ, পত্তী চ তপ্পমুখা ভবেয়ুঃ, তন্নিন্না, তন্নোণা, তপ্পব্ভারা, তং য়েব অল্পপরিয়ায়েয়ুঃ । এবমেব যো মহারাজ, য়ে কেচি কুসলা ধম্মা, সৰ্ব্বে তে সমাধিপমুখা, সমাধিনিয়া, সমাধিপোণা, সমাধিপব্ভারা । এবং যো মহারাজ, পমুখলক্ষণো সমাধি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—“সমাধিঃ ভিক্ষুবে, ভূবেধ ; সমাহিতো যথাভূতং পজ্জানীতীতি ।”

‘কল্লো’ম্মি ভন্তে নাগসেনো’তি !’

১৪। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, কিংলক্ষণা পঞ্ঞা’তি ?’

১০. ‘পূৰ্বে যো মহারাজ, ময়া বৃত্তং—ছেদন-লক্ষণা পঞ্ঞাতি ; অপিচ ওভাসন-লক্ষণা’পি পঞ্ঞা’তি ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন রাজা চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এবং সমস্ত সেনার—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির তিনি শ্রেষ্ঠ হন, তাঁহাতে তাহার ২০ নত থাকে, ও তৎ-প্রবণ হয়, এবং তাঁহাতে তাহাদের প্রধান ভার থাকে, তাহা হইলে, তাহারা তাঁহার পশ্চাতে পর্যায় ক্রমে অবস্থিত হইবে। এইরূপই মহারাজ, যেকোন কুশল ধৰ্ম্ম আছে, তাহারা সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিয় (অর্থাৎ সমাধির দিকে নত), সমাধি-প্রবণ, এবং সমাধিতে তাহাদের প্রধান ভার অবস্থিত। মহারাজ, এইরূপে সমাধির লক্ষণ এই যে, ইহা ‘প্রমুখ’ (শ্রেষ্ঠ)। ভগবান্ ইহা ২৫ বলিয়াছেনও মহারাজ,—“হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাষনা কর ; সমাহিত ব্যক্তি যথাভূত (বস্তুতঃ) জানিতে পারে ।”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

প্রজ্ঞার লক্ষণ ।

১৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, প্রজ্ঞার লক্ষণ কি ?’

৩০. ‘মহারাজ, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞার লক্ষণ ‘ছেদন’ (২১১৬); আবার

১. ‘অবভাসনও’ (প্রকাশনও) প্রজ্ঞার লক্ষণ হয় ।’

‘কথং ভক্তে, ওভাসন-লক্ষণা পঞ্জ্যে’তি ।’

‘পঞ্জ্যে মহারাজ, উগ্গজ্জমানা অবিজ্জ’ক্কারং বিধমেতি, বিজ্জো’ভাসং জনেতি, ঞ্ণালোকং বিদংসেতি, অরিয়সচ্চানি পাকটানি কৰোতি । ততো যোগাবচরো অনিচ্ছ’স্তি বা, হৃৎথ’স্তি বা, অনত্তা’তি বা সম্মপ্পঞ্জ্যেয় পম্ভসীতি ।’

২ ‘ওপম্মং কৰোহীতি ।’

‘বথা, মহারাজ, পুরিসো অক্কারে গেহে পদীপং পবেসেব্য, পবিট্টো পদীপো অক্কারং বিধমেতি, ওভাসং জনেতি, আলোকং বিদংসেতি, ঞ্ণপানি পাকটানি কৰোতি । এবমেব থো মহারাজ, পঞ্জ্যে উগ্গজ্জমানা অবিজ্জ’ক্কারং বিধমেতি, বিজ্জো’ভাসং জনেতি, ঞ্ণালোকং বিদংসেতি, অরিয়সচ্চানি পাকটানি কৰোতি ।

৩ ততো যোগাবচরো অনিচ্ছ’স্তি বা, হৃৎথ’স্তি বা, অনত্তা’তি বা সম্মপ্পঞ্জ্যেয় পম্ভসীতি । এবং থো মহারাজ, ওভাসন-লক্ষণা পঞ্জ্যে’তি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

‘কিরূপে ভদন্ত, ‘অবভাসন’ প্রজ্ঞার লক্ষণ ?’

১৫ উৎপদ্যমান প্রজ্ঞা মহারাজ, অবিদ্যা-অক্কার অপনীত করে, বিদ্যা-অবভাস উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোক প্রদর্শন করে, ও আর্ধ্য সত্য-সমূহ প্রকটিত করে । অনন্তর যোগী অনিত্য (সংসার), বা হৃৎথ, বা আত্মাভাবকে সম্যক্ জ্ঞান-পূর্বক দেখিতে পারে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘বেমম’ মহারাজ, কোন লোক যদি অক্কার-গৃহে প্রদীপ প্রবেশ করায়, সেই প্রবিষ্ট প্রদীপ অক্কার অপনীত করে, অবভাস উৎপন্ন করে, আলোক প্রদর্শন করে, ও রূপ সকল প্রকটিত করে, এইরূপই মহারাজ, উৎপদ্যমান প্রজ্ঞা অবিদ্যা-অক্কার অপনীত করে, বিদ্যা-অবভাস উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোকে প্রদর্শন করে, ও আর্ধ্য-সত্য-সমূহকে প্রকটিত করে । অনন্তর যোগী অনিত্য (সংসার), বা হৃৎথ, বা আত্মা-ভাবকে সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক দেখিতে পারে । মহারাজ, এই প্রকারে প্রজ্ঞার লক্ষণ

২৫ ‘অবভাস’ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫। রাজা আহ—‘ভদ্রে নাগসেন, ইমে ধন্য নানা সত্তা একং অর্থং অভিনিপুণ্যদেস্তীতি ?’

‘আম মহারাজ ; ইমে ধন্য নানা সত্তা একং অর্থং অভিনিপুণ্যদেস্তি,—কিলেসে হনস্তীতি ।’

৫ ‘কথং ভদ্রে, ইমে ধন্য নানা সত্তা একং অর্থং অভিনিপুণ্যদেস্তি,—কিলেসে হনস্তি ? ওপন্নং করোহীতি ।’

‘ধন্য, মহারাজ, সেনা নানা সত্তা—হস্তী চ, অশ্বা চ, রথ চ পদাতি চ একং অর্থং অভিনিপুণ্যদেস্তি,—সংগ্রামে পরসেনং অভিবিক্রিনস্তি, এবমেব ধো মহারাজ, ইমে ধন্য নানা সত্তা একং অর্থং অভিনিপুণ্যদেস্তি,—কিলেসে হনস্তীতি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভদ্রে নাগসেনা’তি ।’

পঠমো বগ্গো ।

নানাদর্শের এক প্রয়োজন ।

১৫। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রং নাগসেন, এই সকল ধর্ম নানা হইয়া কি এক অর্থ (প্রয়োজন) নিশ্চয় করে ?’

১৫ ‘হী মহারাজ ; এই সকল ধর্ম নানা হইয়া এক অর্থ নিশ্চয় করে,—ক্লেশসমূহকে নষ্ট করে ।’

‘ভদ্রং কি প্রকারে এই সকল ধর্ম নানা হইয়া এক প্রয়োজন নিশ্চয় করে,—ক্লেশসমূহকে বিনষ্ট করে ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘যেমন, মহারাজ, সেনা হস্তী-অশ্ব-রথ-ও পদাতি-রূপে নানা হইয়া এক প্রয়োজন নিশ্চয় করে,—সংগ্রামে শত্রুসেনাকে পরাজিত করে ; এইরূপই মহারাজ, এই সকল ধর্ম নানা হইয়া এক প্রয়োজন নিশ্চয় করে,—ক্লেশসমূহকে বিনষ্ট করে ।’

‘ভদ্রং নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ইতি প্রথম বর্গ ।

১। রাজা আহ—‘ভস্বে নাগসেন, যো উগ্গজ্জতি, সো এব সো, উদাহ
অঞ্ঞো’তি ?’

ধেয়ো আহ—‘ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো’তি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

৬ ‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—যদা ঙ্গং দহরো, তরুণো, মল্লো, উত্তানসেয্যকো
অহোসি, সো য়েব ঙ্গং এতরহি মহন্তো’তি ?’

‘নহি ভস্বে ; অঞ্ঞো সো দহরো তরুণো, মল্লো, উত্তানসেয্যকো অহোসি,
অঞ্ঞো অহং এতরহি মহন্তো’তি ।’

‘এবং সন্তে খো মহারাজ, মাতা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি, পিতা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি,

১০ আচরিয়ে’তি’পি ন ভবিস্‌সতি, সিন্নবা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি, সীলবা’তি’পি ন
ভবিস্‌সতি, পঞ্ঞাবা’তি’পি ন ভবিস্‌সতি । কিম্মু খো মহরোজ, অঞ্ঞা এব
কলসদ্‌স মাতা, অঞ্ঞা অব্‌বুদ্‌স মাতা, অঞ্ঞা পেসিয়া মাতা, অঞ্ঞা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় বর্গ ।

১৫ যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই, অথবা অন্য ?

১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে উৎপন্ন হয়, সে কি সেই, অথবা অন্য ?’

হাবির বলিলেন—‘সেও নহে, অন্যও নহে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, তাহা আপনি কি মনে করেন ?—যখন আপনি শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও

২০ উত্তানশারী ছিলেন, (তখনকার) সেই আপনিই কি এখন বৃহৎ ?’

‘না ভদন্ত ; সেই শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও উত্তানশারী অন্য, আর এখন বৃহৎ আমি
অন্য ।’

‘মহারাজ, ইহাই যদি হয়, তবে, মাতাও কেহ হইবে না, পিতাও কেহ হইবে না,
আচার্য্যও কেহ হইবে না, শিল্পবান্‌ও কেহ হইবে না, সীলবান্‌ও কেহ হইবে না,

২০ এবং প্রজ্ঞাবান্‌ও কেহ হইবে না । তবে কি মহারাজ, জ্ঞেয় প্রথমাবস্থায় (‘কলনের’)
মাতা অন্য, দ্বিতীয়াবস্থায় (‘অবুদের’) মাতা অন্য, তৃতীয়াবস্থায় (‘পেশীর’) মাতা

ঘনসূস মাতা ? অঞ্ঞা খুদকসূস মাতা, অঞ্ঞা মহসূস মাতা ? অঞ্ঞা সিগ্নং সিক্খতি, অঞ্ঞা সিক্খিতো ভবতি ? অঞ্ঞা পাপকর্মে করোতি, অঞ্ঞসূস হত্থপাদা হিহুত্তীতি ?

‘নহি ভন্তে । স্বং পন ভন্তে, এবং বৃত্তে কিং বদেয়ামীতি ?’

- ৫ খেরো আহ—‘অহঞ্ঞেব খো মহারাজ, দহরো অহোসিং তরুণো মন্ডো উত্তান-সেযাকো, অহঞ্ঞেব এতন্নহি মহত্তো ; ইমঞ্ঞেব কায়ে নিম্ভসার সব্বে তে এক-সদ্বহীতা’তি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

- ‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো পদীপং পদীপেয্য, কিং সো সব্বরত্তিং
১০ পদীপেয্যা’তি ?’

‘আম ভন্তে ; সব্বরত্তিং পদীপেয্যা’তি ।’

‘কিন্নু খো মহারাজ, যা পুরিমে যামে অচ্চি, সা মজ্জিমে যামে অচ্চীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘যা মজ্জিমে যামে অচ্চি, সা পচ্ছিমে যামে অচ্চীতি ?’

- ১৫ অন্য, ও চতুর্থাবস্থার (‘ঘনের’) মাতা অন্য ? ক্ষুদ্রের মাতা অন্য, ও বৃহতের মাতা অন্য ? অন্য ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করে, আর অন্য ব্যক্তি শিক্ষিত হয় ? অন্য ব্যক্তি পাপ কর্ম করে, আর অন্য ব্যক্তির হস্ত-পদ ছিন্ন হয় ?’

‘না ভদন্ত । কিন্তু আপনাকে ইহা বলিলে, আপনি কি বলিবেন ?’

স্ববির কহিলেন—‘(আমি বলিব—) আমিই শিশু, নবীন, ক্ষুদ্র ও উত্তানশারী ছিলাম,

- ২০ এবং আমিই এখন বৃহৎ । এই শরীরকে আশ্রয় করিরাই সেই সকল (অবস্থা) একত্র সংগৃহীত হইয়াছে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক প্রদীপ জ্বালে, তবে কি তাহা সমস্ত রাত্রি দীপ্ত থাকিবে ?’

- ২৫ ‘ইহা ভদন্ত ; সমস্ত রাত্রি দীপ্ত থাকিবে ।’

‘মহারাজ, (ঐ প্রদীপের) প্রথম প্রহরে যে শিখা, মধ্যম প্রহরে কি সেই শিখা ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মধ্যম প্রহরে যে শিখা, পশ্চিম অর্থাৎ শেষ প্রহরে কি সেই শিখা ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কিরু খো মহারাজ, অঞ্ঞো সো অহোসি পুরিমে ঝামে পদীপো, অঞ্ঞো মজ্জিমে ঝামে পদীপো, অঞ্ঞো পচ্ছিমে ঝামে পদীপো’তি ?’

‘নহি ভন্তে ; তং য়েব নিস্‌সায় সৰ্ব্বস্তিং পদীপিতো’তি ।’

৫ ‘এবমেব খো মহারাজ, ধম্মসত্ততি সন্‌হতি ; অঞ্ঞো উত্তরজ্জতি, অঞ্ঞো নিরুজ্জতি ; অপুৰ্বং অচরিমং বিয় সন্‌হতি । তেন ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো পচ্ছিম-বিঞ্ঞাণসঙ্‌হং গচ্ছতীতি ।’

‘ভিয়ো ওপন্নং করোহীতি ।’

১০ ‘যথা, মহারাজ, ধীরং হুহমানং কাল’ন্তরেন দধি পরিবন্তেয্য, দধিতো নবনীতং, নবনীততো ঘতং পরিবন্তেয্য । যো হু খো মহারাজ, এবং বদেয্য—“যং য়েব দধি, তং য়েব নবনীতং, তং য়েব ঘত’ন্তি,” সন্‌মা হু খো নো মহারাজ, বদমানো বদেয্য’তি ?’

‘নহি ভন্তে ; তং য়েব নিস্‌সায় সত্ত্বত’ন্তি ।’

‘না ভদন্ত ।’

১৫ ‘তবে কি মহারাজ, প্রথম প্রহরে অন্য প্রদীপ ছিল, মধ্যম প্রহরে অন্য প্রদীপ ছিল, এবং পশ্চিম প্রহরে অন্য প্রদীপ ছিল ?’

‘না ভদন্ত ; কেননা তাহাকেই (সেই এক প্রদীপকেই) আশ্রয় করিয়া (প্রদীপ) সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত থাকে ।’

২০ ‘এই-প্রকারই মহারাজ, ধর্ম্মসত্ততি অর্থাৎ বস্তৃধর্ম্ম-প্রবাহ (বস্ত্তে) সম্মিলিত হয় । অস্ত্র উৎপন্ন হয়, অন্য নিরুদ্ধ বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । (যাহা নিরুদ্ধ হয়, ঠিক তাহাই উৎপন্ন হয় না ; কিন্তু নিরুধ্যমান বস্ত্তর ধর্ম্মপ্রবাহ উৎপাদ্যমান বস্ত্তে) অপূর্ণাপয়ের ন্যায় (যেন এক সঙ্গে) সম্মিলিত হয় । তজ্জন্য চরম-বিজ্ঞানে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, (যে উৎপন্ন হয়), সে নষ্টও নহে, অন্যও নহে ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, হুহমান হুহ কালান্তরে দধিরূপে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, আবার দধি হইতে নবনীত, ও নবনীত হইতে ঘৃতরূপে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয় । এখন যদি মহারাজ, কোন ব্যক্তি এই রূপ বলে যে, যাহা হুহ, তাহাই দধি, তাহাই নবনীত, ও তাহাই ঘৃত, তবে কি মহারাজ, সে ঠিক বলে ?’

‘না ভদন্ত ; কেননা তাহাকে (হুহকে) আশ্রয় করিয়া তৎসমুদায় সত্ত্বত হইয়াছে ।’

‘এবমেব ধো মহারাজ, ধর্মসমুত্ততি সন্দহতি ; অঞ্জেণা উগ্গজ্জতি, অঞ্জেণা নি-
রুজ্জতি ; অপুৰং অচরিয়ং বিয় সন্দহতি । তেন ন চ সো, ন চ অঞ্জেণা পঞ্ছিম-
বিঞ্জেণসঙ্গং গচ্ছতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

২। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যো ন পটিসন্দহতি, জানাতি সো—ন পটি-
সন্দহিস্সামীতি ?’

‘আম মহারাজ ; যো ন পটি সন্দহতি, জানাতি সো—ন পটিসন্দহিস্সামীতি ।’

‘কথং ভন্তে, জানাতীতি ?’

‘যো হেতু, যো পচ্চয়ো পটিসন্দহনায়, তস্স হেতুস্, তস্স পচ্চয়স্ উপয়মা

১০ জানাতি সো—ন পটিসন্দহিস্সামীতি ।’

‘ওপম্বং করোহীতি ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, ধর্মসমুত্ততি অর্থাৎ বস্তুধর্ম-প্রবাহ (বস্তুতে) সম্মিলিত
হয়। অন্য উৎপন্ন হয়, অন্য নিরুদ্ধ হয়। (যাহা নিরুদ্ধ হয়, ঠিক তাহাই উৎপন্ন
হয় না ; কিন্তু নিরুদ্ধমান বস্তুর ধর্মপ্রবাহ, উৎপাদ্যমান বস্তুতে) অপূর্ণাপরের
১৫ ন্যায় (যেন এক সঙ্গে) সম্মিলিত হয়। তজ্জাত চরম-বিজ্ঞানে ইহাই সংগৃহীত হয়
যে, (যে উৎপন্ন হয়,) সে সেও নহে, অন্যও নহে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

লোকে নিজের পুনর্জন্ম জানিতে পারে কি না ?

২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, সে কি জানে

২০ —আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিব না ?’

‘হাঁ মহারাজ ; যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, সে জানে—আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ
করিব না ।’

‘ভদন্ত, কি প্রকারে জানে ?’

‘পুনর্জন্মের যাহা হেতু, যাহা কারণ, তাহার উপরম হইলেই জানিতে পারে—

২৫ আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিব না ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যথা, মহারাজ, কদম্বকো গহপতিকো কসিদ্ধা চ, বসিদ্ধা চ ধঞ্ঞাগারং পরিপূর্যেযা;
সো অপরেণ সময়েন মে’ব কসেযা, ন বপেযা’; যথাঃসত্ত্বক ধঞ্ঞং পরিভূজেযা বা,
বিস্ফজ্জেযা বা, যথাঃপচ্চয়ং বা কসেযা ; জানেযা সো মহারাজ, কদম্বকো গহপতিকো—
ন মে ধঞ্ঞাগারং পরিপূরিস্তীতি ।’

৫ ‘আম ভন্তে ; জানেযাতি ।’

‘কথং জানেযা’তি ।’

‘যো হেতু, যো পচ্চয়ো ধঞ্ঞাগারস্ পরিপূরণায়, তস্ হেতুস্, তস্ পচ্চয়স্
উপরমা জানেযা—ন মে ধঞ্ঞাগারং পরিপূরিস্তীতি ।’

১০ ‘এবমেব থো মহারাজ, যো হেতু, যো পচ্চয়ো পটিসন্দহনায়, তস্ হেতুস্, তস্
পচ্চয়স্ উপরমা জানাতি সো—ন পটিসন্দহিস্তীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে, নাগসেনা’তি !’

৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যস্ ঞ্চাণং উপ্পন্নং, তস্ পঞ্ঞা উপ্পন্ন’তি ?’

‘আম মহারাজ ; যস্ ঞ্চাণং উপ্পন্নং, তস্ পঞ্ঞা উপ্পন্ন’তি ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন কৃষক-গৃহস্থ (ক্ষেত্র) কর্ষণ ও বপন করিয়া ধান্যা-
১৫ গার পরিপূর্ণ করে, আর অপর সময়ে কর্ষণ-বপন না করে, যথাঃসংগৃহীত ধান্যই
উপভোগ করে, বা বিতরণ করে, বা কারাণামুসারে যাহা হয় করে, তবে মহারাজ,
কৃষক-গৃহস্থ কি জানিতে পারে যে, আমার ধান্যাগার আর পরিপূর্ণ থাকিবে না ?’

‘হঁা ভদন্ত ; সে জানিতে পারে ।’

‘কি প্রকারে জানিতে পারে ?’

২০ ‘ধান্যাগারের পরিপূরণের যাহা হেতু, যাহা কারণ, তাহার উপরম-দ্বারাই জানিতে
পারে যে, আমার ধান্যাগার আর পরিপূর্ণ থাকিবে না ।’

‘মহারাজ, এই প্রকারই পুনর্জন্মের যাহা হেতু, যাহা কারণ, তাহার উপরমের
দ্বারাই জানিতে পারে যে, আমি আর জন্মগ্রহণ করিব না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা
উৎপন্ন হইয়াছে ?’

‘কিং ভন্তে, যঞ্জেৎবে ঞ্জাণং, সা য়েব পঞ্ঞা’তি ?’

‘আমঃমহারাজ, যঞ্জেৎবে ঞ্জাণং, সা য়েব পঞ্ঞা’তি ।’

‘যস্ম পন ভন্তে, তঞ্জেৎবে ঞ্জাণং—সা য়েব পঞ্ঞা উল্লাহা, কিং সম্মুহেযা সো, উল্লাহ ন সম্মুহেযা’তি ?’

‘কথচি মহারাজ, সম্মুহেযা, কথচি ন সম্মুহেযা’তি ।’

‘কুহিং ভন্তে, সম্মুহেযা, কুহিং ন সম্মুহেযা’তি ?’

‘অঞ্ঞাতপূর্ব্বেন্ন বা মহারাজ, সিগ্গট্ঠানেন্ন, অগতপূর্ব্বায় বা দিসায়, অস্মত্ত-পূর্ব্বায় বা নামপঞ্ঞত্তিয়া সম্মুহেযা’তি ।’

‘কুহিং ন সম্মুহেযাতি ?’

১০ ‘যং খো পন মহারাজ, তস্মা পঞ্ঞস্সা কতং,—অনিচ্ছ’ন্তি বা, ছক্ক’ন্তি বা, অনজ্জ’ন্তি বা,—তহিং ন সম্মুহেযাতি ।’

‘মোহো পন’স্ম ভন্তে, কুহিং গচ্ছতীতি ?’

‘হী মহারাজ ; যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে ।’

‘তবে কি ভদন্ত, যেই জ্ঞান, সেই প্রজ্ঞা ?’

১৫ ‘হী মহারাজ ; যেই জ্ঞান, সেই প্রজ্ঞা ।’

জ্ঞান-বা প্রজ্ঞা-বান্ সন্মোহ-প্রাপ্ত হয় কি না ?

‘ভদন্ত, যাহার সেই জ্ঞান—সেই প্রজ্ঞা উৎপন্ন, সে কি সন্মোহ-প্রাপ্ত হইবে, অথবা হইবে না ?’

‘কোন স্থানে মহারাজ, সন্মোহ-প্রাপ্ত হইবে, কোন স্থানে হইবে না ।’

২০ ‘কোন স্থানে হইবে, কোন্ স্থানে হইবে না ?’

‘মহারাজ, অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিদ্যাশ্রান, অগতপূর্ব্ব দিক্, ও অশ্রুতপূর্ব্ব নাম বা সংজ্ঞা-ব্যবহার—এই সকল স্থানে সন্মোহ-প্রাপ্ত হইবে ।’

‘কোথায় হইবে না ?’

• ‘মহারাজ, সেই প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে, (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য,

২৫ বাচ্ছঃখ, বা আত্মাভাব,—তাহাতে সে সন্মোহ প্রাপ্ত হইবে না ।’

• ‘তবে ভদন্ত, ইহার মোহ কোথায় গমন করে ?’

‘মোহো খো মহারাজ, এণে উৎপন্নমত্তে তথে’ব নিরুজ্জাতীতি।’

‘ওপন্নং করোহীতি।’

- ৫ ‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো অন্ধকারে গেহে পদীপং আরোপেযা, ততো
অন্ধকারো নিরুজ্জোযা, আলোকো পাটুভবেযা; এবমেব খো মহারাজ, এণে
উৎপন্নমত্তে মোহো তথে’ব নিরুজ্জাতীতি।’

‘পঞ্ঞা পন ভন্তে, কুহিং পচ্ছতীতি?’

‘পঞ্ঞাপি খো মহারাজ, সকিচ্ছয়ং কহা তথে’ব নিরুজ্জাতি, যংপন তায়
পঞ্ঞায় কতং—অনিচ্ছ’স্তি বা, হুচ্ছ’স্তি বা, অনভা’তি বা,—তং ন নিরুজ্জাতীতি।’

- ২০ ‘ভন্তে নাগসেন, যং পনে’তং ত্রুদি—“পঞ্ঞা সকিচ্ছয়ং কহা তথে’ব নিরুজ্জাতি,
যংপন তায় পঞ্ঞায় কতং—অনিচ্ছ’স্তি বা, হুচ্ছ’স্তি বা অনভা’তি বা, তং ন
নিরুজ্জাতীতি,” তদস ওপন্নং করোহীতি।’

‘যথা, মহারাজ, কোচি মহাপুরিসো রত্তিং লেখং পেসেতুকামো লেখকং পকোসাপেযা,
পদীপং আরোপেযা, লেখং লিখাপেযা; লিখিতে পন লেখে পদীপং বিজ্ঞাপেযা;

‘জান উৎপন্ন হইবামাত্রই মহারাজ, মোহ সেখানে নিরুদ্ধ বা নষ্ট হইয়া যায়।’

- ১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক অন্ধকার গৃহে প্রদীপ স্থাপন করে, তবে
সেখানে অন্ধকার নিরুদ্ধ হয়, ও আলোক প্রাভূত হয়; এইরূপই মহারাজ জান
উৎপন্ন হইতেই মোহ সেখানে নিরুদ্ধ হইয়া যায়।’

‘আর ভদন্ত, প্রজ্ঞা কোথায় যায়?’

- ২০ ‘প্রজ্ঞাও মহারাজ, স্বকৃত্য করিয়া সেই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়; কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করি-
য়াছে, (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা হৃৎ, বা আত্মাভাব,—তাহা
নিরুদ্ধ হয় না।

- ২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি যে আবার বলিতেছেন—“প্রজ্ঞা স্বকৃত্য করিয়া সেই
স্থানেই নিরুদ্ধ হয়; কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)
—অনিত্য, বা হৃৎ, বা আত্মাভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না”, ইহার উপমা (প্রদান)
করুন।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন মহাপুরুষ রাজিতে পত্র-প্রেরণেচ্ছু হন, তবে, লেখককে
আহ্বান করান, ও প্রদীপ স্থাপন করাইয়া পত্র লেখান, এবং পত্র লিখিত হইলে

বিজ্ঞাপিতে'পি পদীপে লেখং ন বিনস্বেষ্য; এবমেব খো মহারাজ, পঞ্ঞা সাক্ষরং কচ্ছা তথেষ'ব নিরুজ্জতি; যং পন তার পঞ্ঞার কত্তং—অনিচ্ছ'ন্তি বা, হুচ্ছ'ন্তি বা, অনতা'তি বা,—তং ন নিরুজ্জতীতি ।'

‘ভিষ্যো ওপম্মং করোহীতি ।’

- ৫ ‘যথা, মহারাজ, পুরথিমেষু জনপদেষু মহুসসা অহুঘরং পঞ্চ পঞ্চ উদকঘটকানি ঠপেত্তি আলিম্পনং বিজ্ঞাপেতুং, ঘরে পদিত্তে তানি পঞ্চ উদকঘটকানি ঘরসু'পরি থিপত্তি, ততো অগ্গি বিজ্ঞায়তি । কিম্ম খো মহারাজ, তেসং মহুস্সানং এবং হোতি—পুন তেহি ঘট্টেহি ঘটকিচ্ছং করিস্সামীতি ?’

‘নহি ভস্কে ; অলং তেহি ঘট্টেহি, কিং তেহি ঘট্টেহীতি ?’

- ১০ ‘যথা মহারাজ, পঞ্চ উদকঘটকানি, এবং পঞ্চি'জ্জিয়ানি দট্টঠব'বানি—সচ্ছি'জ্জিয়ং, বিরিয়ি'জ্জিয়ং, সতি'জ্জিয়ং, সমাধি'জ্জিয়ং, পঞ্ঞি'জ্জিয়ং ; যথা তে মহুস্সা, এবং যোগাবচরো দট্টঠব'বো ; যথা অগ্গি, এবং কিলেসা দট্টঠব'বা, যথা পঞ্চহি ঘট্টেহি

প্রদীপ নির্ধাপিত করিয়া দেন, কিন্তু প্রদীপ নির্ধাপিত হইলেও পত্র বিনষ্ট হয় না ; এই প্রকারই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বরূপ করিয়া সে-স্থানেই নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা

- ১৫ যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা হুঃখ, বা আত্মা-ভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যেমন, প্রাচ্য জনপদ-সমূহে অগ্নিসংযোগ (‘আলিম্পন’) নির্ধাপিত করিবার জন্য প্রতিগৃহে পাঁচ-পাঁচটি উদক-ঘট স্থাপন করে, ও গৃহ অগ্নিপ্রদীপ্ত

- ২০ হইলে গৃহের উপরে সেই সকল উদক-ঘট নিক্ষেপ করে, এবং তাহাতে অগ্নি নির্ধাপিত হয় । মহারাজ, সেই সকল মনুষ্যের মনে কি এইরূপ হয় যে, আবার আমরা ঐ সমস্ত ঘটের দ্বারা ঘটের কাজ করিব ?’

‘না ভদ্রস্ত ; সে সকল ঘটের আর প্রয়োজন নাই, তাহাদের দ্বারা আর কি হইবে ?’

- ২৫ ‘মহারাজ, যেমন এই পঞ্চ উদক-ঘট, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে এইরূপ দেখিতে হইবে—শ্রদ্ধেজ্জিয়, বীৰ্য্যেজ্জিয়, স্বতীজ্জিয়, সমাধীজ্জিয়, ও প্রজ্ঞেজ্জিয় ; বোগী সেই মনুষ্য-গণের ন্যায়, ও ক্লেশ অগ্নির ন্যায় দ্রষ্টব্য । যেমন পঞ্চ উদক-ঘটের দ্বারা অগ্নি নির্ধাপিত

অগুণি বিজ্ঞানীরাতি, এবং পক্ষি'জিগেহি কিলেসা বিজ্ঞানীরাতি; বিজ্ঞানিতা'পি কিলেসা ন পুন সন্তবতি । এবমেব খো মহারাজ, পঞ্জিকা সাক্ষরং কৰ্মা, তথেষ্ট নিরুজ্জ্বলতি, যং পন তার পঞ্জিকার কতং—অনিচ্ছ'তি বা, হুৎ'তি বা, অসত্তা'তি বা,—তং ন নিরুজ্জ্বলীতি ।'

৫ 'তিথ্যো ওপন্নং কল্পোহীতি ।'

'যথা, মহারাজ, বেজো পঞ্চ মূলভেসজ্জানি গহেজ্জা গিলানকং উপসত্তমিত্তা তানি পঞ্চ মূলভেসজ্জানি পি'নিত্তা গিলানকং পায়েষা, তেহি চ দোষু নিদ্ধমেয়ং । কিমু খো মহারাজ, তন্স বেজ্জস্স এবং হোতি—পুন তেহি মূলভেসজ্জেহি ভেসজ্জকিচ্চং করিস্সামীতি ?'

১০ 'নহি ভন্তে ; অসন্তেহি মূলভেসজ্জেহি, কিস্তেহি মূলভেসজ্জেহীতি ?'

'যথা মহারাজ, পঞ্চ-মূলভেসজ্জানি, এবং পক্ষি'জিয়ানি দট্টব'বানি—সন্ধি'জিয়ং বিরিগি'জিয়ং, সতি'জিয়ং, সমাধি'জিয়ং, পঞ্জিক'জিয়ং ; যথা বেজো, এবং যোগাব-চরো দট্টব'বো ; যথা ব্যাধি, এবং কিলেসা দট্টব'বা ; যথা ব্যাধিতো পুরিসো, এবং পুথুজ্জনো দট্টব'বো ; যথা পঞ্চমূলভেসজ্জেহি গিলানস্স দোসা নিদ্ধন্তা, দোসে নিদ্ধন্তে

১৫ হয়, এইরূপ পঞ্চোজ্জিন্ন দ্বারা ক্লেশ-সমূহ নির্কপিত হয়, এবং ক্লেশ নির্কপিত হইলে আর উৎপন্ন হয় না । এই প্রকারই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বকৃত্য করিয়া সেই-স্থানেই নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা হুৎ, বা আত্মাভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না ।

'আরও উপমা (প্রদান) করুন ।'

২০ 'যেমন, মহারাজ, যদি কোন বৈদ্য পাঁচটি মূল (শিকড়) ঔষধ গ্রহণ-পূর্বক রোগীর নিকট উপস্থিত হয়, ও তৎসমুদয় পেষণ করিয়া তাহাকে পান করার, এবং তাহাতে দোষ অর্থাৎ পীড়া সমূহ নষ্ট হইয়া যায়, তবে মহারাজ, সেই বৈদ্যের কি এইরূপ মনে হয় যে, আবার সেই মূল-ঔষধের দ্বারা ঔষধের কাজ করিব ?'

'না ভদ্র, সেই মূল-ঔষধের প্রয়োজন নাই, তাহার দ্বারা কি হইবে ?'

২৫ 'মহারাজ, যেমন এই পঞ্চ মূল-ঔষধ, পঞ্চ ইঞ্জিয়কেও এইরূপ দেখিতে হইবে — শ্রোত্রোজ্জিন্ন, বীৰ্যোজ্জিন্ন, স্মৃতিজ্জিন্ন, সমাধীজ্জিন্ন, ও প্রজ্ঞোজ্জিন্ন ; যোগী বৈদ্যের জ্ঞান, ও ক্লেশ ব্যাধির জ্ঞান দ্রষ্টব্য ; সাধারণ বা প্রাকৃত লোক ব্যাধিত-ব্যক্তির জ্ঞান দ্রষ্টব্য ; যেমন পঞ্চ মূল-ঔষধের দ্বারা রোগীর দোষ অর্থাৎ পীড়া নষ্ট হয়, এবং দোষ নষ্ট হইলে,

পিলানো আরোগো হোতি, এবং পক্ষি'জিয়েহি কিলেসা নিরুদীতি ; নিরুদীতি চ কিলেসা ন পুন লভ্যতি । এবমেব খো মহারাজ, পঞ্ঞা সাক্ষরং কখা তথে'ব নিরুদীতি, যং পন তায় পঞ্ঞায় কতং—অনিচ্'স্তি বা, হুচ্'স্তি বা, অনতা'তি বা,—তং ন নিরুদীতীতি ।'

৫ 'ভিয়ো ওপন্নং করোহীতি ।'

'যথা, মহারাজ, সন্ধ্যাবচরো যোধো পঞ্চ কণ্ঠানি গহেহা সন্ধ্যাং ওতরেযা পর-সেনং বিজেতুং ; সো সন্ধ্যাগতো তানি পঞ্চ কণ্ঠানি থিপেযা, তেহি চ পরসেনা ভিজ্জেযা । কিমু খো মহারাজ, তস্স সন্ধ্যাবচরদস বোধস্স এবং হোতি—পুন তেহি কণ্ঠেহি কণ্ঠকিচ্চং করিস্‌সামীতি ?'

১০ 'নহি ভন্তে ; অলন্তেহি কণ্ঠেহি, কিলন্তেহি কণ্ঠেহীতি ?'

'যথা মহারাজ, পঞ্চ কণ্ঠানি, এবং পক্ষি'জিয়ানি দট্ঠব'বানি—সচ্ছ'জিয়ং, বিরিসি'-জিয়ং, সতি'জিয়ং' সমাধি'জিয়ং, পঞ্ঞ'জিয়ং ; যথা সন্ধ্যাবচরো যোধো, এবং যোগাবচরো দট্ঠব'বো ; যথা পরসেনা, এবং কিলেসা দট্ঠব'বা ; যথা পঞ্চহি কণ্ঠেহি পরসেনা ভিজ্জতি, এবং পক্ষি'জিয়েহি কিলেসা ভিজ্জতি ; ভগ্গা চ কিলেসা ন পুন

১৫ সে আরোগ হয়, এইরূপ মহারাজ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-দ্বারা ক্লেশসমূহ বিনাশিত হয়, ক্লেশ বিনাশিত হইলে, আর উৎপন্ন হয় না । এই প্রকারেই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বরূপ করিয়া সেই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা দুঃখ, বা আত্মাতাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না ।'

'আরও উপমা (প্রদান) করুন ।'

২০ 'যেমন, মহারাজ, যদি কোন সংগ্রামকারী যোদ্ধা পাঁচটি বাণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অস্ত্র-তরণ করে, এবং পরপক্ষের সেনা ভেদ করিবার জন্য সে সংগ্রামে ঐ বাণপঞ্চক ক্ষেপণ করে, ও তাহাতে পরপক্ষের সেনা ভেদ করে, তবে মহারাজ, সংগ্রামকারী যোদ্ধার মনে কি এইরূপ হয় যে, আমি আবার সেই সমস্ত বাণের দ্বারা বাণের কাজ করিব ?'

'না ভদ্রস্ত ; সেই সমস্ত বাণের আর প্রয়োজন নাই, তাহাদের দ্বারা কি হইবে ?'

২৫ 'মহারাজ, যেমন এই বাণ-পঞ্চক, পঞ্চ ইন্দ্রিয়কেও এইরূপ দেখিতে হইবে—প্রক্ষে-ত্রিয়, বীর্ষ্যেন্দ্রিয়, স্বতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ; যোগী সংগ্রামকারী যোদ্ধার দ্বারা, ও ক্লেশ পরপক্ষের সেনার দ্বারা দট্ঠব্য ; যেমন বাণ-পঞ্চক দ্বারা পরপক্ষের সেনা ভিন্ন হয়, এইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশসমূহ ভিন্ন হয়, এবং ক্লেশ ভিন্ন হইলে আর

সম্ভবন্তি। এষমেব যো মহারাজ, পঞ্চাঙ্গা সন্ধিতয়ং কথ্য। তথেষ্বনিরুদ্ভতি, যং পন
তায় পঞ্চাঙ্গায় কতং—অনিচ্ছতি বা, দুঃখংতি বা, অনন্ত্যতি বা,—তং ন
নিরুদ্ভতি।’

‘কল্লো’মি ভন্তে নাগসেনা’তি !

৫ ৪। যো ন পটিসন্দহতি, বেদেতি সো কঞ্চি দুঃখবেদন’তি ?

ধেরো আহ—‘কঞ্চি বেদেতি, কঞ্চি ন বেদেতীতি।’

‘কং বেদেতি, কং ন বেদেতীতি।’

‘কায়িকং মহারাজ, বেদনং বেদেতি, চেতসিকং বেদনং ন বেদেতীতি।’

‘কথং ভন্তে, কায়িকং বেদনং বেদেতি, কথং চেতসিকং বেদনং ন বেদেতীতি ?’

১০ ‘যো হেতু, যো পচ্চয়ো কায়িকায় দুঃখবেদনায় উপ্ততিয়া, তস্ হেতুস্, তস্
পচ্চয়স্ অনুপরমা কায়িকং দুঃখবেদনং বেদেতি ; যো হেতু, যো পচ্চয়ো
চেতসিকায় দুঃখবেদনায় উপ্ততিয়া, তস্ হেতুস্, তস্ পচ্চয়স্ উপরমা

তাহা উৎপন্ন হয় না। এইরূপই মহারাজ, প্রজ্ঞা স্বরূপ্য করিয়া সেই স্থানেই নিরুদ্ধ
হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা যাহা করিয়াছে (যে বিবেককে উৎপন্ন করিয়াছে)—অনিত্য, বা দুঃখ,
১৫ বা আত্মাভাব,—তাহা নিরুদ্ধ হয় না।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

অপুনর্জন্মগ্রহণকারীর দুঃখ-বেদনা আছে কি না ?

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, সে কি কোন
দুঃখ-বেদনার অহুভব করে ?’

২০ ‘হবির কহিলেন—‘কোনটা অহুভব করে, কোনটা অহুভব করে না।’

‘কোনটা অহুভব করে, কোনটা বা অহুভব করে না ?’

‘মহারাজ, কায়িক (দুঃখ-) বেদনাকে অহুভব করে, মানসিক বেদনাকে অহুভব
করে না।’

২৫ ‘কি প্রকারে ভদন্ত, কায়িক বেদনাকে অহুভব করে, মানসিক বেদনাকে অহুভব
করে না ?’

‘কায়িক দুঃখ-বেদনা উৎপত্তির বাহ্য হেতু, বাহ্য কারণ, তাহার উপরম অর্থাৎ বিনাশ
না হওয়ার কায়িক দুঃখ-বেদনা অহুভব করে ; আর মানসিক দুঃখ-বেদনার বাহ্য হেতু,
বাহ্য কারণ, তাহার উপরম হওয়ার মানসিক দুঃখ-বেদনাকে অহুভব করে না। মহা- •

চেতসিকং দুঃখবেদনং ন বেদেতি । ভাসিতম্'পে'তং মহারাজ, ভগবতা—“সো একং বেদনং বেদেতি,—কারিকং, ন চেতসিক'স্তি ।”

‘ভস্তুে নাগসেন, যো সো দুঃখবেদনং বেদেতি, কস্মা সো ন পরিনিব্ৰাহ্মতীতি ?’

‘ন’খি মহারাজ, অরহতো অহুময়ো বা, পটিষো বা, ন চ অরহন্তো অপকং পাতেস্তি ;
৫ পরিপাকং আগমোস্তি পণ্ডিতা । ভাসিতম্'পে'তং মহারাজ, তেহেন সারিপুত্তেন ধম্মসেনাপতিনা—

“নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্ ।

কালঞ্চ পতিকাম্মামি, নিব্বিসং ভতকো যথা ॥

নাভিনন্দামি মরণং, নাভিনন্দামি জীবিতং ।

১০ কালঞ্চ পতিকাম্মামি সম্পজানো পটিম্সতো'তি ॥”

‘কল্লো'সি ভস্তুে, নাগসেনা'তি !’

রাজ, ভগবান্ও ইহা বলিয়াছেন—“সে এক বেদনা অনুভব করে,—কারিক, মানসিক নহে ।”

দুঃখবেদনা অনুভবকারীর পরিনির্বাণ হয় না কেন ?

১৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, যে দুঃখবেদনা অনুভব করে, সে পরিনির্বাণ লাভ করে না কেন ?’

‘মহারাজ, অর্হতের অন্তর বা বেষ নাই ; তাঁহারা অপক (ফলকে) পাতিত করেন না, কেন না পণ্ডিতগণ পরিপাককে প্রতীক্ষা করেন । মহারাজ ধম্মসেনাপতি হাবির সারিপুত্র ইহা বলিয়াছেনও—

২০ “না অভিনন্দন করি মরণের আমি,
না অভিনন্দন করি জীবনের আমি ;
ভূত্যের প্রতীক্ষা যথা বেতনের তরে,
কেবল প্রতীক্ষা করি আমি সময়ের ।

না অভিনন্দন করি মরণের আমি,
২৫ না অভিনন্দন করি জীবনের আমি ;
জানিয়া বিশেষরূপে করিয়া চিন্তন,
কেবল প্রতীক্ষা করি আমি সময়ের ।”

৫। রাজা আহ—ভস্বে নাগসেন, স্নখা বেদনা কুশলা বা, অকুশলা বা, অব্যাকতা বা'তি ?'

‘সিরা মহারাজ, কুশলা, সিরা অকুশলা, সিরা অব্যাকতা’তি ।’

‘যদি ভস্বে কুশলা, ন হুখা ; যদি হুখা, ন কুশলা ; কুশলা হুখা’তি ন
৫ উল্লঙ্ঘ্যতীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুসিংহ মহারাজ ?—ইধ পুরিসসং হখে তত্তং অরোণ্ডং নিক্খিপেয়া, হুতিয়ে হখে সীতং হিমপিণ্ডং নিক্খিপেয়া, কিম্ম খো মহারাজ, উভো’পি তে দহেয়্য’তি ?’

‘আম ভস্বে ; উভো’পি তে দহেয়্য’তি ।’

১০ ‘কিম্ম খো তে মহারাজ, উভো’পি উণ্হা’তি ?’

‘নহি ভস্বে’তি ।’

‘কিম্পন তে মহারাজ, উভো’পি সীতলা’তি ?’

‘নহি ভস্বে’তি ।’

স্নখানুভব কুশল, বা অকুশল, বা অব্যক্ত ?

১৫ ৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, স্নখবেদনা কুশল, বা অকুশল, বা অব্যাক্ত (অব্যক্ত, কুশল-অকুশলের অমুভব) ?’

‘মহারাজ, কুশলও হইতে পারে, অকুশলও হইতে পারে, অব্যাক্তও হইতে পারে ।’

‘যদি ভদন্ত, তাহা কুশল, তবে হুখ নহে ; আর যদি হুখ, তবে কুশল নহে ;

২০ কুশল অথচ হুখ,—ইহা উৎপন্ন হয় না ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—এখানে যদি কোন লোকের এক হস্তে তণ্ডুলোহ-গুটিকা, ও দ্বিতীয় হস্তে শীতল হিমপিণ্ড নিক্ষেপ করা যায়, তবে কি মহারাজ, তাহারা উভয়েই দগ্ধ করিবে ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; তাহারা উভয়েই দগ্ধ করিবে ।’

২৫ ‘মহারাজ, তাহারা কি উভয়েই উষ্ণ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘তবে মহারাজ, তাহারা উভয়েই শীতল ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘আমি ; জানাহি নিগ্গহং—যদি তত্ত্বং দহতি, ন চ তে উভো’পি উগ্ৰহা, তেন ন উগ্ৰজ্জতি । যদি শীতলং দহতি, ন চ তে উভো’পি শীতলা, তেন ন উগ্ৰজ্জতি । কিসং পন তে মহারাজ, উভো’পি দহন্তি ? ন চ তে উভো’পি উগ্ৰহা, ন চ তে উভো’পি শীতলা ; একং উগ্ৰহং, একং শীতলং ; উভো’পি তে দহন্তীতি তেন ন উগ্ৰজ্জতীতি ।’

‘নাহং পটিবলো তয়া বাদিনা সন্ধিং সন্নপিত্বং । সাধু, অথং জল্পেহীতি ।’

- ৫ ততো ধেহো অভিশম্মংযুক্তায় কথাং রাজানং মিলিন্দং সঞ্ঞাপেসি—‘ছ ইমানি মহারাজ, গেহনিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি, ছ নেক্‌খম্ম নিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি ; ছ গেহনিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি, ছ নেক্‌খম্মনিস্‌সিতানি সোমনস্‌সানি ; ছ গেহনিস্‌সিতা উপেখা, ছ নেক্‌খম্মনিস্‌সিতা উপেখা’তি ;—ইমানি ছ চুচ্চানি । অতীতা’পি ছত্তিংসবিধা বেদনা, অনাগতা’পি ছত্তিংসবিধা বেদনা, পচ্ছপ্পম্মা’পি
- ১০ ছত্তিংসবিধা বেদনা ; তদেক্‌খম্মং অভিসঞ্ঞুহিত্বা অভিসংখিপিত্বা অট্টসত্তং বেদনা হোন্তীতি ।’

‘কম্মো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

- ‘হাঁ ; তবে আপনি নিগ্রহ, অর্থাৎ নিজের পরাভব স্থান জাহ্নন—যদি (বলা যায়) তপ্ত দগ্ধ করে, ও তাহারা উভয়ে উষ্ণ নহে, তবে (ইহা) উৎপন্ন হয় না (যে, তাহারা উভয়েই দগ্ধ করিবে) । যদি (আবার বলা যায়) শীতল দগ্ধ করে, ও তাহারা উভয়ে শীতল নহে, তবে (ইহা) উৎপন্ন হয় না (যে, তাহারা উভয়ে দগ্ধ করিবে) । কি হেতু মহারাজ, তাহারা উভয়ে দগ্ধ করে ? তাহারা উভয়ে উষ্ণও নহে, শীতলও নহে ; একটি উষ্ণ, একটি শীতল ; অতএব, তাহারা উভয়ে দগ্ধ করে—ইহা উৎপন্ন হয় না ।’
- ২০ ‘ভদ্রস্ত, আপনি বাদী (বিচার-শীল) । আপনার সহিত আমি আলাপ করিতে সমর্থ নহি । ভাল, যাহা তব (‘অর্থ’), বলুন ।

- তারপর স্থবির অভিশম্মংযুক্ত কথা-দ্বারা রাজা মিলিন্দকে জালাইলেন :—‘মহারাজ, এই ছয় গৃহাশ্রিত সৌম’স্য (চিত্তের প্রশমতা, আনন্দ), ও ছয় সন্ন্যাসাশ্রিত সৌম-নস্য ; ছয় গৃহাশ্রিত দৌর্মনস্য (চিত্তের বিবর্ততা, দুঃখ), ও ছয় সন্ন্যাসাশ্রিত দৌর্মনস্য ;
- ২৫ ছয় গৃহাশ্রিত উপেক্কা (মধ্যাহ্নতা, না-সুখ না-দুঃখ), ও ছয় সন্ন্যাসাশ্রিত উপেক্কা ;—ইহারা ছয় চক্র । (এই জন্য) অতীত-বেদনাও ষট্‌ত্রিংশদ-বিধ, অনাগত-বেদনাও ষট্‌ত্রিংশদ-বিধ, ও বর্তমান-বেদনাও ষট্‌ত্রিংশদ-বিধ । অতএব একত্র সমষ্টি ও সংক্ষেপ করিলে একশত আট প্রকার বেদনা হয় ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৬। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, কো পটিসন্দহতীতি ?’

থেরো আহ—‘নাম-রূপং খো মহারাজ, পটিসন্দহতীতি ।’

‘কিং ইমং যেষ নাম-রূপং পটিসন্দহতীতি ?’

৫ ‘ন খো মহারাজ, ইমং যেষ নাম-রূপং পটিসন্দহতি ; ইমিমা গন মহারাজ, নাম-রূপেন কস্মং করোতি মোভনং বা পাপকং বা, তেন কস্মনা অঞ্ঞং নাম-রূপং পটিসন্দহতীতি ।’

‘যদি ভস্তু, ন ইমং যেষ নাম-রূপং পটিসন্দহতি, নহু সো মুত্তো ভবিসসতি পাপকেহি কস্মেহীতি ?’

থেরো আহ—‘যদি ন পটিসন্দহেযা, মুত্তো ভবেযা পাপকেহি কস্মেহি ; যস্মা চ খো মহারাজ, পটিসন্দহতি, তস্মা ন মুত্তো পাপকেহি কস্মেহীতি ।’

৭০ ‘উপস্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো অঞ্ঞত্তরসস পুরিসসস অসং অবহসেযা ; তমেনং অসসামিকো গহেযা রঞ্ঞো দসসেযা—‘ইমিমা দেব, পুরিসেন মরুহং অথা

জন্ম গ্রহণ করে কে ?

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, জন্ম গ্রহণ করে কে ?’

১৫ ‘নাম ও রূপ জন্ম গ্রহণ করে মহারাজ ।’

‘এই (বর্তমান) নাম-রূপই কি জন্ম গ্রহণ করে ?’

‘না মহারাজ ; এই নাম-রূপই জন্ম গ্রহণ করে না , কিন্তু এই নাম-রূপ দ্বারা লোক শুভ বা পাপ কর্ষ করে, সেই কর্ষ দ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্ম গ্রহণ করে ।’

‘ভদন্ত, যদি এই নাম-রূপই জন্ম গ্রহণ না করে, তবে সে (যাহার এই নাম-রূপ)

২০ পাপকর্ষ-সমূহ হইতে মুক্ত হইবে ?’

স্থবির কহিলেন—‘যদি (নাম-রূপ) জন্ম গ্রহণ না করিত, পাপকর্ষ-সমূহ হইতে মুক্ত হইত ; কিন্তু যেহেতু মহারাজ, জন্মগ্রহণ করে, তজ্জন্য পাপকর্ষ-সমূহ হইতে মুক্ত হয় না ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক অপর লোকের আত্ম অপহরণ করে, তবে আত্মস্বামী ইহাকে গ্রহণ করিয়া ‘রাজাকে দেখাইবে—‘দেব, এই ব্যক্তি আমার

অবহটা'তি ;" সো এবং বদেয়া—“নাহং দেব, ইমংস অবে অবহরা মি ; অঞ্ঞে তে অথা যে ইমিনা রোপিতা, অঞ্ঞে তে অথা যে মরা অবহটা ; নাহং দণ্ডমত্তো'তি ।”
কিরু খো সো মহারাজ, পুরিসো দণ্ডমত্তো ভবেয়া'তি ?

‘আম ভন্তে ; দণ্ডমত্তো ভবেয়া'তি ।

৫ ‘কেন কারণেনা'তি ?’

‘কিঞ্চাপি সো এবং বদেয়া, পুরিবং ভন্তে, অহং অপচ্চক্খার পচ্ছিমেন অবেন সো পুরিসো দণ্ডমত্তো ভবেয়া'তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ইমিনা নাম-রূপেন কন্মং করোতি সোভনং বা পাপকং বা, তেন কন্মেন অঞ্ঞং নাম-রূপং পটিসন্দহতি, তন্মা ন মূত্তো পাপকেহি কন্মেহীতি ।’

‘ভিয়ো ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচি পুরিসো অঞ্ঞতরস্ পুরিসস্ সালিং অবহয়েয়া,—পে—, উচ্ছং অবহয়েয়া,—পে—,যথা মহারাজ, কোচি পুরিসো হেমন্তিকে কালে অগুগিং

আত্ম অপহরণ করিয়াছে ।” (এখন) যদি সেই লোকটি বলে—“দেব, আমি ইহার আত্ম অপহরণ করি নাই । এ যে-সকল আত্ম রোপণ করিয়াছিল, তাহা
১৫ অন্য ; আর আমি যে-সকল আত্ম অপহরণ করিয়াছি, তাহারা অন্য ; অতএব আমি দণ্ডপ্রাপ্ত হইব না ;” তবে মহারাজ, এই লোকটি কি দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ?

‘হাঁ ভদন্ত ; দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘কি কারণে ?’

‘সে এইপ্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু পূৰ্ণ আত্মকে (যাহাকে আত্ম-
২০ স্বামী রোপণ করিয়াছিল) প্রত্যাখ্যান না করিয়া (অর্থাৎ তাহাকে আত্মর করিয়া) পরবর্তী আত্ম হইয়াছে । এই জন্য সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, লোক এই নাম-রূপ দ্বারা সোভন বা পাপ কর্ত্ত্ব করে, এবং তাহা দ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে । সেই জন্য (সে) পাপ কর্ত্ত্ব হইতে মুক্ত হইবে না ।’

২৫ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক অপর লোকের শালি-ধান্য অপহরণ করে,..... ইত্যাদি আত্ম দৃষ্টান্তের ন্যায় । যেমন, কোন লোক অপর লোকের ইক্ষু অপহরণ

জালছো বিনীবেছা অবিছাপেছা পক্কেম্য ; অব খো সো অগ্গি অঞ্ঞত্তরস্স
 পুরিদস্স খেত্তং ডহেযা ; তমেনং খেত্তসাম্বিকা গহেছা ব্রহ্মেণা দস্সেযা—“ইমিনা
 দেব, পুরিসেন মরুং খেত্তং দড়ুত্তি ;” সো এবং বদেযা—“নাহং দেব, ইমস্স খেত্তং
 বাপেমি ; অঞ্ঞো সো অগ্গি বো ময়া অবিছাপিতো, অঞ্ঞো সো অগ্গি
 ৫ বেনি’মস্স খেত্তং দড়ুং ; নাহং দণ্ডপ্পত্তো’তি ।” কিম খো সো মহারাজ, দণ্ডপ্পত্তো
 ভবেয্যা’তি ?

‘আম ভত্তে ; দণ্ডপ্পত্তো ভবেয্যা’তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?

‘কিঞ্চাপি সো এবং বদেযা, পুরিষং ভত্তে, অগ্গিং অল্পচ্ছুখার পচ্ছিমেন অগ্গিনি।

১০ সো পুরিসো দণ্ডপ্পত্তো ভবেয্যা’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ইমিনা নাম-রূপেন কস্মং কয়োতি সোভনং বা পাপকং
 বা, তেন কস্মেন অঞ্ঞং নাম-রূপং পটিসন্ধহতি, তস্মান যুক্তো পাপকেহি
 কস্মেহীতি ।’

করে, ... ইত্যাদি আত্ম দৃষ্টান্তের ন্যায়। (অথবা) মহারাজ, যেমন, যদি কোন
 ১৫ লোক হেমন্ত কালে অগ্নি জালিয়া ও তাহা সেবন করিয়া, নির্দোষিত না করিয়াই
 গমন করে, এবং সেই অগ্নি অপর লোকের ক্ষেত্র দগ্ধ করে, আর ক্ষেত্রস্বামী
 এই লোককে গ্রহণ করিয়া রাজাকে দেখায়—“দেব, এই লোক আমার ক্ষেত্র দগ্ধ
 করিয়াছে,” তখন সেই ব্যক্তি যদি এইরূপ বলে—“দেব, আমি ইহার ক্ষেত্র জালাই
 নি, আমি যে-অগ্নি নির্দোষিত করি নাই, তাহা অন্য ; এবং যে অগ্নি ইহার ক্ষেত্র
 ২০ দগ্ধ করিয়াছে, তাহা অন্য ; অতএব আমি দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে পারি না ;” তবে কি
 সেই লোক মহারাজ, দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ?

‘হাঁ ভদত্ত ; সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘কি কারণে ?’

‘সে এইপ্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু পূর্ক্বে অগ্নিকে (যাহাকে সে
 ২৫ নির্দোষিত করে নাই) প্রত্যাখ্যান না করিয়াই (অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই)
 পরবর্তী অগ্নি হইয়াছে। এই জন্য সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, এই নাম-রূপ দ্বারা লোক সোভন বা পাপ কর্মসমূহ করিয়া
 থাকে, এবং তাহার দ্বারা অন্য নাম-রূপ জন্ম গ্রহণ করে। সেই জন্য (সে) পাপ
 কর্ম হইতে মুক্ত হইবে না ।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং করোহীতি।’

“যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো পদীপং আদায় মাণং অভিরহিত্বা ভূজ্যেযা ; পদীপো ঝায়মানো তিণং ঝাপেয্য, তিণং ঝায়মানং ঘরং ঝাপেয্য, ঘরং ঝায়মানং গ্রামং ঝাপেয্য ; গ্রামজনো তং পুরিসং গহেত্বা এবং বদেয্য—“কিস্সং ত্বং ভো পুরিস, ৫ গ্রামং ঝাপেহীতি।” সো এবং বদেয্য—“নাহং ভো গ্রামং ঝাপেমি ; অঞ্ঞো সো পদীপ’গ্গি, যস্সাহং আলোকেন ভুজ্জি ; অঞ্ঞো সো অগ্গি, যেন গামো ঝাপিজে’তি।” তে বিবদমানা তব সত্ত্বিকে আগচ্ছেষুং ; কস্সং মহারাজ, অখং ধারেয্যাসীতি।’

‘গামজনস্স ভন্তে’তি।’

১০ ‘কিংকারণা’তি ?

‘কিঞ্চাপি সো এবং বদেয্য, অপিচ ততো এব সো অগ্গি নিব্ববুত্তো’তি।’

‘এবমেব খো মহারাজ ; কিঞ্চাপি অঞ্ঞং মারণ’ত্তিকং নাম-রূপং, অঞ্ঞং

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন।’

- ১৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক প্রদীপ গ্রহণ পূর্বক কোন এক-চুড়াবিশিষ্ট গৃহে আরোহণ করিয়া সেখানে ভোজন করে, আর ঐ প্রদীপ জলিতে জলিতে যদি কোন তৃণকে জালায়, তৃণ জলিতে জলিতে গৃহ জালায়, এবং গৃহ জলিতে জলিতে গ্রাম জালায়, তবে গ্রামের লোক তাহাকে গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলে—“ওহে, তুমি গ্রাম জালাইতেছ কেন ?” (এখন) যদি সেই লোকটি বলে—“না ; আমি ত গ্রাম জালায় নি ; যাহার আলোকে আমি ভোজন করিয়াছি, সে প্রদীপায়ি অন্য ; ২০ আর যাহার দ্বারা গ্রাম জালিত হইয়াছে, সে অগ্নি অন্য,” তাহার যদি মহারাজ, এইরূপ পরস্পরে বিবাদ করিতে করিতে আপনাদের নিকট আগমন করে, তবে (এই বাদী প্রতীবাদীর মধ্যে) কাহার অর্থ আপনি নির্ধারণ করিয়া দিবেন (অর্থাৎ কাহার অহুকূলে আপনি বিচার করিয়া দিবেন) ?’

‘ভদন্ত, গ্রাম-জনের।’

২৫ ‘কি কারণে ?’

‘সে এই প্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু তাহা হইতেই সেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে।’

‘এইরূপই মহারাজ, মরণ পর্যান্ত কোন অন্য নাম-রূপ, এবং জন্ম হইলে অন্য

পটিন্দিরিং নাম-রূপং, অপিচ ততো যেষ তং নিবৃত্তং, তস্মা ন যুক্তো পাপকেহি
কন্বেহীতি ।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং কনোহীতি ।’

- ‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো দহরিং দারিকং বারেহা স্ত্বং দদ্বা পকমেব্য ; সা
৫ অপন্নো সময়েন মহতী অব্ধ বয়গ্গতা ; ততো অঞ্ঞো পুরিসো স্ত্বং দদ্বা বিবাহং
করেব্য ; ইতরো আগ্গহা এবং বদেহা—“কিস্স পন মে হং অস্তো পুরিস, ভরিয়ং
নেনীতি ?” সো এবং বদেহা—“নাহং তব ভরিয়ং নেমি ; অঞ্ঞা সা দারিকা দহরী,
যা তয়া বারিতা চ দিন্নম্বুকা চ ; অঞ্ঞাং দারিকা মহতী বয়গ্গতা ময়া বারিতা চ
দিন্নম্বুকা চা’তি ।” তে বিবদমানা তব সত্তিকং আগচ্ছেযুং ; কস্স হং মহারাজ,
১০ অথং ধরেয্যাসীতি ?’
‘পুরিগস্স ভত্তে’তি ।’
‘কিংকারণা’তি ?’
-

নাম-রূপ । তথাপি তাহা পূৰ্ণ নাম-রূপ হইতেই উৎপন্ন হয় । অতএব সে পাপ-
কর্ম হইতে মুক্ত হইবে না ।’

- ১৫ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক শিশু কুমারীকে (পাণি-গ্রহণের জন্য) বরণ
করিয়া, ও শুষ্ক প্রদান করিয়া (স্থানান্তরে) চলিয়া যায়, ও পরে অপর সময়ে সেই
কুমারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বড় হইয়া উঠে, এবং অনন্তর যদি অপর লোক আবার শুষ্ক
প্রদান করিয়া তাহাকে বিবাহ করে, তবে, যদি ঐ পূৰ্ণ ব্যক্তি ইহাকে আসিয়া
২০ এই রূপ বলে—“ওহে তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছ কেন ?” আর যদি দ্বিতীয়
ব্যক্তি এইরূপ বলে—“আমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছি না, তুমি যাহাকে
শুষ্ক প্রদান করিয়া বরণ করিয়াছিলে, সেই নবীন শিশু কন্যা অন্ত ; এবং আমি
যাহাকে শুষ্ক প্রদান করিয়া বরণ : করিয়াছি, সেই বয়ঃপ্রাপ্তা বড় কন্যা অন্ত ;”
ইহারা যদি পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিজট আগমন করে, তবে,
২৫ মহারাজ, আপনি কাহার অর্থ নির্ধারণ করিয়া দিবেন (অর্থাৎ কাহার অহুকুলে
আপনি বিচার করিয়া দিবেন) ?’

‘পূৰ্ণ ব্যক্তির ।’

‘কি কারণে ?’

‘কিঞ্চিৎ সো এবং বদেধ্য, অপিচ ততো য়েব সা মহতী নিবুত্তা’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, কিঞ্চিৎ অঞ্ঞং মারগ’ত্তিকং নাম-রূপং, অঞ্ঞং পটি-
সন্ধিম্মিঃ নাম-রূপং, অপিচ ততো য়েব তং নিবুত্তং । তন্না ন পরিবুত্তো পাপকেহি
কম্মেহীতি ।’

৫ ‘ভিয়ো ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো গোপালকন্স হথতো খীরঘটং কিণ্ডিঅ
তন্সে’ব হথে নিক্খিপিয়া পক্কমেয্য—“সে গাহেজ্জা গমিস্সামীতি ;” তং অপরেজ্জু দধি
সম্পজ্জেষ্যা ; সো আগম্মা এবং বদেয্য—“দেহি মে খীরঘট’ত্তি ;” সো দধিঃ দস্সেয্যা ;
ইতরো এবং বদেয্য—“নাহং তব হথতো দধিঃ কিণামি, দেহি মে খীরঘট’ত্তি ;” সো

১০ এবং বদেয্য—“অজ্ঞানতো তে খীরং দধি ভূত’ত্তি ;” তে বিবদমানা তব সত্তিকং
আগচ্ছেষ্যাং ; কন্স ভং মহারাজ, অথং ধারেয্যামীতি ?’

‘গোপালকন্স ভত্তে’তি ।’

‘সে (বিতীন্ন ব্যক্তি) এইরূপ যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু তাহা (ঐ শিশু)
হইতেই সেই কন্যা বড় হইয়াছে ।’

১৫ ‘এইরূপই মহারাজ, মরণ পর্যান্ত কোন অন্য নাম-রূপ, এবং জন্ম হইলে অন্য
নাম-রূপ । তথাপি তাহা পূর্ব নাম-রূপ হইতেই উৎপন্ন হয় । তজ্জন্য (সে) পাপ
কর্ম হইতে মুক্ত হইবে না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক গোপালকের হস্ত হইতে দুগ্ধ-ঘট ক্রয় করিয়া
আবার তাহারই হস্তে ঐ দুগ্ধ-ঘট এই বলিয়া নিক্ষেপ করে—“আগামি কল্যা
আসিয়া গ্রহণ করিব,” এবং চলিয়া যায়, আর ঐ দুগ্ধ অপর দিবসে দধি হইয়া
যায়, তখন সে আসিয়া যদি এইরূপ বলে—“আমাকে দুগ্ধ-ঘট প্রদান কর,” আর
সেই গোপালক তাহাকে দধি দেখায়, এবং তাহাতে অপর ব্যক্তি যদি এইরূপ বলে—
“আমি ত তোমার হস্ত হইতে দধি ক্রয় করিতেছি না, আমাকে দুগ্ধ-ঘট দাও,” তবে
২৫ যদি গোপালক বলে—“আমি কিছুই জানি না, তোমার দুগ্ধ দধি হইয়া গিয়াছে,”
এবং তাহার পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে যদি আপনার নিকট আগমন করে,
তবে, মহারাজ, আপনি কাহার অর্থ নির্ধারণ করিবেন ?’

‘ভদন্ত, গোপালকের ।’

‘কি কারণ’তি ?’

‘কি কারণি সো এবং বদেয়া, অপিচ ততো য়েব তং নিব্বুত্ত’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, কি কারণি অঞঞ্জে মারণ’ত্তিকং নাম-রূপং, অঞঞ্জে পটিনন্দহিস্সামীতি, অপিচ ততো য়েব তং নিব্বুত্তং । তন্না ন পরিসুত্তো
৫ পাপকেহি কস্মেহীতি ।’

‘কল্লো’সি ভত্তে নাগসেনা’তি ।’

৭ । রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন, ত্বং পন পটিনন্দহিস্সামীতি ?’

‘অনং মহারাজ, কিস্তেন পুচ্ছিতেন ? নহু ময়া পটিগঞ্চে’ব অক্থাতং—‘সচে মহারাজ, স-উপাদানো ভবিস্সামি, পটিনন্দহিস্সামি ; সচে অহুপাদানো ভবিস্সামি,
১০ ন পটিনন্দহিস্সামীতি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো রঞঞ্জে অধিকারং কয়েয়া, রাজা তুট্টো

‘কি কারণে ?’

‘সে এই প্রকার যাহা কিছু বলিতে পারে, কিন্তু তাহা (দুর্ক) হইতেই তাহা (দধি)
১৫ উৎপন্ন হইয়াছে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, মরণ পর্যন্ত কোন অন্য নাম-রূপ, এবং জন্ম হইলে অন্য নাম-রূপ । তথাপি, তাহা (পরবর্তী নাম-রূপ) তাহা (পূর্ব নাম-রূপ) হইতেই হইয়া থাকে । তজ্জন্য (সে) পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

২০ নাগসেন আবার জন্মগ্রহণ করিবেন কি না ।

৭ । রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি আবার জন্মগ্রহণ করিবেন ?’

‘মহারাজ, আবার তাহা প্রশ্ন করিতেছেন কেন ? আমি ত পূর্বেই (২.১.৪৬) বলিয়াছি মহারাজ, যদি আসক্তি-যুক্ত হই, তবে আবার জন্ম গ্রহণ করিব, আর যদি না হই, তবে করিব না ।’

২৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, (মনে করুন) কোন লোক রাজার কার্য (‘অধিকার’)

অধিকারঃ দ্রব্যে ; সো তেন অধিকারেণ পঞ্চহি কার্যপুণেহি সম্মিতো সমন্ধিতো
পরিচর্যে ; সো চে জনস্য আরোচেয—“ন মে রাজা কিকি পটিকরোতীতি,” কিমু
খো সো মহারাজ, পুরিসো যুক্তকারী ভবেয্যা’তি ?’

‘নহি ভস্তে’তি ।’

- ৫ ‘এবমেব ধো মহারাজ, কিস্তে এতেন পুজিতেন ? নহু ময়া পটিগজে’ব অকুখাতং—
“সচে ম-টপাদানো ভবিস্‌সামি, পটিসন্ধিস্‌সামি ; সচে অল্পপাদানো ভবিস্‌সামি
ন পটিসন্ধিস্‌সামীতি ।” ’

‘কনো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

- ৮। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, যম্পনে’তং ক্রসি নাম-রূপ’ত্তি, তথ কতমং নামঃ,
১০ কতমং রূপ’ত্তি ?
‘যং তথ মহারাজ, ওল্লারিকং, এতং রূপং ; যে তথ সূখ্মা চিত্তচেতসিকা ধম্মা,
এতং নাম’ত্তি ।’

- করিবে ; রাজা তুষ্ট হইয়া তাহাকে কার্য প্রদান করিবেন, এবং সেই কার্য দ্বারা
তাহাকে পঞ্চবিধ বিষয় সূত্র সমর্পিত হওয়ার, সে তৎসম্পন্ন হইয়া (রাজার) পরিচর্যা
১৫ করিবে । এখন যদি মহারাজ, সে লোককে বলে—“রাজা আমার কিছু প্রতীকার
(উপায়) করিতেছেন না,” তবে কি সেই লোক যুক্তকারী হইবে ?’

‘না ভদত্ত ।’

‘এই রূপই মহারাজ, আপনার তাহা প্রশ্ন করিয়া কি হইবে ? আমি ত পূর্বেই
বলিয়াছি, যদি আসক্তি-যুক্ত হই, তবে জন্ম গ্রহণ করিব ; আর না হই, করিব না ।’

- ২০ ‘ভদত্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

নাম ও রূপ কি ?

- ৮। রাজা বলিলেন—‘ভদত্ত নাগসেন, এই যে আপনি নাম-রূপ বলিতেছেন,
সেখানে ‘নাম’ কি, এবং ‘রূপই’ বা কি ?’
‘সেখানে মহারাজ, বাহা বুল (‘উদারিক’), তাহা ‘রূপ’ ; এবং বাহা সূক্ষ্ম চিত্ত-
২৫ চৈতসিক ধর্ম, তাহা ‘নাম’ ।’

‘ভস্তু নাগসেন, কেন কারণে নামং য়েব ন পটিন্দহতি, রূপং য়েব বা’তি ?

‘অঞ্ঞমঞ্ঞপনিদ্বিতা মহারাজ, এতে ধম্মা, একতো’ব উপ্পজ্জহীতি ।’

ওপম্মং করেহীতি ।’

- ৫ যথা, মহারাজ, কুক্কুটীরা কলল’ ন ভবেয্য, অণ্ডম্’পি ন ভবেয্য ; যঞ্চ তথ কললং, যঞ্চ অণ্ডং, উভো’পে’তে অঞ্ঞমঞ্ঞপনিদ্বিতা, একতো’ব নেসং উপ্পত্তি হোতি ; এবমেব থো মহারাজ, যদি তথ নামং ন ভবেয্য, রূপম্’পি ন ভবেয্য ; যঞ্চ’ব তথ নামং যঞ্চ’ব রূপং, উভো’পে’তে অঞ্ঞমঞ্ঞপনিদ্বিতা, একতো’ব নেসং উপ্পত্তি হোতি । এবমেতং দীঘমন্ধানং সম্ভাবিত’ত্তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি ।’

- ১০ ৯। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যম্পনে’তং ত্রাসি—দীঘমন্ধান’ত্তি, কিমেতং অন্ধানং নায়া’তি ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, ইহার কারণ কি যে, কেবল নামই জন্ম গ্রহণ করে না, বা কেবল রূপই জন্মগ্রহণ করে না ?’

‘মহারাজ, এই নাম-রূপ ধর্ম্মর অন্যান্যাপ্রিত ; ইহারা একত্রই উৎপন্ন হয় ।’

- ১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ কুক্কুটীর (পৃথক) কলল ও (প্রথমাবস্থার জগ) হয় না, (পৃথক) অণ্ডও হয় না ; কিন্তু সেখানে যে কলল ও অণ্ড, ইহারা উভয়েই অন্যান্যাপ্রিত, এবং একসঙ্গেই তাহাদের উৎপত্তি হয় ; এইরূপই মহারাজ, সেখানে যদি নাম না হয়, রূপও হইবে না ; সেখানে যে নাম ও রূপ, ইহারা অন্যান্যাপ্রিত ; এক সঙ্গেই

- ২০ ইহাদের উৎপত্তি হয় ;—এই প্রকারই ইহা দীর্ঘ কাল হইতে সম্ভাবিত হইতেছে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

কাল ।

- ২১ রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি দীর্ঘ কালের কথা বলিতেছেন এই, কাল কি ?’

‘অতীতো মহারাজ, অন্ধা, অনাগতো অন্ধা, পক্ষুঃস্রো অন্ধা’তি ।’

‘কিম্পন ভন্তে অন্ধা অখীতি ?’

‘কোচি মহারাজ, অন্ধা অখি, কোচি ন’খীতি ।’

‘কতমো পন ভন্তে, অখি, কতমো ন’খীতি ?’

- ১৫ ‘যে তে মহারাজ, সম্ভায়া অতীতা বিগতা নিরুদ্ধা বিপরিতা, সো অন্ধা ন’খি ; যে ধম্মা বিপাকা, যে চ বিপাকধম্মা, যে চ অঞ্ঞতর-পটিসন্ধিং দেত্তি, সো অন্ধা অখি ; যে সত্তা কালকতা অঞ্ঞত উপ্পন্ন, সো চ অন্ধা অখি ; যে সত্তা কালকতা অঞ্ঞত অহুপ্পন্ন, সো অন্ধা ন’খি ; যে চ সত্তা পরিনিব্বুতা, সো চ অন্ধা ন’খি পরিনিব্বুতত্তা’তি ।’

- ১০ ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

ছুতিয়ো বগ্গো ।

‘মহারাজ, অতীত, অনাগত ও বর্তমান কাল ।’

‘ভদন্ত, কাল কি আছে ?’

‘মহারাজ, কোন কাল আছে, কোন কাল নাই ।’

- ১৫ ‘কোন্ কাল আছে, আর কোন্ কাল নাই ?’

‘মহারাজ, যে সকল সংস্কার অতীত, বিগত, নিরুদ্ধ ও বিপরিত (অর্থাৎ পরিণাম ফল প্রসব করিয়াছে), তাহাদের আর কাল নাই । যে-সকল ধর্মের বিপাক আছে (কিন্তু শেষ হইয়া যায় নাই), যে-সকল ধর্ম অপর কোন ধর্মের বিপাকে উৎপন্ন, ও যে-সকল ধর্ম অপর জন্ম প্রদান করে, তাহাদের কাল আছে । যে-সকল জীব মৃত

- ২০ হইয়া আবার জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরও কাল আছে, কিন্তু যে-সকল জীব মৃত হইয়া আর জন্মগ্রহণ করে না, তাহাদের কাল নাই । যে-সকল জীব পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদেরও কাল নাই, কেন না তাহারা “পরিনির্বাণ” প্রাপ্ত হইয়াছে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দাঁক !’

ইতি দ্বিতীয় বগ্গ ।

১। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, অতীতস্ অকানস্ কিং মূলং, অনাগতস্ অকানস্ কিং মূলং, পক্ষুন্নস্ অকানস্ কিং মূল’তি ?’

‘অতীতস্ চ মহারাজ, অকানস্, অনাগতস্ চ অকানস্, প্রক্ষুন্নস্ চ অকানস্ অবিজ্ঞা মূলং,—অবিজ্ঞাপক্ষ্য সজ্জায়া, সজ্জাপক্ষ্য বিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণপক্ষ্য নামরূপং, নামরূপপক্ষ্য সলায়তনং, সলায়তনপক্ষ্য ফন্সো, ফন্সপক্ষ্য বেদনা বেদনাপক্ষ্য তপ্হা, তপ্হাপক্ষ্য উপাদানং, উপাদানপক্ষ্য ভবো, ভবপক্ষ্য জাতি, জাতিপক্ষ্য জরা-মরণং সোক-পরিদেব-ছুক্খ-দোম্বনস্-উপায়াসা সম্ভবন্তি । এবমেতস্ কেবলস্ ছুক্খক্খন্স অকানস্ পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !

১০ ২। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, ব্প্পনে’তং ত্রুসি—“পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি,” তস্ ওপম্মং করোহীতি ।’

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

তৃতীয় বর্গ ।

কালত্রয়ের মূল ।

১০ ১। রাজা বহিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, অতীত কালের মূল কি, অনাগত কালের মূল কি, ও বর্তমান কালের মূল কি ?’

‘মহারাজ, অতীত কালের, অনাগত কালের ও বর্তমান কালের মূল অবিদ্যা । অবিদ্যা-কারণ হইতে সংস্কার, সংস্কার-কারণ হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-কারণ হইতে নাম-রূপ, নাম-রূপ-কারণ হইতে যড়ায়তন, যড়ায়তন-কারণ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-

২০ কারণ হইতে বেদনা, বেদনা-কারণ হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-কারণ হইতে উপাদান, উপাদান-কারণ হইতে ভব, ভব-কারণ হইতে জাতি, এবং জাতি-কারণ হইতে জরা-মরণ শোক-পরিদেবনা ছুঃখ-দোম্বনস্যা ও উপায়াস উৎপন্ন হয় । এইরূপে এই সমগ্র ছুঃখ-রাশি-রূপ কালের পূর্ব কোটি (অর্থাৎ প্রথম অগ্র,—মূল) জানা যায় না ।

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক !’

২৫

কালের পূর্বকোটি জানা যায় না ।

২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি আবার বলিতেছেন—“পূর্ব কোটি কি, জানা যায় না (২.৩.৪১),” তাহার উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যথা, মহারাজ, পুরিসো পরিভং বীজং পঠবিয়ং নিক্ষিপেয্য; ততো অকুরো উট্ঠহিহা অহুপূর্বেন বুদ্ধিং বিরুলহিং বেপুলং আপজ্জিহা ফলং দদেয্য; ততো’পি বীজং গহেহা পুন রোপেয্য, ততো’পি অকুরো উট্ঠহিহা অহুপূর্বেন বুদ্ধিং বিরুলহিং বেপুলং আপজ্জিহা ফলং দদেয্য;—এবং এতিম্ভা সত্ততিয়া অথি অস্তো’তি ?’

৫ ‘ন’থি ভত্তে’তি।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অন্ধানস্‌সাপি পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘ভিয্যো ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কুকুটিয়া অণ্ডং, অণ্ডতো কুকুটী, কুকুটিয়া অণ্ড’তি,—এবং এতিম্ভা সত্ততিয়া অথি অস্তো’তি ?’

১০ ‘ন’থি ভত্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অন্ধানস্‌সাপি পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘ভিয্যো ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন পুরুষ ক্ষুদ্র বীজ পৃথিবীতে নিক্ষেপ অর্থাৎ রোপণ করে, তবে তাহা হইতে অকুর উখিত হইয়া অল্পক্ৰমে বৃদ্ধি, বিরুদ্ধি ও বৈপুল্য
১৫ প্রাপ্ত হইবে, এবং ফল দান করিবে। তাহা হইতে বীজ গ্রহণ করিয়া যদি পুনর্বার রোপণ করে, তবে তাহা হইতেও অকুর উখিত হইয়া অল্পক্ৰমে বৃদ্ধি, বিরুদ্ধি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হইবে, এবং ফল দান করিবে। এইরূপে এই প্রবাহের অন্ত আছে কি ?’

‘না ভদন্ত ।’

২০ ‘এইরূপই মহারাজ কালেরও পূর্ব কোটি কি, জানা যায় না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, কুকুটী হইতে অণ্ড হয়, অণ্ড হইতে কুকুটী, কুকুটী হইতে অণ্ড,—
এইরূপ এই যে প্রবাহ, ইহার কি অন্ত আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

২৫ ‘এইরূপই মহারাজ, কালেরও পূর্ব কোটি জানা যায় না ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

থেরো পঠবিয়া চক্কং আলিখিহা মিলিন্দং রাজানং এতদবোচ—‘অখি মহারাজ, ইমদস চক্কদস অস্তো’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, ইমানি চক্কানি বুত্তানি ভগবতা—চক্কখুঞ্চ পটিক রূপে চ
৫ উপজ্জতি চক্কখুবিঞঞাণং, তিগ্গং সঙ্গতি ফদসো, ফদসপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তগ্গহা, তগ্গহাপচ্চয়া কস্মং, কস্মতো পুন চক্কং জায়তি ;—এবমেতিন্সা সমুত্তিয়া অখি অস্তো’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘সোতক্ক পটিকু সন্দে চ—পে—,মনক্ক পটিকু ধম্মে চ উপজ্জতি মনোবিঞঞাণং,
১০ তিগ্গং সঙ্গতি ফদসো, ফদসপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তগ্গহা, তগ্গহাপচ্চয়া কস্মং, কস্মতো পুন মনো জায়তি ;—এবমেতিন্সা সমুত্তিয়া অখি অস্তো’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অক্কানসুপি পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১৫ স্ববির পৃথিবীতে একটি চক্র (বৃত্ত) লিখিয়া রাজা মিলিন্দকে বলিলেন—‘মহারাজ, এই চক্রের অন্ত আছে কি ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, ভগবান্ এই সমস্ত চক্র বলিয়াছেন—চক্ক ও রূপ-কারণ হইতে চক্কুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ; (চক্ক, রূপ ও চক্কুবিজ্ঞান, এই) তিনের সম্মিলনে স্পর্শ ;

২০ স্পর্শ-কারণ হইতে বেদনা ; বেদনা-কারণ হইতে তৃষ্ণা ; তৃষ্ণা-কারণ হইতে কৰ্ম্ম, এবং কৰ্ম্ম হইতে আবার চক্ক উৎপন্ন হয় । এই প্রকার এই প্রবাহের কি অন্ত আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘শ্রোত্র ও শব্দ-হেতুক শ্রোত্রবিজ্ঞান, ... ইত্যাদি পূর্ববৎ ; মন ও (মানসিক) ধৰ্ম্ম-কারণ হইতে মনোবিজ্ঞান ; (মন, ধৰ্ম্ম ও মনোবিজ্ঞান, এই) তিনের সম্মিলনে স্পর্শ ;

২৫ স্পর্শ-কারণ হইতে বেদনা ; বেদনা-কারণ হইতে তৃষ্ণা ; তৃষ্ণা-কারণ হইতে কৰ্ম্ম ; এবং কৰ্ম্ম হইতে আবার মন জাত হয় । এইরূপ এই প্রবাহের কি অন্ত আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, কালেরও পূর্ব কোটি জানা যায় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, যম্পনে’তং ক্রসি—“পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি,” কতমা চ সা পুরিমা কোটীতি ?’

‘যো খো মহারাজ, অতীতো অন্ধা, এয়া পুরিমা কোটীতি ।’

‘ভস্মে নাগসেন, যম্পনে’তং ক্রসি—“পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি,” কিম্পন
৫ ভস্মে, সৰ্ব্বা’পি পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘কচি মহারাজ, পঞ্ঞায়তি, কচি ন পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘কতমা ভস্মে, পঞ্ঞায়তি, কতমা ন পঞ্ঞায়তীতি ?’

‘ইত্তো পূৰ্বে মহারাজ, সৰ্ব্বেন সৰ্বং সৰ্বথা সৰ্বং অবিজ্জা নাহোসীতি—এসা পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তি । যং অহুত্বা সম্ভোতি, হুত্বা পটিগচ্ছতি,—এসা পুরিমা

১০ কোটি পঞ্ঞায়তীতি ।’

‘ভস্মে নাগসেন, যং অহুত্বা সম্ভোতি, হুত্বা পটিগচ্ছতি, নহু তং উত্ততো ছিন্নং অথং গচ্ছতীতি ?’

‘যদি মহারাজ, উত্ততো ছিন্না অথং গচ্ছতি, উত্ততো ছিন্না সন্ধা বড়ুতু’ত্তি ?’

কালের পূর্বকোটি কি ?

১৫ ৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি আবার বলিতেছেন—
“পূর্বকোটি জানা যায় না,” এই “পূর্বকোটি” কি ?’

‘যাহা অতীত কাল, ইহাই “পূর্বকোটি” মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি আবার বলিতেছেন—“পূর্বকোটি জানা যায় না,” তাহা কি সমস্ত পূর্বকোটিই জানা যায় না ?’

২০ ‘কোনটি যায়, কোনটি জানা যায় না ।’

‘কোনটি জানা যায়, আর কোনটি জানা যায় না ?’

‘ইহার পূর্বে মহারাজ, সৰ্ব্বাকারে সৰ্ববস্তুর সৰ্বপ্রকারে অবিদ্যা-রূপে ছিল ; ইহার পূর্বকোটি জানা যায় না । যে বস্তু পূর্বে ছিল না, পরে হইয়া আবার বিলীন হয়, ইহার পূর্বকোটি জানা যায় ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, যে বস্তু পূর্বে ছিল না, পরে হইয়া আবার বিলীন হইয়া থাকে, তাহা ত উভয় দিকে ছিন্ন হইয়া অন্তগত হয় ?’

‘মহারাজ, যদি উভয় দিকে ছিন্ন হইয়া অন্তগত হয়, তবুও কি তাহাকে বর্ধিত করা যাইতে পারে ?’

‘আম ; সাপি সকা বড়চেতু’তি । নাহঃ ভন্তে, এতঃ পুত্রানি—কোটিতো সকা বড়চেতু’তি ।’

‘আম ; সকা বড়চেতু’তি ।’

‘ওপন্নঃ করোহীতি ।’

- ৫ খেরো তস্ম কক্খুপমং অবাসি,—‘থকা চ কেবলস্ম হক্খ-ক্খক্কস্ম বীজানীতি ।’
‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৪। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, অখি কেচি সন্নারা, যে জায়ন্তীতি ।’

‘আম মহারাজ ; অখি সন্নারা, যে জায়ন্তীতি ।’

‘কতমে তে ভন্তে’তি ?’

- ১০ ‘চক্খুস্মিঞ্চ খো মহারাজ, সতি রূপেহু চ, চক্খুবিঞ্ঞাণং হোতি ; চক্খুবিঞ্ঞাণে সতি চক্খুসম্ফস্সো হোতি ; চক্খুসম্ফস্সে সতি বেদনা হোতি ; বেদনার সতিত্তণ্হা

‘হী ; তাহা বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে । (যাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ইহাকে যে সেই) কোটি হইতে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না ।’

‘হী ; তাহাকে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে ।’

- ১৫ ‘উপমা (প্রদান) ককন ।’

হুবির তাঁহাকে ব্রহ্মোপমা প্রদর্শন করিলেন, (ও বলিলেন রূপ-বেদনা-প্রভৃতি) ককসম্ভুই সমগ্র দুঃখরাশির বীজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ক ।’

সংস্কার ।

- ২০ ৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এরূপ কোন সংস্কার-সমূহ কি আছে, যাহারা উৎপন্ন হয় ?’

‘হী মহারাজ ; উৎপন্ন হয়, এরূপ সংস্কার-সমূহ আছে ।’

‘ভদন্ত তাহার কি ?’

- ‘চক্খু ও রূপ থাকিলে মহারাজ, চক্খুবিজ্ঞান হয়, চক্খুবিজ্ঞান থাকিলে চক্কু-সংস্পর্শ
২৫ হয়, চক্কু-সংস্পর্শ থাকিলে বেদনা, বেদনা থাকিলে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থাকিলে উপাদান, উপাদান

হোতি ; তৎসংস্কার সতি উপাদানং হোতি ; উপাদানে সতি ভবো হোতি ; ভবে সতি জাতি হোতি ; জাতিয়া সতি জরা-মরণং শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌৰ্দ্ধনস্ত-উপায়াসা সম্ভবতি ।—এবমেতন্স কেবলস্ হৃৎ-কৃৎকৃৎস সমুদয়ো হোতি । চক্ষুঃশিখা থো মহারাজ, অসতি, রূপেহ চ অসতি, চক্ষুঃবিজ্ঞানং ন হোতি ; চক্ষুঃবিজ্ঞানে অসতি চক্ষুঃসংস্পর্শো ন হোতি ; চক্ষুঃসংস্পর্শে অসতি বেদনা ন হোতি ; বেদনায় অসতি তৎসংস্কার ন হোতি ; তৎসংস্কার অসতি উপাদানং ন হোতি ; উপাদানে অসতি ভবো ন হোতি ; ভবে অসতি জাতি ন হোতি ; জাতিয়া অসতি জরা-মরণং শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌৰ্দ্ধনস্ত-উপায়াসা ন হোতি ।—এবমেতন্স কেবলস্ হৃৎ-কৃৎকৃৎস নিরোধো হোতীতি ।’

১০. ‘কস্মৈ’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

৫। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, অথি কেচি সন্ধ্যায়া, যে অভবন্তা জায়ন্তীতি ?’
‘ন’থি মহারাজ, কেচি সন্ধ্যায়া, যে অভবন্তা জায়ন্তীতি ; ভবন্তা য়েব থো মহারাজ, সন্ধ্যায়া জায়ন্তীতি ।’

থাকিলে ভব, ভব থাকিলে জাতি, এবং জাতি থাকিলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা,
১৫ হৃৎ, দৌৰ্দ্ধনস্ত ও উপায়াস হয় । এইরূপে এই সমগ্র হৃৎখরাশির উদয় হয় । আবার চক্ষু ও রূপ না থাকিলে মহারাজ, চক্ষুঃবিজ্ঞান হয় না, চক্ষুঃবিজ্ঞান না থাকিলে চক্ষুঃ-সংস্পর্শ হয় না, চক্ষুঃ-সংস্পর্শ না থাকিলে বেদনা হয় না, বেদনা না থাকিলে তৎসংস্কার হয় না, তৎসংস্কার না থাকিলে উপাদান হয় না, উপাদান না থাকিলে ভব হয় না, ভব না থাকিলে জাতি হয় না, এবং জাতি না থাকিলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, হৃৎ, দৌৰ্দ্ধনস্ত ও উপায়াস হয় না ; এইপ্রকার এই সমগ্র হৃৎখরাশির নিরোধ হয় ।’

‘ভদন্ত নাগসেনে আপনি দক্ষ !’

সংস্কার অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় না ।

৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এমন কি কোন সংস্কার-সমূহ আছে, বাহারা (কারণ-সম্বন্ধ) না হইয়া জাত হয় ?’

‘না মহারাজ, এমন কোন সংস্কার-সমূহ নাই, বাহারা না হইয়া জাত হয় ; মহারাজ, সংস্কার সমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘ওপস্মঃ করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্‌এসি মহারাজ ?—ইদং গেহং অভবন্তং জাতং, যৎ তং নিসিঙ্গো’সীতি ?’

‘ন’থি কিঞ্চি জন্তে, ইদং অভবন্তং জাতং, ভবন্তং য়েব জাতং ; ইমানি খো ভন্তে, দারুণি বনে অহেসুঃ, অগ্গং মত্তিকা পঠবিয়ং অহোদি, ইথীনঞ্চ পুরিসানঞ্চ তজ্জেন নাম্মমেন এবমিদং গেহং নিব্বত’স্তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ন’থি কেচি সঙ্খারা, য়ে অভবন্তা জায়ন্তি ; তবন্তা য়েব সঙ্খারা জায়ন্তীতি ।’

‘ভিষ্যো ওপস্মঃ করোহীতি ।’

১০ ‘যথা, মহারাজ, য়ে কেচুচি বীজগাম-ভূতগামা পঠবিয়ং নিকুথিতা অহুপুৰ বেন বুদ্ধিং বিরুল্লিং বৈপুল্লং আপজ্জমানা পুপ্পানি চ ফলানি চ দদেয়াং, ন তে রুক্থা অভবন্তা, জাতা, ভবন্তা য়েব তে রুক্থা জাতা । এবমেব খো মহারাজ, ন’থি কেচি সঙ্খারা য়ে অভবন্তা জায়ন্তি, ভবন্তা য়েব তে সঙ্খারা জায়ন্তীতি ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

১৫ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—এই য়ে গৃহ, যাহাতে আপনি উপবেশন করিয়া আছেন, তাহা কি না হইয়া জাত হইয়াছে ?’

‘না ভদন্ত, এখানে এমন কিছু নাই, যাহা না হইয়া জাত হইয়াছে, কিন্তু হইয়াই জাত হইয়াছে । ভদন্ত, এই সকল কাষ্ঠ বনে ছিল, এই মৃত্তিকা পৃথিবীতে ছিল, (পরে) স্ত্রী ও পুরুষগণের পরিশ্রমে এই প্রকার এই গৃহ হই-

২০ য়াছে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কার সমূহনাই, যাহারা না হইয়া জাত হয় ; সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, য়ে-কোন বীজ ও তৃণশুল্কাদি পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ রোপিত হয়, তাহার অল্পক্ৰমে বৃদ্ধি, বিরুটি ও বৈপুল্য প্রাপ্ত হইয়া পুশ্প-ফল প্রদান করিবে ; সেই সকল বৃক্ষ না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই তাহার জাত হইয়াছে । এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কারসমূহ নাই, যাহারা না হইয়া জাত হয় ; সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, কুন্তকারো পৃথিবী পৃথিবী উদ্ধৃতি নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে ; সেই সমস্ত পাত্র না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই জাত হয় । এইরূপই মহারাজ, এমন কোন সংস্কার সমূহ নাই, বাহারি না হইয়া জাত হয় ; সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘ভিষ্যো ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, বীণার পত্রং ন সিয়া, চন্দ্রং ন সিয়া, দ্রোণী ন সিয়া, দণ্ডো ন সিয়া, উপবীণো ন সিয়া, তস্ত্রিয়ো ন সিয়ুং, কোণো ন সিয়া, পুরিসস্ চ তজ্জো বায়ামো ন সিয়া, জায়্যেব্য সন্দো’তি ।’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

১০ ‘যতো চ খো মহারাজ, বীণার পত্রং সিয়া, চন্দ্রং সিয়া, দ্রোণী সিয়া, দণ্ডো সিয়া, উপবীণো সিয়া, তস্ত্রিয়ো সিয়ুং, কোণো সিয়া, পুরিসস্ চ তজ্জো বায়ামো সিয়া, জায়্যেব্য সন্দো’তি ।’

‘আম ভন্তে ; জায়্যেব্য’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ন’খি কেচি সঙ্কারা, যে অভবন্তা জায়ন্তি ; ভবন্তা য়েব খো

১৫ সঙ্কারা জায়ন্তীতি ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, কুন্তকার পৃথিবী হইতে মৃত্তিকা উদ্ধৃত করিয়া নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে ; সেই সমস্ত পাত্র না হইয়া জাত হয় নাই, হইয়াই জাত হয় । এইরূপই মহারাজ, এমন কোন সংস্কার সমূহ নাই, বাহারি না হইয়া জাত হয় ;

২০ সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, বীণার যদি পত্র, চন্দ্র, দ্রোণী, দণ্ড, উপবীণ, তস্ত্রী ও কোণ (মেজরাক) না থাকে, এবং পুরুষের যন্ত্র না হয়, তবে কি তাহার শব্দ জাত হইবে ?’

‘না ভবন্ত ।’

২৫ ‘যদি মহারাজ, বীণার পত্র, চন্দ্র, দ্রোণী, দণ্ড, উপবীণ, তস্ত্রী ও কোণ থাকে, এবং পুরুষের যন্ত্র হয়, তবে কি তাহার শব্দ জাত হইবে ?’

‘হাঁ ভবন্ত ; জাত হইবে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, এমন কোন সংস্কারসমূহ নাই, বাহারি না হইয়া জাত হয় ; সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘তিষ্যো ওপস্ব্য করৌহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, অরুণি ন সিয়া, অরুণিপোতকো ন সিয়া, অরুণিবোতকং ন সিয়া, উত্তরারুণি ন সিয়া, চোলকং ন সিয়া, পুরিসঙ্গ চ তজ্জা বায়ামো ন সিয়া, জায়েষ্য অঙ্গীতি ?’

৫ ‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘যতো চ খো মহারাজ, অরুণি সিয়া, অরুণিপোতকো সিয়া, অরুণিবোতকং সিয়া, উত্তরারুণি সিয়া, চোলকং সিয়া, পুরিসঙ্গ চ তজ্জা বায়ামো সিয়া, জায়েষ্য সো অঙ্গীতি ?’

‘আম ভন্তে ; জায়েষ্য’তি ।’

১০ ‘এবমেব খো মহারাজ, ন’খি সম্ভারা, যে অভবন্তা জায়ন্তি ; তবস্তা য়েব খো সম্ভারা জায়ন্তীতি ।’

‘তিষ্যো ওপস্ব্য করৌহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, মণি ন সিয়া, আতাপো ন সিয়া, গোময়ং ন সিয়া, জায়েষ্য সো অঙ্গীতি ?’

১৫ ‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যদি (অগ্নিমহনের) অরুণি (মহন কাঠ), অরুণি-পোতক (ঐ ক্ষুদ্রকাঠ) অরুণি-যোক্তক (বন্ধনরজ্জু), উত্তরারুণি (ঐ কাঠ বিশেষ), ও বস্ত্র না থাকে, এবং পুরুষের যজ্ঞ না হয়, তবে কি অগ্নি জাত হইবে ?’

২০ ‘না ভদন্ত ।’

‘আর যদি মহারাজ, অরুণি, অরুণিপোতক, অরুণি-যোক্তক, উত্তরারুণি ও বস্ত্র থাকে, এবং পুরুষের যজ্ঞ হয়, তবে কি অগ্নি জাত হইবে ?’

‘হঁা ভদন্ত ; জাত হইবে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, কোন সংস্কার সমূহ নাই, যাহারা না হইয়া জাত হয় ;

২৫ সংস্কার সমূহ হইয়াই জাত হয় ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যদি মণি (অরুণাক্ত) না থাকে, রৌদ্র না থাকে, ও গোময় না থাকে, তবে কি অগ্নি জাত হইবে ?’

‘না ভদন্ত ।’

- ‘যতো চ খো মহারাজ, মণি সিন্না, আতপো সিন্না, গোময় সিন্না, জায়েব্য অঙ্গীতি ?’
 ‘আম ভন্তে ; জায়েব্য’তি ।’
 ‘এষমেব খো মহারাজ, ন’খি কেচি সন্খারা, যে অভবত্তা জায়ন্তি ; ভবত্তা য়েব খো সন্খারা জায়ন্তীতি ।’
 ৫ ‘ভিয়ো ওপস্নং করোহীতি ।’
 ‘যথা, মহারাজ, আদাসো ম সিন্না, আভা ন সিন্না, মুখং ন সিন্না, জায়েব্য অত্তা’তি ।’
 ‘নহি ভন্তে’তি ।’
 ‘যতো চ খো মহারাজ, আদাসো সিন্না, আভা সিন্না, মুখং সিন্না, জায়েব্য অত্তা’তি ।’
 ‘আম ভন্তে ; জায়েব্য’তি ।’
 ১০ ‘এবমেব খো মহারাজ, ন’খি সন্খারা যে অভবত্তা জায়ন্তি ; ভবত্তা য়েব খো সন্খারা জায়ন্তীতি ।
 ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

- ‘আর যদি মহারাজ, মণি থাকে, রৌদ্র থাকে, ও গোময় থাকে, তবে আমি জাত হইবে ?’
 ১৫ ‘হাঁ ; উৎপন্ন হইবে ।’
 ‘এই প্রকারই মহারাজ, কোন সংস্কার সমূহ নাই, বাহারা না হইয়া জাত হয়, সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয়’
 ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’
 ‘মহারাজ, যদি আদর্শ না থাকে, আভা না থাকে, এবং মুখ না থাকে, তবে কি
 ২০ তাহাতে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিবিম্ব জাত হইবে ?’
 ‘না ভদ্র ।’
 ‘আর যদি মহারাজ, আদর্শ থাকে, আভা থাকে, ও মুখও থাকে, তবে কি তাহাতে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিবিম্ব জাত হইবে ?’
 ‘হাঁ হইবে ?’
 ২৫ ‘এই প্রকারই মহারাজ, কোন সংস্কারসমূহ নাই, বাহারা না হইয়া জাত হয়, কিন্তু সংস্কারসমূহ হইয়াই জাত হয় ।’
 ‘ভদ্র নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩। রাজা আহ—‘ভদ্র নাগসেন, বেদগু উপলক্ষিতীতি?’

‘কো পনে’সো মহারাজ, বেদগু নামা’তি?’

‘মো ভদ্রে, অতঃপরে জীবো চক্খুনা রূপং পদসতি, সোতেন মদং স্থগাতি
ঘাণেন গন্ধং ঘায়তি, জিহ্বায় রসং সায়তি, কায়েন কোট্টম্বং কুসতি,

৫ মনো ধম্মং বিজ্ঞানতি। যথা ময়ং ইধ পাসাদে মিসিরা যেন যেন বাতপানেন
ইচ্ছেয়াম পদসিতুং, তেন তেন বাতপানেন পদসেয্যাম;—পূরথিমেন’পি বাতপানেন
পদসেয্যাম, পচ্ছিমেন’পি বাতপানেন পদসেয্যাম, উত্তরেণ’পি বাতপানেন পদসেয্যাম,
দক্ষিমেন’পি বাতপানেন পদসেয্যাম; এবমেব খো ভদ্রে, অয়ং অতঃপরে জীবো
যেন যেন ঘায়েন ইচ্ছতি পদসিতুং, তেন তেন ঘায়েন পদসতীতি।’

১০ ধেরো আহ—‘পঞ্চদ্বারং মহারাজ, ভণিসামি, ভং স্থগাহি, সাধুকং মনসি
করোহি—যদি অতঃপরে জীবো চক্খুনা রূপং পদসতি, যথা ময়ং ইধ পাসাদে
মিসিরা যেন যেন বাতপানেন ইচ্ছেয়াম পদসিতুং, তেন তেন বাতপানেন রূপংযেব
পদসেয্যাম, পূরথিমেন’পি বাতপানেন রূপং, য়েব পদসেয্যাম, পচ্ছিমেন’পি

বেতার (অর্থাৎ আত্মার) উপলক্ষি হয় কি না ?

১৫ ৬। রাজা বলিলেন—‘ভদ্র নাগসেন, বেতার (জাতার অর্থাৎ আত্মার) কি
উপলক্ষি হয়?’

‘মহারাজ, এ বেতা আবার কে?’

‘এই যে অতঃপরে জীব, যে চক্কুর দ্বারা রূপ দর্শন করে, শ্রোত্র-দ্বারা শব্দ শ্রবণ
করে, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা-দ্বারা রস আন্বাদ করে, শরীরের (স্বকের)

২০ দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করে, ও মনের দ্বারা (স্থখাদি) ধর্মকে জানে। যেমন,
আমরা এই প্রাসাদে উপবেশন করিয়া যে-যে বাতায়নের দ্বারা ইচ্ছা করি, তাহা দ্বারাই
দর্শন করিতে পারি,—পূর্বদিকের বাতায়নের দ্বারাও দর্শন করি, পশ্চিমদিকের বাতা-
য়নের দ্বারাও দর্শন করি, উত্তরদিকের বাতায়নের দ্বারাও দর্শন করি, ও দক্ষিণদিকের
বাতায়ন দ্বারাও দর্শন করি, এইরূপই এই অতঃপরে জীব যে-যে ঘায়ের দ্বারা দেখিতে
২৫ ইচ্ছা করে, তাহা দ্বারাই দর্শন করে।’

‘হুবিয় করিলেন—‘মহারাজ, আমি পঞ্চদ্বার অর্থাৎ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বিষয়ে আপনাকে
বলিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন, ও ভাল করিয়া তাহা মনে করুন:—

‘যদি অতঃপরে জীব চক্কু-দ্বারা রূপ দর্শন করে, তবে, যেমন আমরা এই প্রাসাদে
উপবিষ্ট হইয়া যে-যে বাতায়নের দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি, সেই-সেই বাতায়নের দ্বারা

- বাতপানেন রূপংযেব পস্‌সেয্যাম, দক্‌খিনেন'পি বাতপানেন রূপংযেব পস্‌সেয্যাম, এবমেতেন অবতন্তরে জীবেন চক্‌খুনাপি রূপংযেব পস্‌সিতব্‌ং, সোতেন'পি রূপংযেব পস্‌সিতব্‌ং, ঘাণেন'পি রূপংযেব পস্‌সিব্‌ং, জিব্‌হায়'পি রূপংযেব পস্‌সিতব্‌ং, কায়েন'পি রূপংযেব পস্‌সিতব্‌ং, মনসাপি রূপংযেব পস্‌সিতব্‌ং ; চক্‌খুনাপি
- ৫ সন্দোযেব সোতব্‌বো, ঘাণেন'পি সন্দোযেব সোতব্‌বো, জিব্‌হায়'পি সন্দোযেব সোতব্‌বো, কায়েন'পি সন্দোযেব সোতব্‌বো, মনসাপি সন্দোযেব সোতব্‌বো ; চক্‌খুনাপি গন্ধোযেব ঘায়িতব্‌বো, সোতেন'পি গন্ধোযেব ঘায়িতব্‌বো, জিব্‌হায়'পি গন্ধোযেব ঘায়িতব্‌বো, কায়েন'পি গন্ধোযেব ঘায়িতব্‌বো, মনসাপি গন্ধোযেব ঘায়িতব্‌বো ; চক্‌খুনাপি রসোযেব সায়িতব্‌বো, সোতেন'পি রসোযেব সায়িতব্‌বো, ঘাণেন'পি
- ১০ রসোযেব সায়িতব্‌বো, কায়েন'পি রসোযেব সায়িতব্‌বো, মনসাপি রসোযেব সায়িতব্‌বো ; চক্‌খুনাপি ফোট্‌ঠব্‌ংযেব ফুসিতব্‌ং, সোতেন'পি ফোট্‌ঠব্‌ংযেব ফুসিতব্‌ং, ঘাণেন'পি ফোট্‌ঠব্‌ংযেব ফুসিতব্‌ং, জিব্‌হায়'পি ফোট্‌ঠব্‌ংযেব ফুসিতব্‌ং, মনসাপি ফোট্‌ঠব্‌ংযেব ফুসিতব্‌ং ; চক্‌খুনাপি ধম্মংযেব বিজানিতব্‌ং, সোতেনাপি ধম্মংযেব বিজানিতব্‌ং, ঘাণেন'পি ধম্মংযেব বিজানিতব্‌ং, জিব্‌হায়'পি
- ১৫ ধম্মংযেব বিজানিতব্‌ং, কায়েন'পি ধম্মংযেব বিজানিতব্‌ং'স্তি ?
- ‘নহি ভত্তে'তি ।’

- কেবল রূপই দর্শন করিয়া থাকি, — পূর্বাধিকারও বাতায়ন-দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া থাকি, পশ্চিমাধিকারও বাতায়ন দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া থাকি, উত্তরাধিকারও বাতায়ন-দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া থাকি, এবং দক্ষিণাধিকারও বাতায়ন দ্বারা রূপই দর্শন করিয়া
- ২০ থাকি, সেইরূপ অন্তস্তরবর্তী জীব কি চক্ষু-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, শ্রোত্র-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, ঘ্রাণ-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, জিহ্বা-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, শরীরের দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে, এবং মন-দ্বারাও রূপই দর্শন করিবে ? এইরূপ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, শরীর ও মন—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি শব্দকেই শ্রবণ করিবে, বা গন্ধকেই ঘ্রাণ করিবে, বা রসকেই আশ্বাদ করিবে, বা স্পর্শকেই স্পর্শ করিবে, বা (সুখাদি) ধর্মকেই জানিবে ?
- ২৫ ‘না ভদন্ত ।’

‘ন খো তে মহারাজ, যুদ্ধজিতি পুরিসেন বা পচ্ছিমং, পচ্ছিমেন বা পুরিসং ।

- ‘যথা বা পন মহারাজ, নয়ং ইধ পাসাদে নিসিন্না ইবেসু জালবাত্তপানেসু উগ্ঘাটিতেসু মহন্তেন আকাসেন বহিমুখা সূট্ঠুতরং রূপং পদ্মাম, এবমেতেন অবত্তন্তরে জীবেনাপি চক্ষুধারেসু উগ্ঘাটিতেসু মহন্তেন অকসিনে সূট্ঠুতরং রূপং পদ্মিতব্বং, সোতেসু
৫ উগ্ঘাটিতেসু, যানে উগ্ঘাটিতে, জিব্হায় উগ্ঘাটিতায়, কারে উগ্ঘাটিতে মহন্তেন আকাসেন সূট্ঠুতরং সন্দো সোতব্বো, গন্ধো ঘায়িতব্বো, রসো সায়িতব্বো, কোট্ঠিব্বো কুসিতব্বো’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

ন খো তে মহারাজ, যুদ্ধজিতি পুরিসেন বা পচ্ছিমং, পচ্ছিমেন বা পুরিসং ।

- ১০ ‘যথা বা পন মহারাজ, অয়ং দিন্নো নিক্খমিস্সা বহিদ্ধারকোট্ঠকে তিট্ঠেয়া, জানাসি অং মহারাজ, অয়ং দিন্নো নিক্খমিস্সা বহিদ্ধারকোট্ঠকে ত্তিত্তো’তি ?’
‘আম ভন্তে ; জানামীতি ।’

‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, এবং পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হই-
তেছে না ।’

- ১৫ ‘অথবা যেমন মহারাজ, জাল-বাতায়নগুলি উদ্ঘাটিত হইলে, এই প্রাসাদে উপবিষ্ট আমরা বিপুল আকাশের (ফাঁকের) দ্বারা বহিমুখ হইয়া সুন্দরতর-ভাবে রূপ দর্শন করিয়া থাকি, সেইরূপ অভ্যন্তরবর্তী জীবও কি চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও ঘৃক্ (‘কায়’,—এই ইঞ্জিয়-দ্বারা) সমূহ উদ্ঘাটিত হইলে বিপুল আকাশে (ফাঁকে) সুন্দর-তর-ভাবে রূপ দর্শন করিবে, শব্দ শ্রবণ করিবে, গন্ধ ভ্রাণ করিবে, রস আন্বাদ
✓ ২০ করিবে, ও স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করিবে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, বা পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হই-
তেছে না ।’

- ‘অথবা যেমন মহারাজ, এই ‘দন্ত’ (তন্মায়ক কোন ব্যক্তি) এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত
২৫ হইয়া যদি বহিঃস্থিত তোরণে থাকে, তবে কি মহারাজ, আপনি জানিবেন যে, দন্ত বহিঃস্থিত তোরণে আছে ?’

‘হাঁ ; জানিব ।’

‘যথা বা পন মহারাজ, অয়ং দিন্নো অস্তো পবিসিত্বা তব পুরতো তিত্তেয্য, জানাদি
জং মহারাজ, অয়ং দিন্নো অস্তো পবিসিত্বা মম পুরতো ঠিতো’তি ?’

‘আম ভন্তে ; জানামীতি ।’

‘এবমেষ ধো মহারাজ, অব্ভন্তরে যো জীবো, জিব্হায় রসে নিক্ষিপ্তে জানেযা
৫ অঘিলন্তং বা, লবণন্তং বা, তিত্তকন্তং বা, কটুকন্তং বা, কসায়ন্তং বা, মধুরন্তং বা’তি ?’

‘আম ভন্তে ; জানেযা’তি ।’

‘তে রসে অস্তো পবিট্টে জানেযা অঘিলন্তং বা, লবণন্তং বা, তিত্তকন্তং বা,
কসায়ন্তং বা, মধুরন্তং বা’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

১০ ‘ন ধো তে মহারাজ, যুজ্জতি পুরিমেণ বা পচ্ছিমং, পচ্ছিমেণ বা পুরিমং ।

‘যথা মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো মধুঘটসতং আহরাপেত্বা মধুদোণি পুরাপেত্বা
পুরিসসং মুখং পিদহিত্বা মধুদোণিয়া নিক্ষিপেয্য, জানেযা সো মহারাজ, পুরিসো মধু
সম্পন্নং বা, ন সম্পন্নং বা’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ?’

১৫ ‘আর যদি দত্ত মহারাজ, ভিতরে প্রবেশ করিয়া আপনার সম্মুখে থাকে, তবে কি
মহারাজ, আপনি জানিবেন—“দত্ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখে আছে” ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; জানিব ।’

‘এইরূপই মহারাজ, অভ্যন্তরবর্তী যে জীব আছে, তাহা, তাহার জিহ্বায় কোন রস
নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহার অন্নত্ব, বা লবণত্ব, বা তিত্তত্ব, বা কটুত্ব, বা কষায়ত্ব, বা মধুরত্ব

২০ কি জ্ঞানিতে পারিবে ?’

‘হাঁ ; জ্ঞানিতে পারিবে ।’

‘ঐ রস যদি ভিতরে (উদর মধ্যে) প্রবেশ করে, তবে কি তাহার অন্নত্ব, বা
লবণত্ব, বা তিত্তত্ব, বা কটুত্ব, বা কষায়ত্ব, বা মধুরত্ব জানিতে পারিবে ?’

‘না ভদন্ত ।’

২৫ ‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, বা পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হইতেছে
না ।

‘মহারাজ, যেমন কোন ব্যক্তি একশত মধুঘট আনাইয়া, ও তাহার দ্বারা মধুদোণী
(বড় পাত্র) পূর্ণ করাইয়া যদি কোন লোকের মুখ বন্ধনপূর্বক তাহাকে ঐ মধুদোণীতে
নিক্ষেপ করে, তবে কি সেই ব্যক্তি জানিতে পারিবে যে, মধু মিষ্ট, কি মিষ্ট নয় ?’

৩০ ‘না ।’

‘কেন কারণে’তি ?’

‘নহি তস্মৈ ভক্তে, যুখে মধু পবিট্ঠ’স্তি ।’

‘ন খো তে মহারাজ, যুজ্জতি পুরিমেণ বা পচ্ছিমং, পচ্ছিমেণ বা পুরিম’স্তি ।’

‘নাং পটবলো তয়া বাদিনা সন্ধিং সল্পপিভুং । সাধু, অথং জপ্পেহীতি ।’

- ৫ থেরো অভিধম্মসংযুত্তায় কথায় রাজানং মিলিন্দং সঞ্ঞাপেসি—‘ইধ মহারাজ, চক্খুঞ্চ পটচ্চ রূপে চ উপ্পজ্জতি চক্খুবিঞ্ঞাণং, তং সহজাতা ফস্সো, বেদনা, সঞ্ঞা, চেতনা, একগ্গতা, জীবিত্তি’দ্রিয়ং, মনসিকারো’তি ;—এবমেতে ধম্মা পচয়তো জায়ন্তি । নহে’থ বেদগু উপলব্ধতি । মোতঞ্চ পটচ্চ সদ্দে চ—পে—মনঞ্চ পটচ্চ ধম্মে চ উপ্পজ্জতি মনোবিঞ্ঞাণং, তং সহজাতা ফস্সো, বেদনা, সঞ্ঞা, চেতনা, একগ্গতা, জীবিত্তি’দ্রিয়ং, মনসিকারো’তি ;—এবমেতে ধম্মা পচয়তো জায়ন্তি । নহে’থ বেদগু উপলব্ধতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভক্তে নাগসেনা’তি !’

‘কারণ কি ?’

‘যেহেতু, তাহার যুখে মধু প্রবিষ্ট হয় নাই ।’

- ১৫ ‘মহারাজ, আপনার পূর্বের সহিত পরের, বা পরের সহিত পূর্বের সঙ্গতি হইতেছে না ।’

‘ভদন্ত, আপনি বাদী ; আপনার সহিত আলাপ করিতে আমি সমর্থ নহি । ভাল, যাহা তব্ব (‘অর্থ’), তাহা বলুন ।’

- ২০ স্তবির অভিধম্মসংযুক্ত কথ্য দ্বারা রাজা মিলিন্দকে জানাইলেন—‘মহারাজ, এখানে চক্ষু ও রূপ-হেতু চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সহিতই স্পর্শ, বেদনা, প্রজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিত্তেদ্রিয় ও মনসিকার জাত হয় । এইপ্রকারে এই সকল ধর্ম কারণ-সমবায়ে জাত হইয়া থাকে । এখানে বেত্তার (অর্থীং জ্ঞাতা বা আত্মার) উপলব্ধি হইতেছে না । এইরূপে শ্রোত্রাদি ও শব্দাদি-কারণে শ্রোত্রবিজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয়, মন ও মানসিক ধর্ম-কারণে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং তাহার সহিত স্পর্শ, বেদনা, প্রজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিত্তেদ্রিয় ও মনসিকার জাত হয় । এই প্রকারে এই সকল ধর্ম কারণ-সমবায়ে জাত হইয়া থাকে, এখানে বেত্তার কোন উপলব্ধি হয় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৭। রাজা আহ—‘ভস্বে নাগসেন, যথ চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনো-
বিজ্ঞানং’পি উল্লঙ্ঘতি?’

‘আম মহারাজ ; যথ চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনোবিজ্ঞানং’পি
উল্লঙ্ঘতি।’

৫ ‘কিন্মু খো ভস্বে নাগসেন, পঠমং চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি পচ্ছা মনোবিজ্ঞানং,
উদাহ মনোবিজ্ঞানং পঠমং উল্লঙ্ঘতি পচ্ছা চক্ষুর্বিজ্ঞানং’স্তীতি?’

‘পঠমং মহারাজ, চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, পচ্ছা মনোবিজ্ঞানং’স্তীতি।’

‘কিন্মু খো ভস্বে নাগসেন, চক্ষুর্বিজ্ঞানং মনোবিজ্ঞানং আগাপেতি—“যথাহং
উল্লঙ্ঘামি, অহম্’পি তথ উল্লঙ্ঘাহীতি”, উদাহ মনোবিজ্ঞানং চক্ষুর্বিজ্ঞানং আ-

১০ গাপেতি—“যথ হং উল্লঙ্ঘিস্যসি, অহম্’পি তথ উল্লঙ্ঘিস্যাহীতি?”’

‘নহি মহারাজ ; অনল্লাপো তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞহীতি।’

‘কথং ভস্বে নাগসেন, যথ চক্ষুর্বিজ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি, তথ মনোবিজ্ঞানং’পি
উল্লঙ্ঘতি?’

চক্ষুর্বিজ্ঞানাদির সহিত মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধে উৎপত্তি ।

১৫ ৭। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনো-
বিজ্ঞানও কি সেখানে উৎপন্ন হয়?’

‘ইঁ মহারাজ ; চক্ষুর্বিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয়।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, প্রথমে কি চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান? অথবা
প্রথমে মনোবিজ্ঞান, পশ্চাৎ চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?’

২০ ‘প্রথমে মহারাজ, চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, চক্ষুর্বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে—“যেখানে আমি উৎ-
পন্ন হই, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হও?” অথবা মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানকে আজ্ঞা
করে—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হও, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব?”’

‘মহারাজ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না।’

২৫ ‘ভদ্রস্ত নাগসেন, তবে কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও
সেখানে উৎপন্ন হয়?’

‘নিম্নস্তা চ মহারাজ, দ্বারস্তা চ চরিত্তা চ সমুদাচরিত্তা চা’তি ।’

‘কথন্তস্তে নাগসেন, নিম্নস্তা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উপ্পজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্’পি উপ্পজ্জতি ? ওপন্নং কন্নোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—দেবে বন্সস্তে কতমেন উদকং গচ্ছেয্যা’তি ।’

৫ ‘যেন ভন্তে নিম্নঃ, তেন গচ্ছেয্যা’তি ।’

‘অথাপয়েণ সময়েন দেবো বন্সেয্যে; কতমেন ভং উদকং গচ্ছেয্যা’তি ।’

‘যেন ভন্তে পুরিমং উদকং গতং, তম্’পি তেন গচ্ছেয্যা’তি ।’

‘কিন্নু ধো মহারাজ, পুরিমং উদকং পচ্ছিমং উদকং আণাপেতি—“যেনাহং গচ্ছামি, ত্বম্’পি তেন গচ্ছাহীতি ?” পচ্ছিমং বা উদকং পুরিমং উদকং আণাপেতি—“যেন ত্বং

১০ গচ্ছিন্দ্সসি, অহম্’পি তেন গচ্ছিন্দ্সামীতি ?”’

‘নহি ভন্তে ; অনালাপো তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ; নিম্নস্তা গচ্ছন্তীতি ।’

‘এষমেব ধো মহারাজ, নিম্নস্তা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উপ্পজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্’পি উপ্পজ্জতি ; ন চক্খুবিঞ্ঞাণং মনোবিঞ্ঞাণং আণাপেতি—“যথাহং উপ্পজ্জামি,

‘মহারাজ, নিম্নস্ত, দ্বারস্ত, চীর্ণস্ত (চরিত্ত) ও সমুদাচরিত্ত-হেতু (অর্থাৎ বেহেতু

১৫ মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানের দিকে নিম্ন—অবনত, যেহেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের দ্বার, যেহেতু মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে, এবং যেহেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাহচর্যরূপ ব্যবহার আছে) ।

‘ভদন্ত নাগসেন, নিম্নস্ত-হেতু কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

২০ ‘আপনি কি মনে করেন মহারাজ ?—দেব বর্ষণ করিলে কোন্ স্থান দিয়া জল বাইবে ?’

‘যে স্থান নিম্ন, তাহা দিয়া বাইবে ।’

‘আবার যদি অন্য সময়ে দেব বর্ষণ করে, তবে কোন্ স্থান দিয়া জল বাইবে ?’

‘পূর্ব জল যে স্থান দিয়া গিয়াছে, সে জলও সেই স্থান দিয়া বাইবে ।’

২৫ ‘মহারাজ, পূর্ব জল কি পরবর্তী জলকে আচ্ছাদিত করে—“আমি যে স্থান দিয়া বাই, তুমিও সে স্থান দিয়া বাও ?” অথবা পরবর্তী জল পূর্ব জলকে আচ্ছাদিত করে—“তুমি যে স্থান দিয়া বাও, আমিও সে স্থান দিয়া বাইব ?”’

‘না ভদন্ত ; তাহাদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না। নিম্নস্ত-হেতু (ঐক্যে) গমন করে ।’

৩০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, নিম্নস্ত-হেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয় ; চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে না—“যেখানে আমি

তুমি'পি তথ উল্লঙ্ঘ্যসীতি" ; অপি মনোবিজ্ঞানশঃ চক্ষুবিজ্ঞানশঃ আশ্রয়শেতি—“যথ স্বঃ উল্লঙ্ঘ্যসীতি, অহম্'পি তথ উল্লঙ্ঘ্যসীতি ;” অনান্যাপো ভেসং অঞ্ঞ-মঞ্ঞেহি ; নিরত্তা উল্লঙ্ঘ্যসীতি ।’

‘কথন্তত্তে নাগসেন, দারত্তা যথ চক্ষুবিজ্ঞানশঃ উল্লঙ্ঘ্যসীতি, তথ মনোবিজ্ঞানশঃ'পি
৫ উল্লঙ্ঘ্যসীতি ? ওপসং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—রঞ্ঞো পচত্তিমং নগরং দল্লপাকারতোরণং একদারং, ততো পুরিসো নিক্খমিতুকামো ভবেযা, কতমেন নিক্খমেয্যা’তি ?’

‘দারোণ ভন্তে, নিক্খমেয্যা’তি ।’

‘অথাপরো পুরিসো নিক্খমিতুকামো ভবেযা, কতমেন সো নিক্খমেয্যা’তি ?’

১০ ‘যেন ভন্তে, পুরিসো পুরিসো নিক্খন্তো, সো’পি তেন নিক্খমেয্যা’তি ।’

‘কিন্মু খো মহারাজ, পুরিসো পুরিসো পচ্ছিমং পুরিসং আণাপেত্তি—“যেনাহং গচ্ছামি, তুমি’পি তেন গচ্ছাহীতি ?” পচ্ছিমো বা পুরিসো পুরিসং পুরিসং আণাপেত্তি—
“যেন স্বং পচ্ছিসসসি, অহম্'পি তেন গচ্ছিসসামীতি ?” ’

উৎপন্ন হই, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হও ;” আর মনোবিজ্ঞানও চক্ষুবিজ্ঞানকে আচ্ছা
১৫ করে না—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হও, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;” তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না ; নিরত্ত-হেতুই (ঐরূপে তাহার) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, দারত্ত-হেতু কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনো-
বিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয় ? উপমা প্রদান) করুন ।’

২০ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—কোন রাজার এক সীমান্ত নগর আছে ; তাহার প্রাকার ও তোরণ দৃঢ়, এবং একটিমাত্র দ্বার । তাহা হইতে যদি কোন লোক নিজ্জান্ত হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে কোন্ স্থান দিয়া নিজ্জান্ত হইবে ?’

‘সেই দ্বার দিয়াই নিজ্জান্ত হইবে ।’

‘আবার যদি অপর কোন লোক নিজ্জান্ত হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে কোন্ স্থান
২৫ দিয়া নিজ্জান্ত হইবে ?’

‘ভদন্ত, পূর্ন পুরুষ যে স্থান দিয়া নিজ্জান্ত হইয়াছিল, পর পুরুষও সে স্থান দিয়া
নিজ্জান্ত হইবে ।’

‘মহারাজ, পূর্ন পুরুষ কি পর পুরুষকে আচ্ছা করে—“আমি যে স্থান দিয়া যাই, তুমিও সে স্থান দিয়া যাও ?” অথবা পর পুরুষ পূর্ন পুরুষকে আচ্ছা করে—“তুমি
৩০ যে স্থান দিয়া যাও, আমিও সে স্থান দিয়া যাইব ?” ’

‘মহি ভস্তু ; অনালাপো তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ; দ্বারত্ভা গচ্ছতীতি ।’

‘এবমেব ধো মহারাজ, দ্বারত্ভা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উপ্পজ্জতি, তথ মনো-
বিঞ্ঞাণম্’পি উপ্পজ্জতি । ন চ চক্খুবিঞ্ঞাণং মনোবিঞ্ঞাণং আগাপেতি—“যথাহং
উপ্পজ্জামি, তম্’পি তথ উপ্পজ্জাহীতি;” নাপি মনোবিঞ্ঞাণং চক্খুবিঞ্ঞাণং
৫ আগাপেতি—“যথ ত্বং উপ্পজ্জি ন্দসি, অহম্’পি তথ উপ্পজ্জি ন্দামীতি ;” অনালাপো
তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ; দ্বারত্ভা উপ্পজ্জতীতি ।’

‘কথন্তন্তে নাগসেন, চিগ্গত্ভা যথ চক্খুবিঞ্ঞাণং উপ্পজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণ-
ম্’পি উপ্পজ্জতি ? ওপম্মং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—পঠমং একং সকটং গচ্ছেয্য, অথ দ্বিতীয়ং সকটং
১০ কতমেন গচ্ছেয্যা’তি ?’

‘যেন ভস্তু, পুরিমং সকটং গতং, তম্’পি তেন গচ্ছেয্যা’তি ?’

‘কিন্নু ধো মহারাজ, পুরিমং সকটং পচ্ছিমং সকটং আগাপেতি—“যেনাহং গচ্ছামি,
তম্’পি তেন গচ্ছাহীতি ?” পচ্ছিমং বা সকটং পুরিমং সকটং আগাপেতি—“যেন ত্বং
গচ্ছি ন্দসি, অহম্’পি তেন গচ্ছি ন্দামীতি ?” ’

১৫ ‘না ভবন্ত ; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না । দ্বারত্ভ-হেতুই তাহারা
(ঐক্যপে) গমন করে ।’

‘এই প্রকারেই মহারাজ, দ্বারত্ভ-হেতু চক্ষুর্বিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও
সেখানে উৎপন্ন হয় ; চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে না—“যেখানে আমি
উৎপন্ন হইব, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হইবে ;” আর মনোবিজ্ঞানও চক্ষুর্বিজ্ঞানকে

২০ আজ্ঞা করে না—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হও, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;” তাহা-
দের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না ; দ্বারত্ভ-হেতুই তাহারা (ঐক্যপে) গমন
করে ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, চীর্ণত্ভ-হেতু কি প্রকারে যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে
মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—যদি প্রথমে একখানি, ও তাহার পরে আর
একখানি শকটকে যাইতে হয়, তবে দ্বিতীয় শকট কোন স্থান দিয়া যাইবে ?’

‘প্রথম শকট যে স্থান দিয়া যায়, দ্বিতীয় শকটও সে স্থান দিয়া যাইবে ।’

‘মহারাজ, পূর্ব শকট কি পর শকটকে আজ্ঞা করে—“আমি যে স্থান দিয়া যাই,
তুমিও সে স্থান দিয়া যাইবে ?” অথবা পর শকট পূর্ব শকটকে আজ্ঞা করে—“তুমি

৩০ যে স্থান দিয়া যাইবে, আমিও সে স্থান দিয়া যাইব ?”

‘অহি ভস্মে ; অনান্যাপো তেষাং অঞ্ঞাংঞেহি ; চিন্নতা উগ্গজ্জহীতি ।’

‘এবম্বেব খো মহারাজ, চিন্নতা যথ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং উগ্গজ্জতি, তথ মনো-
বিজ্ঞাণম্’পি উগ্গজ্জতি । ন চ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং মনোবিজ্ঞাণং আগাপেতি—
‘যথাহং উগ্গজ্জামি, ত্বম্’পি তথ উগ্গজ্জাহীতি’ ; নাপি মনোবিজ্ঞাণং চক্ষুর্বিজ্ঞাণং
৫ আগাপেতি—‘যথ হং উগ্গজ্জিদ্দসি, অহম্’পি তথ উগ্গজ্জিদ্দাহীতি’ ; অনান্যাপো
তেষাং অঞ্ঞাংঞেহি ; চিন্নতা উগ্গজ্জহীতি ।’

‘কথন্তস্তে নাগসেন, সমুদাচরিততা যথ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং উগ্গজ্জতি, মনো-
বিজ্ঞাণম্’পি তথ উগ্গজ্জতি ? ওপমং কনোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, মুক্কা-গণনা-সম্ভা-গেখা-নিপ্পট্টানেসু আদিকম্মিকম্ভু সন্নারনা ভবতি,
১০ অথাপয়েঃ সময়েন নিসম্মকিরিয়ায় সমুদাচরিততা অবকারানা ভবতি, একমেব খো মহা-
রাজ, সমুদাচরিততা যথ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং উগ্গজ্জতি, তথ মনোবিজ্ঞাণম্’পি
উগ্গজ্জতি ; ন চ চক্ষুর্বিজ্ঞাণং মনোবিজ্ঞাণং আগাপেতি—‘যথাহং উগ্গজ্জামি,
ত্বম্’পি তথ উগ্গজ্জাহীতি’ ; নাপি মনোবিজ্ঞাণং চক্ষুর্বিজ্ঞাণং আগাপেতি—

‘আ ভদন্ত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ হয় না । চীর্ণহ-হেতু তাহারা (ঐক্যে)

১৫ গমন করে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, চীর্ণহ-হেতু যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও
সেখানে উৎপন্ন হয় । চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে না—‘আমি যেখানে
উৎপন্ন হই, তুমিও সেখানে উৎপন্ন হইবে ;’ অথবা মনোবিজ্ঞানও চক্ষুর্বিজ্ঞানকে
আজ্ঞা করে না,—‘তুমি যেখানে উৎপন্ন হইবে, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;’

২০ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না ; চীর্ণহ-হেতুই তাহারা (ঐক্যে)
উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, সমুদাচরিতত্বহেতু কি-প্রকারে যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়,
সেখানে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয় ? উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যেমন অঙ্গুলি পর্ক-গ্রহণে গণনা করায়, সংখ্যা করায় ও লেখার কৌশলে
২৫ প্রথম আরম্ভকারীর ধাঁধা উপস্থিত হয়, কিন্তু অপর সময়ে বৃক্ষিরা কার্য-ব্যবহার করায়
আর ধাঁধা থাকে না, এই প্রকারই মহারাজ, যেখানে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনো-
বিজ্ঞানও সেখানে উৎপন্ন হয় ; চক্ষুর্বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে আজ্ঞা করে না—‘যেখানে
আমি উৎপন্ন হই, তুমিও সেখানে হও ;’ অথবা মনোবিজ্ঞানও চক্ষুর্বিজ্ঞানকে আজ্ঞা

“যথ যৎ উন্নজিস্‌সসি, অহম্‌পি তথ উন্নজিস্‌সাবীতি ;” অনাগ্নাপো তেসং অঞ্ঞ-
মঞ্ঞেহি ; সমুদাচরিতত্তা উন্নজ্জতীতি ।’

ভন্তে নাগসেন, যথ সোতবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্‌পি উন্নজ্জতি
—পে—যথ ঘানবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, যথ জিব্‌হাবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, যথ

৫ কারবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্‌পি উন্নজ্জতীতি ?’

‘আম মহারাজ ; যথ কারবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, তথ মনোবিঞ্ঞাণম্‌পি
উন্নজ্জতীতি ।’

‘কিন্নু খো ভন্তে নাগসেন, পঠমং কারবিঞ্ঞাণং উন্নজ্জতি, পচ্ছা মনোবিঞ্ঞাণং ?
উদাহ মনোবিঞ্ঞাণং পঠমং উন্নজ্জতি, পচ্ছা কারবিঞ্ঞাণং’স্তি ?’

১০ ‘কারবিঞ্ঞাণং মহারাজ, পঠমং উন্নজ্জতি, পচ্ছা মনোবিঞ্ঞাণং’স্তি ।’

‘কিন্নু খো ভন্তে নাগসেন,—পে—অনাগ্নাপো তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি, সমুদা-
চরিতত্তা উন্নজ্জতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনো’তি ।’

করে না—“তুমি যেখানে উৎপন্ন হইবে, আমিও সেখানে উৎপন্ন হইব ;” তাহাদের

১৫ পরস্পরের মধ্যে কোন আলাপ হয় না। সমুদাচরিতত্ব-হেতু তাহারা (ঐরূপে)
উৎপন্ন হয়।

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, শ্রোত্রবিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও কি সেখানে
উৎপন্ন হয় ? এইরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান ও কার- (মুখ) বিজ্ঞান
যেখানে উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও কি সেখানে উৎপন্ন হয় ?’

২০ ‘হাঁ মহারাজ ; যেখানে কারবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনোবিজ্ঞানও সেখানে
উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, প্রথমে কি কারবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান ?
অথবা প্রথমে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ কারবিজ্ঞান ?’

‘কারবিজ্ঞান মহারাজ, প্রথমে উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ মনোবিজ্ঞান ।’

২৫ অনন্তর চক্ষুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ন্যায় সমস্ত উত্তর-প্রত্যুত্তর হইলে নাগসেন
রাজাকে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন—‘তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন
আলাপ হয় না। সমুদাচরিতত্ব-হেতু তাহারা (ঐরূপে) উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৮। রাজা আই—‘ভস্তু নাগসেন, যথ মনোবিজ্ঞাণং উল্লজ্জতি, বেদনাপি তথ উল্লজ্জতীতি ?’

‘আম মহারাজ ; যথ মনোবিজ্ঞাণং উল্লজ্জতি, ফন্সো’পি তথ উল্লজ্জতি, বেদনাপি তথ উল্লজ্জতি, সংজ্ঞাপি তথ উল্লজ্জতি, চেতনাপি তথ উল্লজ্জতি, বিতর্কো’পি তথ উল্লজ্জতি, বিচারো’পি তথ উল্লজ্জতি ; সর্বো’পি ফন্সগমুখা বদ্বা তথ উল্লজ্জতীতি ।’

৯। ‘ভস্তু নাগসেন, কিংলক্ষণো ফন্সো’তি ?’

‘ফন্সনলক্ষণো মহারাজ, ফন্সো’তি ?’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

১০ ‘যথা মহারাজ, বে মেণ্ডা যুজ্জোয়ুং ; তেন্ন যথা একো মেণ্ডো, এবং চক্খু দট্ঠব্বং ;

মনোবিজ্ঞান ও বেদনা ।

৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যেখানে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বেদনাও কি সেখানে উৎপন্ন হয় ?’

‘ই মহারাজ ; মনোবিজ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, স্পর্শও সেখানে উৎপন্ন হয়,

১৫ বেদনাও সেখানে উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞাও সেখানে উৎপন্ন হয়, চেতনাও সেখানে উৎপন্ন হয়, বিতর্কও সেখানে উৎপন্ন হয়, এবং বিচারও সেখানে উৎপন্ন হয় ; স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থাই সেখানে উৎপন্ন হয় ।’

স্পর্শের লক্ষণ ।

৯। ‘ভদন্ত নাগসেন, স্পর্শের (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের) লক্ষণ কি ?’

২০ ‘মহারাজ, স্পর্শের লক্ষণ ‘স্পর্শন’ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়কে স্পর্শ করা) ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন মহারাজ, যদি ছইটি মেষ যুক্ত করে, তবে তাহাদের মধ্যে যেমন একটি মেষ, চক্কুকে সেই প্রকার মনে করিতে হইবে ; যেমন দ্বিতীয় মেষ, রূপকে সেই

যথা হুতিয়ো মেণ্ডো, এবং রূপং দট্ঠব্বং ; যথা তেসং সন্নিপাতো, এবং কন্সো দট্ঠব্বো'তি ।'

'ভিয়ো ওপম্মং করোহীতি ।'

৫ যথা মহারাজ, যে পানী বজ্জয়্যাং ; তেন্ন যথা একো পানি, এবং চক্খু দট্ঠব্বং ; যথা হুতিয়ো পানি, এবং রূপং দট্ঠব্বং ; যথা তেসং সন্নিপাতো, এবং কন্সো দট্ঠব্বো'তি ।'

'ভিয়ো ওপম্মং করোহীতি ।'

১০ যথা মহারাজ, যে সন্মা বজ্জয়্যাং ; তেন্ন যথা একো সন্মা, এবং চক্খু দট্ঠব্বং ; যথা হুতিয়ো সন্মা, এবং রূপং দট্ঠব্বং ; যথা তেসং সন্নিপাতো, এবং কন্সো দট্ঠব্বো'তি ।'

'কল্লো'সি ভন্তে নাগসেনা'তি !'

১০। 'ভন্তে নাগসেন, কিংলক্খণা বেদনা'তি ?'

প্রকার মনে করিতে হইবে; আর যেমন তাহাদের সংযোগ ('সন্নিপাত'), স্পর্শও সেই রূপ দ্রষ্টব্য ।'

'আরও উপমা (প্রদান) করুন ।'

২০ 'যেমন মহারাজ, যদি হুই হাতে তালি বাজান যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যেমন এক থানি হাত, চক্ষুকে সেই প্রকার দেখিতে হইবে; যেমন দ্বিতীয় হাত, রূপকে সেই প্রকার দেখিতে হইবে; আর তাহাদের যেমন সংযোগ, স্পর্শও সেইরূপ দ্রষ্টব্য ।'

'আরও উপমা (প্রদান) করুন ।'

২৫ 'যেমন মহারাজ, যদি হুই থানি করতাল বাজান যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যেমন একথানি করতাল, চক্ষুকে এই প্রকার দেখিতে হইবে; যেমন দ্বিতীয় করতাল, রূপকে এইপ্রকার দেখিতে হইবে; আর যেমন তাহাদের সংযোগ, স্পর্শও এইরূপ দ্রষ্টব্য ।'

'ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !'

বেদনার লক্ষণ ।

১০। 'ভদন্ত নাগসেন, বেদনার লক্ষণ কি ?'

‘বেদান্তলক্ষণা মহারাজ, বেদনা, অমুভবলক্ষণা চা’তি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো রঞ্জেণা অধিকারঃ কৰেযা ; তস্মৈ রাজা তুট্টো অধিকারঃ দদেযা ; সো তেহ অধিকারেন পঞ্চহি কামগুণেহি সমপ্নিতো সমন্ধিত্বতো

৫ পরিচরেযা ; তস্মৈ এবমস্ম—“ময়া খো পূর্বে রঞ্জেণা অধিকারো কজে, তস্মৈ মে রাজা তুট্টো অধিকারঃ অদাসি, আহং ততোনিদানং ইমং এবরূপং বেদনং বেদিন্নামীতি ।” যথা বা পন মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো কুসলং কন্মং কন্ম কায়স্স ভেদা পরম্মরগা সুগতিং সগগং লোকং উপ্পজ্জেযা ; সো তথ দিববেহি পঞ্চহি কামগুণেহি সমপ্নিতো সমন্ধিত্বতো পরিচরেযা ; তস্মৈ এবমস্ম—“অহং হি পূর্বে কুসলং কন্মং

১০ অকাসিং, সো’হং ততোনিদানং ইমং এবরূপং বেদনং বেদিন্নামীতি ।”—এবমেব খো মহারাজ, বেদান্তলক্ষণা চে’ব বেদনা, অমুভবলক্ষণা চা’তি ।’

‘কল্লো’সি ভঞ্জে নাগসেনা’তি ।’

‘মহারাজ, বেদনার লক্ষণ জ্ঞান ‘বেদান্ত’ ও অমুভব ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।

১৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক রাজার কোন কার্য করে, তবে রাজা তুষ্ট হইয়া তাহাকে (অপর) অধিকার প্রদান করেন, এবং সেই কার্য দ্বারা তাহাকে পঞ্চবিধ বিষয়-সুখ সমর্পিত হওয়ায় সে তৎসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করে, এবং তাহার মনে হয়—“পূর্বে আমি রাজার কার্য করিয়াছিলাম, রাজা তুষ্ট হইয়া আমাকে এই অধিকার প্রদান করিয়াছেন ; এবং তন্নিমিত্ত সেই-আমি, এই এতাদৃশ (আনন্দ)

২০ বেদনা অমুভব করিতেছি ।” অথবা মহারাজ, যেমন কোন লোক কুশল-কর্ম করিয়া, শরীর নষ্ট হইলে, মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উপন্ন হয়, ও সেখানে দিব্য পঞ্চবিধ বিষয়-সুখ সমর্পিত হওয়ায়, তৎসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করে, এবং তাহার মনে হয়—“আমি পূর্বে কুশল কর্ম করিয়াছিলাম, এবং তন্নিমিত্ত সেই-আমি এই এতাদৃশ (আনন্দ) বেদনা অমুভব করিতেছি ।” এই প্রকারই মহারাজ, বেদনার লক্ষণ

২৫ ‘বেদান্ত’ ও অমুভব ।’

‘ভদন্ত ঐগসেন, আপনি দক্ষ !’

১১। 'ভদ্র নাগসেন, কিংলক্ষণা সঙ্ক্ৰা'তি ?'

'সজ্ঞানলক্ষণা মহারাজ সঙ্ক্ৰা । কি সজ্ঞানাতি ? নীলম্'পি সজ্ঞানাতি, পীত-
ম্'পি সজ্ঞানাতি, লোহিতম্'পি সজ্ঞানাতি, ওদাতম্'পি সজ্ঞানাতি, মল্লৈট্টম্'পি
সজ্ঞানাতি । এবং খো মহারাজ, সজ্ঞানলক্ষণা সঙ্ক্ৰা'তি ।'

৫ 'উপস্থ করোহীতি ।'

'কখা মহারাজ, সঙ্ক্ৰা তঙাগারিকো তঙাগারঃ পবিসিদ্ধা নীল-পীত-লোহিত-ওদাত-
মল্লৈট্টানি রাজভোগানি রূপাণি পদ্বিসিদ্ধা সজ্ঞানাতি, এবমেব খো মহারাজ, সজ্ঞান-
লক্ষণা সঙ্ক্ৰা'তি ।'

'কল্লো'সি ভদ্রে নাগসেনা'তি !'

১০ ১২। 'ভদ্রে নাগসেন, কিংলক্ষণা চেতনা'তি ?'

'চেতয়িতলক্ষণা মহারাজ, চেতনা, অভিসম্বরণলক্ষণা চা'তি ।'

সংজ্ঞার লক্ষণ ।

১১। 'ভদ্র নাগসেন, সংজ্ঞার লক্ষণ কি ?'

১৫ 'মহারাজ, সংজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা জানা যায় ('সংজ্ঞান') । লোকে
ইহার দ্বারা কি জানে ? নীলও জানে, পীতও জানে, লোহিতও জানে, ধবলও জানে
এবং মল্লিষ্ঠাবর্ণও জানে । এই প্রকারেই মহারাজ, সংজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা
জানা যায় ।'

'উপমা প্রদান করুন ।'

২৫ 'যেমন মহারাজ, রাজ্যের ভাণ্ডারগরিক ভাণ্ডারগরে প্রবেশ করিয়া রাজভোগ্য নীল-
পীত-লোহিত-ধবল ও মল্লিষ্ঠাবর্ণ রূপ-সকল দর্শন করিয়া জানিতে পারে, এইরূপই মহা-
রাজ, সংজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা জানা যায় ।'

'ভদ্র নাগসেন, আপনি দক্ষ !'

চেতনার লক্ষণ ।

১২। 'ভদ্র নাগসেন, চেতনার লক্ষণ কি ?'

৩০ 'মহারাজ, চেতনার লক্ষণ 'চেতয়িত' ও 'অভিসম্বরণ' ।'

‘ওপন্নং করোহীতি।’

- ‘যথা মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো বিসং অভিসম্ময়িষ্য অত্ননা চ পিবেষ্য পরে চ
পায়েষ্য, সো অন্তনাপি হৃক্খিতো ভবেষ্য পরে’পি হৃক্খিতা ভবেষ্য; এবমেব খো
মহারাজ, ইধে’কচ্ছো পুগ্গলো অকুসলং কস্মং চেতনার চেতয়িষ্য। কায়স্স ভেদা
৫ পরস্মরণা অপায়ং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরয়ং উগ্গজ্জেষ্য; যে’পি তস্স অহুসিক্খন্তি,
তে’পি কায়স্স ভেদা পরস্মরণা অপায়ং দুগ্গতিং বিনিপাতং নিরয়ং উগ্গজ্জন্তি।
যথা বা পন মহারাজ, কোচিদেব পুরিসো সপ্পি-নবনীত-তৈল-মধু-কাগিতং একজ্জাং
অভিসম্ময়িষ্য অত্ননা চ পিবেষ্য পরে চ পায়েষ্য, সো অন্তনাপি স্মৃতিতো ভবেষ্য,
পরে’পি স্মৃতিতা ভবেষ্য; এবমেব খো মহারাজ, ইধে’কচ্ছো পুগ্গলো কুসলং
১০ কস্মং চেতনার চেতয়িষ্য। কায়স্স ভেদা পরস্মরণা স্মৃতিং সগ্গং লোকং উগ্গজ্জন্তি,
যে’পি তস্স অহুসিক্খন্তি, তে’পি কায়স্স ভেদা পরস্মরণা স্মৃতিং সগ্গং লোকং
উগ্গজ্জন্তি। এবমেব খো মহারাজ, চেতয়িত-লক্ষণা চেতনা, অভিসম্ময়লক্ষণা
চা’তি।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি।’

- ১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন।’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক বিষ অভিসংস্কৃত (প্রস্তুত) করিয়া নিজে পান
করে ও অপর লোকসমূহকে পান করায়, তবে সে ইহাতে নিজে হুঃখিত হয়, এবং
অপর লোকগণও হুঃখিত হয়; এইরূপই মহারাজ, এই সংসারে কোন পুরুষ চেতনা-
দ্বারা অকুশল কৰ্ম্ম জানিয়া, শরীর নষ্ট হইলে, মরণের পর হুঃখ-দুর্গতি ও বিনিপাত-
২০ যুক্ত নিরয়ে উৎপন্ন হয়; এবং যে তাহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইপ্রকার
নিরয়ে উৎপন্ন হয়; অথবা যেমন মহারাজ, যদি কোন ব্যক্তি স্মৃত-নবনীত-তৈল-মধু
ও শুড় একত্র অভিসংস্কৃত করিয়া নিজে পান করে, ও অপর লোকগণকে পান
করায়, তবে নিজেও সুখী হয়, এবং অপর লোকেরাও সুখী হয়, এইরূপ মহারাজ
এই সংসারে কোন ব্যক্তি চেতনা-দ্বারা কুশল কৰ্ম্ম জানিয়া, শরীর নষ্ট হইলে, মরণের
২৫ পর স্মৃতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, এবং যে তাহার নিকটে শিক্ষা করে, সেও সেই
প্রকার স্মৃতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এইরূপ মহারাজ, চেতনার লক্ষণ ‘চেতয়িত’
ও অভিসংস্করণ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ।’

১৩। 'ভস্তু নাগসেন, কিংলক্ষণং বিঞ্ঞাণ'ত্তি ।'

'বিজ্ঞানন-লক্ষণং মহারাজ, বিঞ্ঞাণ'ত্তি ।'

'উপমা করোহীতি ।'

- 'বখা, মহারাজ, নগরভুক্তিকো মন্থো নগরে সিংহাটকে নিসিঙ্গো পদ্মেবা
৫ পূর্বমদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ, পদ্মেবা দক্ষিণমদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ,
পদ্মেবা পশ্চিমমদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ, পদ্মেবা উত্তরমদিনতো পুরিণং আগচ্ছন্তঃ,
এবমেব খো মহারাজ, বঞ্চ পুরিসো চক্খুনা রূপং পদ্মসতি, তং বিঞ্ঞাণেন
বিজ্ঞানাত্তি ; বঞ্চ গোতেন সচ্চং সুণাত্তি, তং বিঞ্ঞাণেন বিজ্ঞানাত্তি ; বঞ্চ ঘানেন
ধ্বস্সং সারিত্তি, তং বিঞ্ঞাণেন বিজ্ঞানাত্তি ; বঞ্চ জিব্বস্সং সারিত্তি, তং
১০ বিঞ্ঞাণেন বিজ্ঞানাত্তি ; বঞ্চ কায়েন কেট্টিব্বং কুসত্টি, তং বিঞ্ঞাণেন
বিজ্ঞানাত্তি ; বঞ্চ মনসা ধম্মং বিজ্ঞানাত্তি, তং বিঞ্ঞাণেন বিজ্ঞানাত্তি ; 'এবমেব খো
মহারাজ, বিজ্ঞানন-লক্ষণং বিঞ্ঞাণ'ত্তি ।'
'কল্লো'সি ভস্তু নাগসেনো'ত্তি !

বিজ্ঞানের লক্ষণ ।

১৫ ১৩। 'ভগন্ত নাগসেন, বিজ্ঞানের লক্ষণ কি ?'

মহারাজ, বিজ্ঞানের লক্ষণ এই যে, যাহার দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায় ('বিজ্ঞানন') ।'

'উপমা (প্রদান) করুন ।'

- 'মহারাজ, যেমন নগররক্ষক নগরমধ্যে চতুঃপথে উপবিষ্ট হইয়া পূর্বাদিক্ হইতে,
দক্ষিণাদিক্ হইতে, পশ্চিমাদিক্ হইতে, এবং উত্তরাদিক্ হইতে আগমনকারী পুরুষকে
২০ দর্শন করিতে পারে, সেইরূপ মহারাজ, লোক চক্ষু-দ্বারা যে-রূপ দর্শন করে, বিজ্ঞানের
দ্বারা তাহা বিশেষ জানিতে পারে ; এইরূপ শ্রোত্র-দ্বারা যে-শব্দ শ্রবণ করে, ভ্রাণের
দ্বারা যে-গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা-দ্বারা যে-রসাস্বাদ করে এবং শরীর-(স্কন্ধ) দ্বারা
যে-স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করে, এবং মনের দ্বারা যে-(মানসিক অর্থাদি) ধর্ম্ম অনুভব
করে, বিজ্ঞানের দ্বারা তাহা বিশেষ জানিতে পারে । এইরূপই মহারাজ, বিজ্ঞানের
২৫ লক্ষণ এই যে, যাহার দ্বারা বিশেষ জানিতে পারা যায় ।'

'ভগন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।'

১৪। ‘ভক্ত নাগসেন, কিংলক্ষণে বিতর্কো’তি ?’

‘অগ্নগালক্খণো মহারাজ, বিতর্কো’তি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

১৫। ‘যথা মহারাজ, বড়টকি সুপরিষ্কৃতং দারুং সন্ধিহিং অগ্নেতি, এবমেব থো মহা-
রাজ, অগ্নগালক্খণো বিতর্কো’তি ।’

‘কল্লো’সি ভক্তে নাগসেনা’তি’তি ।’

১৬। ‘ভক্ত নাগসেন, কিংলক্ষণে বিচারো’তি ?’

‘অমুমজ্জনলক্খণো মহারাজ, বিচারো’তি ।’

‘ওপন্নং করোহীতি ।’

১৭। ‘যথা মহারাজ, কংসখালং আকোটিতং পচ্ছা অমুরবতি অমুসন্দহতি ; যথা মহা-

বিতর্কের লক্ষণ ।

১৪। ‘ভক্ত নাগসেন, বিতর্কের লক্ষণ কি ?’

‘মহারাজ, বিতর্কের লক্ষণ অর্পণা (অর্থাৎ বাহার দ্বারা বিচার্য সত্য অর্পিত হয়) ।’

উপমা (প্রদান) করুন ।’

১৫। ‘মহারাজ, যেমন কোন স্ত্রধার কাঠ সুপরিষ্কৃত করিয়া কোন সন্ধিহানে অর্পণ করে, (বিতর্কও সেইরূপ কোন বিষয় সুপরিষ্কৃত করিয়া বিচার্য সত্য অর্পণ করে) ; এইরূপ মহারাজ, বিতর্কের লক্ষণ ‘অর্পণা’ ।’

‘ভক্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বিচারের লক্ষণ ।

১৬। ‘ভক্ত নাগসেন, বিচারের লক্ষণ কি ?’

‘মহারাজ, বিচারের লক্ষণ ‘অমুমজ্জন’ (অর্থাৎ বাহার দ্বারা বিচার্য বিষয়টিকে সুপরিষ্কৃত করা যায়) ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, কাঁসার খাল আহত হইলে, (আঘাতানুসারে) তাহা পচাৎ

১৭। ‘যেমন, মহারাজ, কাঁসার খাল আহত হইলে, (আঘাতানুসারে) তাহা পচাৎ

রাজ, আকোটনা, এবং বিতকো দট্টব্বো ; যথা অম্মববনা, এবং বিচারো দট্টব্বো'তি ।'

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

ততিয়ো বগ্গো ।

- ১৬। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, সন্ধা ইমেসং ধম্মানং একতো ভাবজ্ঞতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা নানাকরণং পঞ্ঞাপেতুং—অয়ং ফঙ্গসো, অয়ং বেদনা, অয়ং সঞ্ঞা, অয়ং চেতনা, ইদং বিঞ্ঞাণং, অয়ং বিতকো, অয়ং বিচারো’তি ।’

‘ন সন্ধা মহারাজ, ইমেসং ধম্মানং একতোভাবজ্ঞতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা নানাকরণং পঞ্ঞাপেতুং—অয়ং ফঙ্গসো, অয়ং বেদনা, অয়ং সঞ্ঞা, অয়ং চেতনা,

- ১০। ইদং বিঞ্ঞাণং, অয়ং বিতকো, অয়ং বিচারো’তি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা, মহারাজ, রঞ্ঞা স্বেদো যুসং বা রসং বা করেষ্য ; সো তথ দম্মি’পি

রূপ দেখিতে হইবে, এবং যেমন (আঘাতানুসারে) তাহার শব্দ হয়, বিচারকে সেই-রূপ দেখিতে হইবে ।’

- ১৫। ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

ইতি তৃতীয় বর্গ ।

ঐক্যভাব-প্রাপ্ত ধর্মসমূহকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না ।

১৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই সকল ধর্ম (যাহাদের লক্ষণ পূর্বে বলা হইল) ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইলে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে জানাইতে পারা যায়

- ২০। কি যে, ইহা স্পর্শ, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিতর্ক, এবং ইহা বিচার ?’

‘না মহারাজ ; এই সকল ধর্ম ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইলে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে জানাইতে পারা যায় না যে, ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিতর্ক, এবং ইহা বিচার ।’

- ২৫। ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন রাজার পাচক ঘৃষ, বা রস পাক করে, তবে সে তাহাতে

- পক্খিপেযা, লোণম্'পি পক্খিপেযা, সিদ্ধিবেরসম্'পি পক্খিপেযা, জীরকম্'পি পক্খিপেযা, মরিচম্'পি পক্খিপেযা, অঞ্ঞানি'পি পকারানি পক্খিপেযা; তমেতং রাজা এবং বদেযা—“দধিস্স মে রসং আহর, লোণস্স মে রসং আহর, সিদ্ধিবেরস্স মে রসং আহর, জীরকস্স মে রসং আহর, মরিচস্স মে রসং আহর, সর্ব্বেসং মে পক্খিত্তানং
৫ রসং আহরা'তি ;” সকা হু থো মহারাজ, তেঙ্গং রসানং একতোভাবঙ্গতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা রসং আহরিতুং—অখিলত্তং বা, লবণত্তং বা, তিত্তকত্তং বা, কটুকত্তং বা, কসায়ত্তং বা, মধুরত্তং বা'তি ?

‘নহি তস্কে, সকা তেঙ্গং রসানং একতোভাবঙ্গতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা রসং আহরিতুং—অখিলত্তং বা, লবণত্তং বা, তিত্তকত্তং বা, কটুকত্তং বা, কসায়ত্তং বা, মধুরত্তং
১০ বা ; অপি চ থো পন সকেন সকেন লক্খণেন উপট্টহস্তীতি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, ন সকা ইমেঙ্গং ধম্মানং একতোভাবঙ্গতানং বিনিব্ভুজিত্বা বিনিব্ভুজিত্বা নানাকরণং পঞ্ঞাপেতুং—অয়ং ফস্সো, অয়ং বেদনা, অয়ং সংজ্ঞা, অয়ং চেতনা, ইদং বিঞ্ঞাণং, অয়ং বিতক্কো অয়ং বিচারো'তি ; অপি চ থো পন সকেন সকেন লক্খণেন উপট্টহস্তীতি ।’

- ১৫ দধিও প্রক্ষেপ করে, লবণও প্রক্ষেপ করে, আদাও প্রক্ষেপ করে, জীরকও প্রক্ষেপ করে, মরিচও প্রক্ষেপ করে, এবং অগ্ন্যাচ্ছ প্রকারও (উপকরণ) প্রক্ষেপ করে। (এখন) রাজা যদি তাহাকে এইরূপ বলেন—“আমার নিকটে দধির রস আনয়ন কর, লবণের রস আনয়ন কর, আদার রস আনয়ন কর, জীরকের রস আনয়ন কর, মরিচের রস আনয়ন কর, এবং অন্যান্য (উপকরণ) সকলের রস আনয়ন কর,”

- ২০ তবে, মহারাজ, সেই ঐক্য-প্রাপ্ত রসসমূহকে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে আনয়ন করিতে পারা যায় কি যে, (ইহাতে) অন্নত্ব, বা (ইহাতে) লবণত্ব, বা (ইহাতে) তিত্তত্ব, বা (ইহাতে) কটুত্ব, বা (ইহাতে) কসায়ত্ব, বা (ইহাতে) মধুরত্ব আছে ?

‘না ভদত্ত ; সেই ঐক্য-প্রাপ্ত রসসমূহকে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে আনয়ন করিতে পারা যায় না যে, (ইহাতে) অন্নত্ব, বা (ইহাতে) লবণত্ব, বা (ইহাতে)

- ২৫ তিত্তত্ব, বা (ইহাতে) কটুত্ব, বা (ইহাতে) কসায়ত্ব, বা (ইহাতে) মধুরত্ব আছে ; কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা নিজ-নিজ লক্ষণে উপস্থিত থাকে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, এই সকল ধর্ম ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইলে এক-একটি করিয়া পৃথক্-রূপে জানাইতে পারা যায় না যে, ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিতর্ক, এবং ইহা বিচার ; কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা

- ৩০ নিজ-নিজ লক্ষণে উপস্থিত থাকে ।’

‘কল্পো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১৭। থুরো আহ—‘লোণং মহারাজ, চক্ষুবিঞ্ঞেযা’ত্তি ?’

‘আম ভন্তে, চক্ষুবিঞ্ঞেযা’ত্তি ।’

‘হুট্টু থো মহারাজ, জানাহীতি ।’

৫ ‘কি পন ভন্তে, জিব্বাবিঞ্ঞেযা’ত্তি ?’

‘আম মহারাজ ; জিব্বাবিঞ্ঞেযা’ত্তি ।’

‘কিম্পন ভন্তে, সৰ্বং লোণং জিব্বায় বিজানাতীতি ?’

‘আম মহারাজ ; সৰ্বং লোণং জিব্বায় বিজানাতীতি ।’

‘যদি ভন্তে, সৰ্বং লোণং জিব্বায় বিজানাতি, কিস্স পন তং সকেটেহি বসিকস্সা

১০ আহরত্তি ? নহু লোণমেব আহরিতব্ব’ত্তি ?’

‘ন সকা মহারাজ, লোণমেব আহরিতুং ; একতোভাবজতা এতে ধম্মা গোচর-নানাত্তং গতা—লোণং গরুভাবো চা’তি । সকা পন মহারাজ, লোণং তুলায় তুলয়িতু’ত্তি ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

লবণ চক্ষু বা জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ।

১৪ ১৭। হুবির কহিলেন—‘মহারাজ, লবণ কি চক্ষুর দ্বারা বিজ্ঞেয় ?’

‘হঁা ভদন্ত ; চক্ষুর দ্বারা বিজ্ঞেয় ।’

‘মহারাজ, ভাল করিয়া জাহ্নন ।’

‘তবে কি ভদন্ত, ইহা জিহ্বা দ্বারা বিজ্ঞেয় ?’

‘হঁা মহারাজ ; ইহা জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ।’

২০ ‘ভদন্ত, সমস্ত লবণই কি জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ?’

‘হঁা মহারাজ ; সমস্ত লবণই জিহ্বার দ্বারা বিজ্ঞেয় ।’

‘ভদন্ত, যদি সমস্ত লবণই জিহ্বা-দ্বারা জানা যায়, তবে বলীবর্দগণ শকটসমূহের দ্বারা তাহাকে আনয়ন করে কেন ? লবণই ত তাহাদিগকে আনয়ন করিতে হইবে ?’

‘না মহারাজ ; লবণকেই আনিতে পারা যায় না । এই সকল ধর্ম্ম (লবণত্ব, শুষ্কত্ব

২৫ ঐত্ব) ঐক্য ঐশ্রু হইয়া নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ; (যথা) লবণ ও (তাহার) শুষ্কত্ব । ‘আচ্ছা মহারাজ, লবণকে কি তুলাদণ্ডে ওজন করা যায় ?’

‘আর তবু, সকা’তি ।’

‘ন সকা মহারাজ, লোণং তুল্যং তুলসিত্বং, গরুড়াবো তুল্যং তুলসীকীৰ্ত্তি ।’

‘কল্লো’সি তবু নাগসেনা’তি ।’

নাগসেন-মিলিন্দরাজ-পঞ্চাশা নিট্ঠিতা ।

৫ ‘হাঁ ; যায় ।’

‘না মহারাজ, লবণকে তুল্যদণ্ডে ওজন করা যায় না, গুরুত্বকে ওজন করা যায় ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি বক্ষ !’

নাগসেনের নিকট মিলিন্দরাজ-কৃত মহাপ্রশ্ন-সমূহ সমাপ্ত ।

(ইতি তৃতীয় বর্গ ।)

১। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যানি’মানি পঞ্চায়তনানি, কিন্তু তানি নানা-
কন্মোহি নিব্বতানি, উদাহ একেন কন্মোহি’তি ?’

‘নানাকন্মোহি মহারাজ, নিব্বতানি, ন একেন কন্মোহি’তি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

৫ ‘তঃ কিম্বাৎ পসি মহারাজ ?—একস্মিং খেত্তে পঞ্চ বীজানি বপেয়্যং, তেষং নানা-
বীজানাং নানাফলানি নিব্বত্তেয়্যু’ত্তি ?’

‘আম ভস্তু ; নিব্বত্তেয়্যু’ত্তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যানি’মানি পঞ্চায়তনানি, তানি নানাকন্মোহি নিব্বতানি, ন
একেন কন্মোহি’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনো’তি !’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন ।

চতুর্থ বর্গ ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় এক বা অনেক কর্মে উৎপন্ন ।

১৫ ১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে পঞ্চ আয়তন (ইন্দ্রিয়), ইহা
কি নানা কর্মের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, অথবা এক কর্মের দ্বারা ?’

‘মহারাজ, নানা কর্মের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, এক কর্মের দ্বারা নহে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—যদি এক ক্ষেত্রে পাঁচটি বীজ বপন করা যায়,

২০ তাহা হইলে, ঐ নানা বীজ হইতে কি নানা ফল উৎপন্ন হইবে ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; হইবে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, এই যে পঞ্চ আয়তন, ইহারা নানা কর্মের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে,
এক কর্মের দ্বারা নহে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

୧ । ରାଜା ଆହ—‘ତୁମ୍ଭେ ନାଗସେନ, କେନ କରେନେନ ମହୁସ୍ନା ନି ସର୍ବେ ସମକା ?—
ଅଞ୍ଜେ ଅମ୍ନାୟୁକା ଅଞ୍ଜେ ଦୀର୍ଘାୟୁକା, ଅଞ୍ଜେ ବବହାବାଧା ଅଞ୍ଜେ ଅମ୍ନାବାଧା, ଅଞ୍ଜେ
ହର୍ବଣା ଅଞ୍ଜେ ବନ୍ଧବନ୍ତୋ, ଅଞ୍ଜେ ଅମ୍ନେସକ୍ଥା ଅଞ୍ଜେ ମହେସକ୍ଥା, ଅଞ୍ଜେ ଅମ୍ନ-
ଭୋଗୀ ଅଞ୍ଜେ ମହାଭୋଗୀ, ଅଞ୍ଜେ ନୀଚକୁଳୀନା ଅଞ୍ଜେ ମହାକୁଳୀନା, ଅଞ୍ଜେ
୧ ଛନ୍ନଞ୍ଜେ ଅଞ୍ଜେ ପଞ୍ଜେବାନ୍ତୋ’ତି ?’

ଥେରୋ ଆହ—‘କିମ୍ବଦନ୍ତ ମହାରାଜ, କ୍ଷତ୍ରୀୟ ନି ସର୍ବେ ସମକା ?—ଅଞ୍ଜେ ଅସିଳା,
ଅଞ୍ଜେ ଲବଣା, ଅଞ୍ଜେ ତିକ୍ତକା, ଅଞ୍ଜେ କଟୁକା, ଅଞ୍ଜେ କମାବା, ଅଞ୍ଜେ
ସଦୃଶା’ତି ?’

‘ମଞ୍ଜେମି ତୁମ୍ଭେ, ବୀଜାନଂ ନାନାକରଣେନା’ତି ।’

୧୦ । ‘ଏବମେବ ଥୋ ମହାରାଜ, କର୍ମାନଂ ନାନାକରଣେନ ମହୁସ୍ନା ନି ସର୍ବେ ସମକା,—ଅଞ୍ଜେ
ଅମ୍ନାୟୁକା ଅଞ୍ଜେ ଦୀର୍ଘାୟୁକା, ଅଞ୍ଜେ ବବହାବାଧା ଅଞ୍ଜେ ଅମ୍ନାବାଧା, ଅଞ୍ଜେ ହର୍ବଣା
ଅଞ୍ଜେ ବନ୍ଧବନ୍ତୋ, ଅଞ୍ଜେ ଅମ୍ନେସକ୍ଥା ଅଞ୍ଜେ ମହେସକ୍ଥା, ଅଞ୍ଜେ ଅମ୍ନଭୋଗୀ

ସକଳ ଲୋକ ସମାନ ହେବ ନା କେନ ?

୨ । ରାଜା ବଲିଲେନ—‘ଭଦ୍ର ନାଗସେନ, କି କାରଣେ ସମସ୍ତ ମହୁସ୍ନା ସମାନ ହେବ ନା,
୧୧ କେହ-କେହ ଅମ୍ନାୟୁଃ ଏବଂ କେହ-କେହ ଦୀର୍ଘାୟୁଃ, କେହ-କେହ ରୋଗୀ ଏବଂ କେହ-କେହ ସୁସ୍ଥ,
କେହ-କେହ କୁରୁପ ଏବଂ କେହ-କେହ ସୁରୁପ, କେହ-କେହ ଶ୍ରୀତାବହୀନ ଏବଂ କେହ-କେହ ମହା-
ଶ୍ରୀତାବ, କେହ-କେହ ଅମ୍ନଭୋଗୀ ଏବଂ କେହ-କେହ ମହାଭୋଗୀ, କେହ-କେହ ନୀଚକୁଳଜାତ ଏବଂ
କେହ-କେହ ମହାକୁଳଜାତ, କେହ-କେହ ଛନ୍ନଞ୍ଜ ଏବଂ କେହ-କେହ ପଞ୍ଜେବାନ ?’

ସ୍ତବିର କହିଲେନ—‘ମହାରାଜ, ସକଳ ବୃକ୍ଷ ସମାନ ହେବ ନା କେନ, କୋନ-କୋନଟି ଅମ୍ନ,
୨୦ କୋନ-କୋନଟି ଲବଣ, କୋନ-କୋନଟି ତିକ୍ତ, କୋନ-କୋନଟି କଟୁ, କୋନ-କୋନଟି କଷାୟ,
ଏବଂ କୋନ-କୋନଟି ବା ସଦୃଶ ?’

‘ଭଦ୍ର, ମନେ କରି, ତାହାଲେବ ବୀଜ ନାନାବିଧ ବଲିରା ।’

‘ଏହିରୂପେ ମହାରାଜ, କର୍ମ ନାନାବିଧ ବଲିରା ସମସ୍ତ ମହୁସ୍ନା ସମାନ ହେବ ନା ; କେହ କେହ
ଅମ୍ନାୟୁଃ ଏବଂ କେହ-କେହ ଦୀର୍ଘାୟୁଃ, କେହ-କେହ ରୋଗୀ ଏବଂ କେହ-କେହ ସୁସ୍ଥ, କେହ-କେହ
୨୧ କୁରୁପ ଏବଂ କେହ-କେହ ସୁରୁପ, କେହ-କେହ ଶ୍ରୀତାବହୀନ ଏବଂ କେହ-କେହ ମହାଶ୍ରୀତାବ,
କେହ-କେହ ଅମ୍ନଭୋଗୀ ଏବଂ କେହ ମହାଭୋଗୀ, କେହ-କେହ ନୀଚକୁଳଜାତ ଏବଂ କେହ-କେହ
ମହାକୁଳଜାତ, କେହ-କେହ ଛନ୍ନଞ୍ଜ ଏବଂ କେହ-କେହ ପଞ୍ଜେବାନ । ମହାରାଜ, ଗ୍ରହବାନ ।

অঙ্কে মহাতোগা, অঙ্কে নীচকুলীনা অঙ্কে মহাকুলীনা, অঙ্কে হুম্বঙ্কা
অঙ্কে পঙ্কাবস্তো । তাসিতম্ণে'তং মহারাজ, ভগবতা—“কম্বসকা মাণব,
সত্ৰা, কম্বসারাদা কম্বসানী কম্ববহু কম্বপটিনয়ণা; কম্ব সন্তে বিতজ্জতি বসিৎ
হীনঙ্গীততারা'তি ।” ’

৫. ‘কম্বো'সি ভন্তে নাগসেনা'তি ।’

৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, তুম্হে ভগ্ধ—’

‘কি'ন্তি ?’

‘“ইদং হুন্ধং নিরুজ্জয়েয্য, অঙ্কং হুন্ধং ন উল্লজ্জয়েয্য'তি ।” ’

‘এতদথা মহারাজ, অম্হাকং পব্বজ্জা'তি ।’

১০. ‘কিং পটিগ্গে'ব বায়মিতেন, নহু সম্পত্তে কালে বায়মিতব্ব'ন্তি ?’

থেরো আহ—‘সম্পত্তে কালে মহারাজ, বায়ামো অকিক্করো ভবতি, পটিগ্গে'ব
বায়ামো কিক্করো ভবতীতি ।’

বলিয়াছেনও—“হে মানব, জীবগণের কর্মই নিজে, তাহারা কর্মের দ্বারা (অর্থাৎ
কর্মফল ভোগের অধিকারী), কর্ম তাহাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম তাহাদের বহু,
১৫ কর্ম তাহাদের শরণ, এবং এই যে হীন ও উত্তম ভাব, তাহা দ্বারা জীবগণকে কর্মই
বিভাগ করে ।” ’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !

অতীত ও বর্তমান শ্রম ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বলেন’—

২০. ‘কি ?’

‘“বর্তমান হুঃখ নষ্ট হইবে, ও অন্ত হুঃখ আর উৎপন্ন হইবে না (২. ১. ৫. ৫) ।” ’

‘মহারাজ, এইকন্ত আমাদের প্রত্যাখ্যা ।’

‘ইহা কি পূর্ব শ্রমের ফল, অথবা উপস্থিত সময়ের (তাহার জন্ত) শ্রম করিতে
হইবে ?’

২৫. ‘হয়ির কহিলেন—‘মহারাজ, উপস্থিত সময়ের শ্রম কার্য্যকর হয় না, পূর্ব শ্রমই
কার্য্যকর হয় ।’

‘ওপসং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুঃসি মহারাজ ?—যদা স্বং পিপাসিতো ভবেয্যসি, তদা স্বং উদপানং খণাপেয্যসি, তদাং খণাপেয্যসি,—পানীরং পিবিদ্বাসীতি ।’

‘নহি ভক্তে’তি ।’

৬ ‘এবমেব খো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বারামো অকিচ্চকরো ভবতীতি ।’

‘তিয্যো ওপসং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুঃসি মহারাজ ?—যদা স্বং বুভুক্ষিতো ভবেয্যসি, তদা স্বং খেত্তং কনাপেয্যসি, সালিং রোপাপেয্যসি, ধঞ্জুঃ অতিহরাপেয্যসি,—ভজং ভুজ্জিদ্বাসীতি ।’

‘নহি ভক্তে’তি ।’

১০ ‘এবমেব খো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বারামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগছে’ষ বারামো কিচ্চকরো ভবতীতি ।’

‘তিয্যো ওপসং করোহীতি ।’

‘তং কিং মঞ্জুঃসি মহারাজ ?—যদা তে সংগামো পচ্চপুট্ঠিতো ভবেয্য, তদা স্বং পরিখং খণাপেয্যসি, পাকারং কারাপেয্যসি, গোপুং কারাপেয্যসি, অট্টালকং

১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—আপনি যখন পিপাসিত হইবেন, তখন কি “উদপান করিব” মনে করিয়া আপনি কূপ, বা তড়াগ খনন করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, উপস্থিত সময়ে উত্তম কার্য্যকর হয় না, পূর্ব উত্তম কার্য্যকর হয় ।’

২০ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—আপনি যখন বুভুক্ষিত হইবেন, তখন কি “ভাত খাইব” মনে করিয়া আপনি ক্ষেত্র কর্ষণ করাইবেন, ন শালি (ধান্য) রোপণ করাইবেন, ও ধান্য সংগ্রহ করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ।’

২৫ ‘এইরূপই মহারাজ, উপস্থিত সময়ে উত্তম কার্য্যকর হয় না, পূর্ব উত্তমই কার্য্যকর ।’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—যখন আপনার সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, তখন কি আপনি পরিখা খনন করাইবেন, প্রাকার নিধা করাইবেন, অট্টালিকা

কারাপেয্যাসি, ধঙ্ক্ৰঃ অভিহরাপোয্যাসি ?—তদা যং হথিস্মিং সিক্বেয্যাসি, অস্মস্মিং সিক্বেয্যাসি, রথস্মিং সিক্বেয্যাসি, ধম্মস্মিং সিক্বেয্যাসি, থ রুস্মিং সিক্বেয্যাসীতি ?

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগচ্চে’ব
১. বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—

“পটিগচ্চে’ব তং কয়িরা যং জঙ্ক্ৰঃ হিতমন্তনো ।

ন সাকটিকচিন্তায় মন্তাদীরো পরকমে ॥

যথা সাকটিকো নাম সমং হিতা মহাপথং ।

বিসমং মগ্গমাঙ্কয্হ অক্খচ্ছিন্নো’ব ধায়তি ॥

১০. এবং ধম্মা অপক্কম্ম অধম্মমম্মবত্তির ।

মনো মচ্চমুথং পত্তো অক্খচ্ছিন্নো’ব সোচতীতি ॥”

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

প্রস্তুত করাইবেন ও ধাত্ত সংগ্রহ করাইবেন ?—তখন কি আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ, ধম্মঃ ও থত্তা-মুত্তির (ব্যবহার) বিষয়ে শিক্ষা করিবেন ?

১১. ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, উপস্থিত সময়ে উত্তম কার্য্যকর হয় না, পূর্ব উদ্যম কার্য্যকর ।
মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেনও—

“পূর্বেই করিবে তাহা যাহা হিত জানিবে নিজের,

না ভাবি’ শকটা সম, ধীরবুদ্ধি উদ্যম করিবে ;

২০. শকট-চালক যথা পরিহরি’ সম মহাপথ

বিষম পথেতে পড়ি’ হতবুদ্ধি হ’য়ে ধ্যান করে,

ধর্ম্ম হ’তে সেইরূপ চলি’ মন অধর্ম্মে আসিয়া

পড়িয়া মৃত্যুর মুখে হতবুদ্ধি হ’য়ে শোক করে ॥”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপমি দক্ক !’

৪। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, তুম্হে ভগথ—“পাকতিক-অগ্নিগিতো নৈরয়িকো অগ্নি মহতিতাপতরো হোতি ; খুদকো’পি পাসাণো পাকতিকে অগ্নিমুহি পক্খিত্তো নিবসম্’পি ধমমানো ন বিলয়ং গচ্ছত্তি, কুটাগারমত্তো’পি পাসাণো নৈরয়িক’গ্নিমুহি পক্খিত্তো ঋণেন বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ;’—এতং বচনং ন সদহামি । এবঞ্চ পন বদেথ—

৫ “যে চ তথ উল্লঙ্গা সত্তা, তে অনকানি’পি বদসসহদসানি নিয়য়ে পচ্ছহান্না ন বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ;’—তম্’পি বচনং ন সদহামীতি ।’

খেরো আহ—‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—যা তা সত্তি মক্কিনিয়ো’পি, সুংসু-মারিনিয়ো’পি, কচ্ছপিনিয়ো’পি, মোরিনিয়ো’পি, কপোতিনিয়ো’পি, কিম্ম তা কক্খলানি পাসাণানি সক্খরাযো চ খাদত্তিত্তি ।’

১০ ‘আম ভস্তু খাদত্তিত্তি ।’

‘কিম্পন তানি তাসং কুচ্ছিয়ং কোট্ঠ’ব্ভত্তরগতানি বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ?’

‘আম ভস্তু ; বিলয়ং গচ্ছত্তিত্তি ।’

নৈরয়িক অগ্নির প্রভাব ।

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বলেন—“স্বাভাবিক অগ্নি অপেক্ষা

১৫ নৈরয়িক (নরকস্থিত) অগ্নি অধিকতর সস্তাপকর ; স্বাভাবিক অগ্নিতে কোন ক্ষুদ্রও পাষণ প্রক্ষিপ্ত করিলে, এবং সমস্ত দিন ব্যাপিয়াও তাহাতে অগ্নিসংযোগ থাকিলে, তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু কুটাগারের সমানও (উচ্চ) পাষণ নৈরয়িক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে একক্ষণেই বিলীন হইয়া যায় ;”—এ কথা আমি শ্রদ্ধা করি না ।

আপনারা আরও এইরূপ বলিয়া থাকেন—“যে সকল জন্তু সেখানে (নিরয়ে) উৎপন্ন হয়, তাহারা অনেক সহস্র বর্ষ ধরিয়া নিরয়ে পচ্যমান হইলেও বিলীন হয় না ;”—সে কথাকেও আমি শ্রদ্ধা করি না ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—এই যে মকর, শিঙমার, কচ্ছপ, ময়ূর ও কপোত-সমূহের জী রহিয়াছে, তাহারা কি কঠোর প্রস্তর (-খণ্ড) ও কাঁকর সমূহ ভক্ষণ করে ?’

২৫ ‘হাঁ ভদন্ত ; ভক্ষণ করে ।’

‘তাহাদের কৃষ্ণিতে কোঠাভ্যন্তরস্থিত সেই দ্রব্যগুলি কি বিলীন হয় ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; বিলীন হয় ।’

‘যো পন তাসং কুচ্ছিয়ং গব্ভো, সো’পি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

‘মঞ্জেমি ভন্তে, কন্মাদিকতেন ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

৫. ‘এবমেব ধো মহারাজ, কন্মাদিকতেন নৈরয়িকা সত্তা অমেকানি’পি বসসসহসানি নিরয়ে পচমানা ন বিলয়ং গচ্ছন্তি ; তথে’ব জায়ন্তি, তথে’ব বড়্ণন্তি তথে’ব মরন্তি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—“সো ন তাব কালাং কয়োতি, যাব ন তং পাপং কন্মং ব্যস্তিহোতীতি ।” ’

‘ভিযো ওপমং কয়োতীতি ।’

১০. ‘তং কিং মঞ্জেসি মহারাজ ?—যা তা সন্তি সীহিনিয়ো’পি, ব্যাঘ্ণিনিয়ো’পি, দীপিনিয়ো’পি, কক্কুরিনিয়ো’পি, কিন্নু তা কক্খলানি’পি অট্টিকানি- মংসানি খাদতীতি ?’

‘আম ভন্তে ; খাদতীতি ।’

‘কিম্পন তানি তাসং কুচ্ছিয়ং কোট্ট’বভন্তরগতানি বিলয়ং গচ্ছন্তীতি ?’

‘আর তাহাদের কুক্ষিতে যে গর্ভ থাকে, তাহাও বিলীন হয় ?’

১৫. ‘না ভদন্ত ।’

‘কি কারণে ?’

‘মনে করি কর্ণের প্রভাব-হেতু বিলীন হয় না ।’

- ‘এই প্রকারই মহারাজ, কর্মপ্রভাবে নৈরয়িক জন্তুসমূহ বহু সহস্র বর্ষ নিরয়ে পচ্যমান হইলেও বিলয় প্রাপ্ত হয় না ; তাহারা সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়, সেই স্থানেই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানেই মৃত হয় । মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেন—“সে সে-পর্য্যন্ত মরে না, যে-পর্য্যন্ত সেই পাপকর্ম্ম শেষ না হয় ।” ’

‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—এই যে সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী (চিত্রক-চিতাবাব) ও কুক্কুর-সমূহের স্ত্রী রহিয়াছে, তাহারা কি কঠোর অস্থি ও মাংস ভক্ষণ

২৫. করে ?’

‘হী ভদন্ত ; ভক্ষণ করে ।’

‘তাহাদের কুক্ষিতে কোষ্ঠাত্মক রহিত সেই দ্রব্যগুলি কি বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’

- ‘আম ভস্বে ; বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’
 ‘যো পন তাসং কুচ্ছিয়ং গব্ভো, সো’পি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’
 ‘নহি ভস্বে’তি ।’
 ‘কেন কারণেনা’তি ?’
 ৫ ‘মঞ্ঞামি ভস্বে, কস্মাধিকতেন ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’
 ‘এবমেব ষো মহারাজ, কস্মাধিকতেন নৈরয়িকা সত্তা আনেকানি’পি বস্সসহসানি
 নিরয়ে পচমানা ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’
 ‘তিয্যো ওপস্মং করোহীতি ।’
 ‘তং কিং মঞ্ঞেসি মহারাজ ?—যা তা সত্তি যোনক-সুখ্মালিনিরো’পি, খত্তির-
 ১০ সুখ্মালিনিরো’পি, ব্রাহ্মণ-সুখ্মালিনিরো’পি, গৃহপতি-সুখ্মালিনিরো’পি, কিম্বু ভা
 ককখলানি থ্ৰজ্জানি মংসানি খাদতীতি ?’
 ‘আম ভস্বে ; খাদতীতি ।’
 ‘কিম্পন তানি তাসং কুচ্ছিয়ং কোট্ট’ব্ভস্তরগতানি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’
 ‘আম ভস্বে ; বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’
-
- ১৫ ‘ই’ ভদন্ত ; বিলয়প্রাপ্ত হয় ।’
 ‘আর তাহাদের কুক্ষিতে যে গূর্ভ থাকে, তাহাও বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’
 ‘না ভদন্ত ।’
 ‘কি কারণে ?’
 ‘মনে করি কর্ম-প্রভাব-হেতু বিলয় প্রাপ্ত হয় না ।’
 ২০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, কর্ম-প্রভাবে নৈরয়িক জীবসমূহ বহু সহস্র বর্ষ নিরয়ে পচা-
 মান হইলেও বিলয়প্রাপ্ত হয় না ।’
 ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’
 ‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—এই যে যবন, কত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহ-
 পতি-গণের সুকুমারী স্ত্রী আছেন, তাঁহারা কি কঠিন খাদ্য ও মাংস ভোজন করেন ?’
 ২৫ ‘ই’ ভদন্ত ; ভোজন করেন ।’
 ‘তাঁহাদের কুক্ষিতে কোষ্ঠাভ্যন্তরগত সেই দ্রব্যগুলি কি বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’
 ‘ই’ ভদন্ত ; বিলয়প্রাপ্ত হয় ।’

‘যো পন তাসং কুচ্ছিয়ং গব্ভো, সো’পি বিলয়ং গচ্ছতীতি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

‘মঞ্জামি ভন্তে, কন্মাদিকতেন ন বিলয়ং গচ্ছতীতি ।’

৫. ‘এবমেব খো মহারাজ, কন্মাদিকতেন নৈরয়িক। সত্তা অনেকানি’পি বদসসহসুসানি নিরয়ে গচ্ছমানা ন বিলয়ং গচ্ছন্তি ; তথেষ্ব জায়ন্তি, তথেষ্ব বড্ঢন্তি, তথেষ্ব মরন্তি । ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবত্তা—‘সো ন তাব কালাং কল্পোতি, যাব ন তং পাপং কন্মং ব্যস্তিহোতীতি ।’”

‘কল্পো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১০. ৫। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, তুম্হে ভণথ—“অয়ং মহাপঠবী উদকে পতিট্ঠিতা, উদকং বাতে পতিট্ঠিতং, বাতো অকাসে পতিট্ঠিতো’তি ;”—এতম্’পি বচনং ন সদ্ধহামীতি ।’

‘তৌহাদেয় কুচ্ছিতে যে গৰ্ভ থাকে, তাহাও বিলয়প্রাপ্ত হয় ?’

‘না ভদন্ত ।’

১৫. ‘কি কারণে ?’

‘মনে করি কৰ্ম-প্রভাবে বিলয়প্রাপ্ত হয় না ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, কৰ্ম-প্রভাবে নৈরয়িক জীবসমূহ বহু সহস্র বর্ষ নরকে পচামান হইলেও বিলয়প্রাপ্ত হয় না ; সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়, সেই স্থানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানেই মৃত হয় । মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়াছেনও—“সে

২০. দে-পর্যন্ত মরে না, যে-পর্যন্ত সেই পাপকৰ্ম শেষ না হয় ।”’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !

জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত ।

৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন—“এই স্ফা-
পৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত, এবং বায়ু আকাশে প্রতিষ্ঠিত ;”—

২৫. একথাও আমি শ্রদ্ধা করি না ।’

থেরো ধর্মকরকেন উদকং গচ্ছহ। রাজানং মিলিন্দং যজ্ঞোপদেশি—‘বধা মহারাজ, ইমং উদকং বাভেন আধারিতং, এবং তদ্‌পি উদকং বাভেন আধারিতং’তি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, নিরোধো নিব্বাণ’ত্তি ?’

৫ ‘আম মহারাজ ; নিরোধো নিব্বাণ’ত্তি ।’

‘কথং ভন্তে নাগসেন, নিরোধো নিব্বাণ’ত্তি ?’

‘সব্বে বালপুখ্জনা থো মহারাজ, অস্বাভিক-বাহিরে আয়তনে অভিনন্দত্তি, অভিবদত্তি, আখোসায় তিট্ঠত্তি ; তে ভেন নোভেন বুয়হত্তি, ন পবিমুচ্ছত্তি জাতিয়া জরা-মরণেন সোকেন পরিদেবেন দুক্খেহি দোমনসসেহি উপায়াসেহি, ন পরিমুচ্ছত্তি
১০ দুক্খা’তি বদাম্মি । স্তববা চ থো মহারাজ, অরিয়সাবকো অস্বাভিক-বাহিরে আয়তনে নাভিনন্দত্তি, নাভিবদত্তি, নাখোসায় তিট্ঠত্তি ; তস্‌স তং অমভিনন্দতো

হবির ধর্মার্থ-গৃহীত কমণ্ডলু দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া রাজাকে বুঝাইলেন—‘মহারাজ, যেমন এই জল বায়ু দ্বারা ধৃত হইয়াছে, ঐ জলও সেইরূপ বায়ু দ্বারা ধৃত হয় ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

১৫

নিরোধই নির্বাণ ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, নিরোধ (লয়) কি নির্বাণ ?’

‘হঁা মহারাজ ; নিরোধ নির্বাণ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে নিরোধ নির্বাণ ?’

‘মহারাজ, মূঢ় প্রাকৃত লোকগণ আধ্যাত্মিক ও বাহ্য আয়তনে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও
২০ তন্ময় সমূহে) অভিনন্দিত হয়, তন্ময় সন্তোষ করে, এবং (সুখহেতু) নিশ্চয় করিয়া তাহাতে অবস্থান করে । তাহারাই সেই শ্রোতে বাহিত হয়, এবং জরা-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবনা-দুঃখ-দোর্মর্নস্য ও উপায়াস হইতে পরিমুক্ত হয় না ; আমি বলিতেছি তাহাদের দুঃখ হইতে পরিমুক্তি নাই । কিন্তু মহারাজ, প্রত্যবান্ আক্কা-প্রাবক (শ্রোতাগতি প্রভৃতি মার্গে বিচরণকারী বুদ্ধ-লিখ্য) আধ্যাত্মিক ও বাহ্য
২৫ আয়তনে অভিনন্দিত হয় না, তন্ময় সন্তোষ করে না, এবং নিশ্চয় করিয়া তাহাতে

অনভিবদন্তো অনজ্ঞোসায় তিষ্ঠন্তো তংহা নিরুজ্জতি, তংহানিরোধো উপাদান-
নিরোধো, উপাদাননিরোধো ভবনিরোধো, ভবনিরোধো জাতিনিরোধো, জাতিনিরোধো
জরা-মরণং শোক-পরিদেব-হৃৎ-দোমনন্দ-উপায়াসা নিরুজ্জতি ; এবমেতন্ম কেবলম্
হৃৎ-দোমনন্দ-উপায়াসা নিরোধো হোতি । এবং খো মহারাজ, নিরোধো নিব্বাণ'তি ।'

৫ 'কল্লো'দি ভন্তে নাগসেনা'তি ।'

৭। রাজা আহ—'ভন্তে নাগসেন, সর্বব'ব লভন্তি নিব্বাণ'তি ?'

'ন খো মহারাজ, সর্বব'ব লভন্তি নিব্বাণং ; অপি চ খো মহারাজ, যো সম্মা
পটিপন্নো অভিঞ্জংগেযো ধম্মে অভিজ্ঞানাতি, পরিঞ্জংগেযো ধম্মে পরিজ্ঞানাতি,
পহাতব্বে ধম্মে পজহাতি, ভাবিতব্বে ধম্মে ভাবেতি, সচ্ছিকাতব্বে ধম্মে সচ্ছিকরোতি,

১০ সো লভতি নিব্বাণ'তি ।'

'কল্লো'দি ভন্তে নাগসেনা'তি ।'

অবস্থান করে না । তাহার তাহাতে অভিনন্দিত না হওয়ার, তব্বিয়ে সম্ভাষণ না করার,
এবং নিশ্চয় করিয়া তাহাতে অবস্থান না করার তৃষ্ণার নিরোধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধে
উপাদানের নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে
১৫ জাতির নিরোধ হয়, জাতির নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবনা-হৃৎ-দোমনন্দ-উপায়াসের
নিরোধ হয় ; এবং এইরূপে এই সমগ্র হৃৎ-রাশির নিরোধ হয় । মহারাজ,
এই প্রকারেই নিরোধ নির্বাণ ।'

'ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !'

সকলেই কি নির্বাণ লাভ করে ?

২০ ৭। রাজা বলিলেন—'ভদন্ত নাগসেন, সকলেই কি নির্বাণ লাভ করে ?'

'না মহারাজ, সকলে নির্বাণ লাভ করে না ; কিন্তু মহারাজ, যে সম্যক শীলাদিয়ান্
ব্যক্তি সৰ্ব্বতোভাবে জ্ঞেয় ধৰ্ম্ম সকলকে সৰ্ব্বতোভাবে জানে, পরিস্কৃতভাবে জ্ঞেয়
ধৰ্ম্ম সকলকে পরিস্কৃত ভাবে জানে, পরিত্যাজ্য ধৰ্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করে,
ভাবনীর ধৰ্ম্ম সকলকে ভাবনা করে, এবং সাক্ষাৎ-করণীয় ধৰ্ম্মসকলকে সাক্ষাৎ করে,

২৫ সে নির্বাণ লাভ করে ।'

'ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !'

৩৪৮ যে নির্বাণ লাভ না করে, সে কি জানে যে, নির্বাণ স্ত্রুথ ? ১৪৫

৮। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যো ন লভতি নিব্বানং, জানাতি সো—স্ত্রুথং নিব্বান’স্তি ?’

‘আম মহারাজ ; যো ন লভতি নিব্বানং, জানাতি সো—স্ত্রুথং নিব্বান’স্তি ।’

‘কথং ভস্তু নাগসেন, অলভত্তো জানাতি—স্ত্রুথং নিব্বান’স্তি ?’

৫ ‘তং কিং মণ্ড্‌এসি মহারাজ ?—যেসং ন ছিন্না হত্থপাদা, জানেয়ুং তে মহারাজ,—
হুত্থং হত্থপাদচ্ছেদন’স্তি ?’

‘আম ভস্তু ; জানেয়ু’স্তি ।’

‘কথং জানেয়ু’স্তি ?’

‘অণ্ড্‌এসং ভস্তু, ছিন্নহত্থপাদানং পরিদেবিতসদং স্ত্রুথ জানাতি—হুত্থং
১০ হত্থপাদচ্ছেদন’স্তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, যেসং দিট্‌ঠং নিব্বানং তেসং সদং স্ত্রুথ জানাতি—স্ত্রুথং
নিব্বান’স্তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি ।’

চতুর্থো বগ্গো ।

১৫ যে নির্বাণ লাভ না করে, সে কি জানে যে, নির্বাণ স্ত্রুথ ?

৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে নির্বাণ লাভ না করে, সে কি জানিতে
পারে যে, নির্বাণ স্ত্রুথ ?’

‘ইঁ মহারাজ ; যে নির্বাণ লাভ না করে, সে জানিতে পারে যে, নির্বাণ স্ত্রুথ ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, লাভ না করিয়া কিরূপে জানিতে পারে যে, নির্বাণ স্ত্রুথ ?’

২০ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন—যাহাদের হস্ত-পদ ছিন্ন হয় নাই, তাহারা
কি জানিতে পারে যে, হস্ত-পদের ছেদন স্ত্রুথ ?’

‘ইঁ ভদন্ত ; জানিতে পারে ।’

‘কি প্রকারে জানিতে পারে ?’

‘ছিন্ন-হস্তপদ অপর ব্যক্তিগণের বিলাপ-শব্দ শ্রবণ করিয়া জানে যে, হস্ত-পদের
২৫ ছেদন স্ত্রুথ ।’

‘এইরূপই মহারাজ, যাহারা নির্বাণ দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের কথা শুনিয়া জানে
যে, নির্বাণ স্ত্রুথ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দৃক !’

ইতি চতুর্থ বর্গ ।

১। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, বুদ্ধো তয়া দিট্ঠো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘অথ তে আচরিয়েহি বুদ্ধো দিট্ঠো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

২. ‘তেন হি ভস্মে নাগসেন, ন’খি বুদ্ধো’তি ।’

‘কিং পন মহারাজ, হিমবতি উহানদী তয়া দিট্ঠা’তি ?’

‘নহি ভস্মে’তি ।’

‘অথ তে পিতরা উহানদী দিট্ঠা’তি ?’

‘নহি ভস্মে’তি ।’

১০. ‘তেন হি মহারাজ, ন’খি উহানদী’তি !’

‘অথি ভস্মে ; কিঞ্চাপি মে উহানদী ন দিট্ঠা, পিতরা’ পি মে উহানদী ন দিট্ঠা,
অপি চ অথি উহানদী’তি ।’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চম বর্গ ।

১৫. বুদ্ধকে দেখিয়াছেন কি না ?

১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি বুদ্ধকে দর্শন করিয়াছেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘আপনার আচার্য্যেরা কি বুদ্ধকে দেখিয়াছেন ?’

‘না মহারাজ ।’

২০. ‘তবে ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ নাই ।’

‘মহারাজ, আপনি কি হিমাগরে ‘উহা’-নামক নদীকে দর্শন করিয়াছেন ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘আপনার পিতা কি উহা-নদীকে দেখিয়াছেন ?’

‘না ভদন্ত ।’

২৫. ‘তবে মহারাজ, উহা-নদী নাই !’

‘আছে ভদন্ত ; কিন্তু আমি উহা-নদীকে দেখি নাই, এবং আমার পিতাও
নদীকে দেখেন নাই ; তাহা হইলেও উহা-নদী আছে ।’

‘এষমেব ধো মহারাজ, কিঞ্চাপি যয়া ভগবা ন দিট্ঠো, আচরিয়েহি’পি মে ভগবা
ন দিট্ঠো, অপিচ অধি ভগবা’তি ।’

‘কম্মো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

২। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধো অমুত্তরো’তি ।’

৫ ‘আম মহারাজ ; ভগবা অমুত্তরো’তি ।’

‘কথং ভন্তে নাগসেন, অদিট্ঠপূর্বং জানাসি—বুদ্ধো অমুত্তরো’তি ।’

‘তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ ?—যেহি অদিট্ঠপূর্বো মহাসমুদ্বো, জানেয্যং ভে
মহারাজ,—মহন্তো ধো মহাসমুদ্বো গম্ভীরো অপ্রমেয্যো দুম্মরিয়োগাহো, যস্মি’মা পঞ্চ
মহানদিরো সততং সমিতং অপ্রেক্ষিত্তি, সেয্যাদীদং—গজা, যমুনা, অচিরবতী, সরস্বতী, মহী ;

১০ নে’ব তন্স উনত্তং বা পূরত্তং বা পঞ্ঞায়তী’তি ।’

‘আম ভন্তে ; জানেয্য’ত্তি ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, যদিও আমি ভগবানকে দর্শন করি নাই, এবং আমার
আচার্য্যগণও দর্শন করেন নাই, তথাপি তিনি আছেন ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫

বুদ্ধ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ।

২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ?’

‘হঁা মহারাজ ; বুদ্ধ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, অদৃষ্ট-পূৰ্বে বুদ্ধকে আপনি কিরূপে জানিতেছেন যে, তিনি
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ?’

৫০ ‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—যাহারা পূৰ্বে মহাসমুদ্র দর্শন করে
নাই, তাহারা কি জানিতে পারে যে, মহাসমুদ্র বিশাল, গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুশ্রুতর ও
অগাধ ;—যাহাতে গজা, যমুনা, অচিরবতী, সরস্বতী ও মহী এই পঞ্চনদী সতত অবি-
চ্ছেদে (জল) অর্পণ করিতেছে ;—এবং তাহার উনত্ত বা পূৰ্ণত্ব জানা যায় না ?’

‘হঁা ভদন্ত ; জানিতে পারে ।’

‘এবম্বেব ধো মহারাজ, সাবকে মহন্তে শরিনিব্বুত্তে পঙ্গিহা জানামি—ভগবো অহুত্তরো’তি।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি।’

৩। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, সকা জানিতুং—বুদ্ধো অহুত্তরো’তি।’

‘আম মহারাজ ; সকা জানিতুং—ভগবো অহুত্তরো’তি।’

‘কথং ভন্তে নাগসেন, সকা জানিতুং—বুদ্ধো অহুত্তরো’তি?’

‘ভূতপূৰ্ব্বং মহারাজ, তিস্সথেরো নাম লেখাচারিয়ো অহোসি’, বহুনি বঙ্গানি অব্ভতীতানি কালকটম্ভস, কথং সো ঐয়তীতি?’

‘লেথেন ভন্তে’তি।’

১০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, পরি নির্বাণ-প্রাপ্ত মহাশ্রাবক-গণকে দেখিয়া আমি জানিতেছি যে, ভগবান্ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ!’

বুদ্ধ যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জানা যায় কি না ?

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা কি জানিতে

১৫ পারা যায়?’

‘হাঁ মহারাজ ; বুদ্ধ যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জানিতে পারা যায়।’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে জানিতে পারা যায় যে, বুদ্ধ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ?’

‘মহারাজ, পূৰ্বে তিষ্য-স্ববির নামে এক লেখাচার্য্য (রেখাচার্য্য) ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর বহু বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। তিনি যে ছিলেন, তাহা কি প্রকারে

২০ জানা যায়?’

‘ভদন্ত, তাঁহার লেখা দ্বারা।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যো ধম্মং পস্‌সতি, সো ভগবন্তং পস্‌সতি; ধম্মো হি মহারাজ, ভগবতা দেসিতো’তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

৪। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, ধম্মো তয়া দিট্ঠো’তি ?’

৫। বুদ্ধনেত্তিয়া খো মহারাজ, বুদ্ধপঞ্ঞত্তিয়া যাবজ্জীবঃ সাবকেহি বত্তিতব্ব’ত্তি ।’
‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

৫। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, ন চ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চা’তি ?’

‘আম মহারাজ ; ন চ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চা’তি ।’

‘কথং ভস্তু নাগসেন, ন চ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চ ? ওপম্মং করোহী’তি ।’

- ১০। ‘এই প্রকারই মহারাজ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দর্শন করে, সে ভগবানকে দর্শন করে ; কেন না মহারাজ, ভগবান ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন ।’
‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ধর্ম্মকে দর্শন করিয়াছেন কি না ?

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি ধর্ম্মকে দর্শন করিয়াছেন ?’

- ১৫। ‘মহারাজ, বুদ্ধের আদেশ তাঁহাকে দেখিবার নেত্ররূপ, আবকগণকে যাবজ্জীবন তাহা দ্বারা অবস্থান করিতে হয় ।’
‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সংক্রমণ না করিলেও পুনর্জন্ম হয় কি না ?

৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, লোক কি সংক্রমণ (অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণের

- ২০। জন্তু গমন) না করিয়াও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ?’

‘ইহা মহারাজ ; সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ?

উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যথা মহারাজ, কোটিদেব পুরিসো পদীপডো পদীপং পদীপেবা, কিয়ু খো সো মহারাজ, পদীপো পদীপব্হা সঙ্কতো’তি ?’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, নচ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চা’তি ।’

৫. ‘ভিষ্যো ওপন্নং কল্পোহী’তি ।’

‘অভিজ্ঞানাসি হু স্বং মহারাজ, মহব্রকো সন্তো সিলোকোচরিয়স্ সন্তিকে কঞ্চি সিলোকং গহিত’স্তি ?’

‘আম ভন্তে’তি ।’

‘কিয়ু খো মহারাজ, সো সিলোকো আচরিয়ম্হা সঙ্কতো’তি ?’

৬. ‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ন চ সঙ্কমতি পটিসন্দহতি চা’তি ।’

‘কল্পো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৭। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, বেদগু উপলব্ভতীতি ।’

‘মহারাজ, যদি কোন পুরুষ প্রদীপ হইতে (অপর) প্রদীপ আসে, তবে কি

১৫. মহারাজ, সেই (দ্বিতীয়) প্রদীপ (প্রথম) প্রদীপ হইতে সংক্রান্ত হয় ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।’

‘আয়ত্ত উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, আপনি যখন বালক, তখন শ্লোকাচার্য্যের

২০. নিকটে কোন শ্লোক গ্রহণ (অর্থাৎ শিক্ষা) করিয়াছিলেন ?’

‘হাঁ ভদন্ত ।’

‘সেই শ্লোক কি মহারাজ, আচার্য্যের নিকট হইতে সংক্রান্ত হইয়াছিল ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ।’

২৫. ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ষেভ্যাম্ (আত্মায়) উপলব্ধি ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যেভ্যাম্ (আত্মায়) কি উপলব্ধি হয় ?’

থেরো আহ—‘পরম’থেন থো মহারাজ, বেনগু ন উপলব্ধতীতি ।’

‘কল্লোসি ভন্তে নাগসেনাতি ।’

৭। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, অথি কোচি সন্তো বো ইমম্হা কারা অঞ্ঞং কারং সঙ্কমতী’তি ।’

৮ ‘নহি মহারাজা’তি ।’

যদি ভন্তে নাগসেন, ইমম্হা কারা অঞ্ঞং কারং সঙ্কমন্তো ন’থি, নহু মুত্তো ভবিস্‌সতি পাপকেহি কন্নেহীতি ।’

‘আম মহারাজ ; যদি ন পটিসন্দহেয্য, মুত্তো ভবিস্‌সতি পাপকেহি কন্নেহি ; যন্না চ থো মহারাজ, পটিসন্দহতি, তন্না ন পরিমুত্তো পাপকেহি কন্নেহীতি ।’

১০ ‘ওপম্মং করোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, কোচিদেব পুন্নিসো অঞ্ঞত্তরস্‌স পুন্নিসস্‌স অং অগহরেষ্য, কিং নো দণ্ডগন্তো ভবেয্যা’তি ?

হুবির কহিলেন—‘মহারাজ, পরমার্থতঃ বেত্তা উপলব্ধ হয় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দম্ভ !’

১২

জীব শরীরান্তরে সংক্রমণ করে কি না ?

৭। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এমন কি কোন জীব আছে, যে এই শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমণ করে ?’

‘না, মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, যদি এই শরীর হইতে শরীরান্তরে সংক্রমণকারী কেহ না থাকে,

২০ তাহা হইলে সে পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে ?’

‘হাঁ মহারাজ ; যদি সে আবার জন্মগ্রহণ না করিত, পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইত ; কিন্তু যেহেতু মহারাজ, সে জন্মগ্রহণ করে, সেজন্ত পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে না ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আত্ম অপহরণ করে, তবে কি সে দণ্ড-

২৫ প্রাপ্ত হইবে ?’

‘আম ভন্তে ; দণ্ডগন্তো ভবেষ্যা’তি ।’

‘ন খো সো মহারাজ, তানি অঘানি অবহরতি, ঝানি তেন রোপিতানি ; কন্না দণ্ডগন্তো ভবেষ্যা’তি ?’

‘তানি ভন্তে, অঘানি নিস্কার জাতানি, তন্না দণ্ডগন্তো ভবেষ্যা’তি ।’

৫ ‘এবমেব খো মহারাজ, ইমিনা নাম-রূপেন কন্নাং করোতি শোভনং বা অশোভনং বা, তেন কন্নেন অঞ্ঞং নাম-রূপং পটিসন্দহতি ; তন্না ন পরিমুক্তো পাপকেহি কন্নেহীতি ।’

‘কন্না’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৮। রাজা আহ —‘ভন্তে নাগসেন, ইমিনা নাম-রূপেন কন্নাং কডং কুসলং বা

১০ অকুসলং বা ; কুহিঃ তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ?’

‘অনুবন্ধেযুং খো মহারাজ, তানি কন্মানি ছায়া’ব অনপায়িনীতি ।’

‘সক্কা পম ভন্তে, তানি কন্মানি দস্বেসতুং—ইধ বা ইধ বা তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ?’

‘হাঁ ; সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

১৫ ‘সে ত মহারাজ, তাহার ঐ আত্মগুলি অপহরণ করে নাই, যেগুলিকে সে রোপণ করিয়াছিল ; অতএব কিজন্ত সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ?’

‘ভদন্ত, (সে যে আত্মগুলি অপহরণ করিয়াছিল, সেগুলি) সেই (পূর্বরোপিত) আত্ম হইতেই উৎপন্ন, এই জন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, এই (বর্তমান) নাম-রূপের দ্বারা শোভন বা অশোভন কন্নাং করে, ও সেই কন্নাং দ্বারা অপর নাম-রূপ গ্রহণ করে ; এ জন্য পাপ কন্নাং হইতে মুক্ত হয় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

শুভাশুভ কন্নাং কোথায় থাকে ?

৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই (বর্তমান) নাম-রূপের দ্বারা কুশল

১৫ বা অকুশল কন্নাং করা হয় ; সেই কন্নাংসমূহ থাকে কোথায় ?

‘মহারাজ, সেই কন্নাংসমূহ অনপায়িনী (অপরিভ্যাগিনী) ছায়ার ন্যায় অনবহরণ করে ।’

‘ন সকা মহারাজ, তানি কন্মানি দস্‌সেতুং—ইধ বা ইধ বা তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ।’

‘ওপন্ন্য করোহীতি ।’

‘তং কিং মণ্ডুসি মহারাজ ?—যানি’মানি কুখানি অনিব্বত্তকলানি, সকা তেসং কলানি দস্‌সেতুং—ইধ বা ইধ বা তানি কলানি তিট্ঠন্তীতি ।’

‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, অবভোচ্ছিন্নায় সন্ততিয়া ন সকা তানি কন্মানি দস্‌সেতুং—ইধ বা ইধ বা তানি কন্মানি তিট্ঠন্তীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !

১০. ৯। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যো উপ্পজ্জতি, জানাতি নো—উপ্পজ্জিসসামীতি ?’

‘ভদন্ত, সেই কর্মসমূহকে কি দেখাইতে পারা যায় যে, এইখানে, বা এইখানে সেই কর্মসমূহ আছে ?’

‘মহারাজ, সেই কর্মসমূহকে দেখাইতে পারা যায় না যে, এইখানে, বা এইখানে সেই কর্মসমূহ আছে ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—যে সকল বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হয় নাই, সেই বৃক্ষের ফলসমূহকে কি দেখাইতে পারা যায় যে, এইখানে, বা এইখানে সেই ফলগুলি আছে ?’

২০. ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, সন্ততির (প্রবাহের) অবিচ্ছেদ-হেতু দেখাইতে পারা যায় না যে, এইখানে, বা এইখানে সেই সকল কর্ম আছে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

নিজের ভবিষ্যৎ উৎপত্তি জানা যায় কি না ?

২৫. ৯। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে উৎপন্ন হইবে, সে কি জানে যে, আমি উৎপন্ন হইব ?’

‘আম মহারাজ ; যো উল্লজ্জতি, জানাতি সো—উল্লজ্জিস্সামীতি ।’

‘ওপন্নং কন্নোহীতি ।’

‘যথা মহারাজ, কস্সকো গহপতিকা বীজানি পঠিব্লং নিক্খিপিস্বা সন্না দেবে
বস্সন্তে জানাতি—ধণ্ণং নিব্বত্তিস্সত্তীতি ?’

৫ ‘আম ভন্তে ; জানেয়া’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যো উল্লজ্জতি, জানাতি সো—উল্লজ্জিস্সামীতি ।’

‘কন্নো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১০। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধো অথীতি ?’

‘আম মহারাজ ; ভগবা অথীতি ।’

১০ ‘সক্কা পন ভন্তে নাগসেন, বুদ্ধো নিদ্দস্সেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি ?’

‘হাঁ মহারাজ, যে উৎপন্ন হইবে, সে জানে যে, আমি উৎপন্ন হইব ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘যেমন মহারাজ, যদি কৃষক-গৃহস্থ ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করে, আর দেবতার বৃষ্টি
যদি ভালরূপে হয়, তবে কি সে জানিতে পারে যে, ধান্য হইবে ?’

১৫ ‘হাঁ ; সে জানিতে পারে ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, যে উৎপন্ন হইবে, সে তাহা জানে যে, আমি উৎপন্ন
হইব ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধ কি আছেন ?

২০ ১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি আছেন ?’

‘হাঁ মহারাজ ; ভগবান্ আছেন ।’

‘আপনি কি বুদ্ধকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারেন যে, তিনি এখানে, বা এখানে
আছেন ?’

‘পরিনিব্বুতো মহারাজ, ভগবা অমুপাদিসেসায় নিব্বাণধাতুরা, ন সন্না ভগবা নিদ্দেসেসেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি ?’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

৫ ‘তং কিম্মঞ্ঞসি মহারাজ ?—মহতো অগ্গিক্খক্কস্স জলমানস্স যা অচ্চি অখ-
জতা, সন্না সা অচ্চি দস্সেসেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি ?’

‘নহি ভন্তে ; নিরুদ্ধা সা অচ্চি অম্মঞ্ঞত্তিং গতা’তি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, ভগবা অমুপাদিসেসায় নিব্বাণধাতুরা পরিনিব্বুতো, অথং গতো ভগবা ন সন্না নিদ্দেসেসেতুং—ইধ বা ইধ বা’তি । ধম্মকাসেন পন থো মহারাজ, সন্না ভগবা নিদ্দেসেসেতুং ; ধম্মো হি মহারাজ, ভগবতো দেসিতো’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

পঞ্চমো বগ্গো ।

‘মহারাজ, ভগবান্ সেইরূপ নির্বাণে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে কোন উপাধি শেষ থাকে না । অতএব নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারা যায় না যে, তিনি এখানে বা এখানে আছেন ।’

১৫ ‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি জ্ঞাহ কি মনে করেন ?—মহান্ প্রজ্জলিত অগ্নির যে শিখা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কি দেখাইতে পারা যায় যে, ইহা এইখানে, বা এইখানে আছে ?’

‘না ভদন্ত ; সেই শিখা নিরুদ্ধ হইয়া অজ্ঞানগোচর হয় ।’

২০ ‘এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান্ সেইরূপ নির্বাণে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে উপাধি শেষ থাকে না ; তিনি অত্ৰুগত হইয়াছেন । অতএব তাঁহাকে নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারা যায় না যে, তিনি এখানে, বা এখানে আছেন । কিন্তু মহারাজ, ধর্মরূপ শরীরে তাঁহাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারা যায়, কেননা মহারাজ, তিনি ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

ইতি পঞ্চম বর্গ ।

- ১। রাজা আহ—‘ভস্বে নাগসেন, পিয়ো পব্বজিতানং কায়ো’তি ?’
 ‘ন খো মহারাজ, পিয়ো পব্বজিতানং কায়ো’তি ।’
 ‘অথ কিস্সু হু খো ভস্বে, কেলায়থ মমায়থা’তি ?’
 ‘কিম্পন তে মহারাজ, কদাচি করহচি সন্মামগতঙ্গ কণ্ডল্লহারো হোতীতি ?’
 ‘আম ভস্বে ; হোতীতি ।’
 ‘কিন্নু খো মহারাজ, সো বণো আলেপেন চ আলিম্পীয়তি, তেলেন চ মক্কীয়তি, স্কুথ্মেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ?’
 ‘আম ভস্বে ; আলেপেন চ আলিম্পীয়তি, তেলেন চ মক্কীয়তি, স্কুথ্মেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ।’
 ১০. ‘কিন্নু খো মহারাজ, পিয়ো তে বণো, যেন আলেপেন চ আলিম্পীয়তি, তেলেন চ মক্কীয়তি, স্কুথ্মেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ?’
-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ষষ্ঠ বর্গ ।

সন্ন্যাসিগণের শরীর প্রিয় কি না ?

- ১৫ ১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, সন্ন্যাসিগণের শরীর কি প্রিয় ?’
 ‘না মহারাজ ; সন্ন্যাসিগণের শরীর প্রিয় নহে ।’
 ‘ভদন্ত, তবে কি জন্তু আপনারা ইহাকে বহন করেন, ও ইহাতে মমতা করেন ?’
 ‘মহারাজ, আপনি যদি কখন কোন সময়ে সংগ্রামে গমন করেন, তবে কি আপনারা প্রতি শরপ্রহার হইয়া থাকে ?’
 ২০. ‘হঁ। ভদন্ত ; হয় ।’
 ‘মহারাজ, সেই ত্রণে কি প্রলেপ লেপন করা হয় ও তৈল মাখান হয় ? এবং স্কন্ধ বসনের পটিদ্বারা তাহাকে কি পরিবেষ্টিত করা হয় ?’
 ‘হঁ। ভদন্ত ; প্রলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং স্কন্ধ বসনের পটিদ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিতও করা হয় ।’
 ২৫. ‘মহারাজ, ত্রণ কি আপনার প্রিয় যে, তাহাতে প্রলেপও লেপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং স্কন্ধ বসনের পটিদ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিতও করা হয় ?’

‘মথো মে ভস্তু, পিয়ো বণো ; অপিচ মংসস্ ক্লহণ’খায় আলোপেন’চ আলিম্পীয়তি,
তেলেন চ মক্খীয়তি, সুখ্মেন চ চোলপট্টেন পলিবেট্টীয়তীতি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, অগ্নিয়ো পব্বজিতানং কারো ; অথচ পব্বজিতা
অনঝোসিতা কারং পরিহরন্তি ব্রহ্মচরিয়ানুগ্গহায় । অপিচ খো মহারাজ, বগুপমো
৫ কারো বুত্তো ভগবতা ; তেন পব্বজিতা বণমিব কারং পরিহরন্তি অনঝোসিতা ।
ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, ভগবতা—

“অন্নচক্ষপটিচ্ছয়ো নবহারো মহাবণো ।

সমস্ততো পগ্ঘরতি অন্নটী পুত্তিগন্ধিয়ো’তি ।”

‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

১০ ২ । রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, বুদ্ধো সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বদৰ্শাবীতি ?’

‘আম মহারাজ ; ভগবান্ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বদৰ্শাবীতি ।’

‘ভদন্ত, ব্রণ আমার প্রিয় নহে ; কিন্তু (সেখানে পুনর্বার) মাংস জন্মিবার জন্ত
তাহাতে এলোপও লোপন করা হয়, তৈলও মাখান হয়, এবং হৃদয় বসনের পটির দ্বারা
তাহাকে পরিবেষ্টিতও করা হয় ।’

১৫ ‘এইরূপই মহারাজ, সন্ন্যাসিগণের শরীর অপ্রিয় ; অথচ তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যরূপ অন্ন-
এই লাভের জন্ত শরীর বহন করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের আসক্তি থাকে না ।
মহারাজ, ভগবান্ শরীরকে ব্রণোপম বলিয়াছেন । তজ্জন্ত সন্ন্যাসিগণ শরীরের প্রতি
অনাসক্ত থাকিয়া ব্রণের জায় তাহাকে বহন করেন । মহারাজ, ভগবান্ ইহা বলিয়া-
ছেনও—

২০ “আর্জচক্ষ্যাবৃত মহাব্রণ নবহার ।

অপবিজ্ঞ পুত্তিগন্ধি গলে চারিধার ॥”

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধ সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদৰ্শী কি না ?

২ । রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদৰ্শী ?’

২৫ ‘হঁ মহারাজ ; ভগবান্ সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদৰ্শী ।’

‘অথ কিস্তু হু খো ভস্তে নাগসেন, সাবকানং অহুপুব্বেন সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেদীতি ?’

‘অথি পন তে মহারাজ, কোচি বেজ্জা, যো ইমিসং পঠবিয়ং সৰ্ব্বেসজ্জানি জানাতীতি ?’

৫ ‘আম ভস্তে, অখীতি ।’

‘কিস্তু খো মহারাজ, সো বেজ্জা গিলানকং সম্পত্তে কালে ভেসজ্জং পাযেতি, উদাহ অসম্পত্তে কালে’তি ?’

‘সম্পত্তে কালে ভস্তে, গিলানকং ভেসজ্জং পাযেতি, নো অসম্পত্তে কালে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ভগবা সৰ্ব্বেসজ্জং সৰ্ব্বেসজ্জাবী, ন অকালে সাবকানং

১০ সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেতি, সম্পত্তে কালে সাবকানং সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেতি যাবজ্জীব অনতিক্কমণীয়’স্তি ।’

কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

‘ভদন্ত নাগসেন, তবে কি জন্ত তিনি শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদসমূহ ক্রমায়সারে জানাইয়াছেন ?’

১৫ ‘মহারাজ, আপনার কি এরূপ কোন বৈজ্ঞ আছে, যিনি পৃথিবীতে সমস্ত ঔষধকে জানেন ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; আছে ।’

‘সেই বৈজ্ঞ কি মহারাজ, (ঔষধ পানের উপযুক্ত) সময় উপস্থিত হইলে রোগীকে ঔষধ পান করান, না সময় উপস্থিত না হইলেই ?’

২০ ‘ভদন্ত, সময় উপস্থিত হইলেই রোগীকে ঔষধ পান করান, উপস্থিত না হইলে করান না ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, ভগবান্ সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বদর্শী । তিনি অকালে শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদসমূহ জানান না, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলেই শ্রাবকগণকে যাবজ্জীবন অনতিক্রমীয় শিক্ষাপদসমূহ জানাইয়া থাকেন ।’

২৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৩। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, বুদ্ধো হস্তিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরজ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনসম্নিতত্তচো ব্যামপ্পভো’তি ?’

‘আম মহারাজ, ভগবা হস্তিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরজ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনসম্নিতত্তচো, ব্যামপ্পভো’তি ।’

৫ ‘কিপন’স্ স ভস্তু, মাতাপিতরো’পি হস্তিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরজ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনসম্নিতত্তচো, ব্যামপ্পভো’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘এবং সন্তে থো ভস্তু নাগসেন, উপ্পজ্জতি বুদ্ধো হস্তিঃসমহাপুরিসলক্খণেহি সমন্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্জনেহি পরিরজ্জিতো, সুবল্লবল্লো, কঞ্চনসম্নিতত্তচো,

১০ ব্যামপ্পভো’তি ? অপিচ মাতুসদিসো বা পুত্তো হোতি মাতুপক্খো বা, পিতুসদিসো বা পুত্তো হোতি পিতুপক্খো বা’তি ।’

থেরো আহ—‘অথি পন মহারাজ, কিঞ্চি পহ্মং সতপত্তংস্তি ?’

বুদ্ধের লক্ষণযুক্ত আকার ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহালক্ষণযুক্ত ও
১৫ অসীতি প্রকার অহুব্যজ্জনে বিরাজিত ? তিনি কি সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসম্নিত চন্দ্রশালী ? এবং তাঁহার প্রভা কি (চতুর্দিকে) ব্যাম-পরিমাণ বিস্তৃত হয় ?’

‘হাঁ মহারাজ ; ভগবান্ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহালক্ষণযুক্ত ও অসীতি প্রকার অহুব্যজ্জনে বিরাজিত, তিনি সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসম্নিত চন্দ্রশালী, এবং তাঁহার প্রভা (চতুর্দিকে) ব্যাম-পরিমাণ বিস্তৃত ।’

২০ ‘ভদন্ত, তাঁহার পিতা-মাতাও কি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহালক্ষণযুক্ত ও অসীতি প্রকার অহুব্যজ্জনে বিরাজিত ?—সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসম্নিত চন্দ্রশালী ? এবং তাঁহাদের প্রভা (চতুর্দিকে) ব্যাম-পরিমাণ বিস্তৃত ?’

‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, ইহা যদি হয়, তবে কি বুদ্ধ তাদৃশ হইয়া উৎপন্ন হইতে পারেন ?

২৫ কেন না পুত্র হয় মাতৃসদৃশ, বা মাতৃপক্ষ-সদৃশ ; অথবা পিতৃসদৃশ, বা পিতৃপক্ষ-সদৃশ হইয়া থাকে ।’

হবির কহিলেন—‘আচ্ছা মহারাজ, শতপত্র পদ্ম নামে কি কিছু আছে ?’

‘আম ভস্তে ; অসীতি ।’

‘তস্ম পন কুহিং সন্তবো’তি ?’

‘কদমে জাগতি, উদকে আসীতীতি ।’

‘কিন্নু খো মহারাজ, পহ্মং কদমেন সদিনং বগ্নেন বা, গন্ধেন বা, রসেন বা’তি ?’

৫ ‘নহি ভস্তে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, ভগবা দ্বিত্বঃসমহাপুরিসলক্ষণেহি সমগ্নাগতো, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্ঞানেহি পরিবজ্জিতো, সুবল্লবগ্নো, কঞ্চনগ্নিতত্ততো, ব্যামগ্নভো ; ন চ’স্ম মাতাপিতরো দ্বিত্বঃসমহাপুরিসলক্ষণেহি সমগ্নাগতা, অসীতিয়া চ অহুব্যজ্ঞানেহি পরিবজ্জিতা, সুবল্লবগ্না, কঞ্চনগ্নিতত্ততা, ব্যামগ্নভা’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, বুদ্ধো ব্রহ্মচারীতি ?’

‘আম মহারাজ ; ভগবা ব্রহ্মচারীতি ।’

‘তেন হি ভস্তে নাগসেন, বুদ্ধো ব্রহ্মণো সিস্সো’তি !’

‘ই ভদন্ত ; আছে ।’

১৫ ‘ইহার উৎপত্তি কোথায় ?’

‘ইহা কদমে উৎপন্ন হয়, এবং জলে অবস্থান করে ।’

‘মহারাজ, পদ্ম কি বর্ণে, বা গন্ধে, বা রসে কদমের সদৃশ ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘ইহা কি বর্ণে, বা গন্ধে, বা রসে জলের সদৃশ ?’

২০ ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, ভগবান্ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহালক্ষণাদি যুক্ত হইলেও তাঁহার পিতা-মাতা সেরূপ নহেন ।’

‘ভদন্ত নাগসেন আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধ কি ব্রহ্মচারী ?

২৫ ৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ কি ব্রহ্মচারী ?’

‘ই মহারাজ ; ভগবান্ ব্রহ্মচারী ।’

‘তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ ব্রহ্মার শিষ্য !’

‘অথি পন তে মহারাজ, হথিপামোকথো’তি ?’

‘আম ভন্তে ; অথীতি ।’

‘কিম্মু থো মহারাজ, মো হথী কবাচি করহচি কোকনাৎ নদতীতি ?’

‘আম ভন্তে ; নদতীতি ।’

৫ ‘তেন হি মহারাজ, মো হথী কোকনাৎ সিন্সো’তি ?’

‘মহি ভন্তে’তি ।’

‘কিম্পন মহারাজ, ব্রহ্মা সবুদ্ধিকো অবুদ্ধিকো’তি ?’

‘সবুদ্ধিকো ভন্তে’তি ।’

‘তেন হি মহারাজ, ব্রহ্মা ভগবতো সিন্সো’তি ।’

১০ ‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৫। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, উপসম্পদা স্তন্দরা’তি ?’

‘আম মহারাজ ; উপসম্পদা স্তন্দরা’তি ।’

‘অথি পন ভন্তে, বুদ্ধস উপসম্পদা, উদাহ ন’থীতি ?’

‘মহারাজ, আপনার কি প্রধান হস্তী আছে ?’

১৫ ‘হাঁ ভদন্ত ; আছে ।’

‘সেই হস্তী কি মহারাজ, কখন কোন সময়ে ক্রোধের স্তার শব্দ করে ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; করে ।’

‘তাহা হইলে মহারাজ, সেই হস্তী ক্রোধের শিষ্য ?’

‘না ভদন্ত ।’

২০ ‘আচ্ছা মহারাজ, ব্রহ্মা বুদ্ধিমান্ কি অবুদ্ধিমান্ ?’

‘বুদ্ধিমান্ ভদন্ত ।’

‘তাহা হইলে মহারাজ, ব্রহ্মা ভগবানের শিষ্য ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধের উপসম্পদা ।

২৫ ৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, উপসম্পদা কি স্তন্দর ?’

‘হাঁ মহারাজ ; উপসম্পদা স্তন্দর ।’

‘ভদন্ত, বুদ্ধের উপসম্পদা আছে কি না ?’

‘উপসম্পন্নো থো মহারাজ, ভগবান্ বোধিবৃক্ষমূলে সহ সর্বপুণ্ড্রপুণ্ড্রপুণেন ; ন’খি ভগবতো উপসম্পন্নো অপুণ্ড্রোহি দিন্না, যথা সাবকানং মহারাজ, ভগবান্ সিক্খাপদং পপুণ্ড্রোপেতি যাবজ্জীবং অনতিক্রমনীয়’স্তি ।’

‘কল্পো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৬। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যো চ মাতরি মতায় রোদতি, যো চ ধম্মপেমনে রোদতি, উভিন্নং তেণং রোদন্তানং কন্স অসু ভেসজ্জং, কন্স ন ভেসজ্জ’স্তি ?’

‘একন্স থো মহারাজ, অসু রাগ-দোস-মোহেহি সমলং উগ্গং, একন্স পীতি-সোমনসসেন বিমলং সীতলং । যং থো মহারাজ, সীতলং, তং ভেসজ্জং, যং উগ্গং, তং ন ভেসজ্জ’স্তি ।’

১০। ‘কল্পো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

‘মহারাজ, ভগবান্ বোধিবৃক্ষ-মূলে সর্বপুণ্ড্র-জ্ঞানগাতের সঙ্গেই উপসম্পদাযুক্ত হইয়া ছিলেন ; ভগবান্ যেমন শ্রাবকগণকে যাবজ্জীবন অনতিক্রমণীয় শিক্ষাপদসমূহ জ্ঞাপন করেন, সেইরূপ অত্র কোন ব্যক্তি তাঁহাকে উপসম্পদা দান করেন নাই ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫

ভেষজ ও অভেষজ ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে ব্যক্তি মাতা মৃত হইলে রোদন করে, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রপঞ্চে রোদন করে, এই রোদনকারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে কাহার অশ্রু ভেষজ, এবং কাহার অশ্রু অভেষজ নয় ?’

২০। ‘মহারাজ, একজনের অশ্রু রাগ, ঘেঘ ও মোহে মলিন ও উষ্ণ ; এবং আর একজনের পীতি ও সোমনসো বিমল ও শীতল । মহারাজ, যাহা শীতল, তাহাই ভেষজ ; যাহা উষ্ণ, তাহা অভেষজ নহে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

৭। রাজা আহ—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, কিং নানাকরণং সরাগদৃশ চ বীতরাগদৃশ চা’তি ?’

‘একো খো মহারাজ, অজ্ঞোসিতো, একো অনজ্ঞোসিতো’তি ।’

‘কিং এতং ভদ্রে, অজ্ঞোসিতো অনজ্ঞোসিতো নামা’তি ?’

‘একো খো মহারাজ, অখিকো, একো অনখিকো’তি ।’

৮. ‘পদ্যাম’হং ভদ্রে এবরূপং—যো চ সরাগো যো চ বীতরাগো, সব্বো’পে’সো সৌভনং
যেব ইচ্ছতি খাদনিয়ং বা ভোজনিয়ং বা ; ন কোচি পাপকং ইচ্ছতীতি ।’

‘অবীতরাগো খো মহারাজ, রসপটিসংবেদী চ রসরাগপটিসংবেদী চ ভোজনং
ভুঞ্জতি ; বীতরাগো পন রসপটিসংবেদী ভোজনং ভুঞ্জতি, নো চ খো রসরাগপটি-
সংবেদীতি ।’

১০. ‘কম্মো’সি ভদ্রে নাগসেনা’তি !’

৮। রাজা আহ—‘ভদ্রে নাগসেন, পঞ্জা কুহিং পটিবসতীতি ?’

সরাগ ও বীতরাগের ভেদ ।

৭। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, সরাগ ও বীতরাগের মধ্যে ভেদ-সাধক
কি ?’

১৫. ‘মহারাজ, একজন আসক্তিবৃত্ত, আর একজন আসক্তিবৃত্ত নহে ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আসক্তিবৃত্ত ও আসক্তিবৃত্ত নহে,—ইহার মানে কি ?’

‘মহারাজ, একজন অর্থী, ও আর একজন অর্থী নহে ।’

‘ভদ্রস্ত, আমি এইরূপ দেখিতে পাই যে, যে সরাগ, বা যে বীতরাগ, ইহারা সকলেই
শোভন ষাণ্ড-ভোজ্যই ইচ্ছা করে, মন্দকে কেহ ইচ্ছা করে না ।’

২০. ‘মহারাজ, অবীতরাগ ব্যক্তি রস, ও রসে একটি আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া ভোজ্য-
বস্ত্র ভোজন করে ; কিন্তু বীতরাগ ব্যক্তি রসমাত্র অনুভব করিয়া ভোজ্যবস্ত্র ভোজন
করে, সে রসের প্রতি আকাঙ্ক্ষার অনুভব করে না ।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন আপনি দক্ষ !’

প্রজ্ঞা কোথায় বাস করে ?

২৫. ৮। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, প্রজ্ঞা কোথায় বাস করে ?’

- ‘ন কথচি মহারাজা’তি ।’
 ‘তেন হি ভস্তে নাগসেন, ন’খি পঞ্ঞা’তি !’
 ‘বাতো মহারাজ, কুহিং পটিবসত্তীতি ?’
 ‘ন কথচি ভস্তে’তি ।’
 ৪. ‘তেন হি মহারাজ, ন’খি বাতো’তি ।’
 ‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি ।’

৯। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, যং পনে’তং ক্রসি সংসারো’তি, কতমো সো সংসারো’তি ?’

- ‘ইধ মহারাজ, জাতো ইধে’ব মরতি, ইধ মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি ; তহিংজাতো
 ১০. তহিং য়েব মরতি, তহিং মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি ; এবমেব খো মহারাজ, সংসারো
 হোতীতি ।’
 ‘ওপম্মং করোহীতি ।’

- ‘কোথাও না মহারাজ ।’
 ‘তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, প্রজ্ঞা নাই !’
 ১৫. ‘মহারাজ, বায়ু কোথায় বাস করে ?’
 ‘ভদন্ত, কোথাও না ।’
 ‘তাহা হইলে মহারাজ, বায়ু নাই !’
 ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সংসার ।

২০. ৯। রাজা কহিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এই যে আপনি সংসার বলিতেছেন, এই
 সংসার কি ?’
 ‘মহারাজ, লোক এখানে জাত হইয়া এইখানেই মৃত হয়, এবং এখানে মৃত হইয়া
 অত্র উৎপন্ন হয় ; আবার সেখানে জাত হইয়া সেইখানেই মৃত হয়, এবং সেখানে মৃত
 হইয়া অত্র উৎপন্ন হয় ; মহারাজ এইরূপই সংসার ।’
 ২৫. ‘উপমা (প্রদান) করন ।’

- ‘যথা মহারাজ, কোটিদেব পুরিসো পঙ্কঃ অসং খাদিত্বা অট্ঠিং রোপেযা, ততো মহন্তো অধরুক্খো নিব্বত্তিহা ফলানি দদেযা ; অথ সো পুরিসো ততো’পি পঙ্কঃ অসং খাদিত্বা অট্ঠিং রোপেযা, ততো’পি মহন্তো অধরুক্খো নিব্বত্তিহা ফলানি দদেযা; এবং এতেসং রুক্খানং কোটি ন পঞ্ঞায়তি ; এবমেব থো মহারাজ, ইধ জাতো ইধে’ব মরতি, ইধ মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি ; তহিং জাতো তহিংযেব মরতি, তহিং মতো অঞ্ঞত্র উপ্পজ্জতি ; এবমেব থো মহারাজ, সংসারো হোতীতি ।’
- ‘কল্লো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি !’

- ১০। রাজা আহ—ভস্তু নাগসেন, কেন অতীতং চিরকতং সরতীতি ?
‘সতিয়া মহারাজা’তি ।’
- ১০ ‘নহু ভস্তু নাগসেন, চিন্তেন সরতি নো সতিয়া’তি ?
‘অভিজানাসি হু স্বং মহারাজ, কিঞ্চিদেব করণীয়ং কত্তা পমুট্ঠ’স্তি ?’

- ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন লোক পাকা আম খাইয়া তাহার আঁঠি রোপণ করে, তবে তাহা হইতে মহান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদান করে। যদি সেই ব্যক্তি ঐ সমুদয় ফল হইতেও একটি পাকা আম খাইয়া তাহার আঁঠি রোপন করে, তবে তাহা হইতেও মহান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদান করিবে। এইরূপে এই সকল বৃক্ষের শেষ জানা যায় না। এই প্রকারই মহারাজ, লোক এখানে জাত হইয়া এখানেই মৃত হয়, এবং এখানে মৃত হইয়া অত্র উৎপন্ন হয় ; আবার সেখানে জাত হইয়া সেখানেই মৃত হয়, এবং সেখানে মৃত হইয়া অত্র উৎপন্ন হয়। এই রূপই মহারাজ, সংসার ।’
- ২০ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !

কিসের দ্বারা স্মরণ করা যায় ।

- ১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, চিরকৃত অতীত বিষয়কে কিসের দ্বারা স্মরণ করা যায় ?’
‘মহারাজ, স্মৃতির দ্বারা ।’
- ২০ ‘ভদন্ত নাগসেন, চিন্তের দ্বারা ত স্মরণ করা যায়, স্মৃতির দ্বারা নহে ?’
‘মহারাজ, আপনি কি এমন কোন কার্য্য মনে করেন, যাহা পূর্বে করিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন ?’

‘আম ভস্তে ।’

‘কিন্নু খো স্বং মহারাজ, তস্মিৎ সময়ে অচিন্তকো অহোসীতি ?’

‘নহি ভস্তে ; সতি তস্মিৎ সময়ে নাহোসীতি ।’

‘অথ কস্মা স্বং মহারাজ, এবমাহ—“চিন্তেন সরতি, নো সতিয়া”তি ?’

৫ ‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

১১। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, সৰ্ব্বা সতি অভিজানন্তা উপঞ্জতি, উদাহ কটুমিকা’ব সতীতি ?’

‘অভিজানন্তাপি মহারাজ, সতি উপঞ্জতি, কটুমিকাপি সতীতি ।’

‘এবং হি খো ভস্তে নাগসেন, সৰ্ব্বং সতিং অভিজানন্তি, ন’খি কটুমিকা সতীতি ।’

১০ ‘যদি ন’খি মহারাজ, কটুমিকা সতি, ন’খি কিঞ্চি সিন্ধিকানং কস্মায়তনেহি বা, সিন্ধায়তনেহি বা, বিজ্জট্টানেনহি বা করণীয়ং ; নিরথকা আচরিয়া । যস্মা চ খো

‘ই। ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, সেই সময়ে কি আপনি চিন্তহীন ছিলেন ?’

‘না ভদন্ত ; সে সময়ে আমার স্মৃতি ছিল না ।’

১৫ ‘তাহা হইলে মহারাজ, আপনি কি জন্ত বসিতেছেন যে, চিন্তের দ্বারা স্মরণ করা যায়, স্মৃতির দ্বারা নহে ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

স্মৃতি । ✓

১১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, সমস্ত স্মৃতি কি অভিজ্ঞাত হইয়া উৎপন্ন

২০ হয়, অথবা কৃত্রিম স্মৃতিও আছে ?’

‘মহারাজ, স্মৃতি অভিজ্ঞাত হইয়াও উৎপন্ন হয়, এবং স্মৃতি কৃত্রিমও ।’

‘তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, সমস্ত স্মৃতিই অভিজ্ঞাত, কৃত্রিম স্মৃতি নাই ।’

‘মহারাজ, যদি কৃত্রিম স্মৃতি না থাকে, তবে শিরিগণের কর্ণ, বা শিল্প, বা বিজ্ঞান কার্য কি ? এবং আচার্যাগণেরও কোন প্রয়োজন নাই । কিন্তু যেহেতু মহারাজ,

মহারাজ, অখি কটুমিকা সতি, তথা অখি কন্যায়তনেহি বা, সিদ্ধায়তনেহি বা,
বিজ্ঞায়তনেহি বা করণীয়ং ; অথো চ আচরিয়েহীতি ।’

‘কল্লো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

ছট্ঠো বগ্গো ।

কৃত্রিম স্মৃতি আছে, সেই জন্ত শিল্পীগণের কর্ম, বা শিল্প, বা বিজ্ঞার কার্য আছে ;
এবং আচার্যগণেরও প্ররোজন আছে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ইতি ষষ্ঠ বর্গ ।

১। রাজা আঁহ—‘তত্ত্বে নাগসেন, কতিহি আকারেহি সতি উপ্সজ্জতি ?’

‘সোলসহি আকারেহি মহারাজ, সতি উপ্সজ্জতি । কতম্বেহি সোলসহি আকারেহি ?
অভিজ্ঞানতো’পি মহারাজ, সতি উপ্সজ্জতি, কট্টমিকার’পি সতি উপ্সজ্জতি, ওলারিক-
বিঞ্ঞাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, হিতবিঞ্ঞাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, অহিত-
বিঞ্ঞাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, সভাগনিমিত্ততো’পি সতি উপ্সজ্জতি, বিসভাগ-
নিমিত্ততো’পি সতি উপ্সজ্জতি, কথাবিঞ্ঞাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, লক্ষণতো’পি
সতি উপ্সজ্জতি, সরণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, মুদ্রাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, গণনাতো’পি
সতি উপ্সজ্জতি, ধারণতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, ভাবনাতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, পোথক-
নিবন্ধনতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, উপনিষ্কেপতো’পি সতি উপ্সজ্জতি, অহুততো’পি

১০ সতি উপ্সজ্জতি ।

‘কথং অভিজ্ঞানতো সতি উপ্সজ্জতি ? যথা মহারাজ, আরম্ভা চ আনন্দো, থজ্জুত্তরা
চ উপাসিকা, বে বা পন’এ’এ’পি কেচি জাতিদসরা জাতিং সরন্তি । এবং অভি-
জ্ঞানতো সতি উপ্সজ্জতি ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

১৫

মধ্যম বর্গ ।

কত প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, কত প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ?’

‘মহারাজ, ষোড়শ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হয় । সেই ষোড়শ প্রকার কি কি ?
অভিজ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, বাহ-উপায়েও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, মহান্ বিবয়ের বিজ্ঞানেও

২০ স্মৃতি উৎপন্ন হয়, হিতবিজ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, অহিত-বিজ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন
হয়, মাদৃশ্চনিমিত্তও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, বৈদাদৃশ্চ-নিমিত্তও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কথাভি-
জ্ঞানেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, লক্ষণদ্বারাও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, স্মরণের দ্বারাও স্মৃতি উৎপন্ন
হয়, মুদ্রাতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, গণনাতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, ধারণাতেও স্মৃতি উৎপন্ন
হয়, ভাবনাতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, পুস্তকনিবন্ধনও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, উপনিষ্কেপেও
২৫ স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এবং অহুতবেও স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘অভিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, মহারাজ, আয়ুস্মান্ আনন্দ
ও উপাসিকা থজ্জুত্তরা, বা অথ কোন জাতিস্মর ব্যক্তিগণ (নিজ নিজ পূর্) জন্ম
স্মরণ করেন । এই প্রকারে অভিজ্ঞানদ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।’

‘কথং কটুমিকায় সতি উপ্সজ্জতি ? যো পকতিয়া মুট্ঠস্‌সতিকো, পরে চ তং সরাপন’থং নিবন্ধতি । এবং কটুমিকায় সতি উপ্সজ্জতি ।

‘কথং ওলারিকবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ? যদা রজ্জে বা অভিসিদ্ধো হোতি, সোতাপত্তিকলং বা পত্তো হোতি । এবং ওলারিকবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ।

৫ ‘কথং হিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ? যম্‌হি সুখাপিতো, অমুকস্মিং এবং সুখাপিতো’তি সরতি । এবং হিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ।

‘কথং অহিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ? যম্‌হি দুঃখাপিতো, অমুকস্মিং এবং দুঃখাপিতো’তি সরতি । এবং অহিতবিঞ্ঞাণতো সতি উপ্সজ্জতি ।

‘কথং সভাগনিমিত্ততো সতি উপ্সজ্জতি ? সদিনং পুণ্ণলং দিস্বা মাতরং বা, ১০ পিতরং বা, ভাতরং বা, ভগিনিং বা সরতি ; ওট্ঠং বা, গোণং বা গদ্রভং বা দিস্বা অঞ্ঞং তাদিসং ওট্ঠং বা, গোণং বা, গদ্রভং বা সরতি । এবং সভাগনিমিত্ততো সতি উপ্সজ্জতি ।

‘বাহ উপায়ে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, স্বভাবত নষ্টস্মৃতি ব্যক্তিকে স্মরণ করাইবার জন্য অপর লোকেরা নির্বন্ধ করিয়া থাকে, (এবং তাহাতে তাহার ১৫ স্মৃতি হয়) । এই প্রকারে বাহ-উপায়ে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘মহান্ বিষয়ের বিজ্ঞানে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, (রাজা) যে দিন রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তাহা স্মরণ করেন ; অথবা কেহ শ্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলে, তাহা স্মরণ করে । এই প্রকারে মহান্ বিষয়ের বিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘হিতবিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি যে স্থানে ২০ সুখ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্মরণ করে যে, অমুক স্থানে সুখ পাইয়াছিলাম । এই প্রকারে হিতবিজ্ঞানের দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘অহিতবিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি যেখানে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্মরণ করে যে, অমুক স্থানে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । এই প্রকারে অহিতবিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

২৫ ‘সাদৃশ্যানিমিত্ত কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, সদৃশ বক্তিকে দেখিয়া লে কে মাতা, বা পিতা, বা ভ্রাতা, বা ভগিনীকে মনে করে ; যেমন, কোন উষ্ট্র, বা বৃষভ, বা গর্দভকে দেখিয়া তাদৃশ অপর উষ্ট্র বা বৃষভ, বা গর্দভকে স্মরণ করে । এইরূপে সাদৃশ্যানিমিত্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘কথং বিশভাগনিমিত্ততো সতি উপজ্জতি ? অল্পকস্স নাম (এবং) বস্সো এদিসো, সন্দো এদিসো, গন্ধো এদিসো, রসো এদিসো, কোট্টম্বো এদিসো’তি সৱতি । এবং বিশভাগনিমিত্ততো সতি উপজ্জতি ।

‘কথং কথাভিঞ্ঞাণতো সতি উপজ্জতি ? যো পকতিয়া মুট্টম্সতিকে হোতি, তং পরে সৱাপেত্তি, হেন গো সৱতি । এবং কথাভিঞ্ঞাণতো সতি উপজ্জতি ।

‘কথং লক্খণতো সতি উপজ্জতি ? যো বলিবদানং অঙ্কেন জানাতি, লক্খণেন জানাতি । এবং লক্খণতো সতি উপজ্জতি ।

‘কথং সৱণতো সতি উপজ্জতি ? যো পকতিয়া মুট্টম্সতিকে হোতি, যো তং “সৱাহি ভো, সৱাহি ভো”তি” পুনপ্পুনং সৱাপেতি । এবং সৱণতো সতি উপজ্জতি ।

১০. ‘কথং মুদাতো সতি উপজ্জতি ? লিপিৱা সিক্খিতত্তা জানাতি ইমস্স অক্খৱস্স অনন্তৱং ইমং অক্খৱং কত্তব্ব’স্তি । এবং মুদাতো সতি উপজ্জতি ।

‘কথং গণনাতো সতি উপজ্জতি ? গণনায় সিক্খিতত্তা গণকা বহম্পি গণেতি । এবং গণনাতো সতি উপজ্জতি ।

‘বৈদাদৃশ্যানিমিত্ত কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন লোকে মনে করে যে, ১৫ অমকের বর্ণ এইরূপ, শব্দ এইরূপ, গন্ধ এইরূপ, রস এইরূপ ও স্পর্শ এইরূপ । এই প্রকারে বৈদাদৃশ্যানিমিত্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘কথাভিজ্ঞানে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি স্বভাবত নষ্টস্মৃতি, অস্ত্রেরা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং তাহাতে সে স্মরণ করে । এই প্রকারে কথাভিজ্ঞানে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

২০. ‘লক্ষ্য-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি বলীবর্দগণের চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে জানে, সে তাহাদিগকে লক্ষণের দ্বারা জানে । এইপ্রকারে লক্ষণের দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘স্মরণ-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, যে ব্যক্তি স্বভাবত নষ্টস্মৃতি, তাহাকে অস্ত্রব্যক্তি “স্মরণ করহে, স্মরণ করহে” বলিয়া পুনঃ পুনঃ স্মরণ করায় । এই-

২৫ রূপ স্মরণ-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘মুদ্রা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, লিপিদ্বারা শিক্ষা করা হেতু জানিতে পারে যে, এই অক্ষরের পর এই অক্ষর করিতে হইবে । এই প্রকারে মুদ্রা দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘গণনা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, গণনা-শিক্ষা করা হেতু গণকেরা

৩০. বহুসংখ্যক গণিতে পারে । এইরূপে গণনা-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘কথং ধারণাতো সতি উপলব্ধিঃ ? ধারণায় নিকৃষিতত্ত্বং ধারণকা বহুংপি ধারয়েত্তি ।
এবং ধারণাতো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং ভাবনাতো সতি উপলব্ধিঃ ? ইধ তিক্শু অনেকবিহিতং পূর্বে-নিবাসং
অহুস্মরতি, সেব্যখাদং—একম্’পি জাতিঃ, বে’পি জাতিয়ো—পে—ইতি সাকারং স-
৫ উদ্দেশং পূর্বে-নিবাসং অহুস্মরতি । এবং ভাবনাতো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং পোথকনিবন্ধনাতো সতি উপলব্ধিঃ ? রাজানো অহুসাসনিনঃ অহুস্মরন্তঃ
একং পোথকং আহরথা’তি তেন পোথকেন অহুস্মরন্তি । এবং পোথকনিবন্ধনাতো
সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং উপনিক্ষেপাতো সতি উপলব্ধিঃ ? উপনিক্ষেপতঃ ভণ্ডং দিষ্টা স্মরতি । এবং
১০ উপনিক্ষেপাতো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘কথং অমুভূতাতো সতি উপলব্ধিঃ ? দিষ্টত্বা রূপং স্মরতি, স্মৃতত্বা সদং স্মরতি,
স্মরিতত্বা গন্ধং স্মরতি, স্মরিতত্বা রসং স্মরতি, স্মৃতত্বা কোট্টরবৎ স্মরতি, বিঞ্ঞাতত্বা
ধ্বং স্মরতি । এবং অমুভূতাতো সতি উপলব্ধিঃ ।

‘ধারণা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, ধারণা-শিক্ষা করা হেতু ধারণা-
১৫ কারীরা বহু বিষয় জন্মে ধারণা করিতে পারে । এইরূপে ধারণা-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘ভাবনা-দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, কোন ভিক্ষু বহু জন্মবিহিত পূর্ব
অবস্থিতিকে—এক জন্মকেও দুই জন্মকেও.....তত্ত্বং জন্মের আকার ও স্থান
নির্দেশ করিয়া অহুস্মরণ করিয়া থাকে । এইরূপে ভাবনা-দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘পুস্তকনিবন্ধন কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, রাজারা অমুশাসনীয় বিষয়কে
২০ অহুস্মরণ করিবার জ্ঞাত “পুস্তক আনয়ন কর” বলিয়া (আদেশ করেন), এবং তাহার
দ্বারা তাহা অহুস্মরণ করেন । এইরূপে পুস্তকনিবন্ধন স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘উপনিষদের দ্বারা কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন কেহ কাহারও নিকটে
জ্ঞানরূপে কোন ভাণ্ড রাখিলে তাহা (ঐ ভাণ্ডগত দ্রব্য, বা যে অবস্থায় ঐ ভাণ্ডকে
রাখিয়াছিল, সেই অবস্থাকে) স্মরণ করে । এইরূপে উপনিষদে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

২৫ ‘অমুভবে কিরূপে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ? যেমন, পূর্বের দর্শন করা হেতু রূপকে, শ্রবণ
করা হেতু শব্দকে, স্পর্শ করা হেতু গন্ধকে, আশ্বাদ করা হেতু রসকে, ও স্পর্শ করা
হেতু স্পর্শকে স্মরণ করে । এইরূপে অমুভবে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

‘ইমেহি খো মহারাজ, নোংসহি আকারেহি সতি উল্লঙ্ঘ্যতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি ।’

২। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, তুম্হে এবং ভণথ—“যো বদসসতং অকুসলং
করেষ্য, মরণকালে চ একং বুদ্ধগতং সতিঃ পটিলভেষ্য, সো দেবেসু উল্লঙ্ঘ্যে’তি ;”

৫ —এতং ন সদ্ধামি । এবং পন বদেথ—“একেন পাণাতিপাতেন নিয়মে
উল্লঙ্ঘ্যে’তি ;” —এতম্’পি ন সদ্ধামীতি ।’

‘তং কিম্বাএসি মহারাজ ? খুদ্ধকো’পি পাসাণো বিনা নাবায় উদকে
উল্লিগবেষ্যা’তি ?’

‘নহি ভস্তে’তি ।’

৩০ ‘কিম্মু খো মহারাজ, বাহসতম্’পি পাষণং নাবায় আরোপিতং উদকে
উল্লিগবেষ্যা’তি ?’

‘মহারাজ, এই ষোড়শ প্রকারে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !

বুদ্ধের স্মরণে পাপীরও দেবযোনিতে জন্ম ।

১৫ ২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বলিয়া থাকেন—“যে ব্যক্তি
শতবর্ষ ধরিয়া পাপকর্ম্ম করে, সে মরণকালে একবার বুদ্ধের স্মরণ করিলে দেবতাদের
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে” ;—ইহা আমি শ্রদ্ধা করি না । আপনারা এইরূপ আরও
বলেন—“একটি প্রাণাতিপাত করিলে নরকে উৎপন্ন হইতে হইবে ;” —ইহাও আমি
শ্রদ্ধা করি না ।’

২০ ‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—সুদ্রও পাষণ কি বিনা নৌকায় জলে
ভাসিতে পারে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, শত শকট-বাহুও পাষণকে যদি নৌকায় স্থাপন করা যায়, তবে কি তাহা
জলে ভাসিবে ?’

‘আমি ভস্তে ; উগ্নিলঃবঘ্যা’তি ।’

‘যথা মহারাজ, নাবা, এবং কুসলানি কান্নানি দট্টবানীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি ।’

৩। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, কিং তুম্হে অতীতস্ হুঃখস্ পহানায়
৫ বায়মথা’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘কিম্পন অনাগতস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথা’তি ?’

‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘কিম্পন পচু প্লব্ধস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথা’তি ?’

১০ ‘নহি মহারাজা’তি ।’

‘যদি তুম্হে ন অতীতস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথ, ন অনাগতস্ হুঃখস্
পহানায় বায়মথ, ন পচু প্লব্ধস্ হুঃখস্ পহানায় বায়মথ, অথ কিমথা বায়মথা’তি ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; ভাসিবে ।’

‘মহারাজ, (এখানে) যেমন নৌকা, কুশল কৰ্ম্মসমূহও সেইরূপ দ্রষ্টব্য ।’

১৫ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

হুঃখধ্বংসের উদ্যম ।

৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা কি অতীত হুঃখের ধ্বংসের জন্ত
উদ্যম করেন ?’

‘না মহারাজ ।’

২০ ‘তবে কি অনাগত (ভবিষ্যৎ) হুঃখের ধ্বংসের জন্ত উদ্যম করেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘তবে কি বর্তমান হুঃখের ধ্বংসের জন্ত উদ্যম করেন ?’

‘না মহারাজ ।’

‘যদি আপনারা অতীত, অনাগত, বা বর্তমান হুঃখের ধ্বংসের জন্ত উদ্যম না করেন,

২৫ তবে কিসের জন্ত উদ্যম করেন ?’

থেরো আচ—‘কিস্তি মহারাজ ? ইদক হুখং নিরুজ্জব্যা, অঞ্ঞক হুখং ন উল্লজ্জব্যা’তি—এতদথায় বায়মামা’তি ।’

‘অথি পন ভন্তে নাগসেন, অনাগতং হুখং’স্তি ?’

‘ন’থি মহারাজা’তি ।’

৫ ‘তুম্হে খো ভন্তে নাগসেন, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অসন্তানং হুখানং প্রহানায় বায়মথা’তি ।’

‘অথি পন তে মহারাজ, কেচি পটিরাজানো পচ্চাখিকা, পচ্চামিত্তা পকুপট্টিতা হোন্তী’তি ?’

‘আম ভন্তে ; অথীতি ।’

১০ ‘কিন্নু খো মহারাজ, তনা তুম্হে পরিখং খাপেযাথ, পাকারং চিনাপেযাথ, গোপুরং কারাপেযাথ, অট্টালকং কারাপেযাথ, ধঞ্ঞং অতিহরাপেযাথা’তি ?

‘নহি ভন্তে ; পটিগছে’ব তং পটিয়ত্তং হোতীতি ।’

‘কিং তুম্হে মহারাজ, তনা হথিস্মিং সিক্খেযাথ, অদস্মিং সিক্খেযাথ, রথস্মিং সিক্খেযাথ, ধম্মস্মিং সিক্খেযাথ, থরুস্মিং সিক্খেযাথা’তি ?’

১৫ স্ববির কহিলেন—‘কেন মহারাজ ? এই (বর্তমান) হুখং নিরুদ্ধ হইবে, এবং অপর কোন হুখং উৎপন্ন হইবে না, এই জ্ঞাত উদাম করিয়া থাকি ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, অনাগত হুখং কি আছে ?’

‘না মহারাজ ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অদং হুখের ধবংসের জ্ঞাত

২০ উদাম করেন ।’

‘মহারাজ, আপনায় কি কোন প্রতিপক্ষ প্রতিবন্দী শত্রু-রাজগণ আপনায় বিরুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হন ?’

‘হঁা ভদন্ত ; হন ।’

‘মহারাজ, আপনারা কি সেই সময়ে পরিখা খনন করাইবেন, প্রাকার গ্রহন

২৫ করাইবেন, গোপুর ও অট্টালিকা নির্মাণ করাইবেন ও ধাতু সংগ্রহ করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ; পূর্বেই সেই সমুদায় প্রস্তুত থাকে ।’

‘সেই সময়ে কি মহারাজ, আপনারা হস্তী, অশ্ব ও রথের আরোহণ, এবং ধর্ম ও ঋতুগুণের পরিচালনা শিক্ষা করিবেন ?’

‘নহি ভস্তে ; পটিগচ্চে’ব তং সিক্খিতং হোতীতি ।’

‘কিস্স’খায়া’তি ?’

‘অনাগতানং ভস্তে, ভয়ানং পটিবাহন’খায়াতি ।’

‘কিন্নু খো মহারাজ, অথি অনাগতং ভয়’ন্তি ?’

৫ ‘ন’থি ভস্তে’তি ।’

‘তুম্হে চ খো মহারাজ, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অনাগতানং ভয়ানং পটিবাহন’খায় পটিবাদেথা’তি !

‘ভিষো ওপম্মং করোহীতি ।’

‘তং কিম্মণ্ণসি মহারাজ ?—যদা ত্বং পিপাসিতো ভয়েষ্যাসি, তদা ত্বং

১০ উদপানং খণাপেয্যাসি .পোক্খরনিং খণাপেয্যাসি, তলাকং খণাপেয্যাসি—পানীয়ং পিবিদসামীতি ?’

‘নহি ভস্তে ; পটিগচ্চে’ব তং পটিবত্তং হোতীতি ।’

‘কিস্স’খায়া’তি !’

‘অনাগতানং ভস্তে, পিপাসানং পটিবাহন’খায় পটিবত্তং হোতীতি ।’

১৫ ‘না ভদন্ত ; পূর্বেই তাহা শিক্ষিত থাকে ।’

‘কি জন্ত ?’

‘অনাগত ভয়ের প্রতিনিবারণ জন্ত ।’

‘মহারাজ, অনাগত ভয় কি আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

২০ ‘মহারাজ, আপনারাও অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অসং ভয়ের প্রতিনিবারণের জন্ত প্রস্তুত থাকেন !’

‘‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—আপনি যখন পিপাসিত হইবেন, তখন কি

‘‘জল পান করিব’’ বলিয়া কূপ, পুরুরিণী ও তড়াগ খনন করাইবেন ?’

২৫ ‘না ভদন্ত ; পূর্বেই তাহা প্রস্তুত থাকে ।’

‘কি জন্ত ?’

‘অনাগত পিপাসার প্রতিনিবারণের জন্ত ।’

‘অখি পন মহারাজ, অনাগতা পিপাসা’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘তুম্হে খো মহারাজ, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অনাগতানং পিপাসানং পটিবাহন’থায়
তং পটিবাদেথা’তি !’

৫ ‘ভিষো ওপন্নং করোহীতি ।’

‘তং কিম্ভুৎসি মহারাজ, যদা ঙ্ং বৃভুক্ষিতা ভবেয্যসি তদা ঙ্ং খেত্তং
কনাপেয্যসি সালিং বপাপেয্যসি—তত্তং ভুঞ্জিস্সামীতি ?’

‘নহি ভন্তে, পটিগ্গচ্চে’ব তং পটিগ্গত্তং হোতীতি ।’

‘কিন্দ্স’থায়’তি ?’

১০ ‘অনাগতানং ভন্তে, বৃভুক্ষানং পটিবাহন’থায়’তি ।’

‘অখি পন মহারাজ, অনাগতা বৃভুক্ষা’তি ?’

‘ন’খি ভন্তে’তি ।’

‘তুম্হে খো মহারাজ, অতিপণ্ডিতা, যে তুম্হে অনাগতানং বৃভুক্ষানং
পটিবাহন’থায় পটিবাদেথা’তি !’

১৫ ‘কল্লো’সি ভন্তে, নাগমেনা’তি !

‘অনাগত পিপাসা কি মহারাজ, আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, আপনারা অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অনাগত পিপাসার প্রতিনিবারণের
জন্ত তাহা প্রস্তুত করেন !’

২০ ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—আপনি যখন বৃভুক্ষিত হইবেন, তখন
কি “ভাত খাইব” ভাবিয়া আপনি ক্ষেত্র-কর্ষণ ও শালি- (ধাত) বপন করাইবেন ?’

‘না ভদন্ত ; পূর্বেই তাহা প্রস্তুত থাকে ।’

‘কি নিমিত্ত ?’

২৫ ‘অনাগত বৃভুক্ষার প্রতিনিবারণের জন্ত ।’

‘মহারাজ, অনাগত বৃভুক্ষা কি আছে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘আপনারা মহারাজ, অতিপণ্ডিত, যে আপনারা অনাগত অন্ন বৃভুক্ষার প্রতিনিবারণের জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকেন !’

৩০ ‘ভদন্ত নাগমেন, আপনি দক্ষ !’

৪। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, কীব দুরো ইতো ব্রহ্মলোকো’তি ?’

‘দুরো খো মহারাজ, ইতো ব্রহ্মলোকো ; কূটগারমত্তা শিলা তম্হা পতিতা অহোরাত্নন অষ্টচত্বারিংশংসহস্রাণি ভস্মমানা চতুহি মাসেহি পঠবিয়ং পতিট্টহেয্যা’তি ।’

৫ ‘ভস্তু নাগসেন, তুম্হে এবং ভগথ—“মেঘাথাপি বলবা পুরিসো সমিজিতং বা বাহং পমারৈয্য, পমারিতং বা বাহং সমিজ্জৈয্য, এবমেব ইচ্ছিমা ভিক্খু চেতোবসিপ্পত্তো জম্বুদীপে অন্তরহিতো ব্রহ্মলোকে পাটুভবেয্যা’তি ;”—এতং বচনং ন সন্দহামি, এবং অতিসিগ্ধং তাব বহুনি যোজনসতানি গচ্ছিসুসীতি ।

খেরো আহ—‘কুহিং পন মহারাজ, তব জাতভূমীতি ?’

১০ ‘অখি ভস্তু, অগসন্দো নাম দাপো, তথাহং জাতো’তি ।’

‘কীব দুরো মহারাজ, ইতো অগসন্দো হোতীতি ?’

‘হুমত্তানি ভস্তু, যোজনসতানীতি ।’

ব্রহ্মলোকের দূরত্ব ।

৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, এস্থান হইতে ব্রহ্মলোক কতদূর ?’

১৫ ‘মহারাজ, এস্থান হইতে ব্রহ্মলোক দূর ; কূটগারপরিমিত শিলা এস্থান হইতে পতিত হইলে অহোরাত্রে অষ্টচত্বারিংশংসহস্র যোজন স্থলিত হইয়া চারি মাসে পৃথিবীতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা এইরূপ বলেন—“যেমন কোন বলবান্ পুরুষ কুক্ষিত বাহকে (সত্তরে) প্রসারিত করিতে পারে, বা প্রসারিত বাহকে সঙ্কুচিত করিতে পারে,

২০ এইপ্রকার বুদ্ধিমান্ বীরকৃতচিত্ত ভিক্ষু জম্বুদীপে অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রাপ্তভূত হইতে পারে ।”—একথা আমি প্রজ্ঞা করি না যে, এইরূপ অতিসত্তরে তত বহুত যোজন গমন করিবে ।’

স্ববির কহিলেন—‘মহারাজ, আপনার জন্মভূমি কেথায় ?’

‘ভদন্ত, অগসন্দ নামে এক দ্বীপ আছে ; সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করি ।’

২৫ ‘মহারাজ, অগসন্দ এস্থান হইতে কতদূর হইবে ?’

‘ভদন্ত, দুইশত যোজন ।’

‘অভিজ্ঞানাসি হুং মহারাজ, তব কিঞ্চিদেব করণীয়ং করিষ্য্য সরিতা’তি ?’

‘আম্ ভস্তু ; সরানীতি ।’

‘লহং থো হুং মহারাজ, গতৌ’সি দুমন্তানি যোজনসতানীতি ?’

‘কল্লৌ’সি ভস্তু, নাগসেনা’তি !’

৫ ৫। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, যো ইধ কালকতো ব্রহ্মলোকে উৎপজ্জ্য্য,

যো চ ইধ কালকতো কস্মীয়ে উৎপজ্জ্য্য, কো চিরতরং, কো সীঘতর’স্তি ?’

‘সমকং মহারাজা’তি ।’

‘ওপম্মং করোহীতি ।’

‘কুহিং পন মহারাজ, তব জাতনগর’স্তি ?’

১০ ‘অথি ভস্তু, কলসিগামো নাম ; তথাহং জাতো’তি ।’

‘কীব দুরো মহারাজ, ইতো কলসিগামো হোতীতি ?’

‘মহারাজ, আপনি কি জানেন যে, আপনি সেখানে কোন কার্য্য করিয়া (এখন)
স্মরণ করিতেছেন ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; স্মরণ করি ।’

১৫ ‘মহারাজ, আপনি শীঘ্র দুইশত যোজন গমন করিয়াছেন ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

ব্রহ্মলোকেও সমানসময়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ ।

৫। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে এখানে মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন
হইবে, এবং যে এখানে মৃত হইয়া কাশ্মীরে উৎপন্ন হইবে, ইহাদের মধ্যে কে বিদগ্ধে

২০ ও কে শীঘ্র উৎপন্ন হইবে ?’

‘মহারাজ, সমান (সময়ে উৎপন্ন হইবে) ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

‘মহারাজ, আপনি যেনগরে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা কোথায় ?’

‘ভদন্ত, কলসী নামে এক গ্রাম আছে, আমি সেখানে জাত হই ।’

২৫ ‘মহারাজ এখান হইতে কলসীগ্রাম কতদূর হইবে ?’

- ‘ছমভানি ভস্তে যোজনসতানীতি ।’
 ‘কীব দূরং মহারাজ, ইতো কস্মীরং হোতীতি ?’
 ‘দ্বাদশ ভস্তে যোজনানি’তি ।’
 ‘ইত্ব স্বং মহারাজ, কলসিগামং চিন্তেহীতি ।’
 ‘চিন্তিতো ভস্তে’তি ।’
 ‘ইত্ব স্বং মহারাজ, কস্মীরং চিন্তেহী’তি ।’
 ‘চিন্তিতো ভস্তে’তি ।’
 ‘কতমম্ম খো মহারাজ, চিরেন চিন্তিতং, কতমং সীঘতর’স্তি ?’
 ‘সমকং ভস্তে’তি ।’
 ১০. ‘এবমব খো মহারাজ, যো ইধ কালকতো ব্রহ্মলোকে উপ্গজ্জিয়া, যো চ ইধ
 কালকতো কস্মীরে উপ্গজ্জিয়া, সমকং যেষ উপ্গজ্জতীতি ।’
 ‘ভিষ্যো ওপম্মং করোহীতি ।’
 ‘তং কিম্মণ্ণং সি মহারাজ ?—দে সকুনা আকাসেন গচ্ছেষুং ; তেসু একো
 উচ্চরুদ্ধে নিগীদেয্য, একো নীচে রুদ্ধে নিগীদেয্য ; তেসং সমকং প্রতিট্ঠিতানং

১৫. ‘ভদন্ত, হুইশত যোজনী ।’
 ‘মহারাজ, এহান হুইতে কাস্মীর কতদূর ?’
 ‘ভদন্ত, দ্বাদশ যোজন ।’
 ‘আচ্ছা মহারাজ, আপনি কলসীগ্রামকে চিন্তা করুন ।’
 ‘করিলাম ভদন্ত ।’
 ২০. ‘মহারাজ, আপনি কাস্মীরকে চিন্তা করুন ।’
 ‘করিলাম ভদন্ত ।’
 ‘মহারাজ, আপনি কাহাকে বিলম্বে ও কাহাকে শীঘ্র চিন্তা করিয়াছেন ?’
 ‘ভদন্ত, দুটিকেই সমান (সময়ে চিন্তা করিয়াছি) ।’
 ‘আরও উপমা (প্রদান) করুন ।’
 ২৫. ‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—হুইট বিহঙ্গ আকাশে গমন করিবে ;
 ইহাদের একটি উচ্চ বৃক্ষে ও অপরটি নীচ বৃক্ষে উপবেশন করিবে ; তাহারা যদি

কতমঙ্গ ছায়া পঠমত্তরং পঠবিয়ং পতিট্টহেয়া, কতমঙ্গ ছায়া চিরেম পঠবিয়ং
পতিট্টহেয়া'তি ?

‘সমকং ভন্তে’তি ।’

‘এবমেব খো মহারাজ, যো ইধ কালকতো ব্রহ্মলোকে উল্লজ্জব্য, যো চ ইধ
৫ কালকতো কস্মীরে উল্লজ্জব্য, সমকং য়েব উল্লজ্জতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

৬। রাজা আহ—‘কতি হু খো ভন্তে নাগসেন, বোঝ্জা’তি ?’

‘সত্ত খো মহারাজ, বোঝ্জা’তি ।’

‘কতিহি পন ভন্তে বোঝ্জা’তি বুদ্ধাতীতি ?’

১০. ‘একেন খো মহারাজ, বোঝ্জা’নে বুদ্ধাতি, ধম্মবিচয়সম্বোঝ্জা’নে’তি ।’

‘অথ কিম্ হু খো ভন্তে বুদ্ধতি সত্ত বোঝ্জা’তি ?’

(আকাশ হইতে নামিবার জন্ত) এক সময়ে প্রস্থিত হয়, তবে কোন্টির ছায়া পৃথিবীতে
প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং কোন্টির ছায়া বিনাশে প্রতিষ্ঠিত হইবে ?’

‘ভদন্ত, সমান (সময়ে প্রতিষ্ঠিত) হইবে ।’

১৫. ‘এইরূপই মহারাজ, যে এখানে মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবে, এবং যে
এখানে মৃত হইয়া কাশ্মীরে উৎপন্ন হইবে, তাহার সমান (সময়ে) উৎপন্ন হয় ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

বোধ্যঙ্গ ।

৬। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বোধ্যঙ্গ (বোধি-জ্ঞানের অঙ্গ) কতগুলি ?’

২০. ‘মহারাজ, বোধ্যঙ্গ সাতটি ।’

‘কয়টি বোধ্যঙ্গের দ্বারা বুদ্ধ হওয়া যায় ?’

‘“ধম্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ”—নামক (যাহার দ্বারা ধর্মের অহংসন্ধান করিতে পারা
যায়) একটি বোধ্যঙ্গের দ্বারা মহারাজ, বুদ্ধ হওয়া যায় ।’

‘ভদন্ত, তবে কি জন্ত সাতটি বোধ্যঙ্গ কথিত হয় ?’

‘তং কিম্ভুংকসি মহারাজ, অসি কোদিসা পক্খিত্তো অঙ্গহীতো হথেন উদ্দহতি
ছেজ্জং ছিন্দিতু’তি ?’

‘নহি ভত্তে’তি ?’

‘এবমেব থো মহারাজ, ধম্মবিচয়সম্বোধাজ্জেন বিনা ছহি বোধাজ্জেহি ন বুঝতীতি ।’

৫ ‘কল্লো’দি ভত্তে নাগসেনা’তি !’

৭। রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন কতমরু থো বহতরং, পুঞ্জ্জং বা অপুঞ্জ্জং
বা’তি ?’

‘পুঞ্জ্জং থো মহারাজ, বহতরং, অপুঞ্জ্জং থোক’স্তি ।’

‘কেন কারণেনা’তি ?’

১০ ‘অপুঞ্জ্জং থো মহারাজ, করোস্তো বিপ্লটিনারী হোতি—পাপকম্মং ময়া কত’স্তি ;
তেন পাপং ন বড্ঢতি । পুঞ্জ্জং থো মহারাজ, করোস্তো অবিপ্লটিনারী হোতি,

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—অসি যদি কোষে প্রক্লিপ্ত থাকে, ও
তাহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা না যায়, তবে কি তাহা ছেত্ত (বস্তকে) ছেদন করিতে
পারে ?’

১৫ ‘না ভদন্ত ।’

‘এইরূপই মহারাজ, “ধম্মবিচয়সম্বোধাজ্জ” বিনা (অপর) ছয় বোধাজ্জে বুজ্জ হওয়া
যায় না ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

পুণ্য ও অপুণ্যের মধ্যে কোনটি বেশী।

২০ ৭। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বহতর কোনটি, পুণ্য বা অপুণ্য ?’

‘মহারাজ পুণ্যই বহতর, অপুণ্য অল্প ।’

‘কি কারণে ?’

‘মহারাজ, যে অপুণ্য করে, তাহার অতুতাপ হয় যে, আমি পাপ করিলাম, এইজন্ত
পাপ বাড়ে না ; কিন্তু মহারাজ, যে ব্যক্তি পুণ্য করে, তাহার অতুতাপ উপহিত

অবিপ্লটনারিস্ পামোজ্জং জায়তি, পমুদিতস্ পীতি জায়তি, পীতিমনস্ কারো
পনসত্তি, পনসক্কারো সুখং বেদতি, সুখিনো চিত্তং সমাধীয়তি, সমাহিতো
যথাভূতং পজ্ঞানতি ; তেন কারণেন পুঞ্ঞং বড্ঢতি । পুরিসো খো মহারাজ,
হিরহস্থপাদো ভগবতো একং উল্ললহথং দহা একনবতি কপ্পানি বিনিপাতং ন
৫ গচ্ছিন্‌সতি ; ইমিনাপি কারণেন ভগামি—পুঞ্ঞং বহতরং, অপুঞ্ঞং থোক’স্তি ।
‘কল্লো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

৮। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, যো জানন্তো পাপকম্মং করোতি, যো চ
অজ্ঞানন্তো পাপকম্মং করোতি, কন্‌স বহতরং অপুঞ্ঞ’স্তি ?’

থেরো আহ—‘যো খো মহারাজ, অজ্ঞানন্তো পাপকম্মং করোতি, তন্‌স বহতরং
১০ অপুঞ্ঞ’স্তি ।’

‘তেন হি ভন্তে নাগসেন, যো অম্‌হাকং রাজপুত্তো বা, রাজমহানন্তো বা, অজ্ঞানন্তো
পাপকম্মং করোতি, তং ময়ং দিণ্ডণং দণ্ডেমা’তি ?’

হয় না, অমৃতাপহীনের প্রমোদ উৎপন্ন হয়, প্রমুদিতের প্রীতি হয়, প্রীতচিত্তের
শরীর শান্ত হয়, শান্তশরীর সুখ অনুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়, এবং সমা-
১৫ হিতচিত্ত যথাভূত (বস্তুতঃ) জানিতে পারে ; সেইজন্য পুণ্য বন্ধিত হয়। মহারাজ,
কোন হিরহস্থপদ ব্যক্তি যদি এক মুঠ উৎপল-পুষ্প ভগবানকে অর্পণ করে, তবে
একনবতি-কল্প পর্যন্ত তাহার বিনিপাত হয় না। একারণেও মহারাজ, আমি বলি-
তেছি যে, পুণ্য বহুতর ও অপুণ্য অল্প ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ ।’

২০ জ্ঞান কৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের ন্যূনাধিক্য ।

৮। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, যে ব্যক্তি জানিয়া পাপকর্ম্ম করে, ও যে
ব্যক্তি না জানিয়া পাপ কর্ম্ম করে, (ইহাদের মধ্যে) তাহার পাপ অধিকতর ?’

স্ববির কহিলেন—‘যে ব্যক্তি মহারাজ, না জানিয়া পাপকর্ম্ম করে, তাহার পাপ
অধিকতর ।’

২৫ ‘তাহা হইলে ভদন্ত নাগসেন, আমাদের যে-রাজপুত্র, বা যে-রাজমহামাতা না
জানিয়া পাপকর্ম্ম করে, তাহাকে আমরা দিণ্ডণ দণ্ডিত করিব ?’

‘তং কিম্‌ঞ্‌সি মহারাজ ?—তত্ত্বং অয়োত্তমং আদিত্ত্বং সম্প্‌জ্জলিতং সজোতিভূতং
একো অজ্ঞানন্তো গম্‌হেয্য, একো জানন্তো গম্‌হেয্য, কতমৌ বহ্নিকতরং দদহেয্য।’তি ।’

‘যো ধো ভস্তু, অজানন্তো গন্ধেযা, সো বলিকতরঃ দধেযা’তি ।

‘এবমেষ খৌ মহারাজ, বো অজান:স্তা পাপকন্ম: কৰোতি, তন্স বহতরং
৫ অগুঞঞ’স্তি।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি !’

২। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, অখি কোচি ইমিনা সন্নীর-মোহেন উত্তরকুং
বা গচ্ছ্য, ব্রহ্মলাকং বা, অঞঞং বা পন দীপ’স্তি ?’

‘অখি মহারাজ ; যো ইমিন। চাতুশ্শাভূতিকেন কামেন উত্তরকুরুং বা গচ্ছেয্য,

୧୦. ବ୍ରହ୍ମଲୋକଃ ବା, ଅଞ୍ଜଞ୍ଜଃ ବା ପନ ଦୀପ'ନ୍ତି ?'

‘কথং ভংস্ত নাগঃ পন, ইমিনা চাতুমহাভূতিকেন কায়েন উত্তরকুরুং বা গচ্ছ্যা,
ব্রহ্ম লোকং বা, অঃঞঃ বা পন নৌপ’স্তি ?’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন?—যদি এক তপ্ত-উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত-জ্যোতির্ভূত অগ্নি-গোলকে এক ব্যক্তি জানিয়া গ্রহণ করে, ও এক ব্যক্তি না জানিয়া গ্রহণ করে, তবে (ইহাদের মধ্যে) কোন ব্যক্তি অধিকতর দগ্ধ হইবে?’

‘ভদ্রস্ত, যে ব্যক্তি না জানিয়া গ্রহণ করিবে, সেই অধিকতর দণ্ড হইবে।’

‘এই প্রকারেই মহারাজ, যে না জানিয়া পাপকৰ্ম্ম করে, তাহারই পাপ অধিকতর।’

‘ভদ্রস্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সশরীরে ব্রহ্মলোকাদি গমন ।

২০ ৯। রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্থ নাগসেন, এমন কি কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি এই শরীরে উত্তরকুক, ব্রহ্মলোক, বা অপর কোন দীপে বাইতে পারেন?’

‘হাঁ মহারাজ ; এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি চতুর্দশভূতোৎপন্ন এই শরীরে উত্তর-কক্ক, ব্রহ্মলোক, বা অপর কোন দীপে গমন করিতে পারেন ?’

‘ভদ্রস্ত নাগেনে, কি প্রকারে চতুর্থাভূতোৎপন্ন এই শরীরে উত্তরকুরু, ব্রহ্মলোক,
২৫ বা অগ্নির কোন দীপে গমন করিতে পারেন?’

‘অভিজ্ঞানসি হুং হং মহারাজ, ইমিন্দা পঠবিয়া বিদখিং বা, রতনিং বা লজ্জিহা’তি ?’

‘আম ভন্তে, অভিজ্ঞানামি ; অহং ভন্তে নাগসেন, অট্ঠ’পি রতনিরো লজ্জামীতি ।’

‘কথং হং মহারাজ, অট্ঠ’পি রতনিরো লজ্জামীতি ?’

‘অহং হি ভন্তে, তিত্তং উল্লাদেমি—এব নিপতিন্সামীতি ; সহ চিত্তু’ম্মাদেন কারো

৫ মে লঙ্কো হোতীতি ।’

‘এষমেব ধো মহারাজ, ইচ্ছিমা তিক্খু চেতোবসিগ্গতো কারং চিত্তে সমারোপেহা চিত্তবসেন বেহাঙ্গসং গচ্ছতীতি ।’

‘কল্লো’দি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১০। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, তুম্হে এষং ভণথ—“অট্ঠিকানি দীধানি

১০ যোজননতিকানি’পীতি ;” রুক্খো’পি তাব ন’খি যোজননতিকো, কুতো পন অট্ঠিকানি দীধানি যোজননতিকানি ভবিন্সন্তীতি ?’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, আপনি কখন এক যিত্তি, বা এক অরহি-প্রমাণ ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন ?’

‘হাঁ ভদন্ত, মনে করি ; আমি অষ্ট অরহিও উল্লঙ্ঘন করিতে পারি ।’

১৫ ‘মহারাজ, আপনি কি প্রকারে অষ্ট অরহিও উল্লঙ্ঘন করেন ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, (উল্লঙ্ঘনের সময়) আমি সঙ্কল্প করি যে, এইস্থানে আমি পড়িব ; এবং সঙ্কল্প করার সঙ্গে আমার শরীর লবু হইয়া যায় ।’

‘এই প্রকারই মহারাজ, বর্ণীকৃতচিত্ত ঋদ্ধিমান্ ভিক্ষু শরীরকে চিত্তে সমারোপিত করিয়া চিত্তের দ্বারা আকাশে গমন করে ।’

২০ ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

দীর্ঘ অস্থি ।

১০। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা বলেন শত-যোজনও দীর্ঘ অস্থি-সমূহ আছে । কিন্তু বৃক্ষও ত শত যোজন দীর্ঘ হয় না, অস্থিসমূহ কিরূপে শত যোজন হইবে ?’

‘তং কিম্‌গ্রংসি মহারাজ ?—সুতং তে মহাসমুদ্রে পঞ্চযোজনসতিকা’পি বচ্ছা
অধীতি ?’

‘আম ভন্তে ; সুত’স্তি ।’

‘নমু মহারাজ, পঞ্চযোজনসতিকদস মচ্ছদস অট্টিকানি দীঘানি তবিসসত্তি যোজন-
৫ সতিকানি’পীতি ।’

‘কল্লো’সি ভন্তে নাগসেনা’তি ।’

১১। রাজা আহ—‘ভন্তে নাগসেন, তুম্‌হে এবং ভগ্‌থ—‘সক্কা অদ্সাস-পদ্সাসে
নিরোধেতু’স্তি ।’

‘আম মহারাজ ; সক্কা অদ্সাস-পদ্সাসে নিরোধেতু’স্তি ।’

১০। ‘কথং ভন্তে নাগসেন, সক্কা অদ্সাস-পদ্সাসে নিরোধেতু’স্তি ?’

‘তং কিম্‌গ্রংসি মহারাজ ?—সুতপুৰ্ব্বো তে কোচি কাকচ্ছমানো’তি ?’

‘আম ভন্তে ; সুতপুৰ্ব্বো’তি ।’

‘মহারাজ, আপনি কি মনে করেন ?—আপনি কি গুনিয়াছেন, মহাসমুদ্রে পঞ্চশত-
যোজনও দীর্ঘ মংস্তসমূহ আছে ?’

১৫। ‘হী ভদন্ত ; গুনিয়াছি ।’

‘মহারাজ, পঞ্চশত-যোজন দীর্ঘ মংস্তসমূহের অস্তি শতযোজন দীর্ঘ হইবে ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

নিখাস-প্রস্থাসের নিরোধ ।

১১। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, আপনারা এইরূপ বলেন যে, নিখাস-
২০ প্রস্থাসকে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় ?’

‘হী মহারাজ ; নিখাস-প্রস্থাসকে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, কি প্রকারে নিখাস-প্রস্থাসকে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় ?’

‘মহারাজ, আপনি তাহা কি মনে করেন ?—আপনি কি পূর্বে কোন পুরুষকে
কর্কশ নাসিকা-শব্দ করিয়া শয়ন করিতে গুনিয়াছেন ?’

২৫। ‘হী ভদন্ত ; গুনিয়াছি ।’

‘কিন্তু ধো মহারাজ, সো সন্দো কায়ে নমিতে বিরমেয্যা’তি ?’

‘আম ভস্তে ; বিরমেয্যা’তি ।’

‘সো হি নাম মহারাজ, সন্দো অভাবিতকারস্ অতাবিতলীলস্ অভাবিতচিন্তস্
অভাবিতপঞ্জস্ কায়ে নমিতে বিরমিস্ভতি, কিম্পন ভাবিতকারস্ ভাবিতলীলস্
ভাবিতচিন্তস্ ভাবিতপঞ্জস্ চতুৎস্থানং সমাপন্নস্ অন্তাস-পন্দাসা ন
নিকৃষ্টস্ভতীতি ?’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

১২। রাজা আহ—‘ভস্তে নাগসেন, সমুদো সমুদো’তি বুচ্চতি, কেন কারণেন
উদকং সমুদো’তি বুচ্চতী’তি ?’

১০। থেরো আহ—‘যত্তকং মহারাজ, উদকং, তত্তকং লোণং ; যত্তকং লোণং, তত্তকং
উদকং ; তস্মা সমুদো’তি বুচ্চতীতি ।’

‘কল্লো’সি ভস্তে নাগসেনা’তি !’

‘মহারাজ, শরীরকে যদি নত করা যায়, তবে কি সেই শব্দ থামিবে ?’

‘হাঁ ভদন্ত ; থামিবে ।’

১৫। ‘মহারাজ, যে ব্যক্তি দেহ, শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞার ভাবনা করে নাই, কেবল দেহকে
নত করিলে, তাহারও সেই শব্দ থামিরা যাইবে ; আর যাহারা দেহ, শীল, চিত্ত ও
প্রজ্ঞার ভাবনা করিরাছেন, ও চতুর্থাধ্যান-সমাপন্ন হইরাছেন, তাঁহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস
কি নিরুদ্ধ হইবে না ?’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

২০। জলকে সমুদ্র বলা হয় কেন ?

১২। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, “সমুদ্র” “সমুদ্র” ত বলা হইরা থাকে,
কিন্তু কি জন্ত জলকে “সমুদ্র” বলা হয় ?’

স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, যত জল, তত লবণ ; এবং যত লবণ, তত জল ;
সেইজন্য সমুদ্র বলা হয় ।’

২৫। ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৩। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, কেন কারণে সমুদ্রো একরসো লোণ-রসো’তি ?’

‘চিরগতিতত্ত্বা খো মহারাজ, উদকস সমুদ্রো একরসো লোণরসো’তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্মে নাগসেনা’তি !’

১৪। রাজা আহ—‘ভস্মে নাগসেন, সন্ধ্যা সর্বং স্তুম্ভং ছিন্দিতু’ত্তি ?’

‘আম মহারাজ ; সন্ধ্যা সর্বং স্তুম্ভং ছিন্দিতু’ত্তি ।’

‘কিন্ধান ভস্মে, সর্বং স্তুম্ভং’ত্তি ?

‘ধন্মো খো মহারাজ, সর্বস্তুম্ভো ; ন খো মহারাজ, ধন্মা সর্ব্বে স্তুম্ভা ; স্তুম্ভং’ত্তি বা স্তুম্ভং’ত্তি বা মহারাজ, ধন্মানমেতমধিববনং । যং কিকি ছিন্দিতব্ধং সর্বং তং

১৫। পঞ্ঞার ছিন্দিতি ; ন’খি হুত্তিয়ং পঞ্ঞার ছেদন’ত্তি ।’

‘কল্লো’সি ভস্মে নাগসেনা’তি !’

সমুদ্র কেবল লবণরসযুক্ত কেন ?

১৩। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, কি কারণে সমুদ্র একমাত্র লবণরস-বিশিষ্ট ?’

১৪। ‘সমুদ্রে জল দীর্ঘকাল হইতে রহিয়াছে বলিয়া সমুদ্র একমাত্র লবণরস-বিশিষ্ট ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

সর্বস্বত্বকে ছেদন করা যায় কি না ?

১৪। রাজা বলিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন সর্বতোভাবে স্বত্বকে ছেদন করিতে পারা যায় কি ?’

২০। ‘হঁা মহারাজ ; সর্বস্বত্বকেও ছেদন করিতে পারা যায় ।’

‘ভদন্ত, সর্বস্বত্ব কি ?’

‘মহারাজ, ধর্মই সর্বস্বত্ব ; কিন্তু সমস্ত ধর্মই সর্বস্বত্ব নহে । স্বত্ব বা স্তূল, ইহা ধর্মসমূহের বিশেষণ । যাঁহা কিছু ছেদনের যোগ্য, তৎসমুদয়কে প্রজ্ঞা দ্বারা ছেদন করিতে হয় ; প্রজ্ঞার দ্বিতীয় কিছু ছেদন-সাধন নাই ।’

২৫। ‘ভদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

১৫। রাজা আহ—‘ভস্তু নাগসেন, বিঞ্ঞাণ’স্তি বা, পঞ্ঞা’তি বা, ভূতস্মিং জীবো’তি বা—ইমে ধম্মা নান’থা চে’ব নানাব্যঞ্জনা চা’তি, উদাহ এক’থা ব্জ্জনমেব নান’স্তি ?’

‘বিজ্ঞাননলক্খণং মহারাজ, বিঞ্ঞাণং, পজ্ঞাননলক্খণা পঞ্ঞা, ভূতস্মিং জীবো
৫ ন উপলব্ভতীতি ।’

‘যদি জীবো ন উপলব্ভতি, কো চরহি চক্খুনা রূপং পস্‌সতি, সোতেন সদ্দং স্‌স্‌সতি, ঘাণেন গন্ধং ঘাযতি, জিব্‌হার রসং সায়তি, কায়েন ফোট্ঠব্‌বং ফুসতি, মনসা ধম্মং বিজানাতীতি ?’

ধেন্নো আহ—‘যদি জীবো চক্খুনা রূপং পস্‌সতি,—পে—, মনসা ধম্মং বিজানাতি,
১০ সো জীবো চক্খুদ্বারেহু উপ্পাটিতেহু মহন্তেন আকাসেন বহিমুখো সূট্ঠুতরং রূপং পস্‌সেয্য, সোতেহু উপ্পাটিতেহু, ঘাণে উপ্পাটিতে, জিব্‌হার উপ্পাটিতায়, কয়ে উপ্পাটিতে মহন্তেন আকাসেন সূট্ঠুতরং সদ্দং স্‌স্‌সেয্য, গন্ধং ঘায়েয্য, রসং সায়েয্য, ফোট্ঠব্‌বং ফুসেয্যা’তি ?’

বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীব এক বা নানা ?

১৫ ১৫। রাজা বসিলেন—‘ভদন্ত নাগসেন, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বা প্রাণীতে জীব—
এই তিন ধর্মের অর্থ পৃথক্, ও অক্ষরও (অর্থাৎ নাম) পৃথক্; অথবা অর্থ এক, অক্ষর পৃথক্ ?’

‘মহারাজ, বিজ্ঞানের লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা (বিষয়) জানা যায়; এবং
প্রজ্ঞার লক্ষণ এই যে, ইহার দ্বারা বিবেক ও বিচার করা যায়; আর প্রাণীতে
২০ জীবের ত উপলব্ধি হয় না ।’

‘যদি জীব উপলব্ধ না হয়, তবে কে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আভ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আশ্বাদন করে, শরীরের (ত্বকের) দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করে, ও মনের দ্বারা ধর্মকে জানিতে পারে ?’

স্ববির কহিলেন—‘যদি জীব চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, ও মনের দ্বারা
২৫ ধর্ম জানিতে পারে, তবে, সেই জীব চক্ষুদ্বারা উৎপাটিত হইলে কি মহান্ অবকাশের দ্বারা বহিমুখ হইয়া আরও ভাল করিয়া রূপ দর্শন করিবে ? এবং শ্রোত্র, জ্ঞান, জিহ্বা ও শরীর (ত্বক্) উৎপাটিত হইলে কি মহান্ অবকাশের দ্বারা আরও ভাল করিয়া (যথাক্রমে) শব্দ শ্রবণ, গন্ধ গ্রহণ, রসআদান ও স্পর্শনীয় বস্তুকে স্পর্শ করিবে ?’

‘নহি ভস্তু’তি ।’

‘তেন হি মহারাজ, ভূতস্মিং জীবো ন উপলব্ধতীতি ।’

‘কল্পো’সি ভস্তু নাগসেনা’তি ।’

১৬। থেরো আহ—‘দুষ্করং মহারাজ, ভগবতা কত’স্তি ।’

৫ ‘কিম্পন ভস্তু নাগসেন, ভগবতা দুষ্করং কত’স্তি ?’

‘দুষ্করং মহারাজ, ভগবতা কতং—ই মেসং অরুপীনং চিত্ত-চেতসিকানং ধম্মানং একারম্মণে বত্তমানানং ববধানং অকথাং—অয়ং কস্সো, অয়ং বেদনা, অয়ং সংজ্ঞা, অয়ং চেতনা, ইদং চিত্ত’স্তি ।’

‘উপম্মং করোহীতি ।’

১০ ‘যথা মহারাজ, কোটিদেব পুরিসো নাবায় মহাসমুদং অজ্ঞোগাহিজ্জা হত্থপুটেন উদকং গহেত্তা, জিবহায় সাযিহ্জা জানেযা হু থো মহারাজ, সো পুরিসো—ইদং গঞ্জায় উদকং, ইদং যমুনায় উদকং, ইদং অচিরবতিয়া উদকং, ইদং সরভূয়া উদকং, ইদং মহিয়া উদক’স্তি ?’

‘না তদন্ত ।’

১৫ ‘সেইজন্য মহারাজ, প্রাণীতে জীব উপলব্ধ হয় না ।’

‘তদন্ত নাগসেন, আপনি দক্ষ !’

বুদ্ধের দুষ্কর সাধন ।

১৬। স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, ভগবান্ দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন ।’

‘ভদন্ত নাগসেন, ভগবান্ কি দুষ্কর করিয়াছেন ?’

২০ ‘মহারাজ, ভগবান্ এই দুষ্কর করিয়াছেন যে, তিনি এক আলম্বনে (বিষয়ে) বর্তমান রূপহীন চিত্ত-চেতসিক ধর্ম্মসমূহের ব্যবস্থাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, এই স্পর্শ, এই বেদনা, এই সংজ্ঞা, এই চেতনা ও এই চিত্ত ।’

‘উপমা (প্রদান) করুন ।’

২৫ ‘যেমন, মহারাজ, যদি কোন ব্যক্তি নৌকায় মহাসমুদ্রে অধ্যবগাহন করিয়া হস্ত-পুটের দ্বারা জল গ্রহণপূর্ব্বক জিহ্বায় প্রদান করে, তবে কি সে জানিতে পারে যে, ইহা গঞ্জার জল, ইহা যমুনার জল, ইহা অচিরবতীর জল, ইহা সরভূর জল, ও ইহা মহীর জল ?’

‘হৃকরং ভস্তে জানিতু’স্তি ।’

‘অতো হৃকরতরং খো মহারাজ, ভগবতা কতং—ইমেসং অরুপীনং চিত্ত-চেতসিকানং ধ্যানং একারম্ভে বস্তমানানং ববথানং অক্খাতং—অরং কস্সো, অরং বেদনা, অরং সঞ্জা, অরং চেতনা, ইদং চিত্ত’স্তি ।’

৫ ‘সুইহু ভস্তে’তি’ রাজা অব্ভমুদোদি ।

সত্তমো বগ্গো ।

১৭ । থেরো আহ—‘জানাসি খো মহারাজ, সম্পতি কা বেলা’তি ?’

‘আম ভস্তে, জানামি ; সম্পতি পঠমো যামো অতিক্কন্তো, মজ্জিমো যামো বত্ততি, উক্কা পদীপিয়ত্তি, চত্তারি পটাকানি আগত্তানি, গমিস্সত্তি ভত্তো রাজ্জদেয়া’তি ।’

১০ ধোনকা এবমাহংসু—‘কল্লা’নি মহারাজ, পণ্ডিতো ভিক্কু’তি ।’

‘আম ভণে, পণ্ডিতো থেরো ; এদিসো আচরিয়ো ভযেক্কা, মাদিসো চ অন্তেবাসী, নচিরস্সে’ব ধম্মং আজ্ঞানেয়া’তি ।’

‘ভদন্ত, ইহা জানা হৃকর ।’

১৫ ‘মহারাজ, ভগবান্ ইহা হইতেও হৃকরতর করিয়াছেন যে, তিনি এক আগমনে বর্তমান রূপহীন চিত্ত-চেতসিক ধর্মসমূহের ব্যবস্থাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা, ও এই চিত্ত ।’

‘সাপু ভদন্ত’ বলিয়া রাজা তাহা অনুমোদন করিলেন ।

ইতি সপ্তম বর্গ ।

১৭ । হুবির কহিলেন—‘মহারাজ, জানেন কি এখন বেলা কত হইয়াছে ?’

২০ ‘হাঁ ভদন্ত, জানি ; এখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে । উক্কা (মণাল) সকল প্রদীপ্ত করা হইতেছে, ও চারিটি পতাকা উত্তোলন করিবার জন্ত আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে । ভাণ্ডাগার হইতে রাজপ্রদের (দ্রব্য) আপনায় নিকটে) যাইবে ।’

ববনেরা কহিলেন—‘মহারাজ, আগনি দক্ষ ! এই-ভিক্কু পণ্ডিত ।’

‘হাঁ ; আমিও বলি হুবির পণ্ডিত । যদি ইহার মত আচার্য ও আমার ভ্রাতা

২৫ অন্তেবাসী হয়, তবে লোক পণ্ডিত হইয়া অবিলম্বে ধর্ম জানিতে পারে ।’

তস্মৈ পঞ্চবৈবাক্যকরণেন তুট্টো রাজা পেরং নাগসেনং সতসহস্রং গৃহনকেন কথলেন /
অচ্ছাদেয়া—‘ভস্তু নাগসেন, অজ্ঞতগুণে তে অট্টমতং ভস্তু পঞ্ঞাপেমি ; যং কিঞ্চ
অন্তেপুরে কল্পিয়ং তেন চ পুরায়েমীতি’—আহ।

‘অলং মহারাজ, জীবামীতি।’

- ৫ ‘জানামি ভস্তু নাগসেন, জীবসি ; অপিচ অতানঞ্চ রক্ষ, মমঞ্চ রক্ষাহি। কথং
অতানং রক্ষসি ? নাগসেনো মিলিন্দং রাজানং পসাদেসি, ন চ কিঞ্চিৎ অলভীতি—
পরাপবাদো আগচ্ছয়েহযো’তি, এবং অতানং রক্ষ। কথং মমং রক্ষসি ? মিলিন্দো
রাজা পসন্নো পসন্নাকারং ন করোতীতি—পরাপবাদো আগচ্ছয়েতি ; এবং মমং
রক্ষাহীতি।’

- ১০ ‘তথা হোতু মহারাজা’তি।’

‘সেযাথাপি ভস্তু, সীহো মিগরাজা স্তব্রপঞ্জরে পক্খিতো’পি বহিযুখোযব হোতি,
এবমেব থো’হং ভস্তু, কিঞ্চাপি অগারং অজ্জাবসামি বহিযুখোয়েব পন অচ্ছামি।

- রাজা স্থবিরের প্রেরিত্তর বিবরণে তুট্ট হইয়া শত-সহস্র (কাৰ্ষাপণ) মূল্যের কথলের
দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া বলিলেন—‘ভদ্র নাগসেন, আমি আদেশ প্রদান
১৫ করিতেছি, আজ হইতে আপনি অষ্টশত জনের উপযুক্ত ভোজন প্রাপ্ত হইবেন ; এবং
নগরভ্যন্তরে আপনার জন্ত যাহা সম্পাদনীয় হইতে পারে, তাহাও বলিতে আপনাকে
প্রার্থনা করিতেছি।’

‘মহারাজ, তাহার প্রয়োজন নাই, আমার জীবন চলিয়া যাইতেছে।’

- ‘ভদ্র নাগসেন, আমি জানি যে, আপনার জীবন চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু
২০ আপনি নিজেকে ও আমাকে রক্ষা করুন। নিজেকে রক্ষা করিতেছেন কি প্রকারে ?
নাগসেন মিলিন্দ রাজাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তিনি কিছু লাভ
করেন নাই—এই পরাপবাদ আসিতে পারে ; এই প্রকারে নিজেকে রক্ষা করুন।
এবং আমাকে রক্ষা করিতেছেন কি প্রকারে ? মিলিন্দ রাজা প্রসন্ন হইয়া, (বে তাঁহাকে
প্রসন্ন করে, তাহাকে) প্রসন্নাকার করেন না—এই পরাপবাদ আসিতে পারে ; এই-
২৫ রূপে আমাকে রক্ষা করুন।’

‘মহারাজ, তাহাই হউক।’

‘ভদ্র, যুগরাজ সিংহ বেমন স্বর্ণপঞ্জরে স্থাপিত হইলেও বহিযুখ হইয়া থাকে
(অর্থাৎ বাহিরেই গন্ধনোৎসুক থাকে), আমিও সেইরূপ গৃহে বাস করিলেও বহিযুখ

সচে'হং ভস্তে অগারম্মা অনাগারিয়ং পব্বেজ্জয়াং, ন চিরং জীবেষ্যাং, বহু বে পচ্চাখিকা'তি ।'

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো মিলিন্দস্ রঞ্ঞো পঞ্ছং বিস্সজ্জয়া উট্ঠানাননা সত্ত্বারামং অগমাসি ।

- ৫ ১৮। অচির পক্ষান্তে চ নাগসেনে মিলিন্দস্ রঞ্ঞো এতদহোসি—কিং ময়া পুচ্ছিতং, কিং ভদন্তেন বিস্সজ্জিত'ন্তি । অথ খো মিলিন্দস্ রঞ্ঞো এতদহোসি—সব্বং ময়া সুপুচ্ছিতং, সব্বং ভদন্তেন সুবিস্সজ্জিত'ন্তি । আয়স্মতো'পি নাগসেনস্ সত্ত্বারামং গতস্ এতদহোসি—কিং মিলিন্দেন রঞ্ঞো পুচ্ছিতং, কিং ময়া বিস্সজ্জিত'ন্তি । অথ খো আয়স্মতো নাগসেনস্ এতদহোসি—সব্বং মিলিন্দেন
- ১০ রঞ্ঞো সুপুচ্ছিতং, সব্বং ময়া সুবিস্সজ্জিত'ন্তি ।

অথ খো আয়স্মা নাগসেনো তস্মা রত্তিয়া অরুয়েন পূব্বেহসময়ং নিবাসেহা

হইয়াই আছি । কিন্তু ভদন্ত, যদি আমি আগার হইতে অনাগারিক প্রত্যাগ্যা গ্রহণ করি, তবে আমি বহুদিন বাঁচিতে পারিব না ; কেননা, আমার প্রতিপক্ষ অনেক ।'

- অতঃপর আয়স্মান্ নাগসেন, রাজা মিলিন্দের প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রদান করিয়া
- ১৫ আসন হইতে উত্থানপূর্বক সঙ্ঘারামে (বৌদ্ধগণের উদ্যানরূপ নিবাসস্থানে) গমন করিলেন ।

- ১৮। আয়স্মান্ নাগসেনের গমনের অনতিপরেই রাজা মিলিন্দ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি নাগসেনকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনিই বা কি উত্তর দিয়াছিলেন ; ভাবিলেন যে, তিনি ভালরূপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং নাগসেনও
- ২০ সমস্ত উত্তর ভালরূপে দিয়াছিলেন । আয়স্মান্ নাগসেনও সঙ্ঘারামে আগমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, মিলিন্দ রাজা তাঁহাকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং তিনিই বা কি উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং পরে ভাবিলেন যে, রাজা মিলিন্দ সমস্ত প্রশ্নই তাঁহাকে ভালরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তিনিও সমস্ত প্রশ্নের ভালরূপ উত্তর দিয়াছেন ।

- ২৫ অনন্তর সেই রাত্রি অতীত হইলে, পূর্বাহ্নে আয়স্মান্ নাগসেন, চীবর ধারণ

- পত্নীবরমাদায় যেন মিলিন্দসু রঞ্জেণে নিবেদনং, তেহু'পসকমি ; উপসকমিহা পঞ্জেণ্তে আসনে নিসীদি। অব খো মিলিন্দো রাজা আয়সত্তং নাগসেনং অভি-
 ষাদেহা একমত্তং নিসীদি। একমত্তং নিদম্মো খো মিলিন্দা রাজা আয়সত্তং
 নাগসেনমেতদবোচ—‘মা খো ভদত্তসু এবং অহোসি—নাগসেনো ময়া পঞ্জে
 ৫ পুচ্ছিতো’তি তেনে’ব সোমনসুসেন ন তং রত্নাবসেসং সুপীতি ; ন তে এবং
 দট্ঠবং ; তসু ময্হং ভন্তে তং রত্নাবসেসং এতদহোসি—কিং ময়া পুচ্ছিতং, কিং
 ভদন্তেন বিসুসজ্জিত’ত্তি ;—সবং ময়া সুপুচ্ছিতং সবং ভদন্তেন সুবিসুসজ্জিত’ত্তি।’
 খেরো’পি এবমাহ—‘মা খো মহারাজসু এবং অহোসি—মিলিন্দসু রঞ্জেণো ময়া
 পঞ্জে বিসুসজ্জিতো’তি তেনে’ব সোমনসুসেন তং রত্নাবসেসং বীতিনামেসীতি ;
 ১০ ন তে এবং দট্ঠবং ; তসু ময্হং মহারাজ, তং রত্নাবসেসং এতদহোসি—কিং
 মিলিন্দেন রঞ্জেণো পুচ্ছিতং, কিং ময়া বিসুসজ্জিত’ত্তি ;—সবং মিলিন্দেন রঞ্জেণো
 সুপুচ্ছিতং, সবং ময়া সুবিসুসজ্জিত’ত্তি।’
 ইতি হ তে মহানাগা অঞ্জেমঞ্জেসু সুভাসিতং সমমুদোদিংহ’তি।

মিলিন্দপঞ্জেহানং পুচ্ছাবিসুসজ্জনা সমত্তা।

- ১৫ ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্বক রাজা মিলিন্দের নিকেতনে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে
 উপবেশন করিলেন। রাজা মিলিন্দ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পাশ্বে উপবেশন
 করিলেন, ও তাঁহাকে বলিলেন—‘ভদত্ত, আপনি মনে করিবেন না, আমি আপনাকে
 প্রশ্ন করিয়াছিলাম—এই দোমনসো সেই অবশিষ্ট রাত্রিতে আমি নিদ্রা যাই নাই ;
 আপনি তাহা মনে করিবেন না ; সেই রাত্রিশেষে আমি চিন্তা করিতেছিলাম—আমি
 ২০ আপনাকে কি প্রশ্ন করিয়াছি, এবং আপনি কি উত্তর দিয়াছেন ; এবং মনে করি যে,
 আমি সমস্তই ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং আপনিও সুন্দররূপে সমস্ত
 উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।’
 হুবিরও এইরূপ বলিলেন—‘মহারাজ, আপনিও মনে করিবেন না যে, আমি রাজা
 মিলিন্দের প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিয়াছি,—এই দোমনসো অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিয়া-
 ২৫ ছিলাম ; আপনি তাহা মনে করিবেন না ; সেই রাত্রিশেষে আমি ভাবিতেছিলাম—
 রাজা মিলিন্দ কি প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং আমি কি উত্তর দিয়াছি ; এবং মনে করি যে,
 রাজা মিলিন্দ সমস্তই ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং আমিও সুন্দররূপে
 উত্তর দিয়াছি।’
 এই প্রকারে সেই দুই মহাপুরুষ পরস্পরের স্তম্ভাবিতের অনুমোদন করিলেন।
 ৩০ মিলিন্দকৃত প্রশ্নসমূহের জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর সমাপ্ত।
 ইতি বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন।

- ১। তস্মৎস্বামী বেতন্যী অতিবুদ্ধি বিচক্ষণো ।
 মিলিন্দে ঐগভেদ্য-নাগসেনমুপাগমি ॥
 বসন্তো তস্ম ছায়ায় পরিপূচ্ছন্তো পুনঃপুনঃ ।
 পতিবুদ্ধি হস্তান সো'পি আসী তিপেটকো ॥
 নবঙ্গমমুজ্জন্তো রত্তিভাগে রহোগতো ।
 অন্ধকৃষ্ণি মেণ্ডকে পঞ্জে ছিন্নিবেঠে সনিগ্গহে ॥
 পরিয়ায়ভাসিতং অথি, অথি সন্ধ্যায় ভাসিতং ।
 সভাবভাসিতং অথি ধর্ম্মরাজস্ম সাসনে ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

উভয়কোটিক প্রশ্ন ।

প্রথম বর্গ ।

মিলিন্দে ত্রিপিটক অধ্যয়ন ।

- ১। জ্ঞানের বিকাশ হেতু অতিবুদ্ধিশালী
 বৈতণ্ডিক বিচক্ষণ সম্ভাষণবেদী
 মিলিন্দ আসিয়া নাগসেনের নিকটে
 পার্শ্বে বসি' পুনঃপুনঃ লাগিলা পুছিতে ;
 বুদ্ধির বিকাশ লাভ করিয়া তাহাতে
 হইলেন রত ত্রিপিটক-অধ্যয়নে ।
 নিশায় নির্জনে নব-অঙ্গ ত্রিপিটকে
 নিমগ্ন হইয়া তিনি দেখিলেন বহু
 উভকোটিক প্রশ্ন, যা'র উত্তর দুষ্কর,—
 ঐতিবাদী যাহা হ'তে পায় পরাভব ।
 বিবিধ কন ধর্ম্মরাজের শাসনে ;
 বলে'ছেন কোন কথা বিবিধ-পর্য্যয়ে
 কোন কথা কোন অভিপ্রায় সিদ্ধি তরে,
 আছে বা কোনও কথা স্বভাব উল্লেখে ।

তেসং অখং অবিক্রোয় মেণ্ডকে জিনভাসিতে ।

অনাগতমহি অন্ধানে বিগ্গংহো ভখ হেসসতি ॥

হম্ব কথিং পদাদেহা ছেজ্জাপেসদামি মেণ্ডকে ।

তস্ নিদ্দিট্ঠমগ্গেন নিদ্দিদিস্সন্ত্যনাগতে'তি ॥

- ৪ ২। অখ ধো মিলিন্দো রাজা পতাতায় রত্তিরা, উগ্গণ্ঠে অরুণে নীসং নহাষা' সিন্নদি অল্পলিপ্পগ্গহেহা অতীতানাগতপচ্চুগ্গমে সম্মাসম্বুদ্ধে অমুসসরিহা অট্ট বতপদানি সমাদিয়ি—ইতো মে অনাগতানি সত্ত দিবসানি অট্ট গুণে সমাদিয়িহা তপো চরিতব্বো ভবিস্সতি ; সো'হং চিন্নতপো সমানো আচরিয়ং আরাধেহা মেণ্ডকে পঞ্জে পুচ্ছিস্সামীতি । অখ ধো মিলিন্দো রাজা পকতহ্‌সসবুগং অপনেহা ১০ আভরণানি চ ওমুঞ্চিহা কাসায়ং নিবাসেহা মুণ্ডকপটিনীসকং নীসে পটিমুঞ্চিহা মুনিভাব-মুপগহা অট্ট গুণে সমাদিয়ি—ইমং সত্তাহং ময়া ন রাজ-অখো অমুসাসিত্তব্বো,

বুদ্ধের কথিত সেই প্রশ্ন সমূহের
অর্থ না জানিয়া পরে বিগ্রহ উঠিবে।—

(ভাবিয়া হৃদয়ে ইহা নৃপতি তখন

১৫

ভাহার উপায় এই করিলেন স্থির—)

কথাপটু নাগসেনে প্রশ্ন করিয়া

ছিন্ন করাইব তাই সেই প্রশ্নকুল ;

তাঁহার নিদ্দিষ্ট মার্গে ভবিষ্যৎ কালে

জনগণ (ধর্মপথ) নির্দেশ করিবে ।

- ২০ ২। অনন্তর রাত্রি প্রভাত ও অরুণ উদিত হইলে রাজা মিলিন্দ মত্তক পর্য্যন্ত মান করিয়া, মত্তকে অল্পলিবন্ধন-পূর্বক অতীত, অনাগত ও বর্তমান সম্যকসংবুদ্ধ-গণকে অমুস্মরণ করিলেন ; এবং অষ্টবিধ ব্রতপদ গ্রহণ করিয়া ভাবিলেন—অন্ত হইতে আগামী এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত (বক্ষ্যমাণ) অষ্টবিধ গুণ গ্রহণ পূর্বক আমাকে তপসা করিতে হইবে ; তপস্তাচরণ করিয়া আরাধনাপূর্বক আচার্য্যকে উত্তর-২৫ কোটিক (মেণ্ডক) প্রশ্ন সমূহ জিজ্ঞাসা করিব ।' এই ভাবিয়া তাঁহার সাধারণ বসন-বুগল অপনয়ন ও আভরণ সমূহ অবমোচন পূর্বক কাষায়বসন ও শ্রমাজনোচিত উকীষ ধারণ করিয়া মুনিভাব অবলম্বন করিলেন ও এই অষ্টগুণ গ্রহণ করিলেন :—‘আমি এই

ন রাগু'পসংহিতং চিত্তং উদ্ধাদেতব্ধং, ন দোদু'পসংহিতং চিত্তং উদ্ধাদিতব্ধং, ন মোহু'পসংহিতং চিত্তং . উদ্ধাদেতব্ধং, দাস-কন্মকর-পোরিস-জনে'পি নিবাতবুত্তিনা ভবিতব্ধং, কারিকং বাচসিকং অমুরক্খিতব্ধং, ছ'পি আদিতনানি নিরবসেসতো অমুরক্খিতব্ধানি, মেত্তাভাবনায় মানসং পক্খিপিতব্ধ'স্তি । ইমে অট্ট'গুণে সমা-
৫. দিগ্ধিত্বা তেষেব অট্ট'গুণেহ মানসং পতিট্ট'পেত্তা বহি অনিক্খমিত্বা সত্তাহং বীতিনামেত্তা অট্ট'মে দিবসে পভাতায় রত্তিয়া পগে'ব পাতরাসং কহা ওক্খিতচক্খু মিতভাবী সুসত্তি'তেন ইরিয়াপথেন অবিক্খিত্তেন চিত্তেন ইট্ট'তেন উদগ্গেন বিপ্পসয়েন থেরং নাগসেনং উপসক্খমিত্বা থেরসু পাদে সিরসা বন্দিদ্বা একমত্তং ঠিতো ইদমবোচ :—

১০. ৩। 'অথি মে ভস্কে নাগসেন, কোচি অথো তুম্হেহি সন্ধিং মত্তয়িতব্বো ; ন তথ অঞ্ঞা কোচি ততিয়ো ইচ্ছিতব্বো, সুঞ্ঞে ওকাসে পবিবিত্তে অরঞ্ঞে অট্ট'ঙ্গু'পাগতে সমণসাক্কে তথ স পঞ্ছো পুচ্ছিতব্বো ভবিস্সতি । তথ মে গুয়'হং ন কাতব্বং, ন রহস্সকং ; অরহাম'হং রহস্সকং সুণিতুং সুমত্তগ্গে উপপত্তে ।

- সপ্তাহকাল কোন রাজকীয় বিষয় অনুশাসন করিব না ; চিত্তকে আমার রাগ, ঘেব ও
১৫. মোহে আবিষ্ট করিব না ; দাস, কর্মকর ও অপর লোকদিগেরও প্রতি আমাকে শাস্ত ব্যবহার করিতে হইবে ; কার্যিক ও বাচিক কার্য সকলকে রক্ষা করিতে হইবে ; ছন্দ ইন্দ্রিয়কে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিতে হইবে (যেন কোনরূপে স্থলিত না হয়) ; এবং মৈত্রী ভাবনায় মনকে নিযুক্ত করিতে হইবে ।' তিনি এইরূপে সেই অষ্ট গুণ গ্রহণ করিয়া ও তাহাতেই চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং বহির্গত না হইয়া, সপ্তাহকাল
২০. অতিবাহনপূর্বক অষ্টম দিবসে রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃকালেই (অথবা পূর্বক্কেই) প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন ; এবং অবনত-নয়ন ও মিতভাবী হইয়া সদাচারে হৃষ্ট-প্রসন্ন ও উন্নত-অবিক্ষিপ্ত হৃদয়ে স্থবিরের নিকটে গমন করিয়া মত্তক দ্বারা তাঁহাদেয় পাদবন্দনা পূর্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং বলিলেন :—

মিলিন্দের নির্জনে প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা ।

২৫. ৩। 'ভদন্ত নাগসেন, আপনার সহিত আমার কোন বিষয় মত্বণা করিতে হইবে ; তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি (উপস্থিত থাকে, ইহা) অভিলষিত নহে । কোন শূন্ত অবকাশ-স্থানে, বা শ্রমণজ্ঞানরূপ অষ্টাঙ্গযুক্ত কোন নির্জনে অরণ্যে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । সেখানে আমার নিকট কিছু গোপন করিবেন না, কোন রহস্ত (রক্ষা)

উপমা'পি সো অথো উপপরিব্রজিতবো; যথা কিং বিয়? যথা নাম ভক্তে
নাগসেন, মহাপৃথিবী নিক্ষেপং অরহতি নিক্ষেপে উপগতে, এবমেব খে ভক্তে
নাগসেন, অরহাম'হং রহস্যকং স্থপিতুং স্তম্ভশ্চে উপগতে'তি ।'

- ৪। গুরুণাপি সহ পবিত্রত্ব'পবনং পবিত্রত্বা ইদমবোচ—'ভক্তে নাগসেন, ইধ
৫ পুরিসেন মন্তরিত্বকামেন অষ্ট-ট্টানানি পরিব্রজ্যিতবানি ভবন্তি; ন তেহ
ঠানেহু বিঞ্ঞ পুরিসো অথং মন্তেতি, মন্তিতো'পি অথো পরিণততি, ন সম্ভবতি ।
কতমানি অষ্ট-ট্টানানি? বিদমট্টানং পরিব্রজ্যনীয়ং, সত্তয়ং পরিব্রজ্যনীয়ং, অতি-
বাতট্টানং পরিব্রজ্যনীয়ং, পটিচ্ছমট্টানং পরিব্রজ্যনীয়ং, দেবট্টানং পরিব্রজ্যনীয়ং,
পহো পরিব্রজ্যনীয়ো, সন্ধমো পরিব্রজ্যনীয়ো, উদকতিথং পরিব্রজ্যনীয়ং,—ইমানি
১০ অষ্ট-ট্টানানি পরিব্রজ্যনীয়ানীতি ।'
থেরো আহ—'কো দোসো বিদমট্টানে, সত্তয়ে, অতিবাতো, পটিচ্ছমে, দেবট্টানে,
পহে, সন্ধমে, উদকতিথে'তি ?'

- করিবেন না; স্তম্ভগা উপস্থিত হইলে আমি রহস্য গুনিবার যোগ্য । উপমা দ্বারাও
এই বিষয়টি পরীক্ষণীয়; কেমন? ভদ্র নাগসেন, ধন মাটিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া
১৫ রাখিতে হইলে, পৃথিবী যেমন সেই নিক্ষেপের যোগ্য হয়, সেইরূপই স্তম্ভগা উপস্থিত
হইলে আমি রহস্য গুনিবার যোগ্য ।'

মন্ত্রণার স্থান ।

- ৪। অতঃপর তিনি গুরু (নাগসেনের) সহিত এক স্তম্ভগা উপবনে প্রবেশ
করিয়া বলিলেন—'ভদ্র নাগসেন, মন্ত্রণা করিতে ইচ্ছা করিলে লোকের এই অষ্ট স্থান
২০ পরিব্রজ্যন করা উচিত, সেই সমস্ত স্থানে বিজ্ঞ পুরুষ মন্ত্রণা করিতে পারেন না, বা
করিলেও তাহা পতিত (অর্থাৎ বিনষ্ট) হইয়া যায়, এবং (তাহাতে কোন অর্থ নিশ্চয়)
সম্ভব হয় না । সেই অষ্ট স্থান কি কি? বিদম (উন্নতাবনত, অসমান) স্থান, সত্তয়-
স্থান, অতিবাত-স্থান, পটিচ্ছম-স্থান, দেব-স্থান, পহা ও উদকতীর্থ (জলের ঘাট),—
এই অষ্ট স্থান পরিব্রজ্যন করা উচিত ।'
২৫ স্থবিধ কহিলেন—'বিদম, সত্তয়, অতিবাত, পটিচ্ছম, দেবস্থান, পহা ও উদকতীর্থ
(মন্ত্রণা করিলে) দোষ কি?'

‘বিষয়ে ভক্তে নাগসেন, অথো বিকিরতি বিধমতি পণ্ডরতি, ন সত্তবতি ; সত্তরে
মমো সত্তসতি, সত্তসিতো ন সত্তা অথং সমহুশসতি ; অতিবাত্তে লক্ষো অসিক্ততো
ভবতি ; পটিচ্ছয়ে উপসন্নতিং তিষ্ঠতি ; দেবঠানে মত্তিতো অথো পক্ষং পরিণমতি ;
পথে মত্তিতো অথো তুচ্ছো ভবতি ; সন্ধমে চলাচলো ভবতি ; উদকতিথে পাকটো

৫ ভবতি । ভবতীহ—

“বিষমং সত্তরং অতিবাত্তো পটিচ্ছয়ং দেবনিস্তিতং ।

পথো চ সন্ধমো তিথং অট্টে’তে পরিবজ্জয়া’তি ॥”

- ৫। ‘ভক্তে নাগসেন, অট্টি’মে পুণ্ণলা মত্তিরমানা মত্তিতং অথং ব্যাপাদেত্তি ;
কতমে অট্ট ১ রাগচরিতো, দোসচরিতো, মোহচরিতো, মানচরিতো, লুঙ্কো, অলসো,
১০ একচিহ্নী, বালো’তি,—ইমে অট্ট পুণ্ণলা মত্তিতং অথং ব্যাপাদেত্তি ।’

রাজা বলিলেন—‘ভক্ত নাগসেন, বিষম স্থানে মত্তগার অর্থ (বিষয়) বিকিপ্ত হইয়া
যায়, বহু শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়, এবং তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া যায়; (তাহাতে অর্থ নিশ্চয়)
সম্ভব হয় না। সত্তর স্থানে অত্যন্ত ভয় হয়; ভয় হইলে যথাযথরূপে বিষয়ের অনুসরণ-
পূর্বক আলোচনা হয় না। অতিবাত-স্থানে শব্দ অতিভূত (অর্থাৎ অস্পষ্ট) হয়।
৫৫ প্রেতিচ্ছয়-স্থানে (কেহ কেহ গোপনে ঐ মত্তগা) গুনিবার জন্ত উপস্থিত হয়। দেক-
স্থানে মত্তিত বিষয় গুরুরূপে পরিণত হয়। পথে মত্তিত অর্থ তুচ্ছ হয়, দুর্গম-স্থানে
তাহা চলাচল (অস্থির) হয়, এবং উদকতীরে (ঘাটে) তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।
উক্ত হইয়া থাকে—

“বিষম, সত্তর, অতিবাত, প্রেতিচ্ছয়,

৫৬

দুর্গম, দেবতাপ্রিত, পথ, আর তীর্থ,—

এই অট্ট (-বিধ স্থান মত্তগাসময়ে

যতন করিয়া) তুমি বর্জন করিবে ।”

মত্তগার অনুপযুক্ত ব্যক্তি ।

- ৫। ‘ভক্ত নাগসেন, এই আট জন মত্তগা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মত্তিত বিষয়কে
২৫ নষ্ট করে। এই আট জন কে কে? রাগবৃত্ত, বেদবৃত্ত, মোহবৃত্ত, মানী, লুক, অলস,
একচিহ্নী (অর্থাৎ যে একটি মাত্র চিন্তা করে,) ও মূর্থ,—এই আটজন মত্তিত
বিষয়কে নষ্ট করে ।’

‘ভেসং কো দোসো’তি ?’

‘রাগচরিতো ভন্তে নাগসেন, রাগবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, মোহচরিতো দোসবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, মোহচরিতো মোহবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, মানচরিতো মানবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, লুকো লোভবসেন মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, অলসো অলসতার মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, একচিন্তী একচিন্তিতার মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি, বালো বালতয়া মত্তিতং অথং ব্যাপাদেতি ।
তবতীহ—

‘রক্তো দুট্টো ব মূল্যো চ মানী লুকো তথালসো ।

একচিন্তী চ বালো চ এতে অথবিনাসকা’তি ॥’

- ১০ ৬। ‘ভন্তে নাগসেন, নবি’মে পুগ্গলা মত্তিতং গুয়ংং বিবরন্তি, ন ধ্যয়েন্তি ;
কতমে নব ? রাগচরিতো, দোসচরিতো, মোহচরিতো, ভীরুকো, আমিসগরুকো,
ইখী, দোভো, পণ্ডকো, দারকো’তি ।’
খেরো আহ—‘ভেসং কো দোসো’তি ?’

হৃদয় কহিলেন—‘তাহাদের দোষ কি ?’

- ১৫ ‘রাগযুক্ত রাগের বশে, ঘেবযুক্ত ঘেবের বশে, মোহযুক্ত মোহের বশে, মানী মানের
বশে, লুক লোভের বশে, অলস আলস্য বশে, একচিন্তী কেবল একটিনাত্র চিন্তায়,
এবং মূর্থ মূর্ত্যবশে মত্তিত বিষয়কে নষ্ট করে । উক্ত হইয়া থাকে :—

‘রাগবান্, ঘেববান্, মোহবান্, মানী,

লোভী, অলসতায়ুক্ত, একচিন্তাকারী,

২৬

আর এক মূর্থ,—এই সকল মানব

বিনাশ করিয়া ফেলে (মত্তিত) বিষয় ।”

রহস্য রক্ষার অনুপযুক্ত ব্যক্তি ।

- ৬। ‘ভদ্রস্ত নাগসেন, এই নয় জন ব্যক্তি মত্তিত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়,
ধারণ করিতে পারে না । ইহারা কে কে ? রাগযুক্ত, ঘেবযুক্ত, মোহযুক্ত, ভীরু,
২৫ অসাবিত্ব, ভী, শৌণ্ডিক (অর্থাৎ হুয়াশারী), ক্রীষ ও বালক ।’
হৃদয় কহিলেন—‘তাহাদের দোষ কি ?’

‘রাগচরিতো ভন্তে নাগসেন, রাগবসেন মন্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; ছট্টো
দোদবসেন মন্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; মূলহো মোহবসেন মন্তিতং শুব্ধং
বিবরতি, ন ধারেতি ; ভীৰুকো ভয়বসেন মন্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; আমিস-
গরুকো আমিসহেতু মন্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; ইথী ইত্তরতার মন্তিতং
৫ শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; সোণকো সুরালোলতয়া মন্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন
ধারেতি ; পণ্ডকো অনেকংসিকতার মন্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি ; দারকো
চপলতার মন্তিতং শুব্ধং বিবরতি, ন ধারেতি । ভবতীহ—

“রন্তো ছট্টো চ মূলহো চ ভীৰু আমিসচকৃৎকো ।

ইথী সোণো পণ্ডকো চ নবমো ভবতি দারকো ॥

১০

নবে’তে পুগ্গলা লোকে ইত্তরা চলিতা চলা ।

এতেহি মন্তিতং শুব্ধং থিঙ্গং ভবতি পাকট’স্তি ॥”

৭। ‘ভন্তে নাগসেন, অট্টহি কারণেহি বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ;
কতমেহি অট্টহি ? বয়পরিণামেন বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; যমপরিণামেন

‘ভদন্ত নাগসেন, রাগযুক্ত রাগবশে, ধেবযুক্ত ধেববশে, মোহযুক্ত মোহবশে, ভীৰু
১৫ ভয়বশে, অম্মাদিগ্ধু অম্মাদিহেতু, স্ত্রী নিরুপ্তম্ব-অথবা অসতীত্ব) হেতু, ক্লীব অসম্পূর্ণতা-
হেতু, ও বালক চপলতা-হেতু মন্তিত রহস্যকে প্রকাশ করিয়া দেয়, ধারণ করিতে
পারে না । উক্ত হইয়া থাকে :—

“রাগযুক্ত, ধেবযুক্ত, মোহযুক্ত, ভীৰু,

অম্মাদিলোলুপ, স্ত্রী, সুরাপানকারী,

২০

ক্লীব ও বালক,—এই নয় জন লোক

(সহজে) চলিত হয়, নিরুপ্ত চঞ্চল ।

ইহাদের সহ কোন মন্তিত রহস্য,

স্বরিত গতিতে হ’য়ে পড়ে প্রকাশিত ॥”

২৫

বুদ্ধি-পরিপকতার কারণ ।

৭। ‘ভদন্ত নাগসেন, আট কারণে বুদ্ধি পরিণত হয়—পরিপক হয় । কোন
আট কারণে ? বয়শের পরিণামে, বশের পরিণামে, পরিপৃচ্ছার (অর্থাৎ জ্ঞান: প্রেরে),

বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; পরিপুচ্ছায় বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ;
 তিথসংবাসেন বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; যোনিসৌ মনসিকারেন বুদ্ধি পরি-
 ণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; সাকচ্ছায় বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; স্নেহপ-
 সেবনবাসেন বুদ্ধি পরিণমতি, পরিপাকং গচ্ছতি ; পটিকুপদেববাসেন বুদ্ধি পরিণমতি,
 পরিপাকং গচ্ছতি । ভবতীহ :—

“বয়েন যস-পুচ্ছাহি তিথবাসেন যোনিসৌ ।

সাকচ্ছা স্নেহসংবাসা পটিকুপবাসেন চ ॥

এতানি অট্ঠ ঠানানি বুদ্ধিবিমদকারকানি ।

যেসং এতানি সন্তোস্তি তেসং বুদ্ধি পতিজ্জতীতি ॥”

- ১০ ৮। ‘ভস্তুে নাগসেন, অরং ভূমিভাগে। অট্ঠমন্তদোসবিবজ্জিতো। অহং লোকে
 পরমো মন্তিসহায়ো, শুয্হমহুরকখী চাহং ; যাবাহং জীবিসামি, তাব শুয্হমহু-
 রকখিসামি। অট্ঠহি চ মে কারণেহি বুদ্ধি পরিণামং গত। হুল্লভো এতরহি
 মাদিসৌ অন্তেবাসী।

আচার্য্যের সহিত বাস করায়, কারণাহুসন্ধান পূর্বক মনে চিন্তা করায়, পরস্পর

- ১৫ সম্ভাষণে, স্নেহপূর্বক সেবন করায়, ও অহরূপ দেশে বাস করায় বুদ্ধি পরিণত হয়—
 পরিপক হয়। উক্ত হইয়া থাকে :—

“বয়স, কীরিতি, প্রশ্ন, আচার্য্যের সহ

বসতি, চিন্তন, পরস্পরে আলপন,

স্নেহ-সেবন, আর অহরূপ স্থল—

- ২০ বুদ্ধির বৈশদ্য-কর এই আট হয়।

এই সমুদয় (হেতু) ঘটে যাহাদের

হ’য়ে থাকে তাহাদের বুদ্ধির উদ্ভেদ ॥”

শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের কর্তব্য ।

৮। ‘ভদন্ত নাগসেন, এই ভূমিভাগ অষ্টবিধ মন্ত্রণ দোষ-বিবজ্জিত ; আমিও লোকে

- ২৫ মন্ত্রণাকারিগণের একজন পরম সহায়, এবং আমি রহস্য রক্ষা করিয়া থাকি, আমি
 যত দিন বাচিব রহস্য রক্ষা করিব, এবং অষ্ট কারণে আমার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে।
 এ সময়ে আমার ন্যায় অন্তেবাসী হুল্লভ ।

- সম্মা পটিপল্লো অন্তেবাসিকে যে আচরিয়ানং পঞ্চবীসতি আচরিয়গুণা, তে হি গুণেহি আচরিয়েন সম্মা পটিপজ্জিতব্ং । কতমে পঞ্চবীসতি গুণা ? ইথ ভন্তে আচরিয়েন অন্তেবাসিম্হি সত্ততং সমিতং আরক্খা উপট্টপেত্তব্বা, অসেবন-সেবনা জানিতব্বা, পমত্তাপমত্ততা জানিতব্বা, সেয্যাকাসো জানিতব্বো, গেলঞঞং জানিতব্বং
- ৫ বিসেসো জানিতব্বো, পত্তগতং সংবিভজিতব্বং, অস্মাসেত্তব্বো—“মা ভাষি, অথো তে অভিক্কমতীতি,” ইমিনা পুগ্গলেন পটিচরতীতি পটিচারো জানিতব্বো, গামে পটিচারো জানিতব্বো, বিহারে পটিচারো জানিতব্বো, ন তেন সহ সল্লাপো কাতব্বো, ছিদ্দং দিষ্মা অধিবাসেত্তব্বং, সাক্কচকারিনা ভবিতব্বং, অথণ্ডকারিনা ভবিতব্বং; অরহস্সকারিনা ভবিতব্বং, নিরবসেসকারিনা ভবিতব্বং, জনেমি’মং
- ১০ সিগ্গেহু’তি—জনকচিত্তং উপট্টপেত্তব্বং, কথং অয়ং ন পরিহায়েষ্যা’তি—বড্‌চিচিত্তং উপট্টপেত্তব্বং, বলবং ইমং করোমি সিক্খাবলেনা’তি—চিত্তং উপট্টপেত্তব্বং,

- সম্যক-আচরণ-যুক্ত অন্তেবাসীর প্রতি আচার্য্যগণের যে পঞ্চবিংশতি গুণ উক্ত হইয়াছে, আচার্য্যগণের তৎসমুদয় গুণে সম্যকরূপে আচরণ করা উচিত। পঞ্চ-বিংশতি গুণ কি কি? আচার্য্য অন্তেবাসীকে নিয়ত অবিচ্ছেদে রক্ষা করিবেন; তিনি
- ১৫ জানিবেন যে, “সে কি সেবন বা কি অসেবন করিতেছে, কোথায় প্রমত্ত, কোথায় বা অপ্রমত্ত থাকিতেছে, কখন সে শয়ন করিতেছে, তাহার কোন ব্যাধি হইয়াছে কি না, সে ভোজন প্রাপ্ত হইয়াছে কি না, এবং কি পরিমাণই বা প্রাপ্ত হইয়াছে; তিনি তাহার তিক্ষাপ্রাপ্ত পাত্রগত বস্তুকে বিভাগ করিয়া উভয়ে গ্রহণ করিবেন; “ভয় করিও না, তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধি অগ্রসর হইতেছে”—এই বলিয়া তাহাকে
- ২০ আশ্বাস দিবেন; “সে এই লোকের সহিত পরিলম্বন করিতেছে”—এইরূপে তাহার পরিলম্বন জানিবেন, তাহার গ্রাম-পরিলম্বন জানিবেন, বিহারে পরিলম্বন জানিবেন; তাহার সহিত সংলাপ (অর্থাৎ ফাজলামি) করিবেন না; কোন অপরাধ দেখিলে তাহা সহ্য করিবেন; তাহার সম্বন্ধে সং কার্য্য করিবেন; তাহাকে অথণ্ড (সম্পূর্ণ) শিক্ষা দিবেন; তাহার যোগ্যত্ব সম্পাদন করিবেন; ও নিরবশেষ সমস্তই শিক্ষা দিবেন; “আমি ইহাকে বিদ্যা-
- ২৫ বিবরে জন্ম প্রদান করিব”—এইরূপ জনকের চিত্ত তাহার উপরে স্থাপন করিবেন; “এ কি প্রকারে অবনতি প্রাপ্ত হইবে না”—এই ভাবিয়া তাহার উন্নতির জন্ত চিন্তা করিবেন; তিনি মনে এই করিবেন যে, ইহাকে আমি শিক্ষাবলে বলবান্ করিব; তাহার উপর মৈত্রীর হৃদয় স্থাপন করিবেন; বিপদে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না; কর্তব্য

- মেক্ষিত্ত্বঃ উপট্টপেতব্বং, আপদান্ন ন বিজহিতব্বং, করণীয়ে ন-সমজিতব্বং, খসিতে ধম্মেন পগ্গহিতব্বো।—ইমে খো ভন্তে, পঞ্চবীসতি আচরিয়স্স আচরিয়-
গুণা, তেহি গুণেহি ময়ি সম্মা পটিপজ্জন্সু। সংসরো মে ভন্তে, উল্লসো। অখি
মেগ্গকপঞহা জিনভাসিতা, অনাগতে অন্ধানে তথ বিগ্গহো উল্লজ্জিস্সতি,
৫ অনাগতে চ অন্ধানে দুল্লভা ভবিস্সন্তি তুম্হাদিসা বুদ্ধিমত্তো ; তেস্স মে পঞহেস্স চক্কখুং
দেহি পরবাদানং নিগ্গহায়া'তি ।'

- ৯। খেরো 'সাধু'তি সমপটি'চ্ছিত্ত্বা দশ উপাসকস্স উপাসকগুণে পরিদীপেসি—
'দস ইমে মহারাজ, উপাসকস্স উপাসকগুণা ; কতমে দস ? ইধ মহারাজ, উপাসকো
সজ্জেন সমান-সুখতুখো হোতি, ধম্মাধিপতেয্যো হোতি, যথাবলং সংবিভাগরতো
২০ হোতি, জিনাসনপরিসহানিং দিস্সা অভিবড্টিয়া বায়মতি, সম্মাদিট্ঠিকো হোতি,
অপগতকোতুল্লমঙ্গলিকো জীবিতহেতু'পি ন অঞ্ঞং সখারং উদ্দিসতি, কায়িকং

- কার্য মার্জনা করিবেন না ; এবং কোন স্থলন হইলে তাহা হইতে তাহাকে আকর্ষণ
করিয়া রাখিবেন। ভদন্ত, আচার্যের পঞ্চবিংশতি আচার্য-গুণ এই ; আপনি আমার-
প্রতি এই সমস্ত গুণে সম্যক্ আচরণ করুন। ভদন্ত, আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ;
১৫ জিনভাবিত উত্তর-কোটিক প্রশ্ন সমূহ আছে, ভবিষ্যৎকালে ইহাতে বিগ্রহ উপস্থিত
হইবে, তখন আপনাদের ঋণ বুদ্ধিমান লোক দুর্লভ হইবেন, পরকীয় বাদসমূহের
নিগ্রহের জন্য আপনি সেই সকল প্রশ্নে আমাকে চক্ষু দান করুন।'

দশবিধ উপাসক গুণ ।

- ৯। হবির 'সাধু' বলিয়া তাহা অঙ্গীকার করিয়া উপাসকের দশবিধ উপাসক-গুণ
২০ প্রকাশ করিলেন :—'মহারাজ, উপাসকের এই দশ উপাসক-গুণ আছে। কি কি
দশ ? মহারাজ, উপাসককে সজ্জের সহিত সম-সুখতুঃখ-ভাগী হইতে হইবে, ধর্মকে
অধিপতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যথাশক্তি সংবিভাগরত অর্থাৎ প্রাপ্ত বাস্তব ভাগ
অপরকেও দিবার জন্য অমুরাগী হইতে হইবে, জিন-শাসনের হানি দেখিলে অভিবুদ্ধির জন্ত
উদ্যম করিতে হইবে, সম্যক্ দর্শনশীল হইবে, মাসলিক বস্ত্র ব্যবহারে কৌতূহল ত্যাগ

বাচসিকঞ্চ'স রক্ষিতং হোতি, সমগ্গারামো হোতি সমগ্গরতো, অনুস্থব্যাকো
 হোতি, ন চ কুহনবসেন সাসনে চরতি, বুদ্ধং সরণং গতো হোতি, ধম্মং সরণং গতো
 হোতি, সত্যং সরণং গতো হোতি।—ইমে থো মহারাজ, দস উপাসকস উপাসক-
 গুণা; তে সব্বে গুণা ত্মি সংবিজ্জন্তি। তং তে যুত্তং পত্তং অনুচ্ছবিকং পতিক্কপং,
 ৫ যং স্বং জিনসাসন-পরিহানিং দিস্বা অতিবট্টিং ইচ্ছসি। করোমি তে ওকাসং, পুচ্ছ
 মং স্বং যথানুথ'ন্তি।'

১০। অথথো মিলিন্দো রাজাকতাবকাসো নিপচ্চ গুরুনো পাদে সিরসি অঞ্জলিং কহ্বা
এতদবোচ — ‘ভন্তে নাগসেন, ইমে তিথিয়া এবং ভগত্তি—“যদি বুদ্ধো পূজং সাদিয়তি,
ন পরিনিব্বুতো বুদ্ধো; সংযুত্তো লোকেন অন্তোভবিকো লোকস্মিং লোক-
সাধারণো; তস্মা তন্স কতো অধিকারো বহুজ্জো ভবতি অফলো। যদি পরি-
নিব্বুতো, বিসংযুত্তো লোকেন মিস্সটো সৰ্ব্ভবেহি তন্স পূজা ন উপ্পজ্জতি, পরিনি-

করিতে হইবে, জীবনেরও নিমিত্ত অপর শাস্তার (ধর্ম্মশাসকের) নামোল্লেখ করিবে না, শারীরিক ও বাচনিক কার্য্য সকল রক্ষা করিবে, সমগ্রে (অর্থাৎ সম্মিলিত সংঘে) তাহার আশ্রম হইবে ও সমগ্রেই রত থাকিবে, অস্বাধ্যীন হইবে, প্রবঞ্চনাহেতু শাসনে ১০ (বুদ্ধ মতে) বিচরণ করিবে না, এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সজ্জ্বের শরণাগত হইবে।—মহারাজ, উপাসকের এই দশ উপাসক-গুণ। সেই সমস্ত গুণ আপনাতে বিদ্যমান ; অতএব ইহা সন্ধিযুক্ত, অযুক্ত ও উপযুক্ত হইয়াছে যে, আপনি জিনশাসনের অবনতি দর্শন করিয়া তাহার আভ্যুদয়ের ইচ্ছা করিতেছেন। আপনাকে অবকাশ প্রদান করিতেছি, আপনি যথাস্থখে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।'

বুদ্ধ পূজা গ্রহণ করেন কি না।

১০। অনন্তর অবকাশ প্রদত্ত হইলে রাজা মিলিন্দ গুরু চরণে নিপতিত হইয়া মস্তকে
অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, তৈরীকগণ বলেন—“বুদ্ধ যদি পূজা
গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন নাই; লোকের সহিত তাঁহার সংযোগ
আছে, তিনি ভবেয়ই অন্তর্ভূত ও লোকে একজন সাধারণ ব্যক্তি; অতএব তাঁহার
জ্ঞান যাহা কিছু করা যায়, তাহা বন্ধানিচ্ছল। আবার যদি তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন, লোকের সহিত তাঁহার সংযোগ নাই, এবং সমস্ত ভব হইতে অতিক্রান্ত

বুদ্ধের নিকট সাদিরতি, আদ্যিরতি কতো অধিকারো বোধো ভবতি
অকণোতি।” উভকোটি কা এসো পঞ্জহো, নে’সো বিসম্মো অন্নতমানসানং, মহত্তানং
যেব এসো বিসম্মো, ভিনে’তং দিট্ঠিহ্মানং, এক’মে ঠপয়, তবে’সো পঞ্জহো অহু-
জ্জোহো অনাগতানং জিনপুত্তানং চক্খুং দেহি পরবাদনিগ্গহায়া’তি।”

১০. থেরো আহ—‘পরিনিব্বুতো মহারাজ, ভগবা; ন চ ভগবা পূজং সাদিরতি।
বোধিধ্মুলে যেব তথাগতস্ সাদিরনা পহীনা, কিপ্পন অহুপাদিসেসায় নিব্বানধাতুরী
পরিনিব্বুতস্। ভাসিতম্’পে’তং মহারাজ, থেরেন সারিপুত্তেন ধম্মসেনাপতিনা—

“পুজিরত্তা অসমসমা সদেবমাসুসেহি তে।

ন সাদিরত্তি সদ্ধারং বুদ্ধানং এস ধম্মতা’তি ॥”

১১. রাজা আহ—‘ভত্তে নাগসেন, পুত্তো বা পিতুনো বয়ং ভাসতি, পিতা বা
পুত্তস্ বয়ং ভাসতি; নচে’তং কারণং পরবাদানং নিগ্গহায়, পাদপ্পকাসনং

১২. হইয়াছেন, তাঁহার পূজা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কেননা, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত কিছু
গ্রহণ করেন না, এবং অগ্রহীতার জন্ত অমুষ্ঠিত কার্য্য বন্ধ্য ও নিষ্কল।” অতএব ইহা
উভয়দিকেই প্রশ্ন; অমনবিগণ এবিষয়কে মীমাংসা করিতে পারেন না, মহান্ লোকে-
১৩. হই পারেন। এই দর্শন-জালকে ভেদ করিয়া একদিকে স্থাপন করুন; আপনার
নিকট এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পরকীয়-বাদের নিগ্রহের জন্ত অনাগত
জিনপুত্র-(বুদ্ধ:) গবন্ধে চক্ষু প্রদান করুন।”

স্থবির কহিলেন—‘মহারাজ, ভগবান্ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, এবং তিনি
পূজা গ্রহণ করেন না। বোধিধ্ম-মূলেই তিনি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

২০. এখন ত তিনি সেইরূপে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন যাহাতে আর কিছু অবশেষ
থাকে না। মহারাজ, ধম্ম-সেনাপতি স্থবির সারিপুত্র ইহা বলিয়াছেন ও :—

“দেবতা-মানবে করে পূজা তাঁহাদের,

কিন্তু সেই নিরুপমশমযুক্ত-গণ

করেন গ্রহণ নাহি (কভু) সে সংকার;

২৫. স্বভাব (কীর্তিত) ইহা বুদ্ধসমূহের ॥”

১১. রাজা বলিলেন—‘ভদ্রস্ত নাগসেন, পুত্র পিতার প্রশংসা করিয়া বলিতে
পারে, বা পিতা পুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে পরকীয়
বাদের নিগ্রহ হয় না; ইহা (ব্যক্তি বিশেষের উপর কাহারো) প্রসন্নতাকে প্রকাশ

নামে'তং । ইহ্ম বে স্বং তথ কারণং সন্ধা ক্রহি সন্ধবাদস্ স পতিট্টপনার মিট্টিজাল-
বিনিবেঠনারা'তি ।

খেরো আহ—‘পরিনিব্বুতো মহারাজ, ভগবৎ ; ন চ ভগবৎ পূজং সাদিরতি ।
অসাদিরত্তসসে'ব তথাগতস্ দেবমহুস্সা ধাতুরতনং বখুং করিহ্ম তথাগতস্
৫ ঞ্জানরতনারগেন সমাপটপত্তিঃ দেবেত্তা তিসো সম্পত্তিরো পটিলভত্তি । যথা
মহারাজ, মহত্তিমহা-অগ্গিক্খক্কো পজ্জলিহ্মা নিব্বায়েহা, অপি হু ঞ্জো, সেহ
মহারাজ, অগ্গিক্খক্কো সাদিরতি তিগকট্টু'পাদান'ত্তি ?’

‘জলমানো'পি সো ভত্তে, মহা-অগ্গিক্খক্কো তিগকট্টু'পাদানং ন সাদিরতি,
কিম্পন নিব্বুতো উপসত্তো অচেতনো সাদিরতীতি ?’

১০ ‘তস্মিৎ পন মহারাজ, অগ্গিক্খক্কো উপরতে উপসত্তে লোকে অগ্গি স্তুঞ্জে'ই
হোতীতি ?’

‘নহি ভত্তে, কট্টং অগ্গিস্ বখু হোতি উপাদানং, যে কেচি মহুস্সা অগ্গি-

করিয়া দিতে পারে। অতএব আসুন! আপনি আমাকে ঐ বিষয়ে সম্যকরূপে
কারণ নির্দেশ করুন, যাহাতে স্মৃত প্রতিষ্ঠিত ও (পরকীয়) মত-রূপ জাল অনাবৃত
১৫ হইতে পারে।’

হবির কহিলেন—‘মহারাজ, ভগবান পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তিনি
পূজা গ্রহণ করেন না। কিন্তু তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও, দেব ও মনুষ্যগণ
তীহার (দন্ত-নখাদিরূপ) ধাতুরহ-যুক্ত বাস্ত (অর্থাৎ স্তূপাদি) নির্মাণ করিয়া
ও তীহার জ্ঞানরত্নকে লক্ষ্য করিয়া সম্যকরূপে শীলাদি অমুষ্ঠান করিতে করিতে
২০ সম্পত্তির লাভ করিতে পারে। মহারাজ, অতিমহান অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইয়া
নির্বাণ হইলে তাহা কি আর তৃণ-কাঠরূপ ইন্ধনকে গ্রহণ করে ?’

‘অগ্নি যখন জলিতেছে তখনই ত তাহা আর তৃণকাঠরূপ ইন্ধন গ্রহণ করে না ;
আর ইহা যখন নির্বাণ উপশান্ত ও অচেতন, তখন যে গ্রহণ করিকে না, তাহা
আর কি বলা যাইবে ?’

২৫ ‘মহারাজ, সেই অগ্নি উপরত ও উপশান্ত হইলে কি সংসারে আর অগ্নি
থাকে না ?’

‘না ভদ্র ; ইন্ধনরূপ কাঠ অগ্নির আশ্রয় হান, অতএব অগ্নিকামনাকারী লোকে

কামা তে অন্তনো থামবলবিরিযেন পচত্তপুৱিসকারেন কট্টং মহরিয়া অগ্গিণি
নিব্বত্তেহা তেন অগ্গিণা অগ্গিকরীগীণানি কন্ধানি কেরোত্তীতি।

“তেন হি মহারাজ, তিথিয়ানং বচনং বিদ্ধা ভবতি—“অসাদিয়ত্তস কতো অকি-
কারো বজ্জা ভবতি অকনো’তি।” যথা মহারাজ, মহতিমহা-অগ্গিক্বন্ধো

পজ্জবি, এবমেব ভগবা দসসহস্সমহি লোকধাতুয়া বুদ্ধসিরিয়া পজ্জলি; যথা মহা

রাজ, মহতিমহা-অগ্গিক্বন্ধো পজ্জলিত্বা নিব্বত্তো, এবমেব ভগবা দসসহস্সমহি

লোকধাতুয়া বুদ্ধসিরিয়া পজ্জলিত্বা অহুপাদিসেসায় নিব্বানধাতুয়া পরিনিব্বত্তো;

যথা মহারাজ, নিব্বত্তো অগ্গিক্বন্ধো তিগকট্টু’পাদানং ন সাদিয়তি, এবমেব থো

লোকহিতস্স সাদিয়না পহীনা উপসত্তা; যথা মহারাজ, মহস্সা নিব্বত্তে অগ্গি-

১০ ক্বন্ধে অহুপাদানে অন্তনো থামবলবিরিযেন পচত্তপুৱিসকারেন কট্টং মহরিয়া

অগ্গিণি নিব্বত্তেহা তেন অগ্গিণা অগ্গিকরীগীণানি কন্ধানি কেরোত্তি, এবমেব

দেবমহস্সা তথাগতস্স পরিনিব্বত্তস্স অসাদিয়ত্তস্সে’ব ধাতুরতনং বখুং করিয়া

তথাগতস্স ঐণরতনারম্মণেন সম্মাপটিপত্তিং সেবেত্তা তিস্সো সম্পত্তিয়ে পটিলত্ততি।

স্ব স্ব উদ্যমে শক্তি-সামর্থ্য-চেষ্টায় কাষ্ঠ মছন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, ও তাহার

১৫ দ্বারা অগ্নিসম্পাদ্য কার্যসমূহ সম্পন্ন করিয়া থাকে।”

‘তাহা হইলে মহারাজ, তৈরিকল্পণের কথা মিথ্যা যে, যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন না

তাঁহার জন্ত অর্জিত কাষ্ঠী বন্ধা ও নিষ্ফল। মহারাজ, যেমন অতিমহান্ অগ্নিরাশি

প্রজ্জলিত হইয়াছিল, ভগবান্ও সেইরূপ দশ সহস্র সংসারের উপরি বুদ্ধলক্ষ্মী দ্বারা

প্রজ্জলিত হইয়াছিলেন; যেমন সেই অতিমহান্ অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইয়া নির্ক্ষাণ

২০ হইয়াছিল, ভগবান্ও সেইরূপ মহারাজ, দশ সহস্র লোকের উপরি বুদ্ধলক্ষ্মীতে

প্রজ্জলিত হইয়া নিরবশেষ-নির্ক্ষাণ দ্বারা পরিনির্ক্ষাণ লাভ করিয়াছেন; মহারাজ, যেমন

নির্ক্ষাণ অগ্নি তৃণকাষ্ঠরূপ ইন্ধন গ্রহণ করে না, লোকহিতকারী ভগবানেরও সেইরূপ

পরিগ্রহ বিনষ্ট হইয়াছে; যেমন মহারাজ, ইন্ধনহীন অগ্নি নির্ক্ষাণ হইলে মহাব্যাগণ

স্ব স্ব উদ্যমে শক্তি-সামর্থ্য-চেষ্টায় কাষ্ঠ মছন করে, ও তাহা দ্বারা অগ্নি-সম্পাদ্য কর্ম

২৫ সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ দেব ও বহুব্যাগণ পরিনির্ক্ষাণ-প্রাপ্ত তথাগতে

(বস্তু-নৈবাধিকরণ) কোনো ধাতুরত্ন-বৃত্ত বাস্তব (তু’পাদি) নির্মাণ করিয়া ও তাঁহার

জ্ঞানরত্নকে লক্ষ্য করিয়া সম্যকরূপে শীলগ্ৰি অর্জ্ঞান করিতে করিতে সম্পত্তি

লাভ করিয়া থাকে,—যদিও তথাগত কিছু গ্রহণ করেন না; এই কারণেও, মহারাজ,

ইমিনাপি মহারাজ, কারণে তথাগতস্ পরিনিব্বৃত্তস্ অসাদিয়ত্তস্'ব কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সফলো'তি ।

১২। 'অপরম'পি মহারাজ, উত্তরিং কারণং হুহি যেন কারণে তথাগতস্ পরি-
নিব্বৃত্তস্ অসাদিয়ত্তস্'ব কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সফলো । যথা
৫ মহারাজ, মহত্তিমহাবাতো বারিত্তা উপরমেযা, অপি হু খো সো মহারাজ, উপরতো
বাতো সাদিরতি পুন নিব্বতাপন'ত্তি ?'

'নহি ভন্তে, উপরতস্ বাতস্ আভোগো বা মনসিকারো বা পুন নিব্বতাপনায় ;
কিঙ্কারং ? অচেতনা সা বায়োধ্যাত্ত'তি ।'

'অপি হু তস্ মহারাজ, উপরতস্ বাতস্ বাতো'তি সঙ্ক্খো উপস্ক্খতীতি ?'

১৩ 'নহি ভন্তে ; তালবট্ট-বিধূপনানি বাতস্ উল্লত্তিয়া পচ্ছয়া, যে কেচি মহুস্ সা উগ্হা-
ভিত্তা পরিলাহপরিপীলিতা তে তালবট্টেন বা বিধূপনেন বা অন্তনো থামবল-
বিয়িয়েন পচ্ছত্তপ্পুরিসকারেন বাতং নিব্বত্তেজ্জা তেন বাতেন উগ্হং নিব্বাপেত্তি
পরিলাহং বৃপসমেত্তীতি ।'

'তেন হি মহারাজ, তিথিয়ানং বচনং মিচ্ছা ভবতি—“অসাদিয়ত্তস্ কতো অধি-

১৫ যদিও পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত কিছু গ্রহণ করেন না, তথাপি, তাঁহার উদ্দেশে
কৃত কার্য্য অবধ্য ও সফল ।

১২। 'মহারাজ, আরো পরবর্ত্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত
তথাগত কিছু গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশে অহুষ্ঠিত কার্য্য অবধ্য ও সফল :—
মহারাজ, অতিমহান্ বায়ু বহিয়া উপরত হইলে, সেই উপরত বায়ু কি পুনর্বার
৩০ (নিজের) উৎপাদন-বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে ?'

'না ভদ্রস্ত, সেই উপরত বায়ুর পুনর্বার উৎপাদন বিষয়ে কোন রূপ চিন্তা বা
ভাবনা থাকে না । কারণ কি ? কেননা, বায়ু মহাত্ত অচেতন ।'

'মহারাজ, সেই উপরত বায়ুর কি বায়ু-সংজ্ঞা হইতে পারে ?'

না । তালবৃত্ত ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ ; যে সকল মানবেরা
৫৫ নিদ্রাবাতিতপ্ত ও অরাসিতাপে পীড়িত হয়, তাহার তালবৃত্ত ও ব্যজন দ্বারা স্ব-
উদ্যোগে ও শক্তি-সামর্থ্য-চেষ্টায় বায়ু উৎপাদন করে, ও সেই বায়ুর দ্বারা নিদ্রাবকে
নির্কাপিত ও অর-সত্তাপকে উপশমিত করে ।'

'তাহা হইলে মহারাজ, তৈরিকেরা যে বলেন—“যিনি গ্রহণ করেন না, তাঁহার

- কান্দো বকো ভবতি অকলোতি।” যথা মহারাজ, মহত্তিমহাবাতো দ্বারি, এবমেব ভগবান্দসসহনসম্ভি লোকধাতুরা শীতলমধুরশাস্ত্রমন্ত্রমন্ত্রাবাতেন উপকারিত্বা অধুপানিলেন্দার নিব্বানধাতুরা পরিনিব্বুতো; যথা মহারাজ, উপরতো বাতো পুন নিব্বস্তাপনং ন সাদিরতি, এবমেব লোকহিতস্ সাদিরনা পহীনা উপসস্তা; যথা মহারাজ, তে মনুসসা উৎহাভিত্ততা পরিলাহপরিপীলিতা, এবমেব দেবমহুসসা তিব্বিগ্গিসস্তাপপরিলাহপরিপীলিতা; যথা তালবট-বিধুপনানি বাতস্ নিব্বত্তিয়া পকরা হোত্তি, এবমেব তথাগতস্ ধাতু চ ঞ্জরতনঞ্চ পকরো হেত্তি তিন্দসন্ন সম্পত্তীনং পট্টিগাত্তয়; যথা মনুসসা উৎহাভিত্ততা পরিলাহপরিপীলিতা তালবটেন বা বিধুপনেন বা বাতঃ নিব্বত্তেহা উৎহং নিব্বাপেত্তি পরিলাহং বৃপসমেত্তি, এবমেব দেবমহুসসা তথাগতস্ পরিনিব্বুতস্ অনাদিরন্তস্’ব ধাতুঞ্চ ঞ্জরতনঞ্চ পূজ্জেহা কুসলং নিব্বত্তেহা তেন কুসলেন তিব্বিগ্গিসস্তাপপরিলাহং নিব্বাপেত্তি বৃপসমেত্তি।

- উদ্দেশে অচ্যুতিত কার্য্য বক্ষ্য ও নিফল,” তাহা মিথ্যা। মহারাজ, যেমন অতিমহান্ বায়ু বহিয়াছিল, ভগবান্ও এইরূপ দশ সহস্র লোকের উপরি শীতল-মধুর শাস্ত্র-মন্ত্র মৈত্রীরূপ বায়ুতে বহিয়াছিলেন; যেমন অতিমহান্ বায়ু বহিয়া উপরত,
- ১৫ মহারাজ ভগবান্ও এইরূপ শীতল-মধুর শাস্ত্র-মন্ত্র মৈত্রীরূপ বায়ুতে বহিয়া নিরবশেষ-নির্কীর্ণ লাভে পরিনির্কীর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেমন উপরত বায়ু পুস্কর উৎপাদন-সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করেন না, মহারাজ, লোক-হিতকারী ভগবানেরও সেইরূপ কোনো বস্তু পরিগ্রহ করা উপশাস্ত্র হইয়া গিয়াছে; সেই মনুষ্যাগণ মহারাজ, যেমন নিদাঘাভিতপ্ত ও সস্তাপপীড়িত, দেব ও মনুষ্যাগণও
- ২০ এই প্রকার (রাগ, ধেব ও মোহ-রূপ) ত্রিবিধ অগ্নির সস্তাপ ও পরিতাপে পরিপীড়িত; যেমন তালবৃন্ত ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ, তথাগতের (দত্ত নখাদি-রূপ) ধাতুর ও জ্ঞানরত্নও সেইরূপ সম্পত্তিগ্রহের কারণ; যেমন নিদাঘাভিতপ্ত ও সস্তাপপীড়িত মনুষ্যাগণ তালবৃন্ত বা ব্যজনের দ্বারা বায়ু উৎপন্ন করিয়া তাহা দ্বারা নিদাঘকে নির্কীর্ণিত ও সস্তাপকে উপশমিত করে, দেব ও মনুষ্যাগণও এইরূপ
- ২৫ পরিনির্কীর্ণ প্রাপ্ত তথাগতের, যদিও তিনি কিছু গ্রহণ করেন না, ধাতুর ও জ্ঞানরত্নকে পূজা করিয়া কুশল উৎপাদন করেন, এবং সেই কুশলের দ্বারা ত্রিবিধ অগ্নির সস্তাপ ও পরিতাপকে নির্কীর্ণিত ও উপশমিত করিয়া থাকেন। মহারাজ,

ইহিনাপি মহারাজ, কারণে তথাগতস্ পরিনিবৃত্তস্ অসাদিরতস্লে'ব কতো অবিকারো অবজ্ঞো ভবতি সকলো'তি ।”

১৩। অপরম্'পি মহারাজ, উত্তরিং 'কারণং জ্ঞানোহি পরবাহানং নিগ্গহায়। যথা মহারাজ, পুরিসো ভেরিং আকোট্টো সদ্ধং নিব্'বত্তেযা, যো সো ভেরিসদ্ধো পুরিসেন নিব্'বত্তিতো নো সদ্ধো অন্তরথায়েযা, অপি জু থো সো মহারাজ, সদ্ধো সাদিরতি পুন নিব্'বত্তাপন'ত্তি ?’

‘নহি ভত্তে ; অন্তরহিতো সো সদ্ধো, ন'থি তস্ পুন উল্লাদায় আভোগো বা মনসিকারো বা। সক্তিং নিব্'বত্তে ভেরিসদ্ধে অন্তরহিতে নো ভেরিসদ্ধো সমুচ্ছিন্নো হোতি। ভেরি পুন ভত্তে, পচ্চয়ো হোতি সদ্ধস্ নিব্'বত্তিয়া। অথ পুরিসো পচ্চয়ে সতি অন্তজেন বারামেন ভেরিং আকোট্টো সদ্ধং নিব্'বত্তেতীতি ।’

‘এবমেব থো মহারাজ, ভগবা শীলসমাধিপঞ্জ্ঞাবিমুক্তিবিমুক্তিঞঞাণসসন-পরিভাবিতং ধাতুরতনঞ্চ ধম্মঞ্চ বিনয়ঞ্চ অনুসাত্তঞ্চ সত্থারং ঠপয়িত্বা সয়ং অনুপাদি-

একারণেও তথাগতের উদ্দেশে অসুষ্ঠিত কার্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবজ্ঞা ও সঙ্গ।

১৫ ১৩। ‘মহারাজ, পরকীর বাদ নিগ্রহের জন্য আপনি আরো পরবর্তী কারণ প্রবণ করুন :—মহারাজ, কোন লোক যদি ভেরী আহত করিয়া শব্দ উৎপাদন করে, তবে সেই লোকের দ্বারা উৎপাদিত শব্দ অন্তর্হিত হইয়া যায়। মহারাজ, সেই শব্দ কি পুনর্বার (অন্য কর্তৃক নিজের) উৎপাদন বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে ?’

২০ ‘না ভবত্ত ; সেই শব্দ অন্তর্হিত হইয়া যায়, পুনরুৎপত্তির জন্য তাহার কোনো চিন্তা বা ভাবনা থাকে না ; কেন না একবার উৎপন্ন ভেরী-শব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাহা সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু ভেরী শব্দের কারণ, কারণ উপস্থিত থাকিলে লোকে নিজের উত্তরে ভেরীকে আহত করিয়া শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে ।’

‘এইরূপই মহারাজ, ভগবান্ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিগত জ্ঞান-বর্শনের অন্ত পদ্ধিচিন্তিত ধাতুরত্ন, ধর্ম, বিনয়, অনুশাসন ও শাস্তাকে রাখিয়া নিব্'ব-

- সেবার নিবন্ধনধারা পরিনিবৃত্তো। নচ পরিনিবৃত্তে ভগবতি সম্পত্তিলাভো উপচ্ছিন্নো হোতি। ভবহুত্বপতিপীলিতা সত্তা ধাতুরতনক ধন্যবিনয়ক অমুশাসিক পচয়ং করিত্বা সম্পত্তিকামা সম্পত্তিয়ো পটিলভত্তি। ইম্মিনাপি মহারাজ, কারণেন তথাগতস্স পরিনিবৃত্তস্স অসাধিরত্ত্বস্সে'ব কতো অধিকারো অবহো ভবতি
৫. সকলো'তি। নিট্টকে'তং মহারাজ, ভগবতা অনাগতমহানং; কথিতক ভণিতক আচিক্খিতক—“সিরা ধো পনা'নন্দ তুম্বাহকং এবমস্স—অতীতসখু'কং পাবচনং ন'খি নো সখা'তি; ন ধো পনে'তং আনন্দ, এবং দট্ঠব'ং; ধো ধো আনন্দ, ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো ধো মম'চয়েন সখা'তি।” পরি-
নিবৃত্তস্স কতো অধিকারো বহো ভবতি অফলো'তি তং তেসং তিথিয়ানং বচনং
১০. মিচ্ছা অভূতং বিতথং অলীকং বিরুদ্ধং বিপরীতং হুত্বদায়কং অপায়গমনীয়'ত্তি।

১৪। ‘অপরম্পি মহারাজ, উত্তরিং কারণং স্মণোহি, যেন কারণেন তথাগতস্স

- শেষ-নির্কীর্ণের দ্বারা পরিনির্কীর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ভগবান্ পরিনির্কীর্ণপ্রাপ্ত হইলেও, (লোকের) সম্পত্তি লাভ উপচ্ছিন্ন হয় নাই; সংসার-দুঃখপীড়িত জীবগণ সম্পত্তি কামনা করিয়া ধর্ম, বিনয় ও অমুশাসনকে (তাহার) কারণ রূপে অবলম্বন
১৫. করিয়া সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। এজন্তও মহারাজ, তথাগতের উদ্দেশে অমুষ্ঠিত কার্য্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবদ্যা ও সকল। মহারাজ, ভগবান্ পূর্বেই এই ভবিষ্যৎ কাল দেখিয়া বলিয়া-কহিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন:—
“আনন্দ, তোমাদের মনে হইতে পারে যে, ‘প্রবচন-(অর্থাৎ বুদ্ধবচন)-সমুহের শাসনকর্তা অতীত হইয়া গিয়াছেন, আমাদের শাসনকর্তা আর কেহ নাই;’
২০. আনন্দ, ইহা সেরূপ মনে করিও না, আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ করিয়াছি ও জানাইয়াছি, আনন্দ, আমার অভাবে তাহাই তোমাদের শাসনকর্তা হইবে।”
অতএব “পরিনির্কীর্ণ প্রাপ্ত অগ্রহীতা তথাগতের উদ্দেশে অমুষ্ঠিত কার্য্য বহু ও নিফল,”—তৈরিকগণের এই উক্তি মিথ্যা বিতথ অলীক বিরুদ্ধ বিপরীত দুঃখ-
হেতু দুঃখপরিণাম ও বিনাশ-প্রাপক?

২৬. ১৪। ‘মহারাজ, আরো পরবর্তী কারণ প্রবণ করুন, যাহাতে, পরিনির্কীর্ণ

পরিব্রাজকগণ অগ্নিদ্বিত্বসংস্কার কতো অধিকারো অবজ্ঞা ভবতি সকলো ।
সাদিমতি হু খো মহারাজ অরং মহাপঠবী—এবং বীজানি মগ্নি সংবিক্রহন্তীতি ?

‘নহি তত্ত্ব’তি ।

‘কিস্ম পন মহারাজ, তানি বীজানি অগ্নিদ্বিত্বমহাপঠবিদ্যা সংবিক্রহিত্বা
৫ দল্হমূলজটা-পতিটুটিতা খরুসারসাথাপরিবিধিগ্না পুপ্ফকলধরা হোন্তীতি ?’

‘অগ্নিদ্বিত্ব’পি ভন্তে, মহাপঠবী তেঙ্গং বীজানং বখু হোতি, পচয়ং দেতি
বিজ্ঞহনার । তানি বীজানি তং বখুং নিঙ্গায় তেন পচয়েন সংবিক্রহিত্বা দল্হমূলজটা-
পতিটুটিতা খরুসারসাথাপরিবিধিগ্না পুপ্ফকলধরা হোন্তীতি ।’

‘তেন হি মহারাজ, তিথিগ্না সকে বাদে নট্টা হোন্তি হতা বিরুদ্ধা,—সচে তে ভগন্তি

১০ অগ্নিদ্বিত্বসংস্কার কতো অধিকারো বজ্ঞা ভবতি অকলো’তি । যথা মহারাজ, মহাপঠবী,
এবং তথাগতো অরহং সম্মানস্বজ্ঞা ; যথা মহারাজ, মহাপঠবী ন কিঞ্চি সাদিমতি,
এবং তথাগতো ন কিঞ্চি সাদিমতি ; যথা মহারাজ তানি বীজানি পঠিৎ নিঙ্গায়
সংবিক্রহিত্বা দল্হমূলজটাপতিটুটিতা খরুসারসাথাপরিবিধিগ্না পুপ্ফকলধরা হোন্তি,

প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশ্যে অহুষ্ঠিত কাষ্য অবজ্ঞা ও সফল
১৫ হইয়া থাকে । মহারাজ, এই মহাপৃথিবী কি সম্মতি প্রদান করে যে, আমাতে বীজ-
সমূহ অঙ্কুরিত হউক ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘মহারাজ, যদি মহাপৃথিবী সম্মতি প্রদান না করে, তবে কি প্রকারে সেই সমস্ত
বীজ অঙ্কুরিত হয়, ও দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্বক্স সার ও শাখা বিস্তারিত
২০ করিয়া পুষ্প-ফল ধারণ করে ?’

‘ভদন্ত, মহাপৃথিবী সম্মতি প্রদান না করিলেও, তান্ন ঐ সকল বীজের আশ্রয়ভূমি
(বাস্ত) বলিয়া তাহাদের প্রয়োহের কারণ হইয়া থাকে । অতএব ঐ সকল বীজ সেই
আশ্রয়ভূমি অবলম্বন করিয়া ঐ কারণে অঙ্কুরিত হয়, এবং দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত
হইয়া ও স্বক্স সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া পুষ্প-ফল ধারণ করে ।’

২৫ ‘তাহা হইলে মহারাজ, তৈরিকেরা যদি বলেন যে, “অগ্রহীত্য জন্ত কৃতকার্য
বক্ষ্য ও নিফল,” তবে তাঁহারা নিজের কথাতেই নষ্ট, হত ও বিরুদ্ধ হইয়া পড়েন ।
মহারাজ, যেমন মহাপৃথিবী, সম্যক-সমুদ্রও (অর্থাৎ তথাগতও) সেইরূপ ; যেমন মহা-
পৃথিবী কিছু গ্রহণ করেন না, তথাগতও সেইরূপ কিছু গ্রহণ করেন না, মহারাজ, ঐ
সমস্ত বীজ যেমন পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া অঙ্কুরিত হয়, এবং দৃঢ় মূল ও জটায়
৩৫ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও স্বক্স সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া পুষ্প-ফল ধারণ করে, দেব ও

এবং বৈশম্যবশত তথাগতস্বয়ং পরিণিবৃত্তস্বয়ং অসাদিরিত্তস্বয়ং'ব ধাতুকে তথাগতস্বয়ং
নিপুণ্যায় বলবৎস্বয়ংপতিত্বাৎ। সমাধিকথক-ধর্মসার-শীলশাখা-পরিবিধি
বিমুক্তিপুণ্যফলম্ গ্রহণধারা হোতি। ইমিমাপি মহারাজ, কারণেন তথাগতস্বয়ং পরি-
নিবৃত্তস্বয়ং অসাদিরিত্তস্বয়ং'ব কতো অধিকারে অবজ্ঞো ভবতি সকলো'তি।'

- ১৫। 'অপরব'পি মহারাজ, উত্তরিং কারণং স্থগোহি, যেন কারণেন তথাগতস্বয়ং
পরিণিবৃত্তস্বয়ং অসাদিরিত্তস্বয়ং'ব কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সকলো।
সাদিরিত্তি হু ধো মহারাজ, ইমে জট্টা গোণা গজ্জতা অজ্জা পম্ব মহম্সা অস্তোকুচ্ছিন্নিং
কিমিকুলানং সম্বব'ন্তি ?'

'মহি ভন্তে'তি।'

- ১৬। 'কিন্দ পন তে মহারাজ, কিমরো তেসং অসাদিরিত্তানং অস্তোকুচ্ছিন্নিং সম্ববিহা
বহপুত্তনভা বেপুল্লং পাপুণন্তীতি ?'

'পাপস তন্তে কম্মস বলবতায় অসাদিরিত্তানং য়েব তেসং সত্তানং অস্তোকুচ্ছিন্নিং
কিমরো সম্ববিহা বহপুত্তনভা বেপুল্লং পাপুণন্তীতি।'

- মহুগগণং সেই প্রকার পরিনির্কারণ-প্রাপ্ত অগ্রহীতা তথাগতের ধাতুরত্ন ও জ্ঞানরত্নকে
১৫। অবলম্বন করিয়া বৃত্তকৃৎস্বরূপ মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও সমাধিরূপ স্বক, ধর্মরূপ সার ও
ও শীলরূপ শাখা বিস্তারিত করিয়া বিমুক্তিরূপ পুষ্প ও শ্রামণ্যরূপ ফল ধারণ করে।
মহারাজ, একারণেও, পরিনির্কারণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশে
অনুষ্ঠিত কার্য্য অবজ্ঞা ও সফল হইয়া থাকে।'

- ১৫। 'মহারাজ, আরো পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন, বাহাতে, পরিনির্কারণ-প্রাপ্ত
২০। তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কার্য্য অবজ্ঞা ও সফল হয়।
মহারাজ, এই যে উট্ট, বলীবর্দ, গর্দভ, ও অঙ্গরূপ পশু ও মহাব্যাগণের কুক্ষিমধ্যে
কুম্বিকুল উৎপন্ন হয়, তাহাতে কি তাহাদের সম্মতি থাকে ?'

'না ভদন্ত।'

- 'তবে কি প্রকারে মহারাজ, তাহাদের অসম্মতিতেও ইহার তাহাদের কুক্ষি মধ্যে
২৫। উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র-নপ্তার বিপুল হইয়া উঠে ?'

'তাহাদের পাপকর্ম্ম বলবৎ হওয়াও সম্মতি না থাকিলেও, ইহার তাহাদের
কুক্ষিমধ্যে উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র-নপ্তার বিপুল হইয়া উঠে।'

‘একমেব ধো মহারাজ, তথাগতসু পরিনিবৃত্তসু অসাদিয়ন্তসু’ব ধাতুসু চ
প্রাণারম্ভসু চ বলবতার তথাগতে কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সফলো’তি ।’

১৬। অপমম্’পি মহারাজ, উত্তরিং কারণং স্থণোহি যেন কারণেন তথাগতসু
পরিনিবৃত্তসু অসাদিয়ন্তসু’ব কতো অধিকারো অবজ্ঞো ভবতি সফলো । সাদিয়ন্ত
৫ ই ধো মহারাজ, ইমে মম্মসু ইমে অট্টনবুতি যোগা কায়ে নিবৃত্তন্তু’তি ?
‘নহি ভন্তে’তি ।’

‘কিসু পন তে মহারাজ, যোগা অসাদিয়ন্তানং কায়ে নিপতন্তীতি ?’

‘পূর্বে কতেন ভন্তে, হুচ্চরিতেনা’তি ।’

‘যদি মহারাজ, পূর্বে কতং অকুসলং ইধ বেদনীয়াং হোতি, তেন হি মহারাজ,
১০ পূর্বে কতম্’পি ইধ কতম্’পি কুসলাকুসলং কল্পং অবজ্ঞং ভবতি সফল’ন্তি ।
ইমিনাপি মহারাজ, কারণেন তথাগতসু পরিনিবৃত্তসু অসাদিয়ন্তসু’ব কতো অধি-
কারো অবজ্ঞো ভবতি সফলো’তি ।’

১৭। ‘সুতপূর্বং পন তয়া মহারাজ, নন্দকো নাম যক্খো থেরং সারিপুত্তং
আসাদিয়ন্তা পঠবিং পবিট্টো’তি ?’

১৫ ‘এই প্রকারেই মহারাজ, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার
উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত কার্য্য অবজ্ঞা ও সফল হইয়া থাকে ।’

১৬। ‘মহারাজ, আপনি আরো পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে, পরি-
নির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত কার্য্য অবজ্ঞা ও
সফল হইয়া থাকে । মহারাজ, “এই অষ্টানবতি প্রকার ব্যাধি শরীরে উৎপন্ন হউক,”

২০ এই বলিয়া কি মনুষ্যাগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করে ?’

‘না ভদন্ত ।’

‘তবে মহারাজ, মনুষ্যেরা (ঐক্সণে) গ্রহণ না করিলেও, কি জন্য ঐ সমস্ত যোগ
শরীরে উপস্থিত হয় ?’

‘পূর্বকৃত হুচ্চরিতের জন্য ।’

২৫ ‘মহারাজ, যদি পূর্বকৃত অকুশল কর্ম্মের ফল এখানে অনুভব করিতে হয়, তবে,
পূর্বকৃত বা ইহকৃত উভয়বিধই কুশল ও অকুশল কর্ম্ম অবজ্ঞা ও সফল । একারণেও
মহারাজ, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্য কৃত কার্য্য অবজ্ঞা
ও সফল হইয়া থাকে ।’

১৭। ‘মহারাজ, আপনি কি পূর্বে শুনিয়াছেন, নন্দক নামে বক্ষ হবির সারিপুত্রকে

৩০ শীড়ন করিয়া ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ?’

* 'আম ভক্তে ; হরতি, লোকে পাকটো এসো'তি।'

'অশি হু খো মহারাজ, খেরো সারিপুত্তো সাদিরি নন্দকস্ যক্খস্ মহাপঠবী-
গিলন'তি ?'

'উব্বত্তিরত্তে'পি ভক্তে সমেবকে লোকে, পত্তমানে'পি ছমারং চেন্নিহরিয়ে,
৫ বিকিরত্তে'পি সিনেরুপব্বতরাজে, খেরো সারিপুত্তো ন পরস্ যক্খস্ সাদিক্কেযা ;
তং কিস্ হেতু ? যেন হেতুনা খেরো সারিপুত্তো কুস্লেযা, বা হুস্লেযা বা, সো
হেতু খেরস্ সারিপুত্তস্ সমুহতো সমুচ্ছিন্নো। হেতুনো সমুগ্ঘাতিতত্তা ভক্তে, খেরো
সারিপুত্তো জীবিতহারকে'পি কোপং ন করেষ্যা'তি।'

'যদি মহারাজ, খেরো সারিপুত্তো নন্দকস্ যক্খস্ পঠবীগিলনং ন সাদিরি,
১০ কিস্ পন নন্দকো যক্খো পঠবিং পবিট্টো'তি ?'

'অকুসলস্ ভক্তে কন্মস্ বলবতায়'তি।'

'যদি মহারাজ, অকুসলস্ বলবতায় নন্দকো যক্খো পঠবিং পবিট্টো, অ-
সাদিরিত্তস্পি কতো অপরাধো অবজ্জো ভবতি সল্লো ; তেন হি মহারাজ, কুসলস্'পি

'ই ভদন্ত ; শুনা যায়, লোক ইহা প্রসিদ্ধ আছে।'

১৫ 'মহারাজ, নন্দক যক্কে যে মহাপৃথিবী গ্রাস করিয়াছিল, হুবির সারিপুত্র কি
তা হাত সম্মতি দিয়াছিলেন ?'

'ভদন্ত, যদি এই অদেব (মনুষ্য-) লোক বিপর্যস্ত হয়, যদি চন্দ্র ও সূর্য
পৃথিবীতে পতিত হয়, যদি পর্বতরাজ মেরুকে বিকীর্ণ করা যায়, তথাপি হুবির
সারিপুত্র অন্তকে হুংখ প্রদান করিতে সম্মত হন না। কি হেতু ? যেহেতু, যে

২০ কারণে হুবির সারিপুত্র কাহারো প্রতি ক্রোধ করিতে পারেন, বা কাহাকেও কোষ
প্রদান করিতে পারেন, তাঁহার সেই কারণ সমাগ্রুপে সমুচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ;
এবং সেই কারণ অপাকৃত হওয়ায় সারিপুত্র আগ্রহরূপ-করীরও প্রতি কোপ করিতে
পারেন না।'

'মহারাজ, নন্দক যক্কের মহাপৃথিবী-কৃত গ্রাস-বিষয়ে যদি হুবির সারিপুত্রের
২৫ সম্মতি না ছিল, তবে নন্দক যক্ক কি জন্য মহাপৃথিবীতে প্রবেশ করিল ?

'ভদন্ত, তাহার অকুশল কর্ম বলবৎ হওয়ার।'

'মহারাজ, অকুশল কর্ম বলবৎ হওয়ার যদি নন্দক যক্ক পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া
থাকে, এবং (অপরাধ) গ্রহণ না করিলেও যদি তাঁহার উদ্দেশে, কৃত অপরাধ অবজ্জা

কর্যসম বলবতায় অসাধারণতম কতো অধিকারো অবধো ভবতি সফলো'তি।
ইমিনাশি মহারাজ, কার্যেন তথাগতস্ম পরিনিবৃত্তস্ম অসাধারণতমস'ব কতো
অধিকারো অবধো ভবতি সফলো'তি।'

১৮। 'কতি হু খো ত্তে মহারাজ, মনুস্সা, বে একত্বহি মহাপঠবিং পবিট্টা, অপি
তে তথ সবাণ'তি ?'

'আম ভন্তে ; স্মতীতি।'

'ইঅ্ব স্বং মহারাজ, সাবেষীতি।'

'চিঞ্চা মাণবিকা, ভন্তে, স্প্রধূক্কো চ সাক্কো, দেবদত্তো চ থেরো, নন্দকো চ বক্কো,
নন্দো চ মাণবকো'তি সূতং মে'তং ভন্তে, ইমে পঞ্চ জনা মহাপঠবিং পবিট্টা'তি।'

১৯। 'কিস্মিং তে মহারাজ, অপরাধা'তি ?

'ভগবতি চ ভন্তে, সাবকেস্স চা তি।'

'অপি হু খো মহারাজ, ভগবা বা সাবকা বা সাদিয়িংস্স ইমেসং মহাপঠবিং
পবিসন'ত্তি ?'

'নহি ভন্তে'তি।'

১৫ ও সফল হইয়া থাকে, তবে মহারাজ, কুশল কর্ম বলবৎ হওয়ায় অগ্রহীভান্নও
উদ্দেশে কৃত কার্য্য অবদ্য ও সফল হয়। এ কারণেও মহারাজ, পরিনির্দ্বাণপ্রাপ্ত
তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্ত অহুষ্ঠিত কার্য্য অবদ্য ও সফল।

'মহারাজ, এখানে কত জন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে? আপনি কি
সে বিষয়ে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন?'

২০। 'হাঁ তদন্ত; শুনা যায়।'

'মহারাজ, তাহা আমাকে শ্রবণ করান ত?'

'মাণবিকা চিঞ্চা, শাক্য স্প্রবুদ্ধ, স্ববিয় দেবদত্ত, বক্ক নন্দক, ও মাণবক নন্দ,
শুনা যায় এই পাঁচ জন পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।'

'কোথায় তাঁহারা অপরাধী হইয়াছিলেন?'

২৫। 'ভগবান্ ও শ্রাবকগণের নিকটে।'

'মহারাজ, তাহারা পৃথিবীতে প্রবেশ করুক—এই বলিয়া কি ভগবান্ বা
শ্রাবকগণ তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন?'

'না তদন্ত।'

‘তেন হি মহারাজ, তথাগতস্স পরিনিব্বৃত্তস্স অসাধারণত্বস্সে’ব কতো অধিকারো
অবধো ভবতি সকলো’তি।’

‘সুবিঞ্ছাপিতো ভন্তে নাগসেন, পঞ্ছো গম্ভীরো উত্তরীকতো, গুরং
বিদংসিতং, গতি ভিন্না, গহনং অগহনং কত্তং, নট্টা পরবানা, ভগ্গা কুদিট্টি,
৫ নিম্নতা জাতা কুতিম্মিয়া স্বং গণিবরগবরমাসজ্জা’তি।’

‘তাহা হইলে মহারাজ, পরিনির্কারণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার
জন্ম অনুষ্ঠিত কার্য্য অবক্ষ্য ও সফল হয়।’

‘ভদন্ত নাগসেন, উপস্থাপিত গম্ভীর প্রস্নকে আপনি বিবৃত করিয়া স্তম্ভ
বুধাইয়া দিয়াছেন, রহস্য দেখাইয়া দিয়াছেন, গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন হইয়াছে, আপনি
৫ গহনকে অগহন করিয়াছেন, পরকীয় পদ নষ্ট, কুমত ভগ্ন, এবং হে সকলগণিশ্রেষ্ঠ,
কুঠৈর্থিক-সমূহ আপনার নিকট নিশ্চত হইয়াছে।’

১ পরিশিষ্ট ।

টাকা ।*

১ ভগবান্, অর্হৎ ও সম্যক্-সম্বুদ্ধ এই তিন শব্দের বহুবিশ অর্থের জন্ত স. পা. ৫১-৫৭ পৃ: দ্রষ্টব্য; এখানে সংক্ষেপে সামান্য অর্থ লিখিত হইতেছে:—উল্লিখিত শব্দত্রয় ভিন্ন বুদ্ধদেবের আরও কয়টি বিশেষণ আছে, যথা—বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিং (দু), অমুক্তর, পুরুষদম্যাসারথি ও শান্ত। সমস্ত বিশেষণের মধ্যে ‘ভগবান্’—এই বিশেষণটিই শ্রেষ্ঠ; তিনি গুরুগোরব যুক্তবলিয়া তাঁহার নাম ভগবান্;—‘তেনাহ পোরাণা—‘ভগবা’তি বচনং সেট্ঠং ভগবা’তি বচনমুত্তমং। গুরুগোরবযুক্তো সো ভগবা তেন পবুচ্চতীতি ॥’ বোধিক্রমমূলে সর্বজ্ঞতত্ত্বজ্ঞান লাভ করায় তাঁহার নাম ‘ভগবান্’ হয়, ইহা তাঁহার ঐ গুণের প্রকাশক। তিনি স্বয়ং সর্বপাপ হইতে সুদূরে থাকিয়া বাসনায়ুক্ত ব্যক্তিগণের পাপকে বিধ্বস্ত করেন বলিয়া তাঁহার নাম অর্হৎ, অথবা তিনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ পূজা-সংকারাদির যোগ্য বলিয়া অর্হৎ। তিনি সমস্ত ধর্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম সম্যক্-সম্বুদ্ধ।

২ ‘সাগলায়ং’, এখানে কেবল ছন্দোরক্ষার জন্ত ‘সাগল’-শব্দ ক্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে, যদিও বিশেষণ ক্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় নাই; তুল:—কজঙ্গল (১১৯, ১৫ পৃ: টা:)=কজঙ্গলা, “ভগবা কজঙ্গলায়ং বিহরতি মুখেলুবনে”—ম. নি. Vol. III. Part III. p. 298 (152); সঙ্কাশ্য (নগর)=সঙ্কাশ্যা, রামা. ১. ৭১. ১৯; ১. ৭০. ৩ “সাগল”-শব্দের সংস্কৃত নাম “শাকল”। শাকল-নগর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

৩ “উপগচ্ছি নাগসেনং গঙ্গা’ব যথ’সাগরং,” তুলনীয়—“সর্বদাভিগতঃ সন্তিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ ।” রামা. বাল. ১. ১. ১৬

৪ “চিত্তকথি”, এখানে কথা-শব্দের অর্থ শাস্ত্রার্থ-বিচার; “তিস্রঃ থলু কথা ভবন্তি, বাদো জলো বিতণ্ডা চেতি ।” ত্রা. দ. বাৎসায়ন-ভাষ্য, ১. ২. ১

৫ ‘উদ্ধাধারং’ (উদ্ধাধারং), অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের উদ্ধা ধারণ করিয়া অবিদ্যাকার নাশ পূর্বক সমস্ত প্রকাশিত করেন; ইহার ভাবার্থ ধরিয়া অমুবাদে ‘প্রকাশক’-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। তুল:—“সর্বসত্ত্বানাং উদ্ধা ভবেয়ং অবিদ্যাতমোহককারবিনিবর্তনতয়া”—শি. স. ২৯-১৮

* পার্শ্বস্থিত সংখ্যাধর যথাক্রমে পৃষ্ঠা ও পংক্তির বোধক। ৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পংক্তির সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।

২ ‘অভিধ্ববিনয়োগাল্হা (অভিধ্ববিনয়াবগাঢ়া),’ যে কথা অভিধ্ব ও বিনয়ে প্রবেশ করিয়াছে, অর্থাৎ তদর্থযুক্ত; ইহা ও ‘সুত্রজালসমমিত্তা (সুত্রজালসমমিত্তা), এই দুই শব্দের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদে সংক্ষেপে ‘ত্রিপিটক-অর্থযুক্ত’ লিখিত হইয়াছে।

৩ ‘বোনক,’ Ionians, Bactrian Greeks. বঙ্গদর্শনের (১৩০৯) যবন-নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ “নানাপুটেভদন,” সংস্কৃত ও পালি উভয় অভিধানেই পুটেভদন-শব্দ সাধারণত নগরবাটী। মহাভারতে লিখিত হইয়াছে—

“স হস্তিনপুরে রম্যে কুরুগাং পুটেভদনে।

বসন্ সাগরপর্যাস্তামবশাসদ্ বহুধরাম্॥” ১. ১০০. ১২

“ততঃ শাকলমভ্যেত্য মদ্রাগাং পুটেভদনং।” ২. ৩২. ১৪

এতাদৃশস্থলে পুটেভদন-শব্দ নগরকেই বুঝাইতেছে। মূলের তাৎপর্য গ্রহণ করিলে Trenckner এর “surrounded with a number of dependent towns” এই অনুবাদ অসঙ্গত মনে হয় না। আমিও তাহাই করিয়াছি। পুটেভদন-শব্দের বৃৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—“পুটেরথখুরৈতিদ্যতে ইতি ভিৎ+কর্ষণি লুট্।” Rhys Davids অনুবাদ করিয়াছেন—‘বাণিজ্যের মহাকেন্দ্র-স্থল’, “a great centre of trade.”

৫ আরাম..., নগরের অনতিদূরে যে বৃক্ষসমূহ রোপিত হয়, তাহার নাম ‘আরাম’; ইহারই অপর নাম ‘উপবন’। রাজার সর্বসাধারণের জন্ত নির্মিত বনের নাম ‘উদ্যান’। এই উদ্যানই অন্তঃপুরোচিত হইলে ‘প্রমদবন’ নামে কথিত হয়।—
অ. প. ৫৩৭, ৫৩৮; অমরকোষ ৪.২.৩। মহাভারতের (শান্তিপর্ক, ৬৯।১২)
“আরামেষু তথোদ্যানে...” ইত্যাদির ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—“আরামেষু পুরবাটিকায়, উদ্যানে বহির্বাটিকায়।” মূল গ্রন্থে আরাম ও উপবন এই দুইটি একার্থক শব্দ একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। পালিতে ঈদৃশ প্রয়োগ অসঙ্গত দেখা যায়।

৬ বীথি..., চত্বর ও চতুর্ক শব্দ কাহারো মতে একার্থক, (চত্বরশ্র) অঙ্গনবাটী; অ. প. ২০৩, ২১৮। শব্দার্থচিন্তামণিকার বলেন—চত্বর শব্দের অর্থ মার্গ-চতুষ্টিয়ের সন্ধিস্থল। মহা. ৩.১৫.২০ দ্রষ্টব্য। ইহা স্বীকার করিলে চত্বর ও চতুর্ক (সিদ্ধাটক—শৃঙ্গাটক) শব্দ একার্থক বলিতে হয়। Rhys Davids অনুবাদ করিয়াছেন—“streets, squares, cross roads, and market places”.

৭ খাদ্য-ভোজ্য (খাদনীয়-ভোজনীয়, ১২৪; ৩৬৮), এই উভয় শব্দের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্ত Rhys Davids অনুবাদের অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, আহারের

শক্ৰ জিনিস ‘খাদ্য’, আর নরম জিনিস ভোজ্য ।’ আমাদের গ্রন্থকারও কঠিন বস্তুর আহার-স্থলে খাদ-ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—“কক্খলানি পাসাণানি কক্খরাযো চ খাদন্তীতি,” ৩৪৪ ; “অথং প্লাদিহাতি” ৩৬৯ ; ইত্যাদি । সমস্ত-পাসাদিকার আছে—“খাদনিয়ং নাম পঞ্চভোজনানি সত্তাহকালিকং যামকালিকং যাব-জীবিকং ঠপেজ্জা অষসেসং খাদনিয়ং নাম । ভোজনবিং নাম পঞ্চ ভোজনানি ওদনো কুন্মাসো সত্তু মচ্ছো মংসং ।” পা० মো० ৮৯ পৃঃ ।

- ৩ কোটুধরক, কুটুধর-নামক নগর বা জনপদে জাত কোটুধরক । কুটুধর-নামে যে কোন স্থান ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমাদের গ্রন্থকারই নানা জনপদ-বাসীর নামের সহিত বলিয়াছেন—“...মাগধকা সাকতেকা সোরট্টকা কোটুধর-মাধুরকা...,” ৫১৫; দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত, এবং বস্ত্রের জন্ম সূত্রসিদ্ধ কালিকট নগরের নিকটবর্তী কৈষাটুর-নগরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বিবেচ্য ।

সাগলবর্ণনা, তুলনীয়ঃ—৫১৫ ।

অলকমন্দা, কুবেরের অলকাপুরী, “অলকালকমন্দা”স পুরী ;”—অ० প० ৩২

‘হ্রবচো (হ্রবচঃ),’ ‘নাসদগ্রাহী ন হ্রবচঃ’, রামা० অশোধ্য০ ১২৪ ; ‘ন হ্রবচঃ পরোষেজকবচনহীনঃ’—ইতি টীকা । “স্বহ্রবচো ভোতি গুরুভি চোদিতঃ”—শি०সং ১১২.

৬ ০ “পঞ্ছপটিভান (প্রপঞ্চিতভান),” প্রতিভান=উপস্থিত বাক্য (অ० প० ২৭১) প্রপন্ন সম্বন্ধে উপস্থিত বাক্য । “ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্,” রামা० অশোধ্য০ ১০.২২

‘মম পরিনিব্ধাগতো পঞ্চবদসসতে...’, মহাযান-গ্রন্থসমূহেও এই ভাবের এই কথা অনেক স্থানে বলা হইয়াছে, যথা—“যো মম পশ্চিমায়াং পঞ্চাশত্যাং বর্তমানায়াং সঙ্কল্পনেত্রী রক্ষতি...,” “যে তে ভদ্রস্ত ভগবন্ এতর্হি অনাগতেহধ্বনি যাবৎ পশ্চিমায়াং পঞ্চাশত্যাং ক্ষত্রিয়কল্যাণা ভবন্তি যাবৎ গৃহপতিকল্যাণা ..,”—ক্ষিতিগর্তস্থত্র, শি० সং ৮৮. ১৪ ; ৮৯. ৮ । বজ্রচ্ছেদিকাতেও (৬) ইহা আছে । পাঠক এখানে লক্ষ্য করিবেন, পালির পঞ্চবর্ষশত-স্থানে মহাযান-গ্রন্থে পঞ্চাশৎ বলা হইয়াছে, পঞ্চশত নহে ; কিন্তু ক্ষিতিগর্তস্থত্রের তিব্বতীয় অনুবাদে পঞ্চশতই করা হইয়াছে (See Cecil Bendal’s note, শি० সং ৮৮) ; অধ্যাপনসকোদনাস্থত্রে ‘পঞ্চশতী’ই লিখিত দেখা যায় যথা—“বোধিসত্ত্বানিকঃ পুংসলঃ পশ্চিমায়াং পঞ্চাশত্যাং সঙ্কল্পবিপ্রলোপে বর্তমানেহ-ক্ষতোহুগহতঃ স্ত্রিত্তিনা পরিমোক্ষ্যতে,”—শি० সং ১০৪. ১০ ; মোক্ষমূলর : স্বকৃত বজ্র-চ্ছেদিকার অনুবাদে (B. M. S. p. 155) পঞ্চাশৎ স্থানে পঞ্চশত পাঠ পরিবর্তন পক্ষে

বেশ যুক্তি দিয়াছেন—বদিও তিনি আমাদের গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত বচনটি ধরেন নাই ।

৭ ‘সম্মতি (সম্মতি),’ বিবেচনার্থে সম্মতিপ্রদায়ক শাস্ত্র, অর্থাৎ স্বতীশাস্ত্র ।

৮ ‘ছন্দা সামুদ্রা’, ইহা সিংহলীয় গ্রন্থের পাঠ; Trenckner এর পাঠ—‘ছন্দা মুদ্রা’; তিনি পাদটীকায় আরও দুইটি পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—‘ছন্দালা ০’, ও ‘ছন্দসং’, অনুবাদে সিংহলীয় পাঠই অসুসঙ্গত করা হইয়াছে । ২।৩।১০; ৪।৩।২৬ দ্রষ্টব্য ।

৯ ‘একুত্ত্বীতি’, অষ্টাবিংশতি বিদ্যা প্রসিদ্ধ, যথা—১ শিক্ষা, ২ কল্প, ৩ ব্যাকরণ, ৪ নিক্কল, ৫ ছন্দা, ৬ জ্যোতিষ, ৭ ঋতুবেদ, ৮ যজুর্বেদ, ৯ সামবেদ, ১০ অথর্কবেদ, ১১ মীমাংসা, ১২ ত্রায়, ১৩ ধর্মশাস্ত্র, ১৪ পুরাণ, ১৫ আয়ুর্বেদ, ১৬ ধর্মুর্বেদ, ১৭ গাঙ্কর্কবেদ, ১৮ অর্থশাস্ত্র । জাতকে (১ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ, ২৯ পং) দ্বাদশবিধ শিল্প (বিদ্যা) উল্লিখিত হইয়াছে—“দ্বাদশবিধং শিল্পং দদসেমি ।”

১০ ‘পুথুতিথকরাণং’, তীর্থ-শব্দের অর্থ এখানে দর্শন বা মত, যাহারা কোন দর্শন বা মত উদ্ভাবন করেন, তাহারা তীর্থকর ।

১১ ‘ছ সখারো...’, ‘বেল্লইটিপুত্তো’—স্থানে Trenckner ‘বেল্লইটিপুত্তো’ পাঠ ধরিয়া ‘বেল্লইটিপুত্তো’—এই পাঠান্তর দেখাইয়াছেন । ‘পূরণো’ স্থানে ‘পূরাণো’ পাঠও দেখা যায় । গ্রন্থান্তরে গোশালকে ‘মজ্জলিপুত্ত’ বলা হইয়াছে । নাথপুত্ত নিগ্রহের নাম বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রন্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে দেখা যায় । পূরণ-প্রভৃতি ছয় জন তীর্থকর বৌদ্ধ ও জৈন উভয় শাস্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ, উভয় শাস্ত্রেই ইহাদের অসংখ্য উল্লেখ দেখা যায় । দ্রষ্টব্য—ভগবতী (জৈন গ্রন্থ) ১৫শ অধ্যায় ; A manual of Buddhism by Spence Hardy, pp. 300-302 ; Rockhill's The Life of the Buddha, pp.100-106 ; 249-259 ; সতীশ বিদ্যাভূষণের বুদ্ধদেশ, ২০৪-২২৮ ; ভারতী (শ্রীমাণ্যক্ষপুস্তক-নামক প্রবন্ধ) ১৩০৯, ভাদ্র ।

১২ ‘ভন্তে (ভদন্ত)’, ‘ভদন্ত’ শব্দ স্থানে সম্বোধনে ‘ভন্তে’ হয় (কচ্চয়ন, ২.৪.৩৫) । হর্ষচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেও ভদন্ত-শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । ইহা গৌরব-বাচক ; “ভন্তে’তি সগারবসপ্পতিস বচনং,”—কম্মাবিতরগী, ২ পৃঃ

১৩ ‘সম্মোদনীং কথং...’, এই বাক্যটি পালি-সাহিত্যে অতিপ্রসিদ্ধ, ও সাক্ষাৎ-কারের সময় পরস্পরের শিষ্টাচার বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় । ইহার অনুবাদ এখানে ঠিক হয় নাই, “পরস্পরে প্রীতিপ্রদ স্মরণার্থ কথা উচ্চারণ করিবার পর”—এইরূপ অনুবাদই সঙ্গত ; ১।৩৭ দ্রষ্টব্য । সিংহলের বিদ্যোদয়-পরিবেশ হইতে শ্রদ্ধের স্মৃৎ প্রযুক্ত প্রিয়রত্ন ভিক্ষু (পিয়রতন ভিক্ষু) মহাশয় ঐ বাক্যটির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র (১-১১-১৬) লিখিয়াছিলেন, তাহা এই :—“পালো ‘সম্মোদী, সম-পূর্কঃ সদ্ (মোদনে)

কিছু; 'সারস্বত', সন্ন (চিহ্ন) কিছু; সংস্কৃত হ, তৎসং সর্বব্যাপ্তি সাক্ষ্য-
কালঃ; 'বীতিসারে', বি+অতি-পূর্ণঃ সন্ধ্যাঃ।" অতঃপরনিকারের মনোব-
সুস্থ-নিমিত্ত-অর্থকথা হইতে তিনি তৎসমুদয়ে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি দ্বিবিয়া পাঠাইয়া-
ছেন :- "ভগবতা সন্ধিঃ সম্বোধীতি, যথা চ খন্নদীয়াদীন পুচ্ছন্তো ভগবা ভেন, এবং
সো'পি ভগবতা সন্ধিঃ সম্বলবন্তমোহো অহোহি, সিভোদকং যি উপহোদকেন সম্বোধিতং
প্রকীভাবঃ অগমসি; বায চ কচি তে ভো গোতম, খন্নদীয়াং ?—কচি
বাপদীয়াং ?—কচি ভোভো গোতমস গোতমদাবকানঞ্চ অগ্নাবাং, অগ্নাতকং,
অহ'ইতানং, বলং, কাকুবিহারো'তি—আদিকার কথার সম্বোধি; তং'পীতি গামোজ-
সংখ্যাতম্ স সম্বোধদস জননতো সম্বোধিতং যুক্তভাবেতো চ সম্বোধদনীং কথং, অথ-
কজনমধুরতার জুতির'পি কালং সারেরুং নিরন্তরং পবন্তন্তু অরহন্নপতো সরিতব-
ভাবেতো চ সারাগীং, স্ময়মানসুথতো চ সম্বোধদনীং, অহুস্মরিয়মানসুথতো চ
সারাগীং, তথা ব্যজনপরিস্কৃতায় সম্বোধদনীং, অথপরিস্কৃতায় সারাগীং'স্তি, এবং
অনেকেহি পরিয়ায়েহি সম্বোধদনীং কথং সারাগীং বীতিসারেহা পরিয়াসাপুচ্ছা
নিটুপেহা যেন'থেন আগতো তং পুচ্ছিহুকামো নিদীদি। একমস্ত'স্তি ভাবনপুংক-
নিষেহো'তি।" Rhys Davids ভাবার্থ অনুবাদ করিয়াছেন—"exchanged with
him the compliments of friendly greeting." Childers উক্তব্য।

চণ্ডাল ও পুরুষ, অভিধানে ঐ উভয় শব্দ একার্থক বলিয়া নিশ্চিত হইলেনও তাহাদের অর্থগত ভেদ আছে; ব্রাহ্মণীয় গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডাল, ও শূদ্রায় গর্ভে নিষাদের ঔরসে পুরুষ জাত হয়। “জাতো নিষাদাৎ শূদ্রায়াং জাত্যা তবতি পুরুষঃ,”—ময় ১০. ১৮। পুরুষ শব্দ সকারান্তে ব্যবহৃত হয়।

‘পত্ৰক্ৰম্ভো...মিসীবি,’ প্রত্যুত্তর দানে অসমর্থ হইয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলে বহুদানে এই বাক্যখণ্ডটিকে প্রযুক্ত দেখা যায়। ইহার সংস্কৃত ‘প্রাপ্তকর্মঃ’ হইতে পারে। খুব সম্ভব ইহার সংস্কৃত ‘প্রাপ্তকর্মঃ’, (স্ব = ভ, বখা হ্রস্বঃ = হ্রস্বো, সমতঃ = সমভ্যো; পা. প্র. ১.৪.৩০. প্র.) ; যাহার স্বরূপে প্রাপ্ত প্রকৃষ্টরূপে বিকিৎ অর্থাত্ প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ; প্রত্যুত্তর করিতে অসমর্থ হওয়ায় লজ্জা বশত তাহার উন্নত কক্ষ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, বোধ হয় ইহাই এখানে প্রকৃত অর্থ। Rh. D. অনুবাদ করিয়াছেন crest-fallen, ইহা পূর্বোক্ত বিবরণেরই সমর্থক। ‘পত্ৰক্ৰম্ভঃ’ এই পদটি অনুত্তরনিকারে অনুনি দুইবার প্রযুক্ত ইহা আছে বলিয়া দ্রষ্টব্য হয়। M. N. Vol. III. Part III. p. 298 (152). Rh. D. অনুত্তরনিকারে তাহার যে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন (৩. ৭৩. ৪.) তাহাতে ঐ শব্দ পাওয়া যায় না, তিনি এখানে নিজের চুলবগগ (৪. ৪. ৭.) হিত টীকা দেখিতে বলিয়াছেন।

১ পরিনির্জিট।

১১ ‘অজ্জতি,’ ‘বহিষুখো বেব পন অজ্জামি,’ ৩৭।১৭; ইহা হইতেই বাংলায় ‘আছেন’, ‘আছি’ ইত্যাদি পদ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত গত্যর্থক ‘জ্জ’ হানে চতুর্নকারে ‘জ্জ’ আদেশ হয়, সম্ভবত এই ‘অজ্জতি’ হইতেই ‘অজ্জতি’ হইয়া থাকিবে, কিন্তু অর্থগত পার্থক্য এখানেও বিবেচনীয়। সংস্কৃতে গত্যর্থক ‘জ্জ’-থাকুও আছে।

১২ ‘অরহন্তো (অর্হন্তঃ)’, বাঁহারা চরম নির্মাণ লাভের ঠিক পূর্বে অবস্থার উপস্থিত হইয়াছেন,—বাঁহারা জীবদবস্থাতেই একরূপ নির্মাণ লাভ করেন। চরম নির্মাণ হইতে এই নির্মাণের প্রভেদ এই যে, এই নির্মাণে রূপাদি বস্তুগতক থাকিয়াই যায়, আর চরম নির্মাণে তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়। এই উভয়বিধ নির্মাণের নাম যথাক্রমে—‘উপাদিসেস-নির্ব্বাণ’ ও ‘অশূপাদিসেস-নির্ব্বাণ’; উদীচ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘উপাধিশেষ-নির্ব্বাণ’ ও ‘অশূপাধিশেষ-নির্ব্বাণ’; এখানে উপাদি বা ঐপাদি অর্থে রূপাদি বস্তুগতক বৃত্তিতে হইবে। অর্হদ্-গণ উপাদিসেস-নির্ব্বাণ অবস্থার থাকেন; এবং ইহঁরাই জীবমুক্ত। ১।৩২, ২২ পৃঃ, প্রোতাপত্তি-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩ ‘আবুসো,’ ইহা সম্বোধন-বাচক অব্যয়; মহারূপসিদ্ধিটীকাকার বলেন (৫৫ পৃঃ)—“‘আবুসো’তি সমাদস সমানং বা আলপনে,” অর্থাৎ এক বা বহু প্রমণকে সম্বোধন করিতে ইহা প্রযুক্ত হয়। দেখা যায় উচপদস্থ তিসু সমান বা নিয়পদস্থ তিসুকে, বা উপাসককে এই পদে সম্বোধন করেন।

১৪ ‘তাবতিংস-ভবনে’, বৌদ্ধসাহিত্যে ছয়টি দেবলোকের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—১ চতুর্মহারাজিক, ২ তাবতিংস, ৩ যম, ৪ ভূবিত, ৫ নির্মাণরতি, ৬ ও পরনির্জিতবশবর্তী; যে লোকে অরত্রিংসং দেবতা থাকেন, তাহার নাম তাবতিংস-দেবলোক। ইহা মেরু-পর্ব্বতের শৃঙ্গে অবস্থিত, এবং ইহার অধিপতি ইন্দ্র। মাস্থবের ১০০ বর্ষে সেখানে এক দিন হয়, এইরূপ দিনের ১,০০০ বৎসর সেখানে আয়ুর পরিমাণ, অতএব বলিতে হইবে আমাদের বর্ষ পরিমাণে তত্রত্য দেবগণ ৩৬,০০০,০০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন। বি. ৪২২; দী. নি. (Vol. II) ৩২৭; অ. নি. ৩.৭০.৭; See also M. Bud. pp. ৪, ৪১, ২৫. চতুর্মহারাজিক প্রভৃতি কতকগুলি বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত যে নাম বিহু-সাহিত্যের দেখা যায়, যথা—“ব্রহ্মকারিক। ৩৮। মহাকারিক। ৩২। মহারাজিক। ৪০। চতুর্মহারাজিক। ৪১। ভাকর। ৪২। মহাভাকর। ৪৩। ... ভূবিত। ৪৭। মহাভূবিত। ৪৮। পরিনির্জিত। ৫০। অপিনির্জিত। ৫১। বশবর্তিন্। ৫২।”—

বি. ৮. ১৮। ‘তাবতিংস-ভবনে’ যে অরত্রিংসং দেবতার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার নাম প্রসিদ্ধ অগ্নি দেবতা হইতে পারেন, মনে করা যায়। এই অরত্রিংসং দেবতা বৈদিক কালে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন (ব. স. ৮. ৩০. ২; অ. স. ১০. ৭. ১০; ২৩; ২৭)। এই তেজস্বী দেবতা যথা—“অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রত্নাঃ, দ্বাদশ

আদিভাষা; ত একত্রিশদ, ইষ্টাশ্চ প্রাপতিশ্চ ত্রয়স্বিঃশাবিত্তি”—বৃ. আ. ৩, ৯.২।

‘বিমান’, “তথ বিমানানীতি বিসিট্টমানানি এবতানং কীলানিবাস-ইষ্টাননি ;
তানি হি তানং যুগ্মিতকম্মাহুতাবনিব্ধতানি যোজনিক-বিযোজনিকাদিপমাণ-বিসেস-
যুক্ততায় মানারতনসমুজ্জলানি বিচিন্তবঃসতানানি সোভাতিসরযোগেন বিশেষভেত্তে মান-
নিস্ফারতায় চ বিমানানীতি বুচ্ছতি ।” প. দী. ১-২ পৃ. :

১২ ‘আয়ত্না,’ আয়ত্নান্ ; এই পদটি বৌদ্ধ সাহিত্যে সত্তমধ্যে প্রধান তিস্কুগণের
বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অধস্তন তিস্কুগণ উচ্চপদস্থ তিস্কুগণের প্রতি
এইপদ ব্যবহার করেন। বুদ্ধঘোষ বলেন, ইহা প্রিয়বচন, ও গুরুগৌরব-যুক্ত ব্যক্তির
বিশেষণ ;—“অথ থো আয়ত্না মহামোগ্গল্লানো”তি—আদিস্থ আয়ত্না”তি প্রিয়বচন-
মেত্তং, গুরুগারবসম্পতিসম্মাধিবচনমেত্তং”—স. পা. ৯. পৃ. ১। নৈমিশ্যারণ্যে শৌনকাদি
ঋষিগণ মহামুনি স্মৃতকেও ঐ পদে সম্বোধন করিয়াছিলেন—“তত্র তত্রাজ্জসায়ুয়ান্ন
তবতা যদ্বিনিশ্চিতং,” ভা. পু. ১. ১. ৯। স্মৃত্ত নার্টিকে সারথির রাজাহ্বানে ঐ পদ
অসক্কে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

‘দিট্ঠি,’ “দম্ভসনং দিট্ঠি লঙ্ঘি থী সিদ্ধান্তো সময়ো ভবে”—অ. প. ১৬১ ; কোন
ধর্ম বা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত, বিশ্বাস।

১৩ ‘মারিস,’ আর্থা ; অ. প. ১১০২।

১৪ ‘তীরেত্বা,’ √ তীর (চুরাদি) + ত্বা ; “তীর কাম্পসম্পত্তিম্হি”—ধা. ম. ১০২।

‘নিরোধ,’ যে ধ্যানে নিমগ্ন হইলে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ ক্রিয়াই
প্রতিরোধিত হয়, ইহা নয় প্রকার।

‘বুদ্ধসাসনে পলুজ্জন্তে,’ বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের অবনতি বর্ণনা করিতে হইলে এই
বাক্যখণ্ডটি প্রায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। মহাযান-গ্রন্থেও এইরূপ প্রয়োগ
আছে। যথা—“সদ্ধর্ম্মে প্রলুপ্তমানে নিরুধ্যমানে স্তম্ভতস্য সাসনে”—চন্দ্রকীপহৃত,
পি. স. ১৭. ৩ ; ‘পলুজ্জন্তে’—প্র √ লজ্জ + শত্।

১৫ ‘কজ্জল’, ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থান। বহু স্থানে ইহার উল্লেখ পাওয়া
যায় ;—“কতরস্মি হু থো পম্মেসে বুদ্ধা নিব্বত্তন্তীতি ওকাসং বিলোকেষ্তো মজ্জিমদেশং
পস্খি। মজ্জিমব্বেসো নাম পুরথিমহিসায় কজ্জলং নাম নিগমো.....,” জা.
১. ৪৯ ; মহা. ৫. ১৩. ১২ ; সু. বি. D. ২. ৪. (১৭৩ পৃ.) ; ম. নি. Vol. III.
Part III. p. 298, (152).

Hsuen Tsang তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ‘কজ্জুর’ বা ‘কজ্জল’
(Kie-chu-hoh-khi-lo) নামে এক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি চম্পা
হইতে এখানে আসেন, চম্পা হইতে ইহা ৪০০ লি। M. V. de St. Martin

(Memoire, p. 387) বলেন যে ভারতের পূর্বভাগে জনপদের মধ্যে 'কজিঙ্গ'-
নামে একটি দেশের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়; সিংহলের ইতিহাসে
লিখিত আছে যে, জম্বুদ্বীপের পূর্বভাগে 'কজজ্জবদ নিররব' নামে এক নগর
আছে। Rennell এর মানচিত্রে চম্পা হইতে ৯২ মাইল (৪৬০ মি) দূরে 'কজেরি'
নামে একটি গ্রাম অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। S. Beal's *Buddhist Records
of the Western World*, Vol. II. p. 193.

মহাসেনের এই জয়গ্রহণ বৃত্তান্ত সমস্তপাদাদিকার (১৭ পৃঃ) তিষা-মহাব্রজার
মোগুলিসিদ্ধান্তের গৃহে জয়-গ্রহণবৃত্তান্তের সহিত বাক্যভণ্ড - একই রূপ।
প্রস্তা—“যথা মোগুলিপুত্রতিদুসখেয়ো দিস্‌সতি, এবম্‌য়েতংপি দিস্‌সতি -”
১৮, ৬ পৃঃ।

‘আয়ুধতণ্ডানি পঞ্চলিংহ’, অঙ্গুলিমাণের জগ্নেও অস্ত্রশস্ত্র জলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু
তাহার ফল ভাল হয় নাই, অঙ্গুলিমাণ যে ভবিষ্যতে দম্ভা ইহাবে, তাহাই ঐ ঘটনা
তখন সূচনা করিয়া দিয়াছিল,—M. Bud. p. 257. Hardy সেখানে লিখিয়াছেন—
“In an enumeration of the prodigies that occurred in Rome, A. U.
652, Julius Obsequense says that the spears of Mars, preserved
in the palace, moved of their own accord.”—*Ibid*

‘কটচ্ছ’, মাগধী ‘কচ্ছোলা’, মারহাট্টী ‘কচ্ছোলে’, (উৎ দং ১৫. বিবরণ. ১০পৃঃ).
হিন্দী ‘করছুল’; অর্থ হাতা।

‘উলুক’, তরল দ্রব্য রাখিবার পাত্র বিশেষ, A leathern vessel for oil—
Apte; Ladle—Childers, and Rhys Davids.

‘পরিহাসঞ্জেব’, ইহা ‘পরিভাসঞ্জেব’ হইবে; পরিভাস-শব্দের অর্থ তির-
স্কার, ভংগন। অনুবাদেও ইহা গুরু করিয়া লইতে হইবে।

‘পুত্রং বিজায়ি’, এস্থলে অন্তর্ভাবিত নিজের গ্রহণ করিতে হইবে; ভুলঃ—“পুত্রং
দেবী বাজায়ত”—রামা. ১. ৭০.৩৬; “প্রকৃপ্তং হৈবাস্য জী বিজায়তে”—শং. অঃ
১.২.৬.৬।

‘শিক্ষানি’, এখানে ইহার সংস্কৃত ‘শিক্ষাঃ’ (জীলিঙ্গ) ধরিয়া অনুবাদ করা হই-
য়াছে। ‘শিক্ষ্যাণি’ অনুবাদও হইতে পারে। তাহা হইলে অনুবাদের ‘শিক্ষাসমূহ’-
স্থানে অনুবাদে ‘শিক্ষণীয় সমূহ’ পাঠ করিতে হইবে।

‘সম্ভার্যতি’, ইহার সংস্কৃত ‘স্বাধ্যায়তি’, শিঃসং. ৭. ৮; ১৯৭. ৪। গুরু নিজ অধ্যয়ন
করেন, আর তাহা অনুসরণ করিয়া শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া থাকে, এই জন্যই “অবীহি
ভগবন্”—বসিয়া শিষ্য গুরুকে অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। যখন পড়ান,

বা অধ্যাপন করাইবে, তখন 'সম্ভারশ্রুতি' বা 'সম্ভারশেষতি' হয় ; 'সম্ভারশেষতি' কথা
 যৎ প্রাক্ষণ ।—১৮ পৃঃ

১০ 'কনিক-কেইতু'—অন্যরায় অর্থোনি, এই বাক্যটি বেদজ্ঞান বর্ণনার জন্য
 বহুজ্ঞানে আবৃত দেখা যায় ; অ. নি. ৩. ৫৮. ১ ; ৫৯. ১ । 'কেইতু' শব্দের অর্থ
 বৈদিক প্ররোচনাত্মক বা বস্তুত্ব ; 'কেইতু'তি বস্তু-বিকল্পে কবীনঃ উপকারকঃ সখ্যঃ
 —Atw. I. LXX.

১১ 'সাতমনো,' আত্ম আকৃত অর্থাৎ প্রাপ্ত মন মনোরথ বাহ্যে ব্যক্তি ; তুল্য—
 (ক) 'প্রতিগন্ধমানসঃ,' "ততস্ত রাজা প্রতিবীক্য ভাঃ ত্রিঃ, প্রেরণতঃ প্রতিগন্ধ-
 মানসঃ," রামাঃ ; ১. ১৩. ৩২. । 'প্রতিগন্ধমানস' শব্দের অর্থে তিলক চাঁকায়
 বলিয়াছেন—“প্রতিগন্ধশব্দঃ প্রতিগন্ধবাহ্যপদঃ, তাদৃশং মানসং বসোভারঃ,”—(খ)
 'সাতমনঃ,' "উপস্থতাদ্ রাতমনসো হবির্গৃহানীতি"—শ. ব্রা. ১. ১. ২. ১২ ।

১২ 'সংসা সত্ত্বেরা সম্পারেষা,' ইহা ভোজন বর্ণনার প্রসিদ্ধ বাক্য । Rh. D. এখানে
 ঘোটাঘুটি ভাব রাখা করিয়া গিয়াছেন ; 'সম্পারেষা' শব্দের আসল অর্থ কি তাহা
 উহার অনুবাদে জানা যায় না । Childers হুতুতির মতানুসারে এই বাক্যখণ্ডটির
 এইরূপ অনুবাদ করেন—“(waiting on him) with his own hands
 caused him to take his fill, caused him to refuse (this is
 Subhuti's explanation, he says it means that the host handed
 dishes until the guest said, “I have had enough,” and refused fur-
 ther food.)” ইহাই অনুসরণ করিয়া আমিও অনুবাদ করিয়াছি, কিন্তু বস্তুতঃ সেই
 শব্দের ঐরূপ অর্থ নহে, উহার আসল অর্থ—‘বিশেষরূপে প্রার্থনা করিয়া,’ অর্থাৎ
 ভোজনের অন্ত আরও কিছু লইতে বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়া । গ্রন্থকার অন্ততঃ লিখি-
 য়াছেন (২২২৬, ২৬ পৃঃ)—“পুরিসো...দারিকং বারেষা” ইহার অর্থ—ভূমারীকে বরণ
 অর্থাৎ প্রার্থনা করিয়া । এই পদটি ৭/৮ বর হইতে নিপ্পন্ন । পাতিমোক্খে (চীবরবঙ্গ, ৭)
 আছে—“অতিহুতুঃ পবারেষা,” বুদ্ধাধা এখানে ‘পবারেষা’ শব্দের অর্থ লিখিয়া-
 ছেন—“পবারেষ্যাতি ইচ্ছাপেষা ইচ্ছং রুচিং উপাদেযা—যাবতকং ইচ্ছসি ভাবতকং
 গৃহীত্বীতি,”—অর্থাৎ ‘পবারেষা’ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করাইবে—ইচ্ছা-রুচি উপাদান
 করাইবে এই বলিয়া যে, ‘যত ইচ্ছা করেন, তত গ্রহণ করুন ;’ ক. বি. ৭৩ পৃঃ ।
 সমস্তপাদ্যাদিকাতেও তিনি তাহাই বলিয়াছেন—“পবারেষ্যাতি ইচ্ছাপেষা, ইচ্ছং
 রুচিং উপাদেযা ।’

১৩ 'বিক-হক,' গ্রন্থের বিভাগ, অধ্যায় পরিচ্ছেদাদির সমানার্থক ; যে পরিচ্ছেদে হুইটি-
 হুইটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিক, ও ঐরূপ তিনটি শব্দের উল্লেখে বিক ।

২৫ ‘সচে,’ ইহার উলীচ্য বৌদ্ধ সংস্কৃত ‘সচেৎ’ (শি. স. ১২৮. ২১; ১২৯. ১৫) ।
 পানিতে ‘সেবাধা’ বলিয়া আর একটি শব্দ আছে (১৩৫, ৩৬ পৃঃ), উলীচ্য-বৌদ্ধ
 সংস্কৃতে তাহা ‘সবধা’ (শি. স. ১৩৩. ৫ ; Cecil Bendal's note 2.) । বস্তুতঃ এতদ্-
 দূশ স্থানে ‘স’ শব্দের কোন অর্থ নাই, -অথবা তাহা ‘তৎ’ এই অব্যয়ের অর্থ প্রকাশ
 করে। ভূসলীর বৈদিক প্রয়োগ :—“সবাত্তেবেমানি...”, “সবদি ন ইতোহুহুহাঃ...”,
 “সবদস্য পৃথিব্যা...”, “সবস্য গার্হপত্যো...” ; শ. ব্রা. ১.১.৫.২ ; ১.২.৩.১৮ ;
 ১.১.২.২৩ । সায়ণাচার্য্য এ সকল স্থানে লিঙ্গ বিভক্তি বিপরিণামে ব্যাখ্যা করেন,
 এবং পাণিনিও (৩.২.৮৫) ইহার সমর্থন করেন ।

২৬ ‘কাহু’, অভিধানপ্রদীপিকার ইহা হুৎ-মজলাদির পর্যায়রূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—
 “হুৎ সাভঃ চ কাহুৎ . কল্যাণং মঙ্গলং সিংহং,”—৮৮ । “হুৎ কাহুৎ কিংরত্”
 —(আদ্যরহস্যনি, শি. স. ১২৯.৯) ইত্যাদি স্থানে মহাভারতের গ্রন্থেও উহার প্রয়োগ
 দেখা যায়। Prof. Bendal মনে করেন—“ভবন্ত ধর্মকাম্পার্শ্বাপেতা” এ ছাড়া
 ‘পার্শ্ব’-শব্দ ‘ফাহু’ অর্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। ঐ শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার টিঙ্গনী দ্রষ্টব্য,
 —শি. স. ৩২, ১২৯ ; ভূমিকা ১৫ ।

২৭ ‘অনাগম সন্নাগো’, ইহার চলিত কথার অনুবাদ ‘আলাপ-সালাপ’ ।

২৯ ‘শ্রোতাপত্তি ফল’, নির্দোষ লাভের ক্রমাবধি চারিটি মার্গ বা পথ আছে ; যথা—
 শ্রোতাপত্তিমার্গ, সন্ধাগামিমার্গ, অনাগামিমার্গ, ও অর্হৎমার্গ । বাহার এই সমস্ত
 মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে শ্রোতাপন্ন, সন্ধাগামী, অনাগামী ও
 অর্হৎ বলা হইয়া থাকে। ঐ চতুর্বিধ মার্গ প্রত্যেকে উচ্চ-নীচ ভেদে, অর্থাৎ সেই
 সেই মার্গে বিচরণ করা, ও বিচরণ করিয়া ফল লাভ করা—এই দুই ভেদে বিবিধ ।
 এই ভেদদ্বয়কে এইরূপে অভিহিত করা হয় :—শ্রোতাপত্তিমার্গ, শ্রোতাপত্তিকল ;
 সন্ধাগামিমার্গ, সন্ধাগামিকল ; অনাগামিমার্গ, অনাগামিকল ; অর্হৎমার্গ, অর্হৎ-
 কল । বাহার এই সমস্ত প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের যথাক্রমে নাম—শ্রোতাপত্তিমার্গহ,
 শ্রোতাপত্তিকলহ ; সন্ধাগামিমার্গহ, সন্ধাগামিকলহ ; অনাগামিমার্গহ, অনাগামি-
 কলহ ; এবং অর্হৎমার্গহ, অর্হৎকলহ । ইহাদের সাধারণ নাম ‘অরিরপুংগল’ (আর্ঘ্য-
 পুংগল, আর্ঘ্যজন), বা ‘অরির’ (আর্ঘ্য) । ইহাদের ঐ ঐ অবস্থা শ্রোতাপত্তিহান,
 শ্রোতাপত্তিকলহান—ইত্যাদি রূপেও কথিত হয় । শ্রোতাপন্ন, সন্ধাগামী, অনাগামী
 ও অর্হৎ এই প্রভৃতি যথাক্রমে সাধারণতঃ শ্রোতাপত্তিকলহ, সন্ধাগামিকলহ, অনা-
 গামিকলহ ও অর্হৎকলহকে বুঝায় ।

পূর্বেক্ত অষ্টবিধ স্থানের মধ্যে প্রথম দুইতে সপ্তম পর্য্যন্ত স্থানে বাহার বিচ্ছেদ
 করেন, তাঁহাদের সাধারণ নাম ‘দেখ’ বা শৈব ; অষ্টম স্থান বা অর্হৎকলে অবস্থিত

সূক্তের নাম অর্হই। - 'অসেখ'-নাম ইহাকেই বুঝায়। অর্হইকলেরই অপত্য নাম ক্লেশ-পরিনির্কায়, বা ক্লেশনির্কায়, বা উপাদিশেষনির্কায়, বা নির্কায় (পরিনির্কায় নহে)। ১।১৬, ১১ পৃ অর্হই-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্বোক্ত মূল চতুর্বিধ মার্গের যে কোনটিতে প্রবেশ করিলেই, তাহার আর পতন নাই, সে নিচেরই নির্কায় লাভ করিবে। অন্তিমমার্গই শাক্য সম্বন্ধে নির্কায়ে নাইবা যায়।

কোঁড়াপন্ন ব্যক্তি 'অপার' বা মরক-ভিন্ন যে-কোন লোকে সাতবার জন্মগ্রহণ করিবেন। সত্ত্বাগামীকে দুই জন্ম অতিক্রম করিতে হয়,—একটি মনুষ্যালোকে, ও অপারটি দেবলোকে। অনাগামী পৃথিবীতে বা কামলোকে আর জন্মগ্রহণ করেন না, পঞ্চবিধ রূপত্রয়ের অন্ততমটিতে একবার মাত্র তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

যে সকল ব্যক্তি এই চতুর্বিধ পথের কোনটিতেই প্রবেশ করে নাই, তাহাদিগকে 'পুণ্ডুন' (পুণ্ড জন) বলা হয়। See Childers.

২৯ 'মণ্ডল-মালে', মাল শব্দের অর্থ এক কূটবিশিষ্ট গৃহ; "এককূটবৃত্তো মালো"—অ. প. ২.২; Rh. D. লিখিয়াছেন arbour.

৩০ 'যোজনসতানি' ইহার অক্ষরার্থ এখানে দুই বা বহু শত যোজন; কিন্তু তাহা উপপন্ন হয় না। Trenckner মনে করেন এস্থলে 'তিযোজনসতানি' পাঠ হইবে।

৩১ 'ইরিয়াপথ', ঈর্ষ্যাপথ; ইহা চতুর্বিধ—ভ্রমণ, অবস্থান, উপবেশন ও শয়ন। S.N. Vol.V. 78. এই অর্থে কেবল 'ঈর্ষ্যা'-শব্দও মহাবান আছে দেখা যায়, "ঈর্ষ্যা চোদয়তি"—সর্বধর্মপ্রবৃত্তিনির্দেশ, শি. স. ৯০-৯১। অটোথর বলেন—ঈর্ষ্যা শব্দের অর্থ তিক্তরস।

৩২ 'পটিসত্তিবা', ইহার সংস্কৃত প্রতিসত্তিবা; যে জ্ঞানের দ্বারা কোন বিষয়কে সম্প্রতি-ভিন্ন অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে ভাবিয়া-চুরিয়া বিশেষ রূপে জানিতে পারা যায় তাহারই নাম প্রতিসত্তিবা। ইহার অর্থ বিশদরূপে বুঝিবার জ্ঞান এখানে গ্রহাভর হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"চতস্শো পটিসত্তিবা—অখণ্ডিসত্তিবা, ধম্মপটিসত্তিবা, নিকটপটিসত্তিবা, পট্টিভাণপটিসত্তিবা।

অখণ্ডে ঐণং অখণ্ডিসত্তিবা, ধম্মে ঐণং ধম্মপটিসত্তিবা, তথ ধম্মনিরুত্তাতিম্পে ঐণং নিকটপটিসত্তিবা, ঐণেন্ন ঐণং পট্টিভাণপটিসত্তিবা।

দুক্ষে ঐণং অখণ্ডিসত্তিবা, দুক্ষসমুত্তরে ঐণং ধম্মপটিসত্তিবা, দুক্ষনিরোধে ঐণং অখণ্ডিসত্তিবা, দুক্ষনিরোধগামিঞ্জিয়া পটিপদায় ঐণং ধম্মপটিসত্তিবা, তথ ধম্মনিরুত্তাতিম্পে ঐণং নিকটপটিসত্তিবা, ঐণেন্ন ঐণং পট্টিভাণপটিসত্তিবা।

হেতুস্থি ঞ্জাং ধম্মপটিগম্ভিরা, হেতুকলে ঞ্জাং অখপটিগম্ভিরা, তথ ধম্মনিরুত্তা-
তিগাপে ঞ্জাং নিরুত্তিপটিগম্ভিরা, ঞ্জাংগেহু ঞ্জাং পটিভাণপটিগম্ভিরা ।...

...ইমে ধম্মা কুলগা । ইমেহু ধম্মেহু ঞ্জাং ধম্মপটিগম্ভিরা, তেনং বিপাকো ঞ্জাং
অখপটিগম্ভিরা, বার নিরুত্তিরা তেনং ধম্মামং পঞ্ঞত্তি হোতি তত্র ধম্মনিরুত্তাভি-
লাপে ঞ্জাং নিরুত্তিপটিগম্ভিরা । যেন ঞ্জাংগেন তানি ঞ্জাংগানি জানাতি—ইমানি
ঞাংগানি ইদমখ্জোতকানীতি,—ঞাংগেহু ঞ্জাং পটিভাণপটিগম্ভিরা ।”

বিং ২৯৩-৩০৫ পৃঃ, পটিগম্ভিরা বয়গং

ইহার সার তাৎপর্য এই—হেতু বা কারণের জ্ঞানের নাম ধর্ম্মপ্রতিগম্ভিরা; কার্য
বা ফলের জ্ঞানের নাম অর্থপ্রতিগম্ভিরা; হেতু ও ফলের নির্দেশ করিতে হইলে যে
বাক্যের দ্বারা তাহাদের নির্দেয় অবশ্যক, তাহার অভিলাপ অর্থ্যং কথনে যে জ্ঞান,
ইহারই নাম নিরুত্তিপটিগম্ভিরা; এবং যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে,
পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান তত্তং অর্থকে প্রকাশিত করে, তাহার নাম প্রতিভাণপ্রতিগম্ভিরা ।

পটিগম্ভিরাগম্ভেও এ বিষয়টি বেশ বিবদভাবে বর্ণিত আছে । হুংখ, হুংখসমুদর
(কারণ), হুংখনিরোধ, ও হুংখনিরোধগামিনী প্রতিপদা (উপায়)—এই চারি অসমু-
দ্রতপূর্ব্ব আধাসত্য-রূপ ধর্ম্মে বুদ্ধ-দ-বর চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন
হইরাছিল । কি অভিপ্রায়ে চক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইরাছিল, এই অবগদন করিয়া
সেখানে উক্ত হইরাছে :—

“চক্ষুং উদপাদীতি দম্মসন’থেন, ঞ্জাং উদপাদীতি ঞ্জাং’থেন ।

চক্ষুং ধম্মো, ঞ্জাং ধম্মো, পঞ্ঞা ধম্মো, বিজ্জা ধম্মো, আলোকো ধম্মো,—
ইমে ধম্মা ধম্মপটিগম্ভিরা আরম্মণা চে’ব হোত্তি গোচরা চ । যে তন্মা আরম্মণা,
তে তন্মা গোচরা, যে তন্মা গোচরা তে আরম্মণা । তেন বুদ্ধতি—ধম্মেহু ঞ্জাং
ধম্মপটিগম্ভিরা ।

দম্মসন’ট্টো অথো, ঞ্জাং’ট্টো অথো, পজানন’ট্টো অথো, পটিবেধ’ট্টো
অথো, ওভাস’ট্টো অথো,—ইমে পঞ্চ অথো অখপটিগম্ভিরা আরম্মণা চে’ব হোত্তি
গোচরা চ । যে তন্মা আরম্মণা, তে তন্মা গোচরা ; যে তন্মা গোচরা, তে তন্মা
আরম্মণা । তেন বুদ্ধতি—অথোহু ঞ্জাং অখপটিগম্ভিরা ।

পঞ্চ ধম্মে সন্মস্লেতুং ব্যঞ্জননিরুত্তাভিলাপা, পঞ্চ অথো সন্মস্লেতুং ব্যঞ্জন-
নিরুত্তাভিলাপা,—ইমা দশ নিরুত্তিরো নিরুত্তিপটিগম্ভিরা আরম্মণা চ হোত্তি গোচরা
চ । যে তন্মা আরম্মণা, তে তন্মা গোচরা ; যে তন্মা গোচরা, তে তন্মা
আরম্মণা । তেন বুদ্ধতি—নিরুত্তীহু ঞ্জাং নিরুত্তিপটিগম্ভিরা ।

‘পঞ্চম ধর্মের ঐশ্বর্য, পঞ্চম অর্থে ঐশ্বর্য, দ্বন্দ্ব নিকটীয় ঐশ্বর্য,— ইহানি বৌদ্ধি ঐশ্বর্য পট্টিভানপট্টিভান আরাধনা চে’ব হোত্তি গোচরা হ। বে তস্মা আরাধনা তে তস্মা গোচরা; বে তস্মা গোচরা, তে তস্মা আরাধনা। তেন বুদ্ধি পট্টিভানে ঐশ্বর্য পট্টিভানপট্টিভান।।.....।’

P. S. M. Vol. II. pp. 150-158

৩৪ ‘অথ খো...ইসিবাৎ-পট্টিভাতং অকংহু’, Rh. D. অনুবাদ করিয়াছেন:—“Then all the elders went to the city of Sagala, lighting it up with their yellow robes like lamps, and bringing down upon it the breezes from the height where the sages dwell.” See his note on the passage.

৩৫ ‘ধর্ম্মাতিসময়ো’, ধর্ম্মাতিসময়ঃ; (ধর্ম্ম + অতি + সম্ + √ই + অ) = ধর্ম্মাতি-গমন = ধর্ম্মপ্রাপ্তি = ধর্ম্মলাভ। পালিতে ‘সময়’-শব্দ নিম্ন লিখিত অর্থ সমূহে প্রযুক্ত হইয়া থাকে :—

“সমবাসে ধণে কালে সমূহে হেতু-দিট্টিহু।

পট্টিলাভে পহাণে চ পট্টিবেধে চ দিস্সতি ॥” অ০ প০ ৭৭৮।

“অধ্ধাতিসময়া ধীরো পণ্ডিতো’তি পবুচ্চতীতি”—এবমাদিসু পট্টিলাভো—’ স০ পা০ ৪৮ পৃঃ।

৩৬ ‘মহাসময়সুত্ত’ দীঘনিকায়ের ২০ সংখ্যক।

‘মহামঙ্গলসুত্ত’ সুত্তনিপাতের উরগবগ্গের ৬ সংখ্যক, এবং ‘পরাতবসুত্ত’ সুত্তনিপাতের চুলবগ্গের ৪ সংখ্যক।

‘সমচিত্তপরিয়ায়সুত্ত’, Trenckner বলেন ইহা অনুত্তরনিকায়ের ২. ৪. ৫এ লিখিত অংশের সহিত অভিন্ন। Rh. D. ইহাতে এই আপত্তি করেন যে, যদিও ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে (২.৪ স্থানে) দশটি সূত্র ‘সমচিত্তবগ্গ’ নামে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি, প্রত্যেক সূত্রের কোন পৃথক্ পৃথক্ নাম নাই; পুরোক্ত শীর্ষকও সিংহলীয় পুস্তকে দেখা যায় না, আর বিশেষ কথা এই যে ‘সমচিত্তপরিয়ায়’ ও ‘সমচিত্ত’ এই দুই শব্দও সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে।

‘রাহলো’বাদসুত্ত’, রাহলের নামে অনেক সূত্র পাওয়া যায়; M. N. Vol. III. Part III. pp. 277-280 (147) ; S. N. XXXIV. 120 ; হু. নি. চুলবগ্গ, ১১ ; Rh. D. মনে করেন এখানে ম. নি. এর ‘চুলরাহলো’বাদ’ই ধরা হইয়াছে।

৩৭ ‘ধুত’ক’, ধুতাক ; বিষয় ইহাতে চিন্তের রাগ নিবৃত্তির জন্য অনুর্তের আচার-

বিশেষ। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন—“বৃত্তকিলেসম্ভা
বৃত্তস্ব ভিক্খুনো অস্মাতি, কিলেসধুননভো বা বৃত্তন্তি লক্খবোহারঞাং
অঙ্গং এতেস’তি বৃত্ত’দানি; অথবা বৃত্তানি চ তানি পটিপক্খনিদ্ধুননভো অস্মানি
চ পটিপত্তিরা’তি’পি বৃত্ত’দানি।” ইহার প্রয়োজনসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—
“ভগবত্তা পরিবত্তলোকামিসানং কারে চ জীবিতে চ অনপেক্খানং অমুলোম-
পটিপদং যেষ আরাধেতুকামানং কুলপুত্তানং তেহস বৃত্ত’দানি অমুলোম-
বি. মং ৩৭-৩৮ পৃ:। এই ত্রয়োদশবিধ বৃত্তাঙ্গ যথা—গংসুকুলিক’ঙ্গং, তেটীবরিক’ঙ্গং,
শিগুপাতিক’ঙ্গং, সপদানচারিক’ঙ্গং, একাসনিক’ঙ্গং, পত্তশিগিক’ঙ্গং, ধনুগচ্ছা-
ভত্তিক’ঙ্গং, আরজ্জক’ঙ্গং, রুক্খমূলিক’ঙ্গং, অবভোকাসিক’ঙ্গং, সোসানিক’ঙ্গং,
যথাসহিতক’ঙ্গং, নেমজ্জিক’ঙ্গং। যে ভিক্ষু এই সকল আচারের বতগুলি অঙ্গষ্ঠান
করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ততই মঙ্গল। ইহার বিশেষ বিবরণের জন্য বি. মং
২ পরিচ্ছেদ (৩৭-৫১ পৃ:) দ্রষ্টব্য।

৩৮ নবাক বুদ্ধশাসন; নবাক যথা—১ স্তূত; ২ গেয়া (গাথামিশ্রিত স্তূত); ৩ বেয়াকরণ
(সমগ্র অভিধর্মপিটক, গাথাহীন স্তূত, ও অপর অষ্ট একে অসংগৃহীত বুদ্ধবচন);
৪ গাথা (ধর্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা এবং স্তূতনিপাতের মধ্যে মধ্যে ‘স্তূত’ নামে
অগৃহীত অমিশ্রিত পদ্য); ৫ উদান (খুদকনিকায়ের চতুর্থ অংশ, যাহা উদান-
নামেই প্রসিদ্ধ আছে); ৬ ইতিবৃত্তক (খুদকনিকায়ের অন্তর্গত ১১০ টি
স্তূত, ইহাদের পূর্বে “বৃত্তং হে’তং ভগবা’তি”—এই অংশ চুই আছে বলিয়া ঐরূপ
নাম হইয়াছে); ৭ জাতক (বুদ্ধের পূর্ব জন্ম বিবরণ ৫৫০ টি গল্প, ইহাও খুদক-
নিকায়ের অন্তর্গত); ৮ অবতুতধম্ম (যে সকল স্তূতস্তের আদিতে “চত্তারো’মে
ভিক্খবে অচ্ছিন্নিয়া অবতুতা ধম্মা”—এইরূপ উল্লেখ করিয়া কিছু আশ্চর্য্য-অনুত
বিষয় ভগবান বলিয়াছেন); ৯ বেদল (এ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন—“চুলবেদল-
মহাবেদল-সম্মাদিটি-সকপএহ-সম্মারভাজনিয়-মহাপুঞ্জমস্তূতাদরো সর্ব’পি বেদং
চ তুট্ঠি চ লক্কা পুচ্ছিতস্ত’ত্তা বেদল’ন্তি বেদিতব’ং”)।—Childers. বিশেষ
বিবরণের জন্য অং. সাং ২৬ পৃ:; সং. পাং ১৩ পৃ: দ্রষ্টব্য।

৩৯ ‘হরুত্তর’, হৃৎথে যাহাকে উত্তর দেওয়া যায়।

৪০ ‘হ্রাবরণ’, উত্তর দিয়া যাহাকে আবৃত-আচ্ছন্ন-নিরস্ত করা শক্ত।

৪১ ‘রগংজহো’, রগ শব্দে এখানে পাপ, “পাপে যুদ্ধে রবে রণো”—অং. পং ১০২৬;
জহ-শব্দের অর্থ পরিত্যাগী (✓হা), অতএব ‘পাপ পরিত্যাগী’ অর্থ করাই যুক্তিবৃত্ত;
‘পাপবিজয়ী’ অর্থ ঠিক নহে। Rh. D. লিখিয়াছেন—“victorious in the
struggle with evil.”

- ৩০ 'পরিক্খার', পরিকার; ভিক্ষুগণের নিরলিখিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের নাম 'পরিক্খার', যথা—পাত্র, খিচীবর, কারবন্ধন (কটিবন্ধন হ্রদ), বাণী (কুর), হুচী, ও পরিআবণ (জল ছাঁকনী) ।—অ. প. ৪৩৯ ।
- ৩১ 'ধর্মজ্ঞান' শব্দটি কিরূপে পরবর্তী সময়ে তওয়াি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, লক্ষণীয় ।
- ৩২ 'সামারিকো', সিংহল ও Tironekner উভয় সংস্করণেই এই পাঠ আছে, কিন্তু খুব সম্ভব এখানে 'সামারিকো' হইবে; তুলঃ—“তং ধারয়ন্তেহু ভিক্ষুহু পূব্বে একো ভিক্ষু সর্বসাময়িকপরিসায় নিদীদিহা...,” অ. সা. ২৮ পৃঃ ।
- ৩৩ 'পঞ্চনেকারিকা', 'চতুর্নেকারিকা', পঞ্চ নিকার ও চতুর্নিকায়ের-জ্ঞাতা; পঞ্চ নিকায়, যথা—দীঘনিকায়, মজ্জিমনিকায়, সংযুতনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদকনিকায় । অঙ্গুত্তরনিকায় ভিন্ন অপর চারিটিকে চতুর্নিকায় বলা হয় । অ. সা. ২৫ পৃঃ; স. পা. ৭, ১২ পৃঃ ।
- ৩৪ 'ইন্দ-বম...', বৌদ্ধসাহিত্যে প্রসিদ্ধ দেবগণের নাম দীঘনিকায়ের হুচীপত্রে (Vol. II. pp. 366-367.) দেব-শব্দে সংগৃহীত হইয়াছে । এখানে বোধ হয় 'বাম'-অর্থে 'সুবাম', শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে । 'তুসিত' ও 'সন্তুসিত' ভিন্ন । 'বাম' ও 'সন্তুসিত' দেবের নাম ব্রাহ্মগণের পুরাণেও দেখা যায়,—“বামা দেবাঃ সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেহতরে;” “পারাবতাঃ সন্তুসিতা দেবাঃ স্বারোচিষেহতরে;” বৃ. না. পু. ৩৭. ২৩-২৪ ।
- ৩৫ 'বেদস্ববাগপরাধিকো বিয় যক্খো,' তুলঃ—মেঘদূতের স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ ।
- ৩৬ 'কেদরসীহ', বৌদ্ধ উপাখ্যানাবলীর মধ্যে হিমালয় পর্বতে চতুর্বিধ সিংহের কথা জানিতে পারা যায়, যথা—ভৃক্ক, কাল, পাণ্ডু ও কেশর । কেশরসিংহ নামঃ সানী, ও ইহার মুখ, লেজ ও পায়ের গোড়ালী খুব লাল । See M. Bud. p. 18.
- ৩৭ 'বাহির কথা', বাহ্যকথা, অর্থাৎ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বাহিরের কথা, অব-তরণিকা ।
৩৮. ১ পুংগল=পুংগল, “পাণো সরীরী ভূতং বা সন্তো দেহী ৫ পুংগলো । জীবো পাণো পলা ভন্ত জনো লোকো তথাগতো ।” “সত্তে তস্মানি পুংগলো ।”—অ. প. ২৩, ২০৮৬, “দেহেহেত্যাশ্মনি পুংগলঃ”—রুদ্র; “পুংগলং জন্মরাকারে ত্রিষু পুংস্যাশ্বেদেহয়োঃ”—মেঘিনী; “পুরাণাৎ গলনাদ্ দেহে পুংগলাঃ পরমাণবঃ”—ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকার ত্রীধর-শামি-শ্রুত বচন । “স্পর্শরসগন্ধবর্ণরসঃ পুংগলাঃ” । “শব্দবন্ধসৌন্দর্য্যহৌল্যসংহান-ভেদতমস্ছারিতপোদ্যোতবস্ত্ৰচ ।” ত. গ. হ. ৫. ২৩-২৪ ।
- পুংগল শব্দের এই সকল অর্থের মধ্যে এখানে জীব-জন্তু-জন-লোক-দেহী-শরীরী-মহুয়া বা ব্যক্তি অর্থই বুঝা যাইতেছে । নাগসেন এখানে অবয়ববিবাদ খণ্ডন করি-

তেছেন। বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন—অবয়ব-সমূহ হইতে অবয়বী নামে অল্প কোন পদার্থ নাই। পত্র পল্লব শাখাদি অবয়ব, ও বৃক্ষ অবয়বী ; এখানে এই বৃক্ষরূপ অবয়বী পত্র পল্লবাদি-রূপ অবয়ব হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে ; যেমন বনসঙ্গিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীকে ‘বন’ নামে ব্যপদেশ করা হয়, সেইরূপ অবয়ব অনেক হইলেও বনসঙ্গিবিশেষেতু ‘এক অবয়বী’ এই জ্ঞান হইয়া থাকে। নীমাংসকগণ অবয়বীকে অবয়বসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও বলেন না, সম্পূর্ণ অভিন্নও বলেন না ; তাঁহাদের মতে অবয়বী অবয়ব-সমূহেরই অবস্থান্তর। সাম্রাজ্য ও বৈদান্তিক অবয়ব ও অবয়বীর অভেদই স্বীকার করেন। কেবল নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকই অবয়বীকে অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে করেন। দ্রষ্টব্যঃ—শাং দীঃ ৮১ পৃঃ ; ন্যাং দং ২. ১. ৩০-৩৬ ; ৪. ২. ৩... ; বেং দং শাং ২. ১. ১৫, ১৮ ; সাং তং কোং ৯ ; মিত্রগোষ্ঠী-পত্রিকা ১৮১৯. আখ্যায়িক কার্ত্তিক সংখ্যা, “অবয়ববিবাদ” প্রবন্ধ।

পুদ্গল-শব্দ যদিও আত্মাকে বুঝায়, তথাপি তাহা এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়াই মনে হয় ; রথ দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে তাহাই সমর্থিত হয়, এবং বক্ষ্যমাণ (৫১ পৃঃ, ১১-১২ পং) শ্লোকটিও এই পক্ষের অন্তর্কূল।

দ্রষ্টব্যঃ—“ধর্ম্মা এব উৎপদ্যমানা উৎপদ্যন্তে, ধর্ম্মা এব নিরুদ্যমানা নিরুদ্যন্তে ; ন পুনরত্র কশিচ্ আত্মভাবে সত্ত্বো বা, জীবো বা, জন্তুর্বা, পোষো বা, পুরুষো বা, পুদ্গলো বা,—যো জায়তে বা, হীয়তে বা, চ্যাবতে বাওপদ্যতে বা” ;—আর্য্যব্রহ্মসূত্র, শিঃ সং ২৩৬ পৃঃ ১৫—১৭ পং। “নাত্র কশ্চিদাত্মা বা সত্ত্বো বা, জীবো বা, পুদ্গলো বা—যঃ করোতি প্রতিসংবেদয়তি... ;”—তথ্যগতকোষহত্র, শিঃ সং ১৭২ পৃঃ ৬পং ; “নাত্র কশ্চিৎ কর্ত্তা ন ভোক্তাত্ত্ব নামসঙ্কেতাৎ ;”—পিতৃপুত্রসমাগম, শিঃ সং ২৫৬ পৃঃ ১৪পং ; “যাবদেব ব্যবহারমাত্রমেতৎ নামধেয়মাত্রং সঙ্কেত-মাত্রং সংবৃতিমাত্রং প্রজ্ঞাপ্তিমাত্রম্—” ঐ, ঐ, ২৫৭ পৃঃ ৭-৮ পং।

বৌদ্ধদর্শনে পৃথক্ অবয়বীর স্থায় পৃথক্ কোন আত্মাও স্বীকৃত হয় না, দ্রষ্টব্যঃ—২. ১. § ২৪ ; ২. ৩. § ৬ ; ৩. ৫. § ৬ ; ৩. ৭. § ১৫ ; অতএব পুদ্গল শব্দকে এখানে আত্মা-অর্থে ধরিলেও ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা ভাল বলিয়া মনে হয় না।

৪৬. ১০ ‘পঞ্চানন্ত’রিয়ং কল্পং, যে সকল কর্ম্মের ফলোৎপাদনে কাল বিলম্ব হয় না,—যাহাদের ফল পরলোকে না হইয়া এই লোকেই সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায় ; ইহা পঞ্চবিধ—মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, রক্তোৎপাদন, সংঘভেদ, ও অপরাধমূল্যস্তান্ন অন্নসংগ্রহ।

৫০. ২ ‘রথরশ্মি’, ৭ ও ১১ পংক্তিতে ‘যুগরশ্মি’ লিখিত হইয়াছে।

৫১. ২ “যথা হি অঙ্গ.....”, S.N. I. 135.

৫২. ১৬ রোহণের দশমাসিক সপ্ত বর্ষ যাবৎ শোণোত্তরের গৃহে যাতায়াত, ও তাহার

পরে নাগসেনের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ; ১. ১. ১১, ২০, ২১। অতঃপর Hardy টিকই অনুবাদ করিয়াছেন:—“The king enquired of the priest how old he was when he was ordained.” M. Bud. p. 443.

৬১. ৭ ‘সকিলেসো’, সন্দেশ; ; সন্দেশ-অর্থ রাগ, ঘেব ও মোহ; “তিনি অকুললম্বানি—
লোভো, মোহো, মোহো; তদেকট্টা চ কিলেসো।”—বিং ২০৮ পৃ:। দশ সন্দেশ
বলিতে এই সকলকে বুঝায়—লোভ, মোহ, মান, দৃষ্টি (মিথ্যা দৃষ্টি-বিধর্মসেবা),
বিচিকিৎসা (সন্দেহ), চিত্তের অকর্মণ্যতা বা আলস্য (‘ধীনং’=স্ত্যানং) ওদ্ধতা ও
পাপাহুষ্ঠানে নির্ভীকতা (‘অনোত্তপ্পং’=অনবতপ্যং)।

৬১. ২ উপাদান=অত্যধিক তৃষ্ণা; “তৃষ্ণাবৈপুল্যমুপাদানং”—শালিস্তবহজ, শি. ম.
২২২ পৃ: ৬ পং।

৬২. ১ ‘যোনিসো মনসিকারো’, পালির ‘মনসকার’ সংস্কৃতে ‘মনস্কার’; সংস্কৃতে ‘মনসিকার’-
শব্দও আছে। পালি (অ. প. ১৫২) ও সংস্কৃত উভয় কোষেই ঐ শব্দের পর্যায়-
রূপে ‘চিন্তাভোগ’ শব্দ লিখিত দেখা যায়, এবং অমরকোষের টীকাকার ভরত এই শব্দের
অর্থ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইনি বলেন—“মনস্কার ও চিন্তাভোগ শব্দ
মনের সুখাদি অল্পভাবে তৎপরতাকে বুঝায়; কেহ বলেন—তাহার অর্থ স্থৈর্য; কেহ
বলেন—ব্যাপার; কেহ বলেন—বাহ্যিক বস্তুলাভে চিত্তের নিরাকাজ্ঞতা, বা পুরি-
পূর্ণতা; কেহ বলেন—অনাগত বিষয়ের চিন্তাদি, অথবা মনে বা মনের নিশ্চয়, বা
মনে করা।” এস্থলে ‘মনসিকার’-শব্দের ব্যুৎপত্তিলাভ ‘মনে করা’ অর্থ ধরিলেই
যথেষ্ট হইতে পারে।

যোনি-শব্দের অর্থ জ্ঞান, কারণ ইত্যাদি (অ. প. ১৫৩, ৮৪৮)। সারসংগ্রহকার
বলেন—“যোনিসো মনসিকারো”তি-আদিস্থ ঞ্জাণে;—অর্থাৎ ‘যোনিসো মনসিকার’-
প্রভৃতি স্থানে যোনি-শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাহা হইলে ‘যোনিসো মনসিকার’ শব্দের
অর্থ হয় জ্ঞানপূর্বক মনে করা, বা মনে বিচার বা তর্ক করা।

মূলগ্রন্থে অব্যবহিত পরেই (৬৬ পৃ: ১১ পং) মনসিকারের লক্ষণ কি ? রাজানু এই
প্রশ্নে নাগসেন উত্তর দিয়াছেন যে, তাহার লক্ষণ ‘উহন’ বা তর্ক। আবার অন্তর্জ
(৪. ১. ১৭) বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি পরিণত হওয়ার, অষ্টবিধ কারণের মধ্যে
‘যোনিসো মনসিকারো’ অন্ততম। সে স্থলেও ইহার অর্থ জ্ঞানপূর্বক মনে বিচার বা
তর্ক হইতে পারে। Rh.D. প্রথম স্থলে অর্থ করিয়াছেন reasoning, এবং দ্বিতীয়
স্থলে করিয়াছেন—one’s own reflection.

দ্রষ্টব্য :—“সুতনিমিত্তং ভিক্ষুবে অবোনিসো মনসিকরোতো অহুস্সম্মো চে’ব কাম-
ছলো উপসম্মতি...”—অ. নি. (Part. I.) ১. ২. ১;—হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি ওত-

নিমিত্তকে অজ্ঞানপূর্বক মনে বিচার করে, তাহার অহংপর কাষাভিলাষ উৎপন্ন হয়।
 “বোনিসো তিক্খবে মনসি করোতো অহম্ময়া চে’ব বোজ্জবা উত্তকম্ভি”—ই ১.৮.৫—
 যে তিক্খগণ, যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক মনে বিচার করে, তাহার অহংপর-বোদ্ধমসমুহ
 উৎপন্ন হয়।

৩২. ১৬ কুশলধর্ম, জটব্য :—৩৩ পৃ: ২৪ পং।

৩২. ২১ তুল:—“জানিনো মম্মজা: সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।

যতো হি জ্ঞানিন: সর্কে পত্তপক্ষিমুগাদয়: ॥”—চণ্ডী।

“পঞ্চাঙ্গিভিচ্চাশিষোৎ”—বে. দ. শা. ১.১.১।

৩২. ২৫ প্রজ্ঞার লক্ষণ, জটব্য :—২.১. § ১৪; ৭৫ পৃ:।

৩৩. ৭ ‘যোগাবচরো’, তুল :—সংগামাবচরো, কামাবচরো, রূপাবচরো ইত্যাদি; জটব্য:—
 “যোগাবচরো ..যোগং করোতি”, ২. ১. § ১০; ৬৮ পৃ: ৮ পং। অতএব যোগাবচর-
 শব্দের অর্থ ‘যোগী’ অসঙ্গত নহে। মহাযান গ্রন্থে এতাদৃশ স্থলে যোগী শব্দ দেখিতে
 পাওয়া যায়।

৩৩. ১১ এখানে কুশল-শব্দের অর্থ পুণ্য।

৩৩. ১২ ধর্ম-শব্দ পালিতে বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়; যথা—পুণ্য, মনের গ্রাহ বিষয়, স্বভাব,
 পর্যাণ্টি (বুদ্ধবচন ত্রিপিটক) ভায়, সত্য, প্রকৃতি (অবস্থা) জ্ঞেয়-বিষয়, গুণ, আচার,
 সমাধি, নি:সম্বতা, দোষ-প্রাপ্তি (আপত্তি) ও কারণ প্রভৃতি;—অ. প. ৮৫, ২৪, ৭৮৪
 ইত্যাদি। বুদ্ধদেব লিখিয়াছেন:—“ধম্মসকো পনায়ং পরিয়ত্তি-হেতু-গুণ-নিস্সত্ত-
 নিজ্জীবতাদীসু দিস্সতি। অয়ং হি ধম্মং পরিয়াপুণাতি সত্তং গেয়ান্তি—আদিসু
 পরিয়ত্তিরং দিস্সতি। হেতুম্হি এণং ধম্মপটিসত্তিদা’তি—আদিসু হেতুম্হি। “নহি
 ধম্মো অথম্মো চ উত্তো সমবিপাকজো। অথম্মো নিরয়ং নেতি, ধম্মো পাপেতি
 অগুণতিং’তি—আদিসু গুণে দিস্সতি। তস্মিৎ থো পন সম্মে ধম্মা হোত্তি ধম্মেসু
 ধম্মানুপস্সী বিহরতীতি—আদিসু নিস্সত্তনিজ্জীবতায়ং।”—অ. স. ৩৮ পৃ:। এখানে
 ধর্ম-শব্দের অর্থ গুণ।

৩৪. ১৬ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়।

পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় বল :—শ্রদ্ধাবল, বীৰ্য্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। ৮৫.

১১ পংক্তির টীকা জটব্য।

✓সপ্তবিধ বোধ্য :—সুতিসম্বোধ্য, ধর্মবিচর., বীৰ্য্য., প্রীতি., প্রতিক্ষি. (স্থিরতা),
 সমাধি., ও উপেক্ষা.।

“বুদ্ধ্যতীতি বোধি, আরম্ভবিপস্সকতো পট্টমার যোগাবচরো; যার বা শো সত্তি-
 আধিকার ধম্মসামগুণিয়া বুদ্ধ্যতি, সচ্চানি পট্টবিদ্ধ্যতি, কিলেসনিদ্ধাতো বা বুদ্ধ্যতি,

কিলেসসকোজাতাবত্তো বা মঙ্গলকল্লভিরা বিকসতি, সা ধম্মসানঙ্গী বোধি ; তস্ম
বোধিস্ম তস্মা বা বোধিরা অকৃত্তা কারণত্বাতি বোদ্ধা.....” (অ. ৫০ স. ০
টাকা ১৩০ পৃঃ) —বোধি-শব্দের অর্থ যে বৃদ্ধ বা জ্ঞানলাভ করে, বিশিস্তনা-আবৃত্তকারী
হইতে বোধী (বোধের জন্য উদ্যোগকারী) পর্যন্ত জীব ; অথবা স্মৃতি প্রভৃতি যে
সকল তত্ত্বজ্ঞানের সাহচর্য দ্বারা লোক সত্যসমূহ জানে—তাহাতে প্রবেশ, বা ক্লেশ-
(রাগ, দ্বেষ ও মোহ) রূপ নিদ্রা হইতে উখিত হয়, বা ক্লেশজনিত সঙ্কোচের অভাব হেতু
প্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গ ও কলের প্রাপ্তি জন্য বিকশিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানের
সাহচর্য নাম বোধি ; সেই বোধির অকৃত্ত অর্থাৎ কারণ স্বরূপ বলিয়া স্মৃতি প্রভৃতির
নাম বোধ্যক ।

চতুর্বিধ নির্মাণ মার্গ :—প্রোতাপত্তি, সন্ধদাগামী, অনাগামী, ও অর্হৎ ।

চতুর্বিধ সত্ত্বাপনান :—কামসত্ত্বাপনান, বেদনা স্ত্ব., চিত্ত স্ত্ব., ও ধর্ম স্ত্ব. ।
“চত্তারো”মে ভিক্ষবে সতি পট্টানা । কতমে চত্তারো ? ইধ ভিক্ষবে, ভিক্ষু কামে
কামাস্পস্সী বিহরতি, আতাপী সম্পজানো সতিমা বিঞ্ঞেয্য লোকে অভিজ্জা-
দোমনসসং ; বেদনাস্স...পে...চিত্তে, ধম্মেহু ধম্মাস্পস্সী...অভিজ্জাদোমনসসং”, প. ০
স. ০ (Vol. II) ২৩২ ।

চতুর্বিধ সমাক প্রধান চেষ্টা :—উৎপন্ন পাপসমূহের বিনাশের জন্ত চেষ্টা ; অহুৎপন্ন
পাপসমূহ বাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে তজ্জন্ত চেষ্টা ; অহুৎপন্ন পুণ্যসমূহের উৎ-
পাদনের জন্ত চেষ্টা ; ও উৎপন্ন পুণ্যসমূহের বহুলীভাব সম্পাদনের জন্ত চেষ্টা ।

চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ :—“ইচ্ছাতি অধিট্টানাদিকং এতবা”তি ইচ্ছি, ইচ্ছিবিক-ঞাণং
ইচ্ছিয়া পাদো ইচ্ছীদো ; (অ. ৫০ স. ০ টাকা, ১২২ পৃঃ) —বাহার দ্বারা সন্ধাদি
সিদ্ধ হয়, তাহার নাম ঋদ্ধি, ঋদ্ধি শব্দে ঋদ্ধিবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে, ঋদ্ধির
পাদ (অর্থাৎ অংশ বা অঙ্গ) ঋদ্ধিপাদ অর্থাৎ বিভূতির অঙ্গ বা উপায়, ঐন্দ্রজালিক
অলৌকিক শক্তি লাভের উপায় । ঋদ্ধি বা বিভূতি শ্রোতাদগমনাদি ভেদে দশবিধ,
যে সকল উপারে এই ঋদ্ধি লাভ করা যায় তাহাদিগকেই ঋদ্ধিপাদ বলা হয় । ঋদ্ধি-
পাদ চতুর্বিধ, যথা—হ্রস্ব-ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভ করিবার সঙ্কল্প), বীৰ্য্য-ঋদ্ধিপাদ
(ঋদ্ধিলাভের জন্ত যথোচিত উদ্যম), চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের জন্য চিন্তা), ও
বীমাংসা-ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের জন্য অহুসঙ্কান) । বিশেষ বিবরণ—প. ০ স. ০
ন. ০ (Vol. II) ২০৫-১৪৮

চতুর্বিধ ধ্যান :—“বিতক-বিচার-পীতি-সুখে”কগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঞানং, পীতি-সুখে’-
কগ্গতা-সহিতং দ্বিতীয়জ্ঞানং, সুখে’কগ্গতা-সহিতং উপেক্ষে’কগ্গতা-সহিতং
চতুর্থজ্ঞানং ।” ধ্যান-অভ্যাসকারী ধ্যানের প্রথমাবস্থায় ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে বিতর্ক

বিচার শ্রীতি ও অর্থ এই সবতকেই অহুত্ব করেন, বিচারাবহার বিচার ও বিতর্কের
লোপ হইয়া কেবল শ্রীতি ও অর্থ-অহুত্ব থাকে, তৃতীয়াবহার কেবল অধিবাস্তব
মাত্র থাকে, এবং চতুর্থাবহার তাহার অর্থ-অহুত্ব কিছুই অহুত্ব থাকে না ।
অষ্টব্য—বিং ১০৫ ।

অষ্টবিধ বিমোক্ষ, ইহাও ধ্যান বিশেষ, যথা—“রূপী রূপাণি পদসতি—অয়ং পঠিমো
বিমোক্ষো, অস্ত্যন্তং অরূপসংগ্ৰহী বহিষ্কা রূপং পদসতি—অয়ং হৃতিমো বিমোক্ষো,
অন্তঃস্থেব অধিমুক্তো ভবতি—অয়ং ততিমো বিমোক্ষো,...” বিং ৩৪২-৩ । এই বিমোক্ষ
আবার ত্রিবিধ ও অষ্টবিধ-বিধও আছে ; পং সং মং (Vol. II.) ৩৫...পৃঃ ।

সমাপত্তি=প্রথম ধ্যানাদিজনিত পরপরবর্তী অবস্থা বিশেষের প্রাপ্তি ; Childers
ইহা অষ্টবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিভজে (৩৪২ পৃঃ) “সংগ্ৰহাবেদিত-
নিরোধ-সমাপত্তি” নামে আরও একটু ধরিয়া নয়টি সমাপত্তির কথা বলা হইয়াছে ।

“সমাপত্তীতি নব অহুপূর্ববিহারসমুপত্তিমো”—ঐ ।

৬৪. ২২ ‘ভূতগাম’-শব্দের অর্থ এখানে ‘জীব-সমূহ’ না হইয়া ‘ভূগুণাদি’ হইবে ;
(২. ৩. § ৫ ; ১০৮ পৃঃ ২৪ পং) । “ভূতগাম...”তি এখ ভবন্তি অহেতুঃ (‘অহব’-স্তি—
সং পাং) চা’তি ভূতা, জায়ন্তি বভূতন্তি, জাতা বভূতিতা’চাতি অথো ; গামো’তি রাসী ;
ভূতানং গামো, ভূতা এব বা গামো’তি ভূতগামো ; পতিটুঠিতহরিততিগন্ধকথা-
দীনমেতং অধিবচনঃ” (কং বিং ১০০ পৃঃ) ;—যাহারা জাত হয় বা জাত হইয়াছিল—
যাহারা জাত হইয়া বর্ধিত হয়, তাহার নাম ভূত ; গ্রাম শব্দের অর্থ রাশি বা সমূহ ;
ভূতগ্রাম-শব্দে হরিত-ভূগুণাদিকে বুঝায় ।

৬৬. ৩ “আতীপীতি’ বিরিয়বা, বিরিয়ং হি কিলেসানং আতাপনপপিতাপনট্টঠেন
আতাপো’তি বুদ্ধতি, তদস্ স অখীতি আতাপী । ‘নেপকো’তি নেপকং বুদ্ধতি
পঞ্জা, তায় সমগ্গাগতো’তি অথো ।”—বিং মাং ৩ পৃঃ ।

এই শ্লোকটির অনুবাদ বিহুজ্জিমগুণের বুদ্ধিবোধ কৃত অনুবাদ অনুসরণ করিয়া করা
হইয়াছে । বিং মাং ১ পৃঃ ।

৬৭. ৫ ‘অজ্ঞানমগ্গপটিপন্নস্’, অজ্ঞান ও মগ্গ (‘অজ্ঞানম্ অগ্গ’নহে) এই উভয় শব্দই
পৃথক্ পৃথক্ পথবাচী হইলেও একত্র প্রযুক্ত হইয়া দীর্ঘ পথকে বুঝাইতেছে ;
‘অজ্ঞানমগ্গপটিপন্নস্যা’তি অজ্ঞানমজ্ঞাতং দীঘমগ্গং পটিপন্নস্”—কং বিং
৮০ পৃঃ । অতএব অনুবাদে ‘পথের অগ্রে’-স্থলে দীর্ঘপথে’ পড়িতে হইবে ।

৬৭. ২৩ Rh. D. বলেন—উদকপ্রগাদকমণি-শব্দে এখানে মহাদদনসত্ত্বের (D. N. Vol.
II. p. 175 ; (D. xvii. 1. 14) ‘মণি-রতন’কে লক্ষিত করিতেছে । কিন্তু সেখানে ঐ
মণির অদ্বুত দীপ্তির কথা জানা যায়, কিন্তু জল পরিষ্কারের কোন কথা নাই ।

৬৮. ১২ “তং উকংপপুরেবা,” Cf. S. N. ii. 32 ; v. 396 ; A. N. I. 243 ; II. 114-19.
৬৯. ১. ওষ চতুর্বিধ যথা—কাম, ভব, (মিথ্যা-) দৃষ্টি ও অবিদ্যা ।
৬৯. ১০ “সদ্ধায়স্বজ্ঞাতীতি”, S. N. i: 214 ; Su. N. I. 10. 4.
৭১. ২৩ স্বত্বাপস্থান-প্রভৃতির অর্থের জন্য ৬৪ পৃ. টীকা দ্রষ্টব্য । অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি (দর্শন), সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কৰ্ম্মান্ত (আচার), সম্যক্ আজীব (জীবিকা), সম্যক্ ব্যায়াম (উদ্যম), সম্যক্ শ্রুতি (অবধান) ও সম্যক্ সমাধি ।
৭১. ৫ “অপিলাপন-লক্ষণা.....সতি”, নে. প. ২৮, (‘অপিলাপন’ ইঠেন সতি) ১৫, ৫৪ । ‘অপিলাপন’-শব্দের অর্থ Prof. E. Hardy, Rh. D. প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—repeation.
৭১. ৭ ‘কণ্হ-স্কক’, অর্থাৎ কাল-সাদা, মলিন-অমলিন, অবিভক্ত-বিভক্ত, পাপ-পুণ্য ; “অথি কন্মং কণ্হং কণ্হবিপাকং, অথি কন্মং স্ককং স্ককবিপাকং, অথি কন্মং কণ্হস্ককবিপাকং, অথি কন্মং অকণ্হং-অস্ককং অকণ্হ-অস্ককবিপাকং কন্মু’ত্তমং কন্মসেট্ঠং কন্মকথায় সংবত্ততি,”—A. N. II. p. 230 ; N. P. p. 159 ; “অথি পুগ্গলো কণ্হো কণ্হাভিজাতিকো কণ্হং ধম্মং অভিজায়তি ..” N. P. p. 158 ; Cf. A. N. III. p. 384. sq. “ ‘কণ্হং ধম্মং অভিজায়তীতি’—কালকং দ্ধসবিধং হুসীলধম্মং পসবতি কয়োতি...‘স্ককং ধম্ম’ত্তি’—অয়ং পূর্ব্বে’পি পুঞ্ঞং অকতত্তা পুঞ্ঞসজাতং স্ককং পণ্ডরং ধম্মং অভিজায়তি ।” Commentary to N. P. p. 245 ; “স্ককো ধম্ম উপ-জায়তে”—পা. দ. (ব্যাসভাষ্য) ১. ৩৩ ।
৭২. ২৫ ‘এই শাস্তি’, (‘সমথো’), অর্থাৎ শম ; “চেতো বিক্কেপপট্টসংহরণলক্ষণো সমথো” (N. P. III. A. § 4, p. 27)—সমথের লক্ষণ চিত্তের বিক্লেপকে সংহার করা । ‘বিদর্শন’ (‘বিপস্সনা’), বিশেষভাবে দর্শন ; “তথ যা বীমাংসা উপপরিচ্ছা, অয়ং বিপস্সনা” (Ibid. § 7 ; p. 42)—মীমাংসা-উপপরীক্ষার নাম ‘বিপস্সনা ।’ “ইমে ধে ধম্মা ভাবনাপারিপূরিং গচ্ছন্তি—সমথো চ বিপস্সনা চ । ইমেসু বীসু ধম্মেসু ভাবিয়মানেসু ধে ধম্মা পহীযান্তি -তণ্হা চ অবিজ্জা চ” (Ibid.)—সমথ ও বিপস্সনা সম্পূর্ণ ভাবিত হইলে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা নষ্ট হয় । “যেন তণ্হাসুসয়ং সমুহন্তি, অয়ং সমথো ; যেন তণ্হাসুসয়স পচ্চয়ং অবিজ্জং বারয়তি, অয়ং বিপস্সনা” (Ibid. p. 43)—যাহা দ্বারা তৃষ্ণানুশয়কে বিনাশ করা যায় তাহা সমথ, এবং যাহা দ্বারা তৃষ্ণানুশয়ের কারণ অবিজ্ঞাকে বারণ করা যায় তাহার নাম বিপস্সনা । “তথ সমথসু ফলং রাগবিরাগা চেতোবিমুক্তি ; বিপস্সনায় ফলং অবিজ্জাবিরাগা পঞ্ঞাবিমুক্তি”.

(*Ibid.*)—সময়ের কল রাগ-বিরাগ হইতে চিত্তের বিমুক্তি, এবং বিপদসনার কল অবিকারাগ হইতে প্রজ্ঞার বিমুক্তি। “কন্তাবদয়ঃ শমো নাম ? ব আৰ্য্যাকরমতিস্বজ্ঞে শমথ উক্তঃ। তত্র কতমা শমথাকরতা ? বা চিত্তস্য শান্তিরূপশান্তিরবিক্রপেকেন্দ্রিয়সংযমঃ.....। কিং পুনরস্য শমস্য বাহ্যদ্বাং ? যথাভূতজ্ঞানজননশক্তিঃ (Cf. “শমথপরিশোধিতচিত্তসন্ধানে প্রজ্ঞায়াঃ প্রোহৃতাবাং, সুপ্রশোধিতকেন্দ্রে শস্য-নিশ্চিন্তিরভূৎ” বো. চ. প. ১. ১) যদ্বাং—সমাধিতো যথাভূতঃ প্রজ্ঞানাতীত্যবদ-মুনিঃ।”—শি. স. ১১৯. ৯-১১।

‘বিদ্যা’, “সর্ববদ্ব্যসম্পটবৈধলক্খণা বিজ্ঞা” (*Ibid.* p. 29)—বিদ্যার লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা সমস্ত বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়কে যথাযথরূপে জানিতে পারা যায়।

‘বিমুক্তি’, Childers বলেন, ইহা পঞ্চবিধঃ—ভাদ্রবিমুক্তি, বিক্খভনবিমুক্তি, সমুচ্ছেদবিমুক্তি, পঠিপসংক্খিবিমুক্তি, ও নিস্সরণবিমুক্তি ; দ্রষ্টব্যঃ—

“সীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুক্তি চ অমুত্তরা।

অমুত্তরা ইমে ধম্মা গোতমেস যসস্সিনা ॥”

D. N. Vol II. 123 ; K. V. Vol. I. 115.

৭২. ১৭ ‘ভাণ্ডাগারিক,’ Rh. D. বলেন ভাণ্ডাগারিক-শব্দে মহাস্থদস্সন স্তব্ধস্তের ‘গহ-পতি’রতন’কে সূচিত করা হইয়াছে, D. N. Vol. II. p. 176 (D. xvii. 1.16).

৭৩. ২০ Rh. D. বলেন পরিনায়করতন-শব্দেও মহাস্থদস্সন স্তব্ধস্তের পরিনায়করতন সূচিত হইতেছে। *Ibid.* p. 177.

৭৪. ৩ “ভাসিত..... বদাষীতি”—এই অংশটুকু Rh. D. এর অনুবাদে দেখা যায় না। ইহা কোথা হইতে উদ্ধৃত অবৈধগীর্ণ।

৭৪. ৭ ‘সমাধিপোণা’—সমাধিপ্রবণা, প্রবণ=আসক্ত (হেমচন্দ্র) ; “সমরাচারপ্রবণা”—বি. পু. ৬. ১. ১১ ; তুলঃ—পোণ (প্রবণ)=*prone*, L. *pronus*.

৭৪. ২২ ‘সমাধিপ্রাগ্ভার’, অর্থাৎ সমাধির দিকে অতিমুখ ; তুলঃ—“বা তু (চিত্তনদী) কৈবল্যাগ্রাগ্ভারা বিবেকবিষয়নিয়া”—পা. দ. (বাসভাষ্য) ১. ১২ ; “ভবত্যসৌ তৎ-প্রবণস্তম্নিঃ”—শি. স. ১০৬. ১৩ ; “ধর্মনিয়তা ধর্মপ্রবণতা ধর্মপ্রাগ্ভারতা”—ঐ. ১২১. ৮।

৭৪. ২৪ গোপানদী’, ইহার অপর নাম বলভী বা বড়ভী। ইহা গৃহের কোন অংশকে বুঝায়, তৎসম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য ; এখানে যে সকল অর্থ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে “পটলভ্রাধো বংশপঞ্জরম্”—ইতি ভট্টঃ—এই অর্থটিই এখানে সঙ্গত বোধ হয়। পটল (ছদি) শব্দের অর্থ ছাদ বা চাল, তাহার নীচে

যে সকল বাণের উপর বাতা দিবা ঋতু দেওয়া হয়, ঐ বাণগুলিই ‘বংশ পঞ্জর’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। “গৃহাশমগ্রভাগে দত্তবক্রকাঠং, ‘মুদনী’ ইতি ভাষা”—ইতি অমরটীকা সারস্বতী। গোপানাদী ধ্রুবে বক্র, তাহা পালিসাহিত্যে বহুস্থানেই দেখা যায়। Rh. D. ঐ শব্দের অমুবাদ করিয়াছেন—rafter.

৭৬. ৬ “সমাধিং তিক্খবে.....পজ্ঞানাতীতি,” S. N. iii. p. 13 ; “সমাহিতো যথাভূতং জানাতীতাবদম্মুনিঃ” বো. চ. প. ৯. ১ ; “সমাহিতচেতসো যথাভূতদর্শনং ভবতি—” ধর্মসঙ্গীতি, ঐ ; শি. স. ১১৯. ৯-১১ ; “সমাহিতো যথাভূতং প্রজ্ঞানাতী-তাবদম্মুনিঃ। শমাচ্চ ন চলেক্কিত্তং বাহাচেট্টানিবর্তনাং”—শি. স. XLI; “সমাহিত-চিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেক উপাবর্ততে, যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি”—পা. দ. (ব্যাসভাষ্য)
- ১.২০ ; “সমাহিতচিত্তশ্চ ভাবয়ন্ সম্যগ্ বিজ্ঞানাতি”—ঐ ভোজবৃত্তি ; “সমাহিত-চিত্তো যথাভূতং প্রজ্ঞানাতি, যথাভূতং পচোতি”—ম. ব্য. ৮১. ৬।

৭৬. ৩ ‘বিদংসেতি’, = বিদর্শয়তি ; র = ং, যথা—সংগ্রহর্ষয়তি—সংগ্রহংসেতি ; শব্দরী = সংবরী ; পা. প্র. ১. ২৫।

৭৬. ১৫ আর্ঘ্যাসত্য সমূহ—হুঃখ, হুঃখসমুদয় (কারণ), হুঃখনিরোধ ও হুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা।

৭৬. ১৬ ‘আত্মাতাব (অনন্তা),’ আত্মা-শব্দের অর্থ ঈদৃশ স্থলে স্বভাব, অতএব আত্মাতাব-শব্দে স্বভাবহীনতা বা নিঃস্বভাবতা বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধদর্শনে সমস্ত ধর্ম বা বিষয়ই নিরাত্মা, নিঃস্বভাব ; কাহারো নিজের কোন ভাব বা সত্তা নাই। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থানবিশেষে ইহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—মানবশরীরে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান এই ষাটু আছে। এই ষাটু আবার বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। শরীরে কেশ লোম নখ দস্ত প্রভৃতি যে সকল কঠিন পদার্থ দেখা যায়, তাহা আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু ; শরীর ভিন্ন অপরস্থলে যাহা কিছু প্রস্তরাদি কঠিন বস্তু দেখা যায়, তাহা বাহ্য পৃথিবীধাতু ; অন্ত্যাত্ম ধাতু সর্বদেও এইরূপ। এখন এই যে আধ্যাত্মিক পৃথিবীধাতু উৎপন্ন হইতেছে, ইহা ত উৎপত্তির সময় কোন স্থান হইতে আসিতেছে না, এবং নিরোধ বা ধ্বংসের সময়ও কোনো স্থলে গিয়া রাশীভূত হইয়া থাকে না। কিন্তু এমন সময় আছে, যখন জী অন্তর্ভাবে (অধ্যাত্ম্য)নিজেকে আত্মি জী’ বলিয়া কল্পনা করে, এবং বহির্ভাবে পুরুষকে ‘পুরুষ’ কল্পনা করে ; অপরপক্ষে পুরুষও নিজেকে ঐরূপে ‘পুরুষ,’ ও জীকে ‘জী’ কল্পনা করে। অনন্তর পরস্পর সংযোগে আকাজ্জা বশত তাহাদের সংযোগ হয়, এবং তাহা হইতে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে। এখন, সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পরিতার মধ্যে বস্তুত কেহই নাই ; জীতে ‘জী’ নাই, এবং পুরুষেও ‘পুরুষ’ নাই। অতএব সেই সঙ্কল্প অসং, সঙ্কল্প অসং বলিয়া সংযোগও অসং, এবং

সংযোগ অসং বলিয়া গর্ভসঞ্চারণও অসং । স্বভাবতই বাহ্য নাই, তাহা কিরূপে কঠিন বস্তুকে উৎপাদন করিতে পারে । অন্তএব উৎপাদ্যমান কাঠিন্য কোন কোন হইতে আসে না, এবং নিরুধ্যমান কাঠিন্যও কোথাও যায় না । এই শরীরের পর্য্যবসান আশানে, সেখানে তাহার নিরুধ্যমান কাঠিন্য পূর্বদিকেও যায় না, দক্ষিণদিকেও যায় না, পশ্চিমদিকেও যায় না, উত্তরদিকেও যায় না, উপরেও যায় না, নীচেও যায় না । পৃথিবীধাতু এইরূপই দ্রষ্টব্য । অতএব পৃথিবী ধাতুর উৎপত্তিও শূন্য, বিনাশও শূন্য । সূত্রাং ব্যবহারমাত্র ভিন্ন পৃথিবীধাতুকে পৃথিবীধাতুস্বরূপে জানা যায় না ; এবং সেই ব্যবহারও কিছু জীবা পুরুষ নহে ।—

“বড্ধাতুরয়ং মহারাজ, পুরুষঃ....., কতমে যট ? পৃথিবীধাতুরাপোদাতুঃ..... । কতমশ্চ মহারাজ, আধ্যাত্মিকঃ পৃথিবীধাতুঃ ? যৎকিঞ্চিদগ্নিন্ কায়েহধ্যাত্ম্যং কক্খটত্বং খরগতমুপাত্তং কেশা দন্তা ইত্যাদি । তত্র মহারাজ, আধ্যাত্মিকঃ পৃথিবীধাতুরূপ-পদ্যমানো ন কুতশ্চিদাগচ্ছতি, নিরুধ্যমানো ন কচিৎ সন্নিচয়ং গচ্ছতি । তবতি মহারাজ, স সময়ে যৎ জী অধ্যাত্মমহং জীতি কল্পয়তি । সাধ্যাত্মমহং জীতি কল্পয়িত্বা.....বহির্ধা পুরুষং পুরুষ ইতি কল্পয়িত্বা সংরক্তা সতী বহির্ধা পুরুষেণ সার্থং সংযোগমাকঙ্কিতে । পুরুষোহপি...কল্পয়তীতি পূর্ববৎ । তয়োঃ সংযোগোক্তাকঙ্করা সংযোগো ভবতি, সংযোগ-প্রত্যয়াং কললং জায়তে । তত্র মহারাজ, যশ্চ সঙ্কল্পো যশ্চ সঙ্কল্পয়তি, উভয়-মেতন্ন বিদ্যাতে, ত্রিযাং জী ন সংবিদ্যাতে, পুরুষে পুরুষো ন সংবিদ্যাতে, যথা সঙ্কল্পস্তথা সংযোগোহপি কললমপি স্বভাবেন ন সংবিদ্যাতে । যশ্চ স্বভাবতো ন বিদ্যাতে, তৎ কথং কক্খটত্বং জনয়িষ্যতি,...কক্খটত্বমুৎপত্তমানং ন কুতশ্চিদাগচ্ছতি, নিরুধ্যমানং ন কচিৎ সন্নিচয়ং গচ্ছতি ।...অয়ং কায়েঃ...জানপর্য্যবসানো ভবতি, তস্ত তৎ কক্খটত্বং... নিরুধ্যমানং ন পূর্বাং দিশং গচ্ছতি, ন দক্ষিণাং, ন পশ্চিমাং, নোত্তরাং নোদ্ধং, নাধো, ন তু বিদিশং গচ্ছতি ।.....তত্র মহারাজ, পৃথিবীধাতোরূপাদোহপি শূন্যঃ, ব্যয়োহপি শূন্যঃ ; উৎপন্নোহপি পৃথিবীধাতুঃ স্বভাবশূন্যঃ । ইতি হি মহারাজ, পৃথিবী-ধাতুঃ পৃথিবীধাতুত্বেন নোপলভ্যাতে অতত্র ব্যবহারারাং । সোহপি ব্যবহারো ন জী ন পুরুষঃ । এবমেবৈতং মহারাজ, সম্যক্ প্রজ্ঞয়া দ্রষ্টব্যম্..... ।”—পিতৃপুত্রসমা-গম, শি. স. ২৪৪-২৫৬ ।

“স যাং কাঞ্চিদ্ বেদনাং বেত্তি সর্ক্সাং তামনিত্যবেদিতাং বেত্তি, সর্ক্সাং তাং হুঃখবেদিতাং বেত্তি, অনাত্মবেদিতাং বেত্তি ।”—শি. স. ২২৩ ।

এইজত্বই বেদদার্শনিকগণ বলেন—“নিরাত্মানঃ সর্বধর্ম্মাঃ ।” তুলঃ—

“বু দ্ধা বিবিচ্যামানানাং স্বভাবো নাবধারণ্যতে ।

অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাষাশ্চ দর্শিতা ॥

ইদং বস্তুবলান্নাতং যদন্তি বিপশ্চিতঃ ।

• যথা যথার্থশিষ্ট্যন্তে বিশীঘ্র্যন্তে তথা তথা ॥

সর্বদর্শনসংগ্রহ-খত লঙ্ঘ্যবতারহুয় ।

ইহাই বৌদ্ধদর্শনের নৈরাশ্র্যবাদ বা শূন্যবাদ । বস্তুতঃ সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, এবং অ-সদসৎও নহে ; কিন্তু এইসমস্ত পক্ষ হইতে বিনির্মুক্ত শূন্যই তাহার স্বভাব । ঘটাদি বস্তুর স্বভাব কি ?—স্ব ন৷ অস্ব ? যদি স্বই স্বভাব হয়, তবে ত ঘট সর্বদময়েই আছে, তাহার উৎপাদনের জন্ত কারকের অপেক্ষা থাকিতে পারে না ; আর যদি অস্বই তাহার স্বভাব হয়, তবে সে কখন উৎপাদিত হইতে পারে না বলিয়া পূর্বের ত্রায় কারকের অপেক্ষা থাকে না ।—

• “ন সতঃ কারক্যাপেক্ষা বোমাদেদিব যুজ্যতে ।

কার্য্যাস্তাসম্ভবী হেতুঃ ধপুজ্জাদেদিবাসতঃ ॥”

সর্বদর্শনসংগ্রহ ।

৭৭. ১৩ ‘এই সকল ধর্ম’, দ্রষ্টব্য :—২. ১. ১ ২ ; ৬৩ পৃ: ১৩ পং ।

৭৮. ২০ ‘কলল...’, দ্রষ্টব্য :—

“পঠমং কললং হোতি কললা হোতি অব্বুদং ।

অব্বুদা জায়তী পেসী, পেসী নিব্বত্ততী ঘনো ॥

ঘনা পসাথা জায়ন্তি, কেসা লোমা নথানি চ ॥”

—S. N. I. 206 ; J. Vol. IV. 496 ; K. V. (Vol. II.) 494.

৮০. ২১ ‘চরম বিজ্ঞান (পশ্চিম বিজ্ঞান)’, ইহার অর্থ এখানে চরম বিবেচনা নহে ; বৌদ্ধগণের আত্মশব্দবাক্য আলয়বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত বলিয়া মনে হয় । এই আলয়বিজ্ঞানও ক্ষণিক, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় । আলয়বিজ্ঞানরূপ মূল বিজ্ঞান প্রথম ক্ষণে ‘প্রথম বিজ্ঞান’ নামে, এবং দ্বিতীয় ক্ষণে ‘পশ্চিম বা চরম বিজ্ঞান’ নামে কথিত হয় (তুল্য :—“তত্ত্ব চ প্রথমবিজ্ঞানস্ত ঔপপত্ত্যংশিকস্ত সমনস্তরনিরুদ্ধস্ত অনন্তর-সভাগা চিত্তসমুত্তিঃ প্রবর্ততে । যত্র বিপাকস্ত প্রতिसংবেদনা প্রজায়তে । তত্র যশ্চরমবিজ্ঞানস্ত নিরোধস্তত্র চ্যুতিরिति সংখ্যাং গচ্ছতি, যঃ প্রথমবিজ্ঞানস্য প্রাচুর্ভাব-স্তদ্রোপপত্তিঃ । ইতি হি মহারাজ, ন কশ্চিদ্ধম্মোহম্মালোক্যাং পরং লোকং গচ্ছতি । চ্যুতুপপত্তী চ প্রজায়তে ॥”—শি. স. ২৫৩. ৫-৭) । বিজ্ঞানের ধারা বা প্রবাহ চলিতে থাকে । প্রথম বিজ্ঞানের সময়ে যে সকল ধর্ম ছিল, চরম বিজ্ঞানের সময় আর তাহারা থাকে না । অতএব, যেমন চরমবামের প্রাণীপে যে প্রাণীপ সংগৃহীত হয়, তাহা ঠিক পূর্বকায়টিও নহে, এবং অন্তও নহে, সেইরূপ চরম-বিজ্ঞানে যাহা গিয়া সংগৃহীত হইতেছে, তাহা ঠিক সেও নহে, অন্তও নহে । দ্রষ্টব্য:—

“ধর্ম্মা এব উৎপদ্যমানা উৎপদ্যন্তে ধর্ম্মা এব নিক্খ্যমানা নিক্খ্যন্তে। ন পুনরত্র কন্দিদ্যাত্তভাবে সঘো বা জীবো বা জন্মবো পোরো বা পুরুষো বা পুংগলো বা মহুজো বা জায়তে বা জীর্ষাতে বা চ্যবতে বা উৎপদ্যতে বা”—শি. সূ. ২৩৬. ১৪-১৬। আত্ম-বের শরীরগত রূপাদি গুণ বা ধর্ম্ম পর-পর শরীরে সন্নিহিত হয়। এইজন্য পর পর শরীর ঠিক একও নহে, অথবা ঠিক অস্তও নহে।

৮১.৯ ‘পচ্চর (প্রত্যর)’, “নিমিত্তং কারণং ঠানং পদং বীজং নিবন্ধনং। নিদানং পভবো হেতু সত্ত্ববো সেতু পচ্চরো”—(অ. প. ১১; ত্রুটবাঃ—৮৫৭)—এস্থলে প্রত্যর-শব্দ হেতু-শব্দের দ্বার সাধারণত কারণের পর্যায়রূপে পঠিত হইয়াছে। মূলত ঐ দুই শব্দ কারণবাচী হইলেও বৌদ্ধধর্মে তাহাদের অবাস্তব ভেদ আছে; অসাধারণ কারণের নাম হেতু, এবং সাধারণ কারণের নাম প্রত্যর; অপর কথার—মূল বা উপাদান কারণের নাম হেতু, এবং সহকারী কারণের নাম প্রত্যর। অকুরের প্রতি বীজ হেতু (অসাধারণ কারণ), এবং পৃথিবী ও জল প্রভৃতি প্রত্যর (সাধারণ কারণ)। বস্তুর স্ব-ভাবে হেতু, পর-ভাবে প্রত্যর; অকুরের যাহা স্ব-ভাবে—বীজ, তাহাই তাহার হেতু; এবং যাহা পর-ভাবে—পৃথিবী-জল প্রভৃতি, তাহাই তাহার প্রত্যর। জনকের নাম হেতু, এবং পরিগ্রাহক অর্থাৎ অনুগ্রাহক বা সহকারীর নাম প্রত্যর; হেতু আধ্যাত্মিক এবং প্রত্যর বাহ্য। ‘নেতি-পকরণে’ উক্ত হইয়াছে :—

“যে ধম্মা জনরত্তি—হেতু চ পচ্চরো চ। তথ কিংলক্ষণো পচ্চরো? অসাধারণ-লক্ষণো হেতু, সাধারণলক্ষণো পচ্চরো। যথা কিং তবো? যথা অকুরস্স নিব্বত্তিমা বীজং অসাধারণং, পঠবী আপো চ সাধারণা। অকুরস্স হি পঠবী আপো চ পচ্চরো, সত্ত্ববো হেতু।

যথা বা পন স্টে হুঙ্ক পক্খিত্তং দধি ভবতি, ন চ’খি এককালসমবধানং হুঙ্কস্স চ দধিস্স চ। এবমেব ন’খি এককালসমবধানং হেতুস্স চ পচ্চরস্স চ।

*

*

*

যথা বা পন ঝালকক্ক, বত্তিক্ক, তেলক্ক দীপস্স পচ্চরভূতং, ন সত্তাবহেতু। নহি সন্ধা ঝালকক্ক বত্তিক্ক, তেলক্ক অনগুগিকং দীপেতুং দীপস্স পচ্চরভূতং। দীপো কির সত্তাবো হেতু হোত্তি।

ইতি সত্তাবো হেতু, পরত্তাবো পচ্চরো; অত্মাত্তিকো হেতু, বাহিরো পচ্চরো; জনকো হেতু, পরিগ্গাহকো পচ্চরো; অসাধারণো হেতু, সাধারণো পচ্চরো।” N.P. 78-79.

বাচস্পতিমিশ্র ভাস্করীতে (বে. দ. ২.২.১১) প্রত্যর শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন:—“প্রত্যরো হেতুনাং সমবারঃ; হেতুং হেতুং প্রত্যরন্তে হেতুস্তরাণীতি। তেধাময়মানানাং ভাবঃ প্রত্যরঃ, সমবার ইতি যাবৎ।” তুল্যঃ—“ইতরেত্তরপ্রত্যরঃ,

স্বাদিতি...—বে. দ. ২. ২. ৯ ; “অভাবপ্রত্যয়লব্ধা বৃদ্ধির্নিজা”—পা. দ. ১. ১০ ;
“কার্য্যং প্রত্যয়তে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণঃ”—ঐ বৃদ্ধি ।

অতএব অনুবাদে প্রত্যয়-শব্দের অর্থ যে ‘কারণ’ লিখিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ
কারণ আনিতে হইবে, অভ্যুৎপাদন এইরূপ বোধ্য ।

৮৩. ২৪ ৭৬. ১৬ টীকা দ্রষ্টব্য ।

৮৫. ৬ ‘আলিঙ্গনং’, See Apte’s *Sanskrit-English Dictionary*; তুলঃ-আদীপনং ।

৭৫. ১১ প্রক্ষেত্রিয়...ইত্যাদি, “যথাহ আধীক্ষয়মতিস্থজে পঞ্চানীমানি ইঞ্জিয়াণি ।
কতমানি পঞ্চ । প্রক্ষেত্রিয়ং বীৰ্য্যোজিয়ং স্বতীজিয়ং প্রক্ষেত্রিয়মিতি । তত্র কতমা
শ্রদ্ধা ? যথা শ্রদ্ধাশ্চতুরো ধর্মানতিশ্রদ্ধাতি । কতমাশ্চতুরঃ ? সংসারাবচরীং
লৌকিকীং সমাগদৃষ্টিং শ্রদ্ধাতি । স কর্মবিপাকপ্রতিশরণো ভবতি—যদ্বং কর্ম
করিষ্যামি, তত্ত তত্ত কর্মণঃ ফলবিপাকং প্রত্যাহুতবিদ্যামীতি । স জীবিতহেতোরপি
পাপং কর্ম ন করোতি । বোধিসত্ত্বেচারিকামতিশ্রদ্ধাতি । তচ্চর্যাপ্রতিপন্নশান্যত্র
স্পৃহাং নোৎপাদয়তি । পরমার্থনীতার্থং গন্তীর-প্রতীত্যসমুৎপাদ-নিরাশ্র-নিঃসঙ্ক-
নির্জীব-নিঃপুংগল-ব্যবহার-শূন্যতা প্রণিহিতলক্ষণান্ সর্বধর্মান্ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাতি । সর্ব-
দৃষ্টিকৃতানি চ নানুশেতে সর্ববুদ্ধধর্মান্ বলবৈশারদ্যপ্রভৃতীংশ্চ শ্রদ্ধাতি । শ্রদ্ধা চ
বিগতকথংকথন্তান্ বুদ্ধধর্মান্ সমুদানয়তি । ইদমুচ্যতে প্রক্ষেত্রিয়ম্ ।

তত্র কতমদ্ বীৰ্য্যোজিয়ং ? যান্ ধর্মান্ প্রক্ষেত্রিয়েণ শ্রদ্ধাতি তান্ ধর্মান্
বীৰ্য্যোজিয়েণ সমুদানয়তীদমুচ্যতে বীৰ্য্যোজিয়ম্ ।

তত্র কতমং স্বতীজিয়ং ? যান্ ধর্মান্ বীৰ্য্যোজিয়েণ সমুদানয়তি, তান্ ধর্মান্
স্বতীজিয়েণ ন বিপ্রশায়তি । ইদমুচ্যতে স্বতীজিয়ম্ ।

তত্র কতমং সমাধীজিয়ম্ ? যান্ ধর্মান্ স্বতীজিয়েণ ন বিপ্রশায়তি, তান্ সমাধী-
জিয়েণ একাগ্রীকরোতি ।—ইদমুচ্যতে সমাধীজিয়ম্ ।

তত্র কতমং প্রক্ষেত্রিয়ং ? যান্ ধর্মান্ সমাধীজিয়েণেকাগ্রীকরোতি তান্ প্রক্ষে-
ত্রিয়েণ প্রতাবেক্যতে প্রতিবিধ্যতি, যদেতেষু ধর্মেষু প্রত্যাহুজ্ঞানম্—অপরমত্যয়-
জ্ঞানম্ ইদমুচ্যতে প্রক্ষেত্রিয়ম্ ।

এইমিমানি পক্ষেত্রিয়াণি সহিতান্যহুপ্রবুদ্ধানি সর্ববুদ্ধধর্মান্ পরিপূরয়ন্তি, ব্যাকরণ-
ভূমিকাপ্যয়ন্তি ।”—শি. স. ৩১৬. ১৩—৩১৭. ১২ ।

শ্রদ্ধাদিজাতবলের নামই ইঞ্জিয়বল । ইঞ্জিয়-শব্দ এখানে গুণবাচক ; See
Childers.

৮৯. ২ “সো একং বেদনং...,” ?

৮৯. ৭ “নাভিনন্দামি...ভতকো যথা,” তুলঃ—

“নাভিনন্দেত বরণং নাভিনন্দেত জীবিতং

কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো যথা ॥” মং সঃ ৬. ৪৫।

“যথা ভূতকো নির্দেশং ভূতিং গৃহীয়া কালং পরিপালয়তীতি—মেধাতিথিঃ।
‘নির্দেশং’ স্থলে কুল্লুকভট্ট-সম্মত পাঠ ‘নির্দেশম্’; তিনি বলেন:—“নির্দিশ্যত ইতি
নির্দেশো ভূতিঃ, তৎপরিশোধনকালমিব ভূতকঃ।”

কুর্কপূরাণেও (২৮ অং, সত্ত্বাসধর্ম, ৬৪২ পৃ:) এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়;
‘নিবেশং’ বা ‘নির্দেশং’ স্থানে সেখানে ‘নিদেশং’ আছে।

মূলোক্ত শ্লোক দুইটির সহিত থেরী গাথার ১০০৩, ১০০২ সংখ্যক গাথা তুলনীয়।

১০. ৭ ‘উভো’পি তে (ভক্তং অয়োগুণং, সীতং হিমপিণ্ডং) দহেয়ুঃ,’ তপ্ত অয়ঃপিণ্ডের
দাহ প্রসিক্ত, কিন্তু শীত হিমপিণ্ড কিরূপে দাহ করে? হিমপিণ্ড পক্ষে দাহ-শব্দের
অর্থ এখানে নিঃসার করা। তুলঃ—“বজ্রো বা আপো বজ্রো হি বা আপস্তম্নাদ্ যেনৈতা
যন্তি নিম্নং কুর্কন্তি যত্রোপতিষ্ঠন্তে নির্দ হন্তি”—শং ব্রাঃ ১. ১. ১. ১৭;
“নির্দ হন্তি নিঃসারং কুর্কন্তি”—সায়ণ।

১০. ১৩ ‘নিম্নহ,’ “বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিচ্চ নিগ্রহস্থানম্”—ন্যাঃ দং ৮. ২. ১২;
“বিপরীতা বা কুংসিতা বা প্রতিপত্তিঃ, বিপ্রতিপদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি, নিগ্রহস্থানং
খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ। অপ্রতিপত্তিস্ত আয়ত্তবিষয়েহপ্যনারম্ভঃ; পরেণ স্থাপিতং
বা ন প্রতিষেধতি, প্রতিষেধং বা নোদ্ধরতি”—ঐ বাৎসায়নভাষ্য।

১১. ৬ ‘নেক্খম্ম’, ‘নেক্খম্মং পঠমজ্জানো পব্জ্জায়ং বিমুক্তিয়ং। বিপস্সনায়াং
নিস্সেসকুসলস্মিঞ্চ দিস্সতি,”—অং পং ৮৩১; এখানে ঐ পদের অর্থ প্রত্যাখ্যান বা
সন্ন্যাস। নৈকাম্য, নৈজম্য, ও নৈকর্ম্য এই তিনটি শব্দ হইতেই যদিও কোনরূপে
“নেক্খম্ম”-পদটি হইতে পারে, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এখানে
নেক্খম্ম-পদের সংস্কৃত ‘নৈজম্য’ ধরাই সঙ্গততর বোধ হয়। স্থল বিশেষে তাহার সংস্কৃত
‘নৈকাম্য’ বলিয়াই বোধ হয়, যথা—“এবং স্ত্রমেধপণ্ডিতো নানাবিবাহি উপমাহি ইমং
নেক্খম্মু’পসংহিতং অখং চিন্তেত্বা,”—জাঃ ১. ৬; See Childers; Cf. Rh. D’s
note, Vinaya Text, (S. B. E.) Part I. p. 104.

১১. ১০ ‘তদেক্খম্মং ..,’ একত্র সমষ্টি করিয়া কিছু বলিতে হইলে অবাচ্য-ওদীচ্য উভয়
বৌদ্ধসাহিত্যেই এই খণ্ড বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অভিসন্ধু-ঐহিয়া =
অভিসম্ + √ উহ + স্বা; সম্হ এই ধাতু হইতেই হইয়াছে।

১২. ১৫ নাম ও রূপ শব্দে কি বুঝায়, স্বয়ং গ্রহকারই তাহা পরে বলিতেছেন;
১২. পৃ: ২৪-২৫ পং দ্রষ্টব্য।

১৩, ১১ ‘পে,’ ইহা ‘পেয়াল’—এই পাণি শব্দের সংকিণ্ড আকার। পেয়াল-শব্দের

ভাবার্থ আমাদের 'ইত্যাদি'। ইহার ব্যুৎপত্তি শব্দে Burnouf বলেন—ইহা 'পে+অল' শব্দ হইতে হইয়াছে, 'পে' পূর্ব-শব্দের সংক্ষিপ্তাকার। স্মৃতি কোন ব্যাকরণ অনুসারে বলেনঃ—“পেযাং অলং পেযালং, পাশনং পেযাং, অল'ন্তি যুক্তং” (পেযা-শব্দে প্রাপণ, ও অলং-শব্দে যুক্ত; আর্থাৎ প্রাপণ-যুক্ত, পূর্বের বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারই প্রকৃতস্থলে প্রাপণ অর্থাৎ লইয়া যাওয়া যুক্ত)। D' Alwis বলেন—পেযাল-শব্দের অর্থ শূন্যস্থানকে পূর্ণ করা, নিবেশ করা—*to insert*. Childers বলেন—ঐ শব্দের অর্থ পূর্ণকরা, বা পূর্ণ, বা পূর্ণ করিয়া পড়িতে হইবে; তাহার মতে—পূর্বস্থিত পেযা শব্দ $\sqrt{}$ পূর, $\sqrt{}$ পূ, বা $\sqrt{}$ প্রা হইতে নিশ্পন্ন হইয়া থাকিবে; অথবা $\sqrt{}$ প্রা হইতে প্রেয় পদ কল্পনা করিতে পারা যায় (আকারান্ত খাতুর উত্তর পালিতে 'এযা' নামে এক প্রত্যয় হয়, কং বুঃ ৪. ১. ২১; তাহাতে $\sqrt{}$ প্রা হইতে পালিতে 'পেযা' হইতে পারে)। প্রায়স্ বা. প্রায়+অলং হইতেও ঐ পদ হইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন। দ্রষ্টব্যঃ—

“পাতুং অল'ন্তি পেযালং বিখ্যারেতুং অল'হ্বা।

পেযালস্ বচন'থো বেদিতব্বো বিভাবিনা ॥”

See Childers.

৯৪. ৯ ‘বিনীবেহা’, Childers বলেন—ইহা বি+ $\sqrt{}$ শৈ+ণিচ্+ক্তা হইতে নিশ্পন্ন হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে ‘গরম করিয়া’।

৯৪. ৯ ‘অবিজ্ঞাপেহা’, $\sqrt{}$ টক হইতে; জঃ— পাং প্রাং ১. § ২১

৯৮. ৮ ‘পটিগক্ষেব’, Trenckner বলেন—এই পটিং সংস্কৃত ‘প্রতিগতা’ হইতে হয় নাই, তাহা হইলে এখানে তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না, অতএব ইহা ‘প্রতিকৃত্য’ (প্রতীকার করিয়া) হইতে হইয়া থাকিবে। ১৩৮. ৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৯. ১ “পঞ্চি কাম……সমঙ্গিত্তো”, ইহা একটি প্রসিদ্ধ সচরাচর প্রয়োগ্য বাক্য-খণ্ড। মহাযান গ্রন্থাবলীতেও ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, “পঞ্চি: কামগুণৈ: সমর্পিত: সমগঙ্গীভূত” শিঃ সঃ ১৬৬ পৃঃ। কামগুণ-শব্দে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়-বিষয়ঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; মং ভাঃ অনুশা. ১৪৫-৮। তুলঃ—“সমঙ্গিতা নেরয়িকা হৃৎথেন”—নৈরয়িকগণ হৃৎথে সমর্পিত; “কুচ্ছিরোগসমঙ্গিতো”—যে কুচ্ছিরোগে সমর্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার কুচ্ছিরোগ উৎপন্ন হইয়াছে।

৯৯. ২৪ উদার ও স্তম্ভ শব্দ পালিতে পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাচী। রূপ-শব্দে শরীরের স্থূল বা ভৌতিক অংশকে বুঝায়, ইহারই নাম রূপস্কন্ধ। এবং নাম-শব্দে শরীরের মানসিক অংশ,—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার; কখন কখন বিজ্ঞানও ইহার সহিত যোজিত হয়।

অতএব নাম-রূপ শব্দে প্রথম চারিটি, বা পাঁচটিই স্বরূপে বুঝিতে হইবে। উপনিষৎ ও তদুপযোগী দর্শনশাস্ত্রে নাম-রূপ শব্দের নাম-অর্থে সংজ্ঞা বুঝায়।

১০১. ৫ ‘সংস্কারা (সংস্কারাঃ)’ , অবাধিত পরবর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

১০২. ৪ ‘অবিজ্ঞাপকরা.....’, বৌদ্ধদর্শনে এই কথাগুলি অতিপ্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত আবশ্যিক, এবং ইহাতেই বৌদ্ধদর্শনের ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ কীর্তিত হইয়াছে। প্রতীত্যসমুৎপাদ যিবিধ—হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ, অর্থাৎ অসাধারণ মূল-উপাদান কারণ-রূত ও সাধারণ সহকারী কারণ-রূত (৮১-৯ টীকা দেখ)। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে প্রতীত্যসমুৎপাদ আবার দুই প্রকার; হেতুপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শূক, শূক হইতে পুষ্প, এবং পুষ্প হইতে ফল; বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না, অঙ্কুর না হইলে পত্র হয় না,.....এইরূপ পুষ্প না থাকিলে ফল হয় না। এখানে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইলেও বীজের এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে উৎপাদিত করিতেছি; অঙ্কুরেরও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি পত্র উৎপাদিত করিতেছি,...এইরূপ পুষ্পেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি ফল উৎপাদন করিতেছি। আবার অঙ্কুরাদিরও জ্ঞান হয় না যে, আমরা বীজাদির দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছি। এই-রূপে বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, এবং অপর কোন অধিষ্ঠাতা না থাকিলেও কার্যকারণের নিয়ম দেখা যায়। ইহাই হেতুপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, বোম ও ঋতু এই সমস্ত পদার্থ একত্র সমবেত হইলে—এই সমস্ত সহকারী কারণ সম্মিলিত হইলে বীজ হইতে অঙ্কুর হয়; পৃথিবীদ্বারা বীজ সংগৃহীত হয়, জল বীজকে স্নিগ্ধ করে, তেজ বীজকে পরিপক্ব করে, বায়ুপ্রভাবে বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইতে পারে, আকাশ বীজের অনাবরণ-কার্য করে, এবং ঋতু বীজকে পরিণত করে। এইরূপে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি বিষয়ে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ তৎতৎ কার্য করিলেও তাহাদের এরূপ জ্ঞান হয় না যে আমরা এইরূপ কাজ করিতেছি। আবার অঙ্কুরও মনে করে না যে, আমি ইহাদের দ্বারা উৎপাদিত হইতেছি। অথচ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রত্যয়োপনিবন্ধ বাহ্য প্রতীত্যসমুৎপাদ।

হেতুপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপ ইত্যাদি। অবিদ্যা না থাকিলে সংস্কার হইত না, সংস্কার না থাকিলে বিজ্ঞান হইত না, বিজ্ঞান না থাকিলে নাম-রূপ হইত না...ইত্যাদি। এখানে অবিদ্যা প্রভৃতি হইতে সংস্কার প্রভৃতি জাত হইলেও অবিদ্যা প্রভৃতির মনে হয় না যে, আমরা সংস্কার প্রভৃতিকে উৎপাদিত করিতেছি; আবার

সংস্কার প্রভৃতিরও মনে হয় না যে, আমরা অবিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছি । ইহাই হেতুর্পনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ । অবিদ্যা প্রভৃতির লক্ষণ পরে বলা যাইবে ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ যথা—পৃথিবী, অগ্নি, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান (মন)—এই কয় পদার্থের সমবায়ের শরীর উৎপন্ন হয় ; পৃথিবী শরীরের কাঠিন্ত সম্পাদন করে, অগ্নি শরীরকে স্নিগ্ধ করে, তেজ শরীরে তুচ্ছ-পীত বস্তুকে পরিপক্ব করে, বায়ু শরীরের শ্বাসাদি সম্পাদন করে, আকাশ শরীরের ভিতরে অবকাশ প্রদান করে, এবং বিজ্ঞান-দ্বারা পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান হয়, 'এই বিজ্ঞানেই বন্ধহেতু হিংসাদি কর্তব্য থাকে ('সাক্ষ্য'), এবং ইহাই নাম-রূপকে উৎপাদন করে । এই পৃথিব্যাদি পদার্থ (যাতু) অবিকল থাকিলেই, তাহাদের সমবায়ের শরীরের উৎপত্তি হয় । কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি মনে করে না যে, আমরা এই কাঠিন্যাদি সম্পাদন করিয়াছি, বা শরীরও মনে করে না যে, আমি ইহাদের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছি । অথচ অকুরের ভ্রায় ঐ সমস্ত পদার্থ হইতে শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইহাই প্রত্যয়োপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ ।

'অবিজ্ঞাপচয়া ...,' এখানে পচয় বা প্রত্যয়-শব্দ পঞ্চম্যন্ত, এবং কর্তৃধারয় সমাস । উদীচ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে এতাদৃশ স্থলে বহুব্রীহি সমাস দেখা যায়, যথা—“অবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ জাতি প্রত্যয়ং জরামরণং ।” অবিদ্যা সংস্কারের প্রত্যয় (সাধারণ সহ-কারী কারণ), হেতু (মূল কারণ) নহে ; সংস্কারের হেতু সংস্কারের স্ব-ভাব । অবিদ্যা অবিদ্যার হেতু, অযোনিমো-মনসিকার অবিদ্যার প্রত্যয় ;—পূর্ব-পূর্ব-অবিদ্যা পর-পর অবিদ্যার হেতু, এবং অযোনিমো-মনসিকার তাহার প্রত্যয় । বিজ্ঞান-নামরূপ-প্রভৃতি সর্বত্রই এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে । চক্ষু-বিজ্ঞান স্থলে চক্ষু, রূপ ও আলোক প্রত্যয়, এবং মনসিকার হেতু । দ্রষ্টব্যঃ—“সম্ভারো বিঞ্ঞাগন্দ পচয়ো সভাবো হেতু, বিঞ্ঞাগং নামরূপন্দ পচয়ো সভাবো হেতু, নাম-রূপং সলাযতন্দ পচয়ো সভাবো হেতু”.. N. P. h. ৪০

অবিদ্যা—হৃৎ, হৃৎথের কারণ, হৃৎথৎস ও হৃৎথৎসের উপায়কে তত্ত্বরূপে না জানার নাম অবিদ্যা । অথবা শরীরের কারণভূত পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ-সমূহকে এক, ব্যক্তি, নিত্য, ধ্রুব, আত্মা, জীব ও মানবাদি রূপে মনে করার নাম, ও অহঙ্কার-মমকার প্রভৃতি করার নাম অবিদ্যা । স্থূলত তত্ত্ববিষয়ের অজ্ঞান, বা মিথ্যা জ্ঞানের নাম অবিদ্যা ।

সংস্কার—অবিদ্যা বশতঃ বিষয়ে যে রাগ, ঘেব ও মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সংস্কার । কেহ কেহ বলেন, ইহা ত্রিবিধ, যথা—পুঞ্ঞাতিসম্ভারো—মনের পুণ্যভাব,

অপুঞ্জাভিসম্ভারো—মনের পাপ ভাব, ও আনেঞ্জাভিসম্ভারো—যে ভাব মনের স্থিরত্ব সম্পাদন করে। সংস্কার আবার ত্রিবিধ, কায়সম্ভারো—মনের যে ভাব স্মৃকৃত বা হৃকৃত উৎপাদন করে, বচীসম্ভারো—মনের যে ভাব পাপ বা পুণ্য কথা বলায়, এবং চিত্তসম্ভারো—মনের যে ভাব পাপ বা পুণ্য চিন্তা উৎপাদন করে। এ সম্বন্ধে বিভঙ্গে (১৩৫ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে :—

“তথ কতমা অবিজ্ঞাপকর্য্য সম্ভারো ? পুঞ্জাভিসম্ভারো অপুঞ্জাভিসম্ভারো আনেঞ্জাভিসম্ভারো ; কায়সম্ভারো বচীসম্ভারো চিত্তসম্ভারো। তথ কতমো পুঞ্জাভিসম্ভারো ? কুসলা চেতনা কামাবচর্য্য রূপাবচর্য্য দানময়্য সীলময়্য ভাবনাময়্য...। কতমো অপুঞ্জাভিসম্ভারো ? অকুসলা চেতনা কামাবচর্য্য...। কতমো আনেঞ্জাভিসম্ভারো ? কুসলা চেতনা অরূপাবচর্য্য...। ...কায়সম্ভারো, ...বচীসম্ভারো বচীসম্ভারো ...মনোসম্ভারো চিত্তসম্ভারো।”

বিজ্ঞান—বিজ্ঞান শব্দে এখানে একৈক ইন্দ্রিয় জন্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, যথা—চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, ও মনোবিজ্ঞান।

নাম-রূপ—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (কখন কখন বিজ্ঞানস্বরূপকে ইহার অন্তর্গত করা হয় না, বিঃ ১৩৬ পৃঃ) এই চারি স্বক্কের নাম ‘নাম’, এবং এই নামকে গ্রহণ করিয়া রূপ (পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ, এই চারি মহাত্মরূপ রূপ-স্বরূপ) উৎপন্ন হয়। ইহাই একত্র করিয়া নাম-রূপ বলা হয়।

ষড়ায়তন—নাম-রূপ সম্মিলিত ছয় ইন্দ্রিয়; চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় (বাক্) ও মন।

স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের একত্র সম্মিপাত বা মিলন স্পর্শ (১০৪-৫ দ্রষ্টব্য)। ছয় ইন্দ্রিয় ভেদে ইহাও ছয় রকম, যথা—চক্ষুসম্পর্কসম্ভারো, সোতসম্পর্কসম্ভারো—ইত্যাদি।

বেদনা—বিষয়েন্দ্রিয় স্পর্শে উৎপন্ন স্মৃতিরূপ অহুভবের নাম বেদনা, ইহাও বহুবিধ :—চক্ষুসম্পর্কসম্ভারো বেদনা, জিহ্বাসম্পর্কসম্ভারো বেদনা, ...ইত্যাদি।

তৃষ্ণা—বেদনা উৎপন্ন হইলে আবার তাহা অহুভব করিবার জন্ত যে নিশ্চয়, সাহায্যে তাহা অভিনন্দন করা যায়, তাহার নাম তৃষ্ণা। শব্দ স্পর্শ রূপ রস-গন্ধ ও ধর্ম্ম (মানসিক-গুণ) এই বিষয় ভেদে তৃষ্ণাও ছয় প্রকার, যথা রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা ইত্যাদি।

উপাদান—তৃষ্ণা-বৈপ্লব্য, অর্থাৎ আমার যেন কখনো প্রিয় রূপাদির সহিত বিরোধ না হয়—এইরূপে তাহার অপরিতাগ ও ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনার নাম উপাদান। ইহা চতুর্বিধ—কায়ুপাদানং, দিট্টুপাদানং, সীলববতুপাদানং, অন্তবাহুপাদানং। কেহ কেহ বলেন—তৃষ্ণা জনিত বাক্ ও কায়ের চেষ্টার নাম উপাদান।

ভব—পুনর্ভবজনক বাচনিক মানসিক ও কাব্যিক কৰ্ম।

জাতি—জন্ম, স্বরূপসমূহের প্রভুত্ব, আয়তন-পরিগ্রহ।

জরা—উৎপন্ন স্বরূপ সমূহের পরিণাম।

মরণ—স্বরূপসমূহের বিনাশ।

শোক—জাতিজন বা প্রিয় বস্তু প্রভৃতির ব্যসন নিমিত্ত অন্তর্দাহ।

পরিদেব—তন্নিমিত্ত ‘হা তাত! হা মাত!’ ইত্যাদি প্রলাপ।

দুঃখ—চক্ষুর্বিজ্ঞানাদি পঞ্চবিজ্ঞান সংযুক্ত (শারীরিক) অনভিমত অসামু বিঘ্নের অন্তর্ভব।

দৌর্ভাগ্য—মানসিক দুঃখ।

উপায়াস—এতাদৃশ অন্তঃক্লেশ, আগ্রাস, খেদ।

দ্রষ্টব্য :—বি. ১৩৫-১৩৮; শালিস্তবহুত্র, শি. স. ২১২-২২৪; বে. দ. ১. ২. ১২; ভামতীতে বাচস্পতিমিশ্র শালিস্তবহুত্র হইতেই প্রতীত্যাসমুৎপাদনের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন; অর্ঘ্যেতদ্রক্ষসিদ্ধিতে সদানন্দও এইরূপ করিয়াছেন; মা. বু. ১৬, ২০২ পৃ.; বো. চ. প. ২৫৭, ৩০২।

১০৩. ১৭ অর্থাৎ এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহ চলিলেও ইহাদেয় প্রথমে কি—বীজ : না অঙ্কুর, তাহা ঠিক করা যায় না।

১০৫. ১ “পুরিমা কোটি ন পঞ্ঞায়তি”, তুল :—“পূর্বা হি কোটির্মহারাজ ন প্রজায়তে” ইতি—শি. স. ২৫৫. ৭। কোটি শব্দে এখানে সীমা বুঝিতে হইবে।

১০৫. ৮ “সব্বেন...সব্বে”,—ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি প্রচলিত বাক্যাংশ; বি. ২৭৬।

তুল :—“পুরিমা ভিক্ষবে কোটি ন পঞ্ঞায়তি অবিজ্জা, ইতো পূর্বে অবিজ্জা নাহোসি, অথ পচ্ছা সন্তবীতি...” অ. সা. ১১ পৃ.।

“অবিজ্জা নাহোসি = অবিজ্জা অহোসি, পা. প্র. ২. ১. ২০।

১০৫. ১৩ এখানে সহসা লিঙ্গ পরিবর্তন হইয়াছে। Trenckner এস্থানের পাঠকে অবিশ্বাস বলিয়া মনে করেন (p. 422)।

১০৫. ২৩ অর্থাৎ সন্ততি বা প্রবাহের আদি জানা যায় না, তদন্ত :পাতী বস্তুর আদি জানিতে পারা যায়।

১০৫. ২৫ কোন বস্তুর আদি ও অন্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহার পূর্ব ও পরবর্তী বস্তুর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, অন্তএব সন্ততি বা প্রবাহ কিরূপে হইতে পারে?—রাজা ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১০৬. ৫ যেমন কোন বীজ রোপণ করিলে ঐ বীজের আদি ও অন্ত ছিন্ন হইয়া গেলেও

তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ও ঐ বৃক্ষ হইতে বীজ হয়, এবং এইরূপে প্রবাহ চলিতে থাকে, স্বল্প ও দ্রুত সম্বন্ধেও সেইরূপ ।

১০৮. ২৬ এই প্রকরণে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আকস্মিক বা অকারণ কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। যে বৃক্ষ-অঙ্কুর এখন উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও পূর্বে না হইয়া হইতেছে না; অঙ্কুরের পূর্বাবস্থা বীজ, অঙ্কুর পূর্বে বীজাবস্থায় থাকিয়াই পরে স্ব-স্বরূপে প্রকাশ পায়। অভাব এখানে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ‘সংকার্যবাদই’ বলা হইয়াছে। ইহা সামান্য ও বেদান্তের সম্মত। কিন্তু বৌদ্ধগণ অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন, তুলঃ—“অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তিনামুপম্যদ্য প্রাত্তর্ভাবাৎ”—ন্যা. দ. ৪. ১. ১৪ (পূর্বপক্ষ হৃদ্র)। সেখানে ঐ মত খণ্ডিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ষট্‌ভাষ্য প্রভৃতি বিবিধ স্থানে শঙ্করাচার্য্যও তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। পরে যে মৃৎপাত্র, বীণার শব্দ ও কাঠ হইতে অগ্নির উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে, তাহাতেও জানা যায়, অকারণ কিছু উৎপন্ন হয় না। কারণ বলিতে এখানে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

১০৮. ৫ ‘ভজ্জেন,’ Trenckner মনে করেন পালির ‘তজ্জ’-শব্দ সংস্কৃতের ‘তদীয়’ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুলঃ—“চক্ষুশ্চ প্রতীত্য রূপং চালোকং চাকাশং চ তজ্জং মনসিকারং চ প্রতীত্যোৎপদ্যতে চক্ষুর্বিজ্ঞানং”—শি. স. ২২৫. ৬।

১০৯. ২ বীণার ‘পত্র’ কাহাকে বলে? Rh. D. অনিশ্চিতভাবে লিখিয়াছেনঃ—“bridge of metal on a mandolin.” ‘উপবীণ’ গ্রীবাদেশ (?)। বীণার শব্দ দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে তুলঃ—“যথা তস্মি প্রতীত্য দারু চ হস্তব্যায়ামত্রয়েভি সঙ্গতিং। তুণবীণমুখোসকা- দিতিঃ শব্দো নিশ্চরতে তদ্রূপঃ ॥” ল. বি. ২০৯; শি. স. ২৪১. ১।

১১০. ২ প্রথম ‘অরগি’-শব্দ অগ্নি মহনের ‘অধরারগি’ বা নীচের কাঠকে বুঝাইতেছে; ‘উত্তরারগি’ কথা মূলে তৎ-শব্দেই উল্লিখিত হইয়াছে। অধরারগি ও উত্তরারগি অস্বথ বৃক্ষের পূর্বমুখ, উত্তরমুখ, বা উর্দ্ধমুখ হিত শাখার দ্বারা নিশ্চিত হয়। অধরারগি ২০ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ৬ অঙ্গুলি প্রস্থ, ও ৪ অঙ্গুলি উচ্চ। মূল হইতে আট ও অগ্র হইতে ষাটশ অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া ইহার মধ্য স্থানে একটি গর্ত করিতে হয়, এই স্থানেই অগ্নি মণ্ডিত হয়। উত্তরারগি ১৮ টুকরা কাঠ। ইহা ছাড়া অগ্নিমন্ডনে অন্যান্য কাঠেরও প্রয়োজন আছে। ‘অরগিপোতক’-শব্দে ‘প্রমহু,’ ‘ওবিলী,’ ও ‘চাত্র’—এই ত্রিবিধ কাঠের কাহাকে লক্ষ্য করা গিয়াছে; ঠিক বলা যায় না। ‘অরগিযোক্তক’-শব্দ অগ্নিমহানের ‘নেত্র’-কে বুঝাইতেছে। যজ্ঞপার্শ্বকারিকায় উক্ত হইয়াছে:—

“অবখো যঃ শবীগতঃ প্রশতোর্বীসমুদবঃ।

তস্য বা প্রায়ুখী শাখা উবীচী চোৰ্জগাপি বা ॥

অরণিস্তন্নরী জেগ্না তন্নযোবোত্তরারণিঃ ।

সারবদ্ধারবং চাত্রমোবিলী চ প্রশম্যতে ॥

* * *

চতুর্বিশাঙ্গুলা দীর্ঘা বিস্তারেন যড়ঙ্গুলা ।

চতুরঙ্গুলমুৎসেধা অরণির্থাঞ্জিকৈঃ স্মৃতা ॥

* * *

অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমদ্বঃ স্যাচ্চাত্রং সাদৃ দ্বাদশাঙ্গুলং ।

ওবিলী দ্বাদশৈব শ্রাদেতন্নহ্ননধ্বজকম্ ॥

গোবালৈঃ শণসন্ধিপ্রৈস্ত্রিষদ্ব ত্রমনংগকং ।

বামপ্রমাণং নেত্রং শ্রাং তেন মথো হতাশনঃ ॥”

কি প্রকারে অগ্নি মছন করিতে হয়, তাহা পা० গৃ० সূ० ১. ২. ৫ হরিহর-ভাষ্যে
দ্রষ্টব্য। অধরারণি প্রভৃতি চারিটি কাঠের চিত্রঃ দয়াদন্দ সন্ন্যস্তীর সংস্কারবিধিতে
(২০ পৃঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। অরণি হইতে অগ্নির উৎপত্তি দৃষ্টান্ত সযস্কে
তুলঃ—

“অরণিঃ যণ চোত্তরারণিঃ হস্তব্যায়ামত্রয়েতি সঙ্গতিং । ইতি প্রত্যয়তোহগ্নি
জায়তে……” ল० বি० ২০৯ ; শি० স० ২৪০. ১ ; বো० চ० প० ৩৪১ ।

১১০. ২৭ এখানে যে মণি গৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম ‘অগ্নিমণি’—জটায়ব ।

১১২. ৩ তুলঃ—“প্রাণাপাননিমিত্তোন্মেষজীবনমনোগতীজ্জিগ্ৰবিকারাঃ সূক্ষ্মঃখেচ্ছাষেধ-
প্রযদ্বাশ্চাস্মিনো লিঙ্গানি”—বৈ० দ० ৩. ২. ৪ ; “ইচ্ছাষেধপ্রযদ্বাশ্চাস্মিনো
লিঙ্গানি”—শ্রাং দ० ১. ১. ১০ ।

১১২. ৫ বাতায়ন-দৃষ্টান্ত, তুলঃ—“অনেকগবাক্ষান্তর্গতপ্রেক্ষকবদ্ উভয়দর্শী কৃশিদেকো
হি জায়তে”—বৈ० দ० প্র० ভা० ৩২ ৪ ।

১১২. ২৩ রাজা মনকে লইয়া ছয় ইঞ্জিরের কথা বলিয়াছেন ।

১১৩. ২৫ অর্থাৎ যেমন বাতায়ন ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আমরা তাহার দ্বারা কেবল রূপই দর্শন
করিয়া থাকি, শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করি না, সেই প্রকার ইঞ্জির-রূপ দ্বার ভিন্ন ভিন্ন
হইলেও জীব তাহা দ্বারা একটি যাত্র বিষয় গ্রহণ করিবে ।

১১৪. ১৩ রাজা বলিয়াছেন যে, আমরা বাতায়ন দিয়া যেমন রূপ দর্শন করিয়া থাকি,
অত্যন্তরবর্তী জীবও ইঞ্জিরের দ্বারা সেইরূপ করে । ইহাতে নাগসেন যে প্রশ্ন
করেন, ও রাজা তাহার উত্তর দেন, তাহাতে রাজার কথার সামঞ্জস্য থাকে না।

Rh. D এর অমুবাদ এখানে সঙ্গত বোধ হয় না—“Then these powers are not united one to another indiscriminately, the latter in sense to the former organ, and so on.”

১১৬. ১৫ অর্থাৎ বাতায়ন দৃষ্টান্ত এখানে ঠিক হয় না ; বহু বাতায়নের মধ্যে একটি বন্ধ হইলেও যেমন অপর গুলির দ্বারা রূপ দর্শন হয়, সেইরূপ জিহ্বা-ইন্দ্রিয় বন্ধ থাকিলেও অপর ইন্দ্রিয় উদ্ভুক্ত থাকায় মধুর স্বাদ গ্রহণ করা উচিত ছিল ।

১১৬. ২০ স্পর্শ, বেদনা, প্রজ্ঞা ও চেতনাকে এইরূপই অন্তর্ভুক্ত বুঝাইয়াছেন:—১২৩, ১২৪, ৬২-৭৫-৮২, ১২৬পৃ: । জীবিতেন্দ্রিয়-অর্থ জীবনী শক্তি, (vitality, principle of life).

১২৪. ১৭ Rh. D. এ দৃষ্টান্তটির অমুবাদ ছাড়িয়া গিয়াছেন ।

১২৪. ২৪ ‘সম’, ‘Cymbals’, “compare Their Gáthá, 893, 911.”—Rh. D.

১৩২. ২২ অর্থাৎ জিহ্বাগ্রাহ্য বস্তুকে ঐরূপে আনয়ন করা যায় না ; রস জিহ্বা গ্রাহ্য বলিয়া তাৎক্ষণিকভাবে তাহাকে আনা অসম্ভব ; রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে আনিতে পারা যায় ।

১৩২. ২৪ রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য লবণ রস গুরু হইতে পারে না, গুরু হইতে পারে সেই দ্রব্য—যাহাতে লবণ রস থাকে ; অথচ লোকে বলিয়া থাকে—লবণ গুরু । অতএব এই লবণত্ব ও গুরুত্ব ধর্ম এক প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় । নাগসেনের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়াই মনে হয় । পরবর্তী বাক্যেও তিনি ইহা আলোচনা করিয়াছেন ।

১৩৫. ১ এই প্রশ্নের সহিত মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তুলনীয়:—

“মহান্ মে সংশয়ঃ কশিগ্নর্ভ্যান্ প্রতি মহেশ্বর ।

তস্মাৎ ত্বং নৈপুণেনাদ্য মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥

কেনাযুলভতে দীর্ঘং কর্ণণা পুরুষঃ প্রভো ।

তপসা বাপি দেবেশ কেনাযুলভতে মহৎ ॥

কীর্ণাযুঃ কেন ভবতি কর্ণণা ভুবি মানবঃ ।

বিপাকং কর্ণণং দেব বক্তুমর্হস্যনিন্দিত ॥

অপরে চ মহাভাগ্য মন্দভাগ্যাস্তথাপরে ।

অকুলীনাস্তথা চান্যে কুলীনাস্তথাপরে ॥

হৃদর্শাঃ কোটিদাভাস্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব ।

প্রিয়দর্শাস্তথাচান্য দর্শনাদেব মানবাঃ ॥

হৃদপ্রজ্ঞাঃ কেচিদাভাস্তি কেচিদাভাস্তি পণ্ডিতাঃ ।

মহাপ্রাজ্ঞাস্তথৈবান্যে জ্ঞানবিজ্ঞানভাবিনঃ ॥

অস্বাভাবিকতা কেচিৎসহ্যাব্যবহা পরে ।

দৃশ্যস্তে পূৰ্ববা দেব ভগ্নে শংসিতুমহসি ॥”

ম. ভা. অমৃশাসন. ১৪৪. ৪১-৪৭ ।

পাঠক এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, উত্তর গ্রন্থে অনেকগুলি একই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

মজ্জিমনিব্বাণে (Vol. III. Part II. No. 153. p. 203) তোনোবাপুত্ত ভূত মাণব ভগবান্কে মূল গ্রন্থোক্ত সেই সকল শব্দ দ্বারাই ঐ প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং তিনিও তাহার উত্তর দিয়াছেন ।

১৩৬. ২ “কম্বসুকা...হীনপ্পনীতভায়া’তি”—*Ibid*, pp. 203, 206 ; পিটকের অন্যত্রও এ মত বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে । তুলঃ—“কম্বদাদানদাব্বোজ্জোঃ কম্বসম্বল্লল্লকণঃ—
ম. ভা. অমৃশা. ১. ৭৩

১৩৭. ১ এখানে প্রদর্শিত উপমাটির ইহার পরেও প্রদর্শিত হইয়াছে ; ৩. ৭.৪৩ ; ১৭৫-১৭৬ পৃঃ ।

১৩৮. ৬ “পটিগচে’ব.....স্বাতি,”—S. N. i. 57. এখানে একটু সামান্য পাঠভেদ আছে । ‘পটিগচে’ব’ স্থলে সেখানে ‘পটিকচে’ব’ আছে । অতএব Treackner সংস্কৃত ‘প্রতিকৃত্য’ শব্দ হইতেই (‘প্রতিগত্য’ হইতে নহে) পালি ‘পটিগচ্চ’ শব্দ সাধিবার চেষ্টা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক—“I have a strong suspicion that in editing Pitaka texts we shall have to write.” ‘*patikaec’eva*. “মনো মচ্চুম্বং” এখানে ‘মনো’ স্থানে কেহ কেহ ‘মানো’ বা ‘মল্লো’ পাঠ করেন । Treackner বলেন ‘মানব’ হইতে ‘মানো’ হইয়া থাকিবে ।

১৩৯. ৭ “ভাসিতম্’পে’তং.....ব্যস্তিহোতীতি”, “সো তথ হুক্ষা তিব্বা থরা কটকা বেদনা বেদিয়তি, ন চ তাব কালং কয়োতি যাব ন তং পাপকম্মং ব্যস্তিহোতীতি”—A. N. III. 3৫. 4. (Part I. p. 141). এখানে নরকবর্ণনা অতিবিস্তৃত ভাবে আছে ।

১৪০. ১৫ “অয়ং মহাপর্ষদীপতিট্ঠিতো’তি,” ম. প. সূ. ৩. ১৩ ; (D. N. Vol. II. p. 73). এখানে “বাতো আকান্ঠো” পাঠ আছে । Rh. D. বলেন যে, স্পষ্টত ইহা বৌদ্ধমত নহে, সাধারণত সে সময়ে অপর ধর্মশিক্ষকগণ তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন । Weber’s Bhagav. (1866) pp. 176, 239.

১৪১. ৫ তেবিজ্জহত্তে (১. ১২—১৪) অয়ং পৌতমণ্ড বাশিঠকে ব্রহ্মার সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন ।

১৪২. ১ জট্টকঃ—৩. ৫. ৫১০ ; ১৫৫ পৃঃ ২ পং ।

১৪৩. ৪ ‘বুদ্ধনেত্তিয়া...’, Treackner বলেন এখানে পাঠ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; এবং সিংহলী অম্ববাদও তাহা সমর্থন করে । See Rh. D’s note, অম্ববাদে ‘বুদ্ধনেত্তিয়া’

—শব্দের অহুবাদ ঠিক হয় নাই, এবং ‘নেতি’-শব্দের অর্থ নেত্র বা নয়ন নহে। Rh. D. নয়ন বলিয়াই তাহা অহুবাদ করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাই অহুসরণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার প্রকৃত অর্থ—যাহা সন্ধর্শে লইয়া যায়, তাহা নেত্রী—নয়নকর্তী। বুদ্ধের নেত্রী অর্থাৎ বুদ্ধ যে নেত্রী প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধনেত্রী বা বুদ্ধনেতি। এখানে এই পদটিকে ‘বুদ্ধপঞ্জ-প্রতি’ শব্দের বিশেষণ বলিতে পারা যায়। অতএব ঐ দুই পদের অহুবাদ এইরূপ দাঁড়ায় :—(সন্ধর্শে) লইয়া যাইতে পারে, এতাদৃশ যে আদেশ বুদ্ধের আছে। দ্রষ্টব্যঃ—‘তথ কেন’টুঠেন নেতি ? সন্ধমনয়ন’টুঠেন। যথা হি তৎ হা লভে কামাদিভবং নয়তীতি ভবনেতীতি বুচতে, এবং অয়ম্’পি বেনেধ্যসম্বে অরিয়ধম্মং নয়তীতি সন্ধমনয়ন’টুঠেন নেতীতি বুচতি...,” N. P. 198. (Commentary). Cf. Prof. E. Hardy’s note in the Introduction to N. P. VII. ‘বুদ্ধ-নেত্রিয়া’ শব্দটি এখানে যে প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে তাহার অর্থ (বুদ্ধঃ নয়তি-গময়তি-বোধয়তি) ‘যাহা বুদ্ধকে বুঝাইয়া দেয়’ ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়।

১৫১. ১ দ্রষ্টব্যঃ—২. ৩. §৬; ১১২ পৃঃ। Trenckner বলেন এখানে পাঠ ছিল হইয়া গিয়াছে।
 ১৫১. ৬ এ কথাগুলি এখানে পুনরুক্ত হইয়াছে; দ্রষ্টব্যঃ—২. ২. §৬; ৯২ পৃঃ।
 ১৫২. ১১ ‘ছায়া’ব অনপারিনি, ধম্মপদ, ২
 ১৫২. ২০ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে শরীররূপ একটি সজ্বাত হইতে অপর সজ্বাতের উৎপত্তি হয়, এবং পূর্ব সজ্বাতের শুণাদি পর সজ্বাতে সংক্রান্ত হয়। অতএব পূর্ব সজ্বাতরূপ শরীরে অবস্থিত পাপ কর্ম পর সজ্বাতরূপ শরীরে সংক্রান্ত হওয়ায় শরীর পাপ কর্ম হইতে মুক্ত হইল না। দৃষ্টান্তে আত্মরোপণ-কর্তার প্রথম আত্মে (যাহাকে রোপণ করিয়াছেন) যে স্বভ ছিল, তদুৎপন্ন পরবর্তী আত্মে তাহাই সংক্রান্ত হওয়ায় অপহরণকারী পূর্ব আত্ম অপহরণ না করিলেও পরবর্তী আত্ম অপহরণ করায় দণ্ডনীয় হইল।
 ১৫৩. ২১ এক শরীর হইতে অপর শরীর, তাহা হইতে অন্য শরীর,—এইরূপ অনন্ত প্রবাহ, সন্ধান, বা সম্ভতি চলিয়াছে। পর শরীর বা সজ্বাতের উৎপত্তি হইলে পূর্ব সজ্বাতের নিরোধ বা ধ্বংস হয়। এই অনন্ত প্রবাহের মধ্যে কোনো ব্যক্তির পূর্বাঙ্কিত কোনো কুশলাকুশল কর্ম আছে কি না, বা কোন সজ্বাতে তাহা ছিল বা আছে, তাহা অন্য ব্যক্তি ঠিক করিতে পারে না—যতকণ কর্ণের কণ ব্যক্ত না হয়।

এখানে মূলের ‘অভোচ্ছিন্নায় সম্ভতিয়া’ ইহার সংস্কৃত ‘অভাবচ্ছিন্না সম্ভত্যা (বা পকমাত্ত) হইতে পারে। Rh. D. অহুবাদ করিয়াছেন :—“So long as the continuity of life is not cut of...”

কথিত পায় না। কথার অধিকার কথার
কথার অধিকার কি, এবং তাহার জন্য কোন কোন

১৮৮. ২০ উক্তি:—২. ৪. ৫৩; ১০০. ১০০ পৃ।

১৮৮. ২০ “আলেক্সান্দ্রিয়া (Alexandria) bu
Indus.”—Rh. D.

১৮৮. ২০ যেমন মনের দ্বারা অতিশয় বিবরণেও চিত্রা করিতে পারি যার, যদি বা
বিকৃতিমান ভিকৃণ সেইরূপই মনের দ্বারা কেণে প্রণ করিতে পারেন। ইহাই
এখানে নব্ব্বনের অতিপ্রায়।

১৮৮. ২২ বিততি = দ্বাদশ অঙ্গুরি পরিমাণ; অকৃষ্ট হইতে বিতৃত কমিষ্ট পর্য্যন্ত পরিমাণ।
অরসি = বক্রমুখি হস্তের পরিমাপ, এক মুঠো হাত।

১৮৮. ২২ “কাকচ্ছমানো”, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিয়া
থাকেন:—“This verb seems to be a frequentive from katha, and
would naturally mean “to chatter”, but Hardy (M. Ind. 147
appears to render it “to yawn”—Childers (p. 611) ; অতএব ইহার
মতে ঐ শব্দের সংস্কৃত ‘কাকচ্ছমান’ দাড়ায়। সিংহলী অক্ষরানন্দ হী ন টি কৃষ্ণ
বাল, তাহার অর্থ—‘যে ব্যক্তি কাকের ন্যায় নাক ডাকাইয়া শয়ন করে।’ Tren-
kner ও Rh. D. উভয়েই ‘snoring’ অর্থ করিয়াছেন।

১৮৮. ২৩ এখানে কোষ হয়—‘সমুদক’ বা ‘সমোদক’ (অহ্বাদের জল-শব্দ জলে মূলে উদক
শব্দ আছে) হইতে ‘সমুদ’ পদ হইয়াছে, অর্থাৎ লবণের সহিত সমান উদক যেখানে
১৮৮. ২৩ বাহা ‘সমুদ’। নিম্নোক্ত সমুদ শব্দের বহুবিধ নির্মলনের মধ্যে একটি হইতেছে:—
‘সমুদকো ভবতি ;’ এই নির্মলনের ভাষা লিখিত হইয়াছে:— ‘উদ্র-উদ্রাদকনাম,
সমুদিন্ সংহতমিতি। সমুদ্রঃ’, অর্থাৎ উদ্র-শব্দে জল, সেই জল একত্রিত
হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সমুদ্র। উক্তি:—নিম্নোক্ত ২. ৩. ১; ১০০. ১. ১০। এই
প্রস্তোত্রের উপযোগিতা পরবর্তী (১৮৭ পৃ: ১০ পং) প্রস্তে উক্ত।

‘হিন্দিকুং (হেতুং), = বিধা কতুং = বিভক্তুং, অর্থাৎ সবিশেষ বিভাগ পূর্বক
বীমাংসা করিতে। অহ্বাদেও ‘হেনন’ অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে।

১৮৮. ২৪ উক্তি:—২. ৩. ৫৬, ১৬; ১১২ পৃ: ১০ পং, ১৩০ পৃ: ১৮ পং।

১৮৮. ২৪ “অট্টশতং”, Rh. D. ইহার অর্থ করিয়াছেন—“for eight hundred days.”

১৮৮. ২৪ “কোণভেদার”, ভুল:—“বুদ্ধি পতিজ্ঞাতি,” ৪. ১. ১; ২০১ পৃ: ২ পং। “কোণ-
ভেদার”-শব্দের Rh. D. অহ্বাদ করিয়াছেন—“to test great Nagasena’s skill.”

কিন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না, পরবর্তী কথ্য আলোচনা করিলে ইহা সঙ্গত হইবে।

